সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী সং—৮৮

অনাদি-মঙ্গল

বা

শ্রীধর্ম্মপুরাণ

—:০:—

কবি রামদাস আদক
বিরচিত

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
সম্পাদিত

লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে মুদ্রিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

আষাঢ়, ১৩৪৫

ভূমিকা

ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম

ভারতবর্ষ বহু মানবজাতির মিলনক্ষেত্র। ভারতীয় আর্য্যগণ যখন বৈদিক সভ্যতা লইয়া ভারতভূমিতে প্রবেশ করেন, তখন এ দেশ জনশূন্য ছিল না। একাধিক অন্-আর্য্য জাতি তাহাদের অন্-আর্য্য সভ্যতা ও অন্ আর্য্য ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া তখন ভারতবর্ষে বসবাস করিতেছিল। সেই সকল অন্-আর্য্য জাতিসমূহের সহিত বিবাদ-বিসংবাদ ও মিলন করিয়া আর্য্যগণকে তাহাদেরই মধ্যে বাস স্থাপন করিতে হইয়াছে। এই বিবাদ-বিসংবাদের ফলে হয় ত অনেক অন্-আর্য্যসন্তান পর্ব্বত ও অরণ্যমধ্যে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে, আবার অনেকে হয় ত উন্নততর আর্য্যসভ্যতার আশ্রয়ে দাসত্ব ও শূদ্রত্ব স্বীকার করিয়া আর্য্যসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে। অনেকে হয় ত ঋষিত্ব লাভ করিয়া, রোমক সাম্রাজ্যে নিগ্রো বীর ওথেলোর ন্যায় আর্য্যসাম্রাজ্যে যশ, মান, প্রতিষ্ঠা এবং হয় ত বা 'ডেস্‌ডেমোনা' লাভ করিয়াছে। এইরূপে আর্য্য ও অন্-আর্য্য জাতির পরস্পর মিলনের ফলে শত শত বৎসর ধরিয়া পরস্পরে পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে উভয় সভ্যতার মিলনজাত আধুনিক ভারতীয় সভ্যতার কোন্ উপাদানটী মূল আর্য্যপ্রবাহে আগত, কোন্‌টী বা উপপ্রবাহের আনয়ন, তাহা নির্ণয় করা নিতান্তই কঠিন ব্যাপার। দক্ষিণভারতের দ্রাবিড়গণ এখন আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে স্বসম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এখনকার মত দ্রাবিড়গণ তখন কেবলমাত্র দক্ষিণভারতেই বসবাস করিতেন না, উত্তরভারতেও দ্রাবিড়গণই, কোল প্রভৃতি অন্যান্য অন্-আর্য্যগণের সহিত, আর্য্য-পূর্ব্বযুগে বাস করিতেন। সেই জন্যই দ্রাবিড়গণের ভাষার প্রভাব বেদের ভাষায় সংক্রমিত হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু ভাষা বাহ্য বস্তু বলিয়া ভাষার উপর দ্রাবিড়প্রভাব সহজে ধরা পড়িয়াছে। বস্তুতঃ প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার মৌলিক দলিলে অন্-আর্য্যসভ্যতার যে ছাপ পড়িয়াছে, তাহাতে মূল দলিলের অক্ষরগুলি দুষ্পাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে।

বেদ আর্য্যগণের সর্ব্বপ্রাচীন সাহিত্য ও ধর্ম্মগ্রন্থ। কিন্তু বেদের মধ্যে আমরা কোনও যুগবিশেষের সভ্যতা দেখিতে পাই না। ব্যাসদেব যিনিই হউন না কেন, তিনি কেবলমাত্র বেদমন্ত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সংগ্রহই যে সমগ্র, তাহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না। হয় ত বহু মন্ত্র ব্যাসদেবের অগোচরেই বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে। ইহা একপ্রকার অবিসংবাদিত সত্য যে, ব্যাসদেবের যুগেই বেদমন্ত্রসমূহ রচিত হয় নাই। তবে বেদ রচিত হইয়াছিল কোন্ যুগে ও কোন্ দেশে? বেদ রচনা বা বৈদিক সভ্যতা প্রণয়নের দেশ-কাল-নির্ণয় এখন অসম্ভব বলিলেই হয়। কেন না, আমরা জানি, বেদ বিভিন্নদেশীয় ও বিভিন্ন-কালীয় ঋষিসম্প্রদায়ের নিকট রক্ষিত ছিল। এখনও কোনও বেদমন্ত্র উচ্চারণ

করিতে হইলে ঋষির নাম উল্লেখ করিতে হয়। সুতরাং বেদমন্ত্রসমূহে যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা এক যুগেরও নহে, এক দেশেরও নহে, এক সম্প্রদায়েরও নহে। বেদের মধ্যে বহু যুগের, বহু স্থানের ও বহু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে মতের বিভিন্নমুখিতা সুপ্রতীয়মান।

কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্ম্মবিশ্বাসের ইতিহাসে এত জটিলতা ও বিভিন্নমুখিতা বিদ্যমান থাকিলেও এই সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কয়েকটী মৌলিক ও সাম্প্রদায়িক উপাদান লক্ষ্য করা যায়, এবং সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যগুলি অবলম্বন করিলে পরবর্ত্তী যুগের বহু-সম্প্রদায়-স্পৃষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতির বিশ্লেষণ স্থূলতঃ সম্ভবপর হইতে পারে। এই সাম্প্রদায়িক মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে উপেক্ষা করিয়া অন্য কোনও উপায়েই তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং বঙ্গীয় ধর্ম্মঠাকুরের উপাসকগণের ধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতির আলোচনা করিতে হইলেও ঐ প্রাচীন যুগের ধর্ম্মবিশ্বাসের মৌলিক ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ণয় করিয়া দেখিতে হইবে। নতুবা কোনও আলোচনাই ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইবে না। এই জন্য আমি সর্ব্বপ্রথমেই অতি প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের ইতিহাসে কয়েকটী স্তর-বিন্যাসের চেষ্টা করিব, তৎপরে বঙ্গীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কথা পাড়িব।

মানুষের একটী মানসিক ধর্ম্ম এই যে, মানুষ সকল বিষয়েরই আদিকথা জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়। কোনও কার্য্য দেখিলে তাহার কারণ জানিবার ইচ্ছা এই মানসিক ধর্ম্মেরই ফল। এই কারণেই কোনও ঘটনার বিষয় শুনিবামাত্র সেই ঘটনার আদি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমাদের স্বাভাবিক কৌতূহল জাগরিত হয়। কিন্তু সেই আদি বৃত্তান্তের অস্তিত্ব যদি আমাদের প্রত্যক্ষগম্য না হয়, অথবা তদ্‌বিষয়ে যদি কোনও পরিষ্কার প্রমাণ না থাকে, তবে সেই সকল বিষয়ে নানাবিধ কল্পনা উপস্থিত হইতে পারে। এই জন্য আদিম যুগের যে মানবজাতির কল্পনাশক্তি প্রচুর ছিল না, তাঁহারা যে কল্পনাটী স্বয়ং আবিষ্কার করিতে পারিতেন, তাহাতেই তাঁহাদের মন সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত, অন্য কোনও প্রকার কল্পনা তাঁহাদের মনে স্থান পাইত না। সুতরাং তাঁহাদের স্বয়ংআবিষ্কার-করা কল্পনাটীকেই তাঁহারা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করিতেন, এবং কেহ তাহার অন্যথাচরণ করিলে অথবা তাহার বিরুদ্ধ মত প্রচার করিলেই ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হইত এবং তাহার ফলে রক্তারক্তি অনুষ্ঠিত হইবার পক্ষে কোনও বাধা থাকিত না। তখন বহিঃশক্তিরূপ পশুবলের পরিমাণ দ্বারা অন্তঃশক্তিরূপ ধর্ম্মবলের পরিমাণ নির্ণয় চেষ্টায় ঘোর অধর্ম্মের সৃষ্টি হইত।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। প্রাচীন যুগে মানবের ধর্ম্মবিশ্বাস অল্পাধিক কল্পনামূলক অন্ধবিশ্বাস (বা dogmatism)এর আকারে প্রকাশ পাইত। কিন্তু কল্পনাশক্তির বহুদিক্‌প্রসারিণী অন্তর্দৃষ্টির অভাবে আমরা আমাদের সাধারণ বিচারে যেমন ভ্রমে পতিত হই, ধর্ম্মবিশ্বাসেও সেই প্রকার ভ্রমের সম্ভাবনা আছে। যে ব্যক্তি অল্প কথা কহে, তাহাকে আমরা অনেক সময় অহঙ্কারী বলিয়া বিশ্বাস করি, অথবা চাণক্যের দোহাই দিয়া তাহাকে 'মূর্খ' বলি—"যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে"। আবার যে অধমর্ণ উত্তমর্ণকে তাঁহার

প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে পারে না, সে কুটিলচরিত্র দুরাত্মা বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবেচিত হয়। গাছ হইতে পাখী উড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি ফলের পতন ঘটে, তাহা হইলে আমরা বলি, পাখীই ফল ফেলিয়া দিল। এই সকল উদাহরণে মানবের ভ্রমগুলি যেমন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ধর্ম্মবিশ্বাসের ভ্রম তত স্পষ্ট হয় না, এবং একবার অশিক্ষিত হৃদয়ে সে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইলেই তাহা প্রবল শক্তিমান্ অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হয়। তাহার উচ্ছেদসাধনের জন্য এক দিকে যেমন প্রভূত-প্রতিভাশালী মনস্বী মহাপুরুষের যুগব্যাপী সাধনা আবশ্যক হয়, অন্য দিকে সেইরূপ ভিন্নমতাবলম্বী সম্প্রদায়বিশেষের নৈকট্য দ্বারা ধর্ম্মবিশ্বাসের শিথিলমূলতা সংঘটন দৃষ্ট হয়। নতুবা ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন ঘটে না।

ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বা পরে, অথবা আফগানিস্থান ও শকস্থানকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত ধরিয়া লইলে ঐ অঞ্চলে বাসকালে, আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে একটা বিবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, যে বিবাদের ফলে এক সম্প্রদায় গিয়াছেন পশ্চিমমুখে পারস্যে ও অপর সম্প্রদায় আসিয়াছেন পূর্ব্বমুখে আধুনিক ভারতে। সেই বিবাদের মূল কারণ- ধর্ম্মবিশ্বাসে মতভেদ। ভারতীয় আর্য্যগণ যে মত পোষণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উপনিষদ্ ও দর্শনাদির বীজ নিহিত ছিল দেখা যায়। দৃশ্যমান জগৎকে তাঁহারা আত্মীয় ভাবিতে পারেন নাই। সাংখ্যদার্শনিক প্রকৃতির আকর্ষণে নির্লিপ্ত পুরুষকে তাঁহারা বন্দী করিতে রাজি হন নাই। পুরুষকে নির্লিপ্ত রাখাই তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলসূত্র। তাই তাঁহারা বলিলেন,—"এ জগৎটা কিছু নয়।" কিন্তু ইরাণীয়গণ এ কথা মানিলেন না। তাঁহাদের মতে এ জগৎ উপভোগ্য। এই যে ফুল ফুটিতেছে, নদী দুলিতেছে, বায়ু বহিতেছে, ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নানাবিধ রূপপরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, ইহা কি উপভোগ্য নয়? ভারতীয় ঋষি বলিলেন, "না, ওটা প্রলোভন মাত্র, ঐ প্রলোভনে ভুলিলেই তোমার বন্দিত্ব অবশ্যম্ভাবী।" ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ সংঘটিত হইল। দুই সম্প্রদায় পরস্পরের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। প্রাচীন আর্য্যজাতির 'দেব'-শব্দ ঐ পশ্চিমমুখী ইরাণীয়গণের ভাষায় দেবদ্বেষী দৈত্য শব্দের বাচক হইল। আমাদের 'ইন্দ্র' তাঁহাদের ঐ 'দএব'গণের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। আমাদের 'অসুর' শব্দের অর্থ ছিল 'বলবান্, বীর্য্যবান্'। এই অর্থে এই শব্দ ঋগ্বেদে বরুণাদি দেবতার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত আছে। 'অসু' শব্দের 'প্রাণ' অর্থ অতি প্রাচীন। অস্তিত্ববাচী 'অস্' ধাতু আমাদের শ্বাসধ্বনির অনুকরণে জাত অতি প্রাচীন ধ্বন্যাত্মক ধাতু। শ্বাসক্রিয়াই প্রাচীন মানবের নিকট জীবনের পরিচায়ক চিহ্ন। নাকে হাত দিয়া বা সন্দেহের স্থলে তুলা দিয়া দেহে জীবন আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার পদ্ধতি অতি প্রাচীন। সুতরাং 'অস্' ধাতু ও 'অসু' শব্দও অতি প্রাচীন। এই অসু শব্দের উত্তর '-র' প্রত্যয় যোগে 'অসুর' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই শব্দের মৌলিক অর্থ 'প্রাণবান্' বা 'শক্তিমান্'। এ শক্তি কিন্তু ঐহিক শক্তি বা দৈহিক শক্তি— আধ্যাত্মিক বা মানসিক শক্তি নহে। তাই ঐহিক সম্ভোগকামী ইরাণীয়গণ তাঁহাদের উপাস্য দেবতাকে 'অসুর' বা 'অহুর' শব্দে অভিহিত করিলেন এবং তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হইলেন

"অহুরো মজ্‌দা"। ভারতীয় আর্য্যগণ কিন্তু 'অসুর' শব্দকে 'দেবতার শত্রু' অর্থাৎ দৈত্য-বাচক করিয়া লইলেন এবং সেই কারণে উত্তরকালে একটী নূতন শব্দের সৃষ্টি হইল—'সুর'। ধাতুপ্রত্যয় দ্বারা এ শব্দ নিষ্পন্ন হয় না। অন্যান্য আর্য্যভাষাতেও এ শব্দ নাই। এ শব্দের উৎপত্তি একটা বিস্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ প্রাচীন 'অসুর' শব্দের প্রথম অ-কারটীকে নঞর্থক কল্পনা করিয়া, তাহার বর্জ্জন দ্বারা এই শব্দ উদ্ভূত হইল এবং আজ পর্য্যন্ত আমাদের ভাষায় এ শব্দ সজীব। সে যাহাই হউক, এই শব্দটী আমাদের প্রাচীন যুগের ধর্ম্মমতবিষয়ে সাম্প্রদায়িক বিবাদের সনাতন সাক্ষিস্বরূপে বিদ্যমান।

বেদে দুইটী শব্দ আছে,—'ঋত' ও 'সত্য'। দৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগতের নিয়ামক শক্তি 'ঋত' এবং নৈতিক জগতের নিয়ামক শক্তি 'সত্য'। ইরাণীয়গণ এই 'ঋত' (বা 'অষ') শক্তিকে দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াই ইহার সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করিলেন। ইহাও তাঁহাদের ঐহিকতার আর একটী প্রমাণ। এই 'অষ' শক্তির তাঁহারা একটি বিশেষণ দিয়াছেন। তাঁহাদের এই দেবতার নাম 'অষবোহিষ্‌ত'। এই 'অষবোহিষ্‌ত' দেবতার প্রভাবে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা-সমন্বিত বিশ্ব স্বনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অবিরত কার্য্য করিতেছে। এই শক্তির প্রভাবেই অগ্নির দাহিকা শক্তি ও জলের শৈত্য সম্ভবপর হইয়াছে। এই শক্তি আছে বলিয়াই মেঘ বৃষ্টিদান করে। ইহারই প্রভাবে ঋতুগণের ক্রমান্বয়ে আবির্ভাব হয়। এক কথায় সমস্ত জড় জগতের ইহাই নিয়ামক শক্তি। পরবর্ত্তী যুগে উহার শক্তি নৈতিক জগতে সংক্রামিত হইয়াছে দেখা যায়। স্বয়ং 'অহুরো মজ্‌দা'ও এই শক্তিপ্রভাবেই শক্তিমান্‌। আমাদের 'ধর্ম্ম' শব্দ এখন প্রায় এই শব্দের সমার্থক। কিন্তু মূলে 'অষ'দেবতার এ শক্তি ছিল না। ইরাণীয়গণ এই প্রাকৃতিক শক্তির বশে যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার ফলেই আজ পার্সীগণ এই সংসারে সমৃদ্ধিশালী। আর ভারতীয়গণ যে কারণে তাঁহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, তাহার ফলেই আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা ভাবপ্রবণ ও আধ্যাত্মিকতাবাদী।

ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, ভারতীয় অন্‌-আর্য্যগণের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ঘটিবার পূর্ব্বে আর্য্যগণ যে সভ্যতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে দুইটী উপাদান লক্ষ্য করা যাইবে—একটী ইরাণীয়গণের সভ্যতার সহিত অভিন্ন ও অন্যটী ইরাণীয়গণের সহিত বিরোধের হেতুস্বরূপ। ইরাণীয় 'অষ'-শক্তির প্রভাব যে সকল ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, আর্য্যসভ্যতার সেই সকল উপাদান প্রাগ্‌-ইরাণীয় যুগের, এবং যে সকল উপাদান আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই ভারতীয় বৈদিক ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ইন্দ্র-বরুণাদি যে সকল দেবতার স্তোত্রে ইরাণীয় 'অষ' বা 'ঋত'শক্তির প্রভাব সুপ্রতীয়মান, সে সকল স্তোত্র ও তাহা দ্বারা উপাস্য দেবতা পূর্ব্বযুগের। ঐহিক 'অষ'-শক্তিতে শক্তিমান্‌ বরুণ দেবতাই ইরাণীয়গণের শ্রেষ্ঠ দেবতা "অহুরো মজ্‌দা"রূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া আবেস্তাসাহিত্যের পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। ভারতীয় অগ্নিদেবতা ইরাণীয়গণেরও দেবতা; সুতরাং এই সকল দেবদেবীর কল্পনায় বা তাঁহাদের স্তোত্র রচনায় কোনও ভারতীয় বৈদিক ঋষির নূতন প্রতিভা নিহিত আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভারতে প্রবেশের পূর্ব্ব হইতেই

ধর্ম্মবিশ্বাসের এই সকল উপাদান বৈদিক সাহিত্যে বর্ত্তমান ছিল এবং হয় ত ভারতে প্রবেশের পরও কোনও কোনও বৈদিক ঋষি ঐ সকল প্রাচীন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি দ্বারা কতিপয় বেদমন্ত্র রচনাও করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে ভারতীয় ঋষির চিন্তাবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। হিংসামূলক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অবশ্য অতি প্রাচীন যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে, ইরাণীয় 'যশ্ন' শব্দই তাহার প্রমাণ। কিন্তু ভারতে আসিবার পর বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে কল্পিত হইয়াছে। ঐহিক ভোগপরায়ণতা বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। পারত্রিক মঙ্গল সাধনই যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূলে ভারতীয় দর্শনের কয়েকটী মৌলিক সিদ্ধান্ত বা দার্শনিক স্বতঃসিদ্ধ ভারতীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের অপরিহার্য্য উপাদান ও বীজস্বরূপে নিহিত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সেগুলি এই:—১। জন্মান্তরবাদ, ২। কর্ম্মবাদ, ৩। বেদে বিশ্বাস ও ৪। দেবতায় বিশ্বাস। এই চারিটী বিশ্বাস ভারতীয় ঋষির চিন্তাবৃত্তির অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য উপাদানস্বরূপে ভারতীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগের ভারতীয় চিন্তাধারা হইতে এই সকল উপাদানের বর্জ্জন একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয় বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যিনি এই সকল বিষয়ে অবিশ্বাস করিতে পারিতেন। এমন কি, এই সকল বিশ্বাসের প্রামাণ্য বিষয়ে কোনও যুক্তিপ্রদর্শন আবশ্যক হয় নাই। সকলেই মানিয়া লইয়াছেন—জন্মান্তর আছে এবং সেই জন্মান্তর পরিব্যাপ্ত করিয়া জীবের কর্ম্মপ্রবাহ চলিতে থাকে, এবং কর্ম্মক্ষয়েই মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স লাভ সম্ভবপর হয়। পরবর্ত্তী যুগে বেদে বিশ্বাস কিয়ৎপরিমাণে শিথিল হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এমন কি, ন্যায়শাস্ত্রেও বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। দেবতায় বিশ্বাসও কালে কালে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কোনও কালেই পরিত্যক্ত হয় নাই। একমাত্র ক্ষণিক-বাদী চার্ব্বাকদর্শন ব্যতীত অন্য কোনও দর্শনে প্রথম দুইটী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোনও সংশয় উত্থাপিত হয় নাই, এবং চার্ব্বাকদর্শন এ দেশে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যেও বহুকাল সমাদৃত হয় নাই।

উপরে বিশ্লেষিত চারিটী বিশ্বাসের চতুর্থটীর প্রতি বৈদিক যুগের শেষভাগেই আর্য্যগণের অনাস্থা সূচিত হইয়াছে বুঝা যায়। এই যুগেই প্রাচীন ইন্দ্র-বরুণাদি দেবগণের গৌরব হ্রাস পাইতেছিল। বৈদিক ঋষিগণ বহু দেবতা ত্যাগ করিয়া, একজন অদ্বিতীয় দেবতাকে খুঁজিতেছিলেন। মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই যুগে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের স্তব এরূপভাবে রচিত হইত যে, স্তুতিপাঠক যখন দেবতাবিশেষের স্তব পাঠ করিতেন, তখন তিনি সেই সময়ের জন্য অন্যান্য দেবতাগণকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতেন। বহু দেবতা স্বীকৃত হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে একজনকে বাছিয়া লইয়া, তাঁহাকেই সর্ব্বোচ্চ দেবতা বলিয়া স্বীকার করার পদ্ধতিকে ইংরাজীতে হেনোথিজ্‌ম্ (Henotheism) বলে। এই মতে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে বা কোনও নির্দ্দিষ্ট কালে, নির্দ্দিষ্ট উপলক্ষ্যে কোনও নির্দ্দিষ্ট দেবতা সর্ব্বোচ্চ দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। বৈদিক যুগের এই কালকে ধর্ম্ম বিষয়ে যুগান্তর সৃষ্টির পূর্ব্বসূচনা বলা যাইতে পারে। বহু দেবতায় বিশ্বাসবান্ সমাজে এই প্রকারে

সম্প্রদায়ভেদে একেশ্বরবাদিত্বের পূর্ব্বলক্ষণ এই কালেই সূচিত হইয়াছিল। এই কালেই আমরা দেখিতে পাই, বৈদিক ঋষিগণ ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত দেবগণের প্রতি আস্থা হারাইতেছেন। একজন ঋষি বলিয়া উঠিলেন :—

"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?"

কোন্ দেবতার নামে যজ্ঞ উৎসৃষ্ট হইবে? কাহাকে হবি দান করা হইবে? ইহাই ঋষির সন্দেহ। এই সন্দেহের বশবর্ত্তী ঋষি এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ দেবতাকেই সর্ব্বোচ্চ আসন দান করিয়াছেন। এইরূপে বৈদিক ঋষিসমাজে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে 'পুরুষদেবতা', 'বিশ্বকর্ম্মদেবতা', 'রুদ্রদেবতা', 'বিষ্ণুদেবতা' প্রভৃতি বহু নূতন দেবতা উদ্ভূত হইয়া প্রাধান্য লাভ করেন। এইরূপে নূতন নূতন দেবতাসৃষ্টির প্রবৃত্তিকে প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা বলা যায়। ইরাণীয়গণের মত ঐহিক সুখের হেতুভূত উপাদানসমূহ এ যুগে অনাদৃত হইয়াছে এবং পারত্রিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। একটা বিচার ও বিশ্লেষণের যুগ যে এ কালের মন্ত্রগুলিতে প্রকাশ পাইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈদিক দেবতায় বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত না হইলেও তাহা যে এ যুগে অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। বৈদিক ঋষিরা পূর্ব্ব-যুগ-কল্পিত দেবতাগণকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া, একেবারে 'নিতান্ত নাস্তিক' চার্ব্বাকবাদী হইয়া পড়েন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে এক প্রকার 'আস্তিক শূন্যবাদের' বিশ্বাস প্রচলিত হইতেছিল দেখা যায়। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে (১০।১২৯) এইরূপ বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়। দার্শনিক চিন্তার প্রথম উন্মেষ হিসাবে এই সূক্তটী অত্যন্ত মূল্যবান্। এই সূক্তে সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা 'শূন্য'রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। তখন 'সৎ' ছিল না, 'অসৎ'ও ছিল না, 'অন্তরীক্ষ' ছিল না, 'আকাশ'ও ছিল না। এই প্রপঞ্চ জগতের আবরণ, আশ্রয় বা আধার কি ছিল? অতলস্পর্শ জলরাশিই কি ছিল? মৃত্যু ছিল না, অমৃতও ছিল না। দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনও প্রভেদ ছিল না। এই সব 'ছিল-না'র মধ্যে তিনি ছিলেন,—নিজেই নিজের অবলম্বন ও আশ্রয়। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তাঁহার উপরে কিছুই ছিল না। অন্ধকার অন্ধকারেতেই আচ্ছন্ন ছিল। জল ও স্থলে কোনও পার্থক্য ছিল না। শূন্য ও অভাবের মধ্যে যিনি প্রচ্ছন্ন ছিলেন, তিনিই তপঃপ্রভাবে স্বয়ংপ্রকাশ হইয়া আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ইচ্ছা জাগরিত হইল, সেই ইচ্ছাতেই মুনিগণের অনুসন্ধিৎসা জাগরিত হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শূন্যের মধ্যেই সদ্‌বস্তুর বীজ নিহিত রহিয়াছে। তখন সেই অব্যক্ত তত্ত্বদর্শনের পথে আলোক-পাত হইল এবং বীজ ও শক্তি উদ্ভূত হইল। নিম্নে আত্মশক্তি ও উর্দ্ধে ইচ্ছাশক্তি প্রকটিত হইল। কিন্তু কে জানে এই সৃষ্টিরহস্য? দেবতারা নিশ্চয় সৃষ্টির পরে আবির্ভূত হইয়াছেন। তবে কে জানে, কেমন করিয়া ও কোন্ বস্তু হইতে এই বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে? হয় ত তিনিই জানেন, যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনিই যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই বা প্রমাণ কি? আর তিনিই যে জানেন, তাহারই বা প্রমাণ কি?

'দেবতারা নিশ্চয় সৃষ্টির পরে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহারা অনাদিও নহেন, অনন্তও নহেন।'—এই সকল মতবাদ যে সমাজে প্রচলিত ও প্রচারিত হয়, সে সমাজ যে দেবতার প্রতি আস্থা হারাইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? বহু পরবর্ত্তী যুগে বৌদ্ধ দর্শনে দেবতার প্রতি এই অনাস্থার পূর্ণ পরিণতি দেখা যায়, এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে শূন্যবাদ প্রচারিত হয়।

এই যুগে যখন আর্য্য ঋষিগণের মধ্যে 'দেবতায় বিশ্বাস' টলটলায়মান, সেই যুগে তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস বিষয়ে আরও অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা ইন্দ্রত্ব লাভের প্রলোভন কমিয়াছে। প্রাচীন নরবলিপ্রথার নিদর্শনস্বরূপ শুনঃশেফের আখ্যান অনাদৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের উপর স্থানে স্থানে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য দেখা দিয়াছে। পরবর্ত্তী উপনিষদের যুগে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য সুপরিলক্ষিত হয়। কেবল যে বিশ্বামিত্র ঋষি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন ও সারা জীবন বশিষ্ঠের সহিত কলহ করিয়া কাটাইয়াছেন, তাহা নহে। বহু স্থলেই ক্ষত্রিয়গণ পুরোহিতের কর্ম্ম করিয়াছেন, এবং অনেক ক্ষত্রিয় রাজার নিকট ব্রাহ্মণগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছেন। অশ্বপতি কৈকেয়, কাশীরাজ অজাতশত্রু, প্রাবাহণ জৈবলি, রণবিদ্যাকুশল সনৎকুমার, চিত্র গঙ্গায়নি, রাজর্ষি জনক প্রভৃতি বহু ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণগণকে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগেই হউক, আর এই যুগেই হউক, পরশুরাম ভার্গব প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন। এই যুগে বা ইহারই অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে আভীরবংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় নৃপতি শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদভঞ্জন দ্বারা সমগ্র ভারতে এক ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক চিন্তাশীল মনস্বী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণসন্তান অশ্বত্থামা এই যুগে হীন কর্ম্মের জন্য ক্ষত্রিয়ের নিকট শাস্তি লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণের শস্ত্র-শিক্ষকরূপে পূজিত ও সম্মানিত হইলেও হীনকুলোদ্ভব নিষাদনন্দন এক-লব্যের আখ্যানে নিন্দিত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয় নৃপতি শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক বিষ্ণুদেবতার অবতার-রূপে পূজিত হইয়াছেন। ইনি এক দিকে যেমন ক্রোধোন্মত্ত ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া সনাতন কালের মানবের নিকট ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের ধর্ম্মহীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, অপর পক্ষে সেইরূপ ব্রাহ্মণপরিত্যক্ত শূদ্র ও চণ্ডালের মালিন্য মোচন করিয়া, তাহাদিগকে স্বক্রোড়ের শীতল ছায়া দান করিয়াছেন। এইরূপে বৈদিক যুগের সেই সূর্য্যরূপী ত্রিবিক্রম বিষ্ণুই শ্রীকৃষ্ণরূপে রূপান্তরিত হইয়া আ-চণ্ডাল আর্য্য-কৃষ্টিভুক্ত জাতিসকলকে একত্র সম্মিলিত করিয়া, সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপে যুগে যুগে আর্য্য ও অনার্য্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শুভমিলন সংঘটিত হইয়াছে।

ইহার পরেই হউক আর পূর্ব্বেই হউক আর এই কালেই হউক, ভারতীয় আর্য্য ও অনার্য্য জাতি ও সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে আর একবার আপোষমীমাংসা দ্বারা মিলনের চেষ্টা সুপরিস্ফুট। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর হইতে পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগে অতি আদিম মানবজাতির মধ্যে লিঙ্গদেবতা নামক এক দেবতার একাধিপত্য দেখা যায়। সৃষ্টি-মন্ত্রের

দেবতারূপে এই দেবতার অর্চ্চনা অতি আদিম যুগ হইতে আদিম ধরণে হইয়া আসিতেছিল। বৈদিক রুদ্রদেবতার সহিত এই দেবতা মিশাইয়া, এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগের দেবতা সৃষ্টি করিয়া, আর্য্য ও অনার্য্য ভারতবাসিগণ তাঁহার চরণতলে সমবেত হইয়াছে। কি কবি, কি দার্শনিক, কি ভাবুক, সকলেই এই দেবতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা অর্থাৎ 'ঈশ্বররূপে' গ্রহণ করিয়াছেন। অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত অনার্য্যগণের নিকট ইনিই 'মহাদেব' এবং সেই চিন্তার প্রভাবে আর্য্যগণের মধ্যেও তিনি 'মহেশ্বর'। সৃষ্টির দেবতা 'প্রজাপতি' বা 'ব্রহ্মা' এই দেবতার অঙ্গীভূত হইলেন। ইনিই মঙ্গলময় শিবদেবতা বলিয়া গণ্য হইলেন। বৈদিক ইন্দ্রাদি দেবতা ও অন্যান্য ভোগের দেবতা ভারতবাসীর 'স্বর্গ' হইতে পদচ্যুত হইলেন। এবং এই সঙ্গে শক্তিদেবতারূপে নানা স্ত্রীদেবতা ভারতীয় দেবতাগণের সহিত মিশিতে লাগিলেন। দ্রাবিড় 'মনশাম্মা', শীতলাম্মা' প্রভৃতি দেবতা এবং 'নাগ'দেবতা ভারতে পূজিত হইতে লাগিলেন। বৈদিক দেবতারা বিদায় গ্রহণ না করিলেও বিদায়ের পথে দাঁড়াইলেন। এমন সময় বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম পূর্ব্বভারতে বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশ পূর্ব্বে আর্য্যকৃষ্টির বহির্ভুক্ত ছিল এবং উত্তর কালে এই সকল দেশ আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত ও আর্য্যসভ্যতায় নবদীক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আর্য্যসভ্যতায় নবদীক্ষিত এই অনার্য্যগণ মধ্যদেশবাসী বৈদিক আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বহু কাল অবজ্ঞাত হইয়াছে। তাহাদিগের শাস্ত্র অনুসারে এ দেশে পদার্পণ করিলে সেই অপরাধে নিষ্ঠাবান্ আর্য্যকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, এ দেশের ভাষাগুলিও আর্য্যগণের নিকট বরাবর অবজ্ঞাত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে একবার "হে অরয়ঃ" স্থানে "হে অলয়ঃ" এই প্রাচ্যদেশের উচ্চারণ আর্য্যগণের মন্ত্র দূষিত করিয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মধ্যযুগের নাটকাদিতেও মাগধী ভাষা চোর, লম্পট, ধীবর, ভৃত্য প্রভৃতি অবজ্ঞাত পাত্রের ভাষা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রাচ্যদেশবাসী অনার্য্যগণ আর্য্যকৃষ্টিভুক্ত হইয়াও আর্য্যসভ্যতার সর্ব্ববিধ অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু তথাপি এই প্রাচ্যদেশ-বাসিগণ ভক্তিসহকারে আর্য্যসভ্যতা ও আর্য্যসভ্যতার সহিত আগত সংস্কৃত ভাষাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। আর্য্যসভ্যতার আদর্শে প্রাচ্যভাষারও সংস্কার হইয়াছে। মিথিলার বদান্য নৃপতি জনকের আশ্রয়ে অসংখ্য উপনিষদ্‌গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। নানাদিগ্‌দেশ হইতে চিন্তাশীল ঋষিগণ জনকের রাজসভায় সমবেত হইয়াছেন। এই সকল সম্মানার্হ অতিথির অভ্যর্থনা ও পুরস্কারের জন্য জনকের রাজকোষ মুক্ত ছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শুভ মিলনে জনকের রাজধানী পুণ্যভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালের মিথিলাকে এই হিসাবে আর্য্যসভ্যতার একটী বড় বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়। কিন্তু এই দানশীল রাজর্ষির তিরোধানের পর হইতে তাঁহার সেই পুণ্যভূমির অধিবাসিগণ অনার্য্য বলিয়া অনাদৃত হইতে থাকে। প্রেম যেমন বিশ্ববিজয়ী, অবজ্ঞাও সেইরূপ মানবের অন্তঃকরণে বিদ্বেষবহ্নি জ্বালিয়া তুলে। যে প্রাচ্যদেশবাসী এত কাল আর্য্যসভ্যতার একান্ত ভক্ত ছিল, তাহারই অন্তঃকরণে আর্য্যবিদ্বেষ ধূমায়মান হইতে লাগিল। কিন্তু ধূমায়মান অগ্নি চিরকাল

ধূমায়মান থাকে না। এক দিন না এক দিন জ্বলিয়া উঠিবেই। যখন অশিক্ষিত প্রাচ্য জনসাধারণের মনের মধ্যে এই ভাবে আর্য্যবিদ্বেষ জাগিয়া উঠিতেছে, তখন হয় ত তাহাদের মধ্যে অনেকেই আর্য্যসভ্যতা, আর্য্যধর্ম্ম ও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের দোষানুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু তাহাদের সে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর হয় ত কেহ শুনিতে পায় নাই, অথবা হয় ত বহু কাল আর্য্যগণ তাহাদের বিরুদ্ধ মতকে উপেক্ষা করিয়াছেন। এমন সময় প্রাচ্যভূমিতে এক মহামনস্বী মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন;—ইঁহার নাম মহাবীর স্বামী। ইনি হিংসামূলক বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ইনি প্রচার করিলেন,—হিংসা অধর্ম্ম, অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। হিংসামূলক বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ধর্ম্মকর্ম্ম নহে, অধর্ম্ম; পুণ্য নহে, পাপ। ফলে, প্রাচ্যদেশে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হইয়া উঠিল। এত কাল যাহারা মুখ ফুটিয়া আর্য্যবিদ্বেষ প্রকাশ করিতে পারে নাই, তাহারা মুক্তকণ্ঠে অহিংসামন্ত্র প্রচার করিতে লাগিল। কিছু কাল পরে আর একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। ইনি কেবলমাত্র অহিংসামন্ত্র গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না, বৈদিক কর্ম্মমার্গেরও দোষ আবিষ্কার করিলেন এবং প্রচার করিলেন যে, জ্ঞানমার্গই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। জীব, নানা জীবদেহের ভিতর দিয়া অল্পে অল্পে জ্ঞান সঞ্চয় করে এবং বহু জন্মের পর বুদ্ধত্ব ও সম্যক্ বুদ্ধত্ব লাভ করে। যিনি সম্যক্ সম্বুদ্ধ, তিনিই এই জরাব্যাধিমৃত্যু-সঙ্কুলিত মর্ত্ত্যভূমে মানবের মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিতে পারেন। যে ভণ্ড পুরোহিতগণ যজমানকে যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী করে এবং পরকালে স্বর্গলাভের প্রলোভন দেখায়, তাহারা নিজেরাই অন্ধ; পরকে পথ দেখাইবে কেমন করিয়া? যজ্ঞে পশুবধ করিলে যদি সেই পশুর স্বর্গলাভ ঘটে, তবে কেন পুরোহিত, যজ্ঞে পিতৃবধ করিয়া তাহার পিতৃদেবকে স্বর্গে প্রেরণ করে না? যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে যজমান যে স্বর্গলাভ করিবে বলিয়া পুরোহিত তাহাকে প্রলুব্ধ করে, সে স্বর্গ কি পুরোহিত দেখিয়াছে? দেবতা ও পুণ্যাত্মাদিগের বিলাসভূমি এই স্বর্গনামক দেশ কি তাহাদের স্বকপোলকল্পিত আকাশকুসুম নয়? তাহাদের এই সমস্ত কর্ম্ম কেবলমাত্র জীবিকা অর্জ্জনের প্রবঞ্চনামূলক উপায়মাত্র। যে যজমান পুরোহিতকে যত দক্ষিণা দান করিতে পারে, পুরোহিত তাহারই প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ। সর্ব্বত্যাগী রাজকুমার সিদ্ধার্থের এই জ্ঞানবাদ বুদ্ধধর্ম্ম নামে সর্ব্বদেশে সমাদৃত হইল। বৈদিক যজ্ঞ আর্য্যভূমিতে বহু কাল অনুষ্ঠিত হইল না। বুদ্ধধর্ম্মের বিজয়নিশান দেশে দেশে উড্ডীন হইল। আর্য্যধর্ম্মের পুণ্যপ্রভাব কালিমাকলুষিত হইল। আর্য্য ঋষিগণের চিন্তাপ্রবাহের গতি ফিরিয়া গেল। কয়েক শতাব্দীর জন্য আর্য্যধর্ম্ম একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গেল।

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান নিমগ্ন হইল, তখন এই প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের যে দুর্দ্দশা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। পরশুরাম ভার্গবের হস্তে এই পৃথিবী একুশ বার ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু পরশুরামের যুগ পৌরাণিক যুগ অর্থাৎ এই যুগের ইতিহাস অর্দ্ধপুরাণ, অর্দ্ধ ইতিহাস;—প্রবল বৌদ্ধ নৃপতি কর্ত্তৃক পাষণ্ডস্থানীয় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মীর নির্য্যাতন পৌরাণিক যুগের ন্যায় অলীক

কাহিনী নহে। অহিংসাবাদী বৌদ্ধ নৃপতির করাল হিংসার কবলে আর্য্যাবর্ত্ত যে কত একুশ বার ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মি-শূন্য হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না। কিন্তু তাহাতেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন হয় নাই। শত নির্য্যাতনেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম টিকিয়া আছে। অন্যূন সহস্র বৎসর কাল নির্য্যাতন সহ্য করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আবার মাথা তুলিয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অঙ্গে এই নিদারুণ অস্ত্রোপচারের ফলে ইহার সর্ব্বাঙ্গে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহার ফল নানা আকারে ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্ম্মে দেখা দিয়াছে। ফলতঃ দশ শতাব্দী ব্যাপিয়া বৌদ্ধনির্য্যাতনের ফলে যে হিন্দুধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ভারতবর্ষে টিকিয়া রহিল, তাহাকে অর্দ্ধবৌদ্ধধর্ম্ম বলা যায়। এই সংস্কারের পর হিন্দুধর্ম্মে বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে শাক্যসিংহ বিষ্ণুর নবম অবতার বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন। এই কালের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অহিংসাবাদের ঘোরতর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক যুগে সোমলতানিষ্পেষিত সুরা যদিও ব্রাহ্মণগণের নিকট দেবদুর্ল্লভ পানীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল, তথাপি এ যুগে সুরা ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য হইয়াছে। বৈদিক যুগে যজ্ঞে উৎসৃষ্ট মাংস ব্রাহ্মণের সুখাদ্য বলিয়া পরিগণিত থাকিলেও এ যুগে মাংসমাত্র ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে আবার দেশভেদে কোনও কোনও জীবের মাংস ব্রাহ্মণের খাদ্য বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু কোনও কোনও জীবের মাংস সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ এ কাল পর্য্যন্ত নিরামিষাশী। মাদ্রাজবাসী ব্রাহ্মণের হোটেলে চর্ব্ব চূষ্য, লেহ্য পেয় নানাবিধ নিরামিষ খাদ্যের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোনওরূপ মাংস সে হোটেলের চতুঃসীমানার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের পুরুষের সহিত ক্ষত্রিয়াদি নিম্নবর্ণীয়া কন্যার বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত ছিল। অহিংসাবাদীর হিংসার ভয়ে বিবাহপদ্ধতিতেও সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়িল।' ব্রাহ্মণের বিবাহ ব্রাহ্মণের মধ্যে, ক্ষত্রিয়ের বিবাহ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল। এই কারণেই দুরদেশে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। এখন আর ভারতভূমির যে কোনও অঞ্চলের ব্রাহ্মণপুত্র অন্য যে কোনও অঞ্চলের ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। পূর্ব্বে গোত্রমাত্রের উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মণের পরিচয় হইত, এক্ষণে বাসস্থানের উল্লেখ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। তা ছাড়া আর্য্য-কন্যার বিবাহের বয়স ভয়ানক ভাবে কমিয়া আসিল। পূর্ব্বকালীন স্বয়ম্বরপ্রথায় পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয়ার বিবাহ সুসিদ্ধ ছিল। এ কালে অষ্টবর্ষীয়াকে পাত্রস্থ করিলে গৌরীদানের পুণ্য ঘোষিত হইল। কারণ, কন্যার বয়স বেশী হইলেই অহিংসাবাদীরা তাহাকে চুরি করিয়া ভিক্ষুণী-শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিবে—এই আতঙ্কে আর্য্যভূমি আতঙ্কিত হইল। অভিন্ন কারণে আর্য্য-নারীদিগের মধ্যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত হইল। এইরূপে আর্য্যসমাজ নানা আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে কোন্‌টী আর্য্যপদ্ধতি, কোন্‌টী অনার্য্যপদ্ধতি, কোন্‌টী বা বৌদ্ধপদ্ধতি, তাহা নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মও ঠিক থাকিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ সমাজেরও আমূল সংস্কার সংঘটিত হইল। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'—ইহা যে ধর্ম্মের মূলনীতি ছিল, সেই ধর্ম্ম হিংসা বিদ্বেষে কলুষিত হইয়া উঠিল। শাক্যসিংহের অহিংসামন্ত্র ভারতবর্ষ

ত্যাগ করিয়া সিংহল দ্বীপে আশ্রয় পাইল এবং সিংহলীয় বৌদ্ধধর্ম্ম "হীনযান" নামে উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইল। তান্ত্রিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত পঞ্চমকারাত্মক হিংসাধর্ম্ম বৌদ্ধ "মহাযান" নামে সমাদৃত হইল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া যে সংস্কারমুক্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা নানা কুসংস্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কুসংস্কারের অন্ধকার ভেদ করিয়া যে ধর্ম্ম বিমল জ্ঞানমার্গে মুক্তির অন্বেষণ করিয়াছিল, তাহার জ্ঞানমন্ত্র অলৌকিক কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ ইন্দ্রজালের নামান্তর হইয়া উঠিল। এই আড়াই অক্ষরের 'জ্ঞান' নব্য বৌদ্ধ নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে, এবং অচিন্ত্যপূর্ব্ব দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছে ও বজ্রযানসম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীল সাধনা-পদ্ধতির প্রচার করিয়াছে। বুদ্ধদেব ও শিব হিমালয়-প্রত্যন্ত-দেশবাসী তান্ত্রিক সাধকরূপে মহাচীন তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে কি বৌদ্ধ ধর্ম্মের কোনও মৌলিক উপাদান খুঁজিয়া পাওয়া যায়? না, সেই বিষয়ে গবেষণা করিয়া মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে কোনও প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ সম্ভব? কখনই নহে। বরং ভারতবর্ষ, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশের কোন্ কোন্ ধর্ম্মের সংস্পর্শে বৌদ্ধধর্ম্মের এইরূপ সর্ব্বধ্বংসী পরিণাম সংঘটিত হইয়াছে, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের আলোচনা নিবদ্ধ হইলে, প্রাচীন ভারতের অন্ধকার ইতিহাসে আলোকপাত হইতে পারে।

রোহিতদেবতা

সূর্য্য উদয়কালে তাম্রবর্ণ বলিয়া বৈদিক সাহিত্যে স্থানে স্থানে সূর্য্যের নাম '**রোহিত**'। ইনি শ্রেষ্ঠ দেবতা, ইনি দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, ইনি যজ্ঞকর্ম্মে সিদ্ধি দান করেন, ইহাঁ হইতেই যজ্ঞ উদ্ভূত হইয়াছে, ইনি বস্ত্রের ন্যায় ভুবনসমূহকে পরিধান করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকেন, ইনি জলে অন্তরিত অর্থের উত্থাপনে সহায়, ইনি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে জয় করেন, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী ('ব্রহ্মজ্য'), তাঁহার পাশ ক্ষয় করিয়া ইনি তাঁহাকে মুক্ত করেন। তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্রসমূহ ধনোদ্ধার, রাষ্ট্রোদ্ধার, যজ্ঞসিদ্ধি, সজিলগণ, শত্রুজয় প্রভৃতি উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইঁহার সাতটী অশ্বের (বা সহস্র অথবা সহস্র এবং সপ্ত অশ্বের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বটীর নাম রোহিতাশ্ব। ইঁহার সারথি 'অরুণ' এই সকল মন্ত্রের মধ্যে উল্লিখিত হন নাই, বরং রোহিতদেবতা স্বয়ং '**সুপর্ণ**' নামে অভিহিত হইয়াছেন। সায়ণাচার্য্য এ-সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, সমগ্র সূক্তের জন্য কেবলমাত্র একটী করিয়া ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাঁহার এই ভূমিকাগুলি, মূল মন্ত্রগুলি ও কতকগুলি অনুবাদ হইতে আমাদিগকে এই দেবতার বিষয় অবগত হইতে হয়। অথর্ববেদসংহিতার ত্রয়োদশ কাণ্ডে প্রথম চারিটী সূক্তে এই রোহিতদেবতাবিষয়ক মন্ত্রগুলি একত্র পাওয়া যায়। এগুলি ষষ্ঠ পর্য্যায় সূক্তের অন্তর্গত। এই সূক্তগুলির বিষয়ে সায়ণাচার্য্যের ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, এগুলি রোহিতদেবতাক সূক্ত। 'রোহিত' কোনও দেবতার নাম। উদয়কালীন সূর্য্যই এই দেবতার আত্মাস্বরূপ। অর্থকাম ব্যক্তি স্নান করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক 'উদেহি বাজিন্'

ইত্যাদি বিংশতি ঋক্ দ্বারা উদয়কালীন আদিত্যের পূজা করিবে। তাহার ফল দ্রবিণো-খাপন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও কৌশীতকী ব্রাহ্মণেও এই মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। কৌশীতকী (২৯।৪) ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যগ্রহণকালে এবং নৌকাডুবির প্রতিষেধক মন্ত্ররূপে এই মন্ত্রগুলির প্রয়োগ হয়।

উদেহি বাজিন্ যো অপ্স্ব্ অন্তর্
ইদং রাষ্ট্রং প্রবিশ সূনৃতাবৎ।
যো রোহিতো বিশ্বমিদং জজান
স ত্বা রাষ্ট্রায় সুভৃতং বিভর্তু॥—অথর্ব্বসংহিতা, ১৩।১।১॥

হে জলরাশিমধ্যে অন্তর্হিত বাজিন্! তুমি উঠিয়া আইস, এবং সূনৃত (প্রাকৃতিক ঋত-শক্তির প্রভাবে প্রভাব-) বান্ হইয়া এই রাষ্ট্রে প্রবেশ কর। যে রোহিতদেবতা এই বিশ্ব উৎপন্ন করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে সুরক্ষিত-ভাবে রক্ষা করিয়া এই রাষ্ট্রে লইয়া আসুন।

অথর্ব্ববেদসংহিতার যে চারিটী সূক্তে রোহিতদেবতার বর্ণনা আছে, তাহার আরম্ভ এই মন্ত্রে। এই মন্ত্রে অতি প্রাচীন ঋতশক্তির প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে। উপরে যে আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া হইল, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, এই মন্ত্রটী জলমগ্ন সম্পত্তির উদ্ধারকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে এবং রোহিতদেবতাকে সেই কর্ম্মের সাহায্যার্থ আহ্বান করা হইতেছে। সায়ণাচার্য্য ও যাস্ক এ সূক্তগুলির ব্যাখ্যা করেন নাই। সেই জন্য হ্বুইট্নীর তর্জ্জমা আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রোহিতদেবতা যে সূর্য্যদেবতা, তাহা সায়ণাচার্য্যের ভূমিকায় পরিস্ফুট। তৈত্তিরীয় ও কৌশীতকী ব্রাহ্মণে এই মন্ত্রগুলি যে নৌকাডুবিকালে এবং সূর্য্যগ্রহণকালে গেয়, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সূর্য্যদেব উদয়কালে এবং অস্তগমনকালে লোহিতবর্ণ। সেই জন্য প্রাচীন যুগের ঋতশক্তিতে বিশ্বাসী ঋষি কল্পনা করিয়াছেন যে, এই দেবতা সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রে ডুবিয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া আসেন ঋতশক্তির প্রভাবে; এবং সেই জন্য জলমগ্ন ধনসম্পত্তির উদ্ধারে ইনিই শক্তিমান্ দেবতা। নিম্নলিখিত মন্ত্রটীতে দেখা যায়, ইনি অর্ণব হইতে আকাশে আরোহণ করিয়া সকল দিকে উচ্চ স্থানসমূহ (রুহঃ) পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকেন।

রোহিতো দিবমারুহন্ মহতঃ পরি অর্ণবাৎ।
সর্ব্বা রুরোহ রোহিতো রুহঃ॥—অথর্ব্বসংহিতা, ১৩।১।২৬॥

এই দেবতা স্বর্গপ্রাপ্তি, পৃথিবী উদ্ধার, রাষ্ট্র উদ্ধার, দ্রবিণোদ্ধার, প্রজা উদ্ধার, অমৃতোদ্ধার প্রভৃতি কর্ম্মে পটু।

দিবং চ রোহ পৃথিবীং চ রোহ রাষ্ট্রং চ রোহ দ্রবিণং চ রোহ।
প্রজাং চ রোহামৃতং চ রোহ রোহিতেন তন্বং সংস্পৃশস্ব॥ ১৩।১।৩৪॥
যে দেবা রাষ্ট্রভৃতোঽভিযন্তি সূর্য্যম্।
তৈষ্টে রোহিতঃ সম্বিদানো রাষ্ট্রং দধাতু সুমনস্যমানঃ॥ ৩৫॥
উৎ ত্বা যজ্ঞা ব্রহ্মপূতা বহন্তি অধ্বগতা হরয়স্ত্বা বহন্তি।
তিরঃসমুদ্রমতিরোচসেঽর্ণবম্॥ ৩৬॥

রোহিতে দ্যাবাপৃথিবী অধিশ্রিতে বসুজিতি গোজিতি সন্ধনাজিতি।
সহস্রং যস্য জনিমানি সপ্ত চ রোচয়স্তে নাভিং ভুবনস্যাধিমজ্মনি ॥ ৩৭ ॥

রোহিতদেবতাই স্বর্গের পথ ও স্বর্গ বিষয়ে সুপরিচিত।

হিমং ঘ্রংসঞ্চাধায় যূপান্ কৃত্বা পর্বতান্।
বর্ষাজ্যাবগ্নী ঈজাতে রোহিতস্য স্বর্বিদঃ ॥ ৪৭ ॥
স্বর্বিদো রোহিতস্য ব্রহ্মণাগ্নিঃ সমিধ্যতে।
তস্মাদঘ্রংসস্তস্মাদ্ধিমস্তস্মাদ্‌যজ্ঞোঽজায়ত ॥ ৪৮ ॥
ব্রহ্মণাগ্নী বাবৃধানৌ ব্রহ্মবৃদ্ধৌ ব্রহ্মাহুতৌ।
ব্রহ্মেদ্ধাবগ্নী ঈজাতে রোহিতস্য স্বর্বিদঃ ॥ ৪৯ ॥
সত্যেঽন্যঃ সমাহিতোঽপ্স্বন্যঃ সমিধ্যতে।
ব্রহ্মেদ্ধাবগ্নী ঈজাতে রোহিতস্য স্বর্বিদঃ ॥ ৫০ ॥ ১৩। ১ ॥

এই রোহিতদেবতাই যে সূর্য্যদেবতা, তাহা নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলিতে সুপ্রকাশ।

রোহিতঃ কালো অভবদ্ রোহিতোঽগ্রে প্রজাপতিঃ।
রোহিতো যজ্ঞানাং মুখং রোহিতঃ স্বর্ আভরৎ ॥—অথর্বসংহিতা, ১৩।২।৩৯॥
রোহিতো লোকোঽভবদ্ রোহিতোঽত্যতপদ্ দিবম্।
রোহিতো রশ্মিভির্ভূমিং সমুদ্রমনুসংচরৎ ॥ ৪০ ॥
সর্বা দিশঃ সমচরদ্ রোহিতোঽধিপতির্দিবঃ।
দিবং সমুদ্রমাদ্ ভূমিং সর্বং ভূতং বিরক্ষতি ॥ ৪১ ॥

এই অংশে সায়ণের টীকা:—রোহিতদেবতাকমেতৎ সূক্তম্। রোহিতঃ কশ্চিদ্দেবঃ। উদ্যৎসূর্য্যরূপঃ সূর্য্যস্য রোহিতনামকো যঃ প্রধানোঽশ্বস্তদ্রূপেণ বা কল্পিতঃ॥

আমাদের সন্ধ্যা, গায়ত্রী প্রভৃতিতেও এই সূর্য্যদেবতাই একমাত্র দেবতা। ইনিই ব্রহ্মা প্রজাপতি, ইনিই বিষ্ণু ত্রিবিক্রম, ইনিই রুদ্র দেবতা। আবার ইনিই ইন্দ্র, বৃষ্টিদাতা ও শস্য-রক্ষক। জৈমিনীয় উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে ইনিই—'শর্ব উগ্রো দেবো লোহিতায়ন্ প্রজাপতিরেব সংবেশেঽস্তমিতঃ।' এই সূর্য্যদেবতাই আবার 'রৌহিণ' নামক কোনও ঋষি বা দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন,—

যস্সপ্তরশ্মির্বৃষভস্তুবিষ্মান্ অবাসৃৎ সর্তবে সপ্তসিন্ধূন্ ॥
যো রৌহিণমস্ফুরদ্‌বজ্রবাহুর্ দ্যামারোহন্তং স জনাস ইন্দ্রঃ ॥—জৈ. উ. ব্রা. ১।২৯.৭ ॥
ঋগ্বেদ, ২।১২।১২ ॥

লৌহায়স, লোহিতায়স, রক্তায়স, তাম্র

ধর্ম্মের নামে উৎসৃষ্ট ছাগ ও ছেলের পায়ে লোহার বেড়ী দেওয়া থাকে বলিয়া একজন প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন * যে, "লাউসেন নাম বাস্তবিক লৌহসেন। লৌহ

* সা. প, প, ১৩৩৮। ৭০-৭১ পৃঃ।

শব্দ হইতে লৌ। পূর্ব্বকালের উচ্চারণে ‘লউ’ না হইয়া ‘লাউ’ হইত। এইরূপে লৌহসেন লাউসেন হইয়াছে।” কিন্তু বঙ্গভাষায় অকারের হ্রস্ব আ-কারের ন্যায় উচ্চারণ বৌদ্ধগানের ভাষার পরবর্ত্তী যুগের ভাষায় পাওয়া যায় না। সুতরাং উল্লিখিত সমালোচকের মতে ‘লাউসেন’ শব্দ ‘বৌদ্ধগান ও দোহা’র ভাষা অপেক্ষা অর্ব্বাচীন নহে। তবে তাঁহার এই আলোচনায় একটী মারাত্মক ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। তিনি অতি আধুনিক যুগের ব্যবহার দেখিয়া প্রাচীন যুগের বিষয়ে অনুমান করিয়াছেন। তিনি জানেন না যে, ধর্ম্মঠাকুরের নামে উৎসৃষ্ট ছাগের পায়ে তাম্র-বলয় পরাইবার রীতিই প্রাচীন রীতি। আধুনিক যুগেও বহু স্থানে ঐ ছাগের একটী পায়ে তাম্র-বলয় পরাইবার রীতি প্রচলিত আছে। অন্য তিনটী পায়ে লৌহবলয় দেওয়া হয়। লৌহ ধর্ম্মঠাকুরের নিকট পবিত্র ধাতু বলিয়া গণ্য হয় না। তাম্রই ধর্ম্মঠাকুরের নিকট পবিত্র ধাতু, এবং তাম্রের পবিত্রতার ইতিহাসের সহিতই ধর্ম্মোপাসক পণ্ডিতসম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তাম্রদীক্ষাই এই সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লক্ষণ।

বেদের যুগ হইতে সন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ‘লোহিত’, ‘রোহিত’, ‘লোহ’, ‘লৌহ’, ‘লৌহায়স,’ ‘লৌহায়স,’ ‘লোহিতায়স’ প্রভৃতি শব্দ ‘তাম্র’ অর্থে ব্যবহৃত হইত। আধুনিক ধর্ম্মপুরাণাদিতেও ‘রক্তায়স’ * শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। আধুনিক ‘লৌহ’ শব্দও ‘রক্ত’ অর্থে প্রচলিত আছে। রক্তবর্ণ ধাতু বলিয়া ‘লৌহ’ বা ‘লোহিত’ শব্দ তাম্রার্থক হইয়াছে এবং বৈদিক সাহিত্যের প্রায় সর্ব্বত্রই এ শব্দের অর্থ ‘তাম্র’।† ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।২।৫) ‘লোহমণি’ শব্দ ‘তাম্রনির্ম্মিত বর্ম্মবিশেষ’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ (৫।৪।১।১।২), জৈমিনীয় উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণ (৩।১৭।৩) ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।৬২।৬।৫) ‘লোহায়স’ শব্দ ‘রক্তবর্ণ ধাতু’ অর্থাৎ ‘তাম্র’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ‘কার্ষ্ণায়স’ বা ‘কৃষ্ণায়স’ শব্দ লৌহার্থে পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে। মৈত্রায়ণী (২।১১।৫, ৪।৪।৪) ও কাঠক সংহিতায় (১৮।১০) ‘লোহিতায়স’ শব্দ ‘লোহ’ শব্দের পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। সর্ব্বত্রই এই সকল শব্দের অর্থ ‘তাম্র’ বা ‘রক্তবর্ণ ধাতুবিশেষ’। আধুনিক যুগে লৌহ শব্দের যে অর্থ, সে অর্থে এ শব্দের প্রয়োগ অতি প্রাচীন যুগের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় এই আধুনিক শব্দটীর ব্যবহার ভ্রমাবহ।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে যে মত পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, অতি প্রাচীন যুগের মানব সর্ব্বপ্রথমে প্রস্তরের ব্যবহার শিখিয়াছিল। এই জন্য মানব-সভ্যতার সর্ব্বপ্রাচীন যুগকে প্রস্তরযুগ বলা হয়। এই প্রস্তরযুগের পর লৌহযুগে (Iron

---

* ময়ূরভট্টের শ্রীধর্ম্ম পুরাণ, ২৫ পৃঃ, ২২ পঙ্‌ক্তি।

† বাজসনেয়িসংহিতা, ১৮।১৩, তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৪।৭।৫।১, শতপথব্রাহ্মণ, ১৩।২।২।১৮, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৪।১৭।৭, ৬।১।৫, জৈমিনীয় উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণ ৪।১।৪ প্রভৃতি স্থলে ‘লোহ’ শব্দ ‘তাম্র’ অর্থে ব্যবহৃত। আধুনিক লৌহ অর্থে ‘শ্যাম’ শব্দ তৈত্তিরীয়সংহিতায় ‘লোহ’ শব্দের সহিত একত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। অথর্ববেদসংহিতা ১১।৩।৭ ও আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ২৪।১।৭ প্রভৃতি স্থানে লোহিত শব্দ তাম্রার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

age) পৌঁছিবার পূর্ব্বে একটী মধ্যযুগে মানুষ লৌহ অপেক্ষা অল্প-দৃঢ় একটী ধাতুর ব্যবহার করিত—তাম্র বা ব্রোঞ্জ্। কিন্তু ব্রোঞ্জ্ ধাতুটী মৌলিক ধাতু নহে, তাম্র ও ত্রপু (tin) মিশাইয়া ব্রোঞ্জ প্রস্তুত হইত। সুতরাং তাম্র ও ত্রপু মিশাইবার পূর্ব্বেই মৌলিক ধাতু তাম্রের ব্যবহার সম্ভবপর। ভারতের উত্তরাঞ্চলে প্রস্তরযুগের পর এই তাম্রযুগের অস্তিত্ব প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্বীকার করেন। মগধদেশে, দক্ষিণাঞ্চলে ও উৎকলের বহু স্থানে তাম্রখনি ও তাম্রযুগের বহু প্রাচীন যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং এ দেশে এককালে যে তাম্র বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইত, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে।

বৈদিক সাহিত্যেই তাম্রের রোগনিবারণী শক্তি ও পবিত্রতার উদাহরণ দেখা যায়। নিম্নে একটী মন্ত্র উদাহৃত হইল। এই মন্ত্রে রাজযক্ষ্মা রোগ নিবারণের জন্য তাম্র ও বরুণ দেবতাকে নমস্কার করা হইতেছে।—

নমস্তাম্রায়, নমো বরুণায়, নমো জিঘাংসতে ॥ ৭ ॥
যক্ষ্ম রাজন্ মা মাং হিংসীঃ। রাজন্ যক্ষ্ম মা মাং হিংসীঃ॥
তয়োস্সংবিদানয়োঃ সর্ব মায়ুরয়াস্বহম্॥ ৮ ॥

—(জৈমিনীয় উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণ, ৪।৭-৮)।

অতি প্রাচীন যুগে তাম্রের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক তাম্রযুগে যুদ্ধের শস্ত্র ও গৃহস্থালীর ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতিরূপে তাম্র এদেশবাসীর নিকট সমাদৃত হইত। শান্তি-পুষ্টির জন্য, অশান্তি নিবারণের জন্য, রোগ নিবারণের জন্য ও ভূত প্রেত পিশাচাদি বিতাড়নের জন্য তাম্রের ব্যবহার বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। তাম্রকবচ প্রথমে যুদ্ধের বর্ম্ম ও পরে নানাবিধ অশান্তি ও ভূত-প্রেতাদির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য রক্ষাকবচ ছিল। দীর্ঘকেশবিশিষ্ট নরের মুখে তাম্র অর্পণ করিয়া ভূত বিতাড়ন হইত। এখানে 'দীর্ঘকেশ নর' নপুংসক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণের বিশ্বাস। টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'দীর্ঘকেশ, এই বিশেষণ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, 'নর' শব্দদ্বারা এখানে 'পুরুষ' বুঝায় না; কারণ, পুরুষের দীর্ঘ কেশ থাকে না। আবার 'নর' শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, 'দীর্ঘকেশ' এই বিশেষণ সত্ত্বেও 'নারী' নহে। সুতরাং 'নপুংসক'। কিন্তু বেদের যুগে নারীগণ দীর্ঘকেশ ধারণ করিতেন বলিয়া টীকাকার ধরিয়া লইতেছেন। সে যাহাই হউক, বৈদিক যুগের প্রথম দিকে তাম্র নানা আকারে 'রক্ষাকবচ'রূপে ব্যবহৃত হইত। পরে দেখা যায়, যজ্ঞীয় স্রুবা নির্ম্মাণের জন্য তাম্রের ব্যবহার অবশ্য কার্য্য।* নতুবা তাহার পবিত্রতা রক্ষা হয় না। আধুনিক যুগেও কোশা-কুশি প্রভৃতি পূজার পাত্রসমূহ তাম্রনির্ম্মিতই হইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বহু কাল হইতেই হিন্দুদিগের মধ্যে তাম্র পবিত্র ধাতু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এখনও তামা-তুলসী-গঙ্গাজল স্পর্শপূর্ব্বক শপথগ্রহণের ব্যবস্থায় তাম্রের শুচিতা প্রতীয়মান।

সুতরাং ধর্ম্মপণ্ডিতগণের তাম্রব্যবহার একটী অতি প্রাচীন প্রথা। এই সম্পর্কে 'রোহিতদেবতা' ও লোহসম্প্রদায় দ্রষ্টব্য।

লৌহিত্যসম্প্রদায়

'রোহিত' নামক সূর্য্যদেবতার যাঁহারা অর্চ্চনা করিতেন, তাঁহারা বরুণ দেবতারও অর্চ্চনা করিতেন। ইঁহার কারণ বোধ হয় এই যে, 'রোহিত' দেবতার সাহিত সমুদ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অপর কারণ বোধ হয় এই যে, বরুণ দেবতা 'ঋত'-শক্তিতে সমৃদ্ধ। ইনিই জরথুষ্ত্রিয়গণের 'অসুর' বা 'অহুরো মজদা'। সে যাহাই হউক, এই লৌহিত্যসম্প্রদায় সাধারণ আর্য্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অথর্ববেদের ন্যায় ইঁহারাও আর্য্যসম্প্রদায়বহির্ভুক্ত সম্প্রদায়। ইঁহারা 'রোহিত'দেবতার ন্যায় বরুণ দেবতারও লোহিত বর্ণ কল্পনা করিয়াছিলেন। কারণ, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তকালে সমুদ্র লোহিত বর্ণ ধারণ করে। এই তাম্রবর্ণ ও তাম্রবর্ণধারী বরুণ দেবতা রাজযক্ষ্মা নামক রোগ নাশ করিতে পারিতেন। এই জন্য তাম্র, বরুণ ও জিংঘাসু দেবতাকে আয়ুরক্ষার জন্য নমস্কার করা হইত।—

"নমস্তাম্রায় নমো বরুণায় নমো জিঘাংসতে।
যক্ষ্ম রাজন্ মা মাং হিংসীঃ। রাজন্ যক্ষ্ম মা মাং হিংসীঃ।
তয়োস্সংবিদানয়োস্সর্বমায়ুরয়ান্ত্বহম্॥"

এই প্রবন্ধের অন্য অংশে বলা হইয়াছে যে, অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে তাম্রের ব্যবহার সমধিক ভাবে প্রচলিত ছিল এবং এই ধাতুর নাম 'তাম্র' ছিল না, ইহার নাম ছিল 'লোহিতায়স', 'লৌহায়স' ইত্যাদি। আধুনিক ধর্ম্মপুরাণেও তাম্র 'রক্তায়স' নামে সুপরিচিত। এই 'লোহিতায়স' ব্যবহার ও রোহিতদেবতার অর্চ্চনা করিতেন বলিয়া প্রাচীন বৈদিক যুগের এক সম্প্রদায় লৌহিত্যসম্প্রদায় নামে অভিহিত হইতেন। প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহারা রক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সে কাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত পরম্পরাক্রমে প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশতালিকায় এই লৌহিত্যসম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট ঋষির নাম পাওয়া যায়।

জয়ন্তঃ পারাশর্য্যঃ

শ্যামজয়ন্তায় লৌহিত্যায়। শ্যামজয়ন্তো লৌহিত্যঃ,
পল্লিগুপ্তায় লৌহিত্যায়। পল্লিগুপ্তো লৌহিত্যঃ,
সত্যশ্রবসে লৌহিত্যায়। সত্যশ্রবা লৌহিত্যঃ কৃষ্ণধৃতয়ে।
* কৃষ্ণধৃতিঃ শ্যামসুজয়ন্তায় লৌহিত্যায়। শ্যামসুজয়ন্তো লৌহিত্যঃ
কৃষ্ণদন্তায় লৌহিত্যায়। কৃষ্ণদন্তো লৌহিত্যঃ মিত্রভূতয়ে
লৌহিত্যায়। মিত্রভূতির্লৌহিত্যঃ শ্যামজয়ন্তায় লৌহিত্যায়।
শ্যামজয়ন্তো লৌহিত্যঃ ত্রিবেদায় কৃষ্ণরাতায় লৌহিত্যায়।
ত্রিবেদঃ কৃষ্ণরাতো লৌহিত্যঃ যশস্বিনে জয়ন্তায় লৌহিত্যায়।
যশস্বী জয়ন্তো লৌহিত্যঃ জয়কায় লৌহিত্যায়।
জয়কো লৌহিত্যঃ কৃষ্ণরাতায় লৌহিত্যায়।

কৃষ্ণরাতো লৌহিত্যো দক্ষজয়ন্তায় লৌহিত্যায়।

দক্ষজয়ন্তো লৌহিত্যো বিপশ্চিতে দৃঢ়জয়ন্তায় লৌহিত্যায়।

বিপশ্চিদ্দৃঢ়জয়ন্তো লৌহিত্যো বৈপশ্চিতায় দার্ঢজয়ন্তয়ে লৌহিত্যায়॥

বৈপশ্চিতো দার্ঢজয়ন্তির্দৃঢ়জয়ন্তো লৌহিত্যো বৈপশ্চিতায় দার্ঢজয়ন্তয়ে গুপ্তায় লৌহিত্যায়।

এই বংশের সহিত আর একটী বংশের বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায়। এইটী 'জানশ্রুত' বা 'জানশ্রুতেয়' বংশ। এই বংশের কয়েক জন বিখ্যাত ঋষির নামঃ—(১) জানশ্রুত কারণ্ডবয়, (২) জানশ্রুতেয় নগরী, (৩) জানশ্রুতেয় শঙ্গ, (৪) জানশ্রুতেয় শঙ্খ বাভ্রব্য, (৫) জানশ্রুতেয় উলুক্য ইত্যাদি। ইঁহাদের মধ্যে উলুক্য জানশ্রুতেয় সূর্য্যমণ্ডলের পরপারে স্থিত অমৃতলোকের সন্ধানে ব্যস্ত।

"অথ হোবাচোলুক্যো জানশ্রুতেয়ো যত্র বা এষ এতৎ তপত্যেতদেবামৃতম। এতচ্ছেদ্ বৈ প্রাপ্নোমি ততো মৃত্যুনা পাপ্মনা ব্যাবর্ত্তে। কস্তদ্ বেদ যৎ পরেণাদিত্যমন্তরিক্ষমিদমনালয়মবরেণ। অথৈতদেবামৃতম্। এতদেব মাং যূয়ং প্রাপয়িষ্যাথ। এতদেবাহং নাতিমন্যে ইতি॥"

"এই যে (সূর্য্যদেব) যেখানে তাপ দিতেছেন, সেই স্থানই অমৃতলোক। এই স্থান যদি লাভ করা যায়, তাহা হইলে পাপ মৃত্যু (আমার নিকট হইতে) ফিরিয়া যায়। কে জানে ঐ স্থান, যাহা আদিত্যেরও পরবর্ত্তী, যাহা অন্তরিক্ষ, অনালয় এবং পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত? এই নিশ্চয় অমৃতলোক। তোমরা আমাকে এই লোকে পাঠাইয়া দিও। আমি এই লোকের অতিপ্রশংসা করিতে পারি না।"

এখানে যে অমৃতলোকের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে, সূর্য্যপশ্চাদ্বর্ত্তী সেই অন্তরিক্ষলোকই ধর্ম্মপুরাণ-বর্ণিত 'শূন্যলোক' বলিয়া মনে হয়। এই সম্প্রদায়ের আর একটী বৈশিষ্ট্য—ইহারা যজ্ঞে 'অশ্ব' পশুকে বর্জ্জন করিয়া 'অষ্টশফ' ছাগকেই 'পশব্য' করিয়াছিলেন। আধুনিক ধর্ম্মমঙ্গল-সম্প্রদায়েও ছাগই 'লোহিত' বা 'লুয়ে' নামে উৎসৃষ্ট হইয়া থাকে।

কূর্ম্মমূর্ত্তি

ধর্ম্ম ঠাকুরের বিগ্রহ কূর্ম্মাকার। তাই একজন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন যে, বৌদ্ধস্তূপের গাত্রস্থিত কুলুঙ্গীতে যে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তির প্রতীকস্বরূপে পাঁচ কোণে পাঁচটী চিহ্ন অঙ্কিত আছে, তাহারই অনুকরণ চেষ্টায় ধর্ম্মঠাকুরকে কূর্ম্মমূর্ত্তি করা হইয়াছে। কিন্তু এ অনুমান যুক্তিসহ নহে, এটা কল্পনামাত্র। তাই আর একজন পণ্ডিত ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইনি বলেন, ধর্ম্মরাজের কূর্ম্মবিগ্রহের চারি পাদ ও ঊর্দ্ধমুখ তুণ্ড দ্বারা পাঁচটী ছিদ্র বা চিহ্ন হয় না, হয় চারিটী। কোনও কোনও বিগ্রহে আবার তুণ্ড নিম্নমুখে আছে। তাই ইনি অনুমান করেন যে, সেতাই, নীলাই, কংসাই ও রামাই এবং পঞ্চম পণ্ডিতকে ধ্যানী বুদ্ধ কল্পনা করা সঙ্গত নহে। কিন্তু ইনিও ধর্ম্মপুরাণ-বর্ণিত পৌরাণিক আখ্যায়িকাতে আস্থা স্থাপন করেন নাই, নিজে কোনও মীমাংসাও করেন নাই। ইনি বলেন, ময়ূরভট্টবর্ণিত ধর্ম্মবিগ্রহবর্ণনা বিচার করিয়া নানা স্থান হইতে বিগ্রহগুলিকে দর্শন করিবার

পর কূর্ম্ম-কল্পনার মূল নির্ণয় সম্ভবপর—নতুবা নহে। কিন্তু আমি ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ-দেবতারূপে পূজিত একটি বৃহৎ কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত কূর্ম্মমূর্ত্তি দেখিয়াছি। স্থানীয় ভাষায় এই মূর্ত্তিটির নাম 'নাম্‌লা বুড়ী'। এই বৃহৎ কূর্ম্মাকৃতি নাম্‌লাবুড়ীর পৃষ্ঠদেশে অমৃতঘট, ইহার পৃষ্ঠদেশ বাসুকি-রজ্জুবেষ্টিত, বাসুকির মুখের দিকে দৈত্যগণ ও পুচ্ছের দিকে দেবগণ, মধ্যভাগে নারায়ণ। কূর্ম্মের উদরেও দেবদেবী আছেন। মোট কথা, এই নাম্‌লা বুড়ীটী পৌরাণিক সমুদ্রমন্থনের সুন্দর ছবি, নানা কারুকার্য্য-খচিত। সুতরাং ধর্ম্মপুরাণ-বর্ণিত সমুদ্রমন্থনকাহিনীকে কূর্ম্মাকার ধর্ম্মবিগ্রহের মূল বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে বাধা দেখি না। যে কাহিনী ধর্ম্মপণ্ডিতগণের গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা অবিশ্বাস করিতে হইলে তাহার অনুকূল প্রবল যুক্তি আবশ্যক।

শঙ্খাসুর

পুরাণে আছে, নারায়ণ শঙ্খাসুরের মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া তুলসীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। নারায়ণ এই শঙ্খাসুরমূর্ত্তি তুলসী সহ পূজিত হইয়া থাকেন। যেখানে ধর্ম্মঠাকুর 'শঙ্খাসুর' নামে পরিচিত, সেইখানেই এই পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা এই পৌরাণিক কাহিনী অস্বীকার করিয়া, শঙ্খ শব্দকে বৌদ্ধ 'সঙ্ঘ' শব্দের রূপান্তর বলিয়া কল্পনা করেন। অথচ ভাষাবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে এ রূপান্তরপ্রাপ্তি সম্ভবপর কি না, তাহাও তাঁহারা বিচার করেন না। আবার 'শঙ্খ' শব্দের সহিত 'অসুর' শব্দের যোগ কেন হয়, তাহারও কোন বিচার হয় না। বৌদ্ধ 'সঙ্ঘ' কি একটা অসুর? ধর্ম্মঠাকুরের নাম 'শঙ্খ' নহে, 'শঙ্খাসুর'। একজন পণ্ডিত ধর্ম্মপূজাবিধান হইতে "আদি শঙ্খ ভোরি বার্ম্মতি" উদ্ধার করিয়া বিনা বিচারে বলিয়াছেন, "এখানে 'শঙ্খ', 'শঙ্খ ভরা' বা শঙ্খ ধ্মাত করা, সকল মঙ্গল কর্ম্মেই প্রচলিত।" যে সকল হিন্দু মহিলা পূজাপার্ব্বণে, পুত্র সন্তানের জন্মকালে, বিবাহকালে বা সন্ধ্যাকালে শঙ্খ ধ্মাত করেন, তাঁহারা কি বৌদ্ধ সঙ্ঘের উপাসিকা?

রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মপূজা

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ মহাশয় মানকরের নিকটবর্ত্তী অমরাগড় নামক স্থানকে হরিশ্চন্দ্রের অমরনগর বলিয়া কল্পনা করিয়া, সেই স্থানটীকেই ধর্ম্মপূজার আদিস্থান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই অমরাগড় নামক গ্রামে প্রায় ৩০ পুরুষ পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র নামে একজন রাজা ছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি ঐ বংশের বংশলতিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই বংশলতিকার সহিত ধর্ম্মপূজার অনুষ্ঠান বা পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রের কোনও যোগ নাই। এখানে যে শিবাখ্যা কুলদেবী অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন, তিনিও ধর্ম্ম ঠাকুর নহেন। সুতরাং এরূপভাবে পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী লইয়া আধুনিক যুগের কোনও ঘটনার সহিত তাহাকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা অনর্থক পণ্ডশ্রম মাত্র। ধর্ম্মপুরাণের হরিশ্চন্দ্র পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্র। ইহার সহিত ঢাকা জেলার কোনও রাজার

অথবা মানকরের নিকটবর্ত্তী অমরাগড়ের হরিশ্চন্দ্রের কোনও সম্পর্ক নাই। অথর্ব্ববেদের রোহিত দেবতার সহিত হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতের নামের মিল লক্ষ্য করিবার যোগ্য। এই রোহিতের কাহিনীটীও রোহিতদেবতার কাহিনীর সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত। রোহিত দেবতা যেমন সন্ধ্যাকালে হারাইয়া যান এবং প্রাতঃকালে উদিত হন, সেইরূপ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতও একবার হারাইয়া গিয়াছিল এবং পরে তাহার উদ্ধার হইয়াছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রোহিতদেবতার সহিত ঋতশক্তিসম্পন্ন বরুণদেবতার সম্পর্ক আছে। এই বরুণদেবতার অনুগ্রহেই হরিশ্চন্দ্র পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বরুণদেবতার নিকট প্রতিশ্রুতিমত স্বপুত্র রোহিতকে পশুস্থানীয় করিয়া বধ করিতে স্বীকৃত হন নাই। বরুণের অভিশাপে রোহিতের "জলোদর" নামক রোগ জন্মিয়াছিল। পরে আবার বরুণেরই অনুগ্রহে তাঁহার অব্যাহতি হইয়াছিল। ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতের আখ্যায়িকা দ্রষ্টব্য।

বাল্যবিবাহ ও বরপণ

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বিবাহে কন্যাপণ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বরপণ আরম্ভ হইয়াছে।" তাঁহার এই উক্তি বিচার-সহ নহে। বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বরপণ প্রবর্ত্তিত হইবার কথা। কারণ, বয়ঃস্থা কন্যাই বিবাহে পণ্যস্থানীয়া, অপূর্ণবয়স্কা কন্যা কেহ গ্রহণ করিতে চাহে কি? কিন্তু বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তনের কাল কখন্? খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাণভট্টের বর্ণনায় বিবাহকালে রাজ্যশ্রী বয়ঃপ্রাপ্তা। কালিদাসের শকুন্তলা, ইন্দুমতী, গৌরী প্রভৃতিও প্রাপ্তবয়স্কা। প্রাপ্তবয়স্কা শকুন্তলার বিবাহ না দিতে পারায় কণ্ব মুনির ধর্ম্মহানি ঘটে নাই, ধর্ম্মহানির চিন্তাও কালিদাসের মনে উদিত হয় নাই। সুতরাং কালিদাসের কালে বাল্যবিবাহ ভারতে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ব্যাস ও পরাশরের স্মৃতিগ্রন্থে বাল্য বয়সে বালিকার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা দৃঢ় হইয়াছে দেখা যায়। পরাশরমতে—"বিবাহয়েদষ্টবর্ষামেবং ধর্ম্মো ন হীয়তে।" অমরকোষে 'গৌরী'শব্দের অর্থ 'প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা', কিন্তু ব্যাস ও পরাশরের কালে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে "অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী"। তবে এই বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তনের হেতু কি? প্রয়োজন কি? বৌদ্ধ 'বিনয়' অনুসারে প্রাপ্তবয়স্কা কন্যামাত্রেরই ভিক্ষুণী হইবার অধিকার ছিল। অবিবাহিতা কন্যা যাহাতে বৌদ্ধশাস্ত্রের এই অধিকার অনুসারে কার্য্য করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই বাল্যবিবাহের প্রবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণের বিশ্বাস। ইহার ফলে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জয় সমগ্র ভারতে ঘোষিত হয়, তখন সপ্তম ও অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ ধর্ম্মানুমত ব্যবস্থা বলিয়া প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য দু'একটী ঘটনায় এই বিধির ব্যতিক্রমও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ৯০০ অব্দে ব্রাহ্মণ রাজশেখর প্রাপ্তবয়স্কা চাহমানক্ষত্রিয়-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ প্রকার

উদাহরণ এ যুগে অতি বিরল। প্রাচীন গৃহ্যসূত্রাদির ব্যবস্থামতে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই কন্যা পূর্ণবয়স্কা বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু এ কালে বিবাহের বহু বৎসর পরে কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটিত। ফলে এই যুগের কিছু কাল পরে বঙ্গদেশে বল্লালসেন কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্ত্তন করেন। তখন হইতে বরপণপ্রথা সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে এবং এ কাল পর্য্যন্ত চলিতেছে।

অবশ্য এই যুক্তির দ্বারা আমি ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাহি না যে, রামাই পণ্ডিত ও তৎপুত্র ধর্ম্মদাসের জীবনবৃত্তান্ত বলিয়া যে আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, তাহা সমগ্রভাবে বিশ্বাসযোগ্য। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামাইকাহিনী ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক উপাদানে এমন ভাবে মিশ্রিত যে, ইহার মধ্যে কোন্ অংশটী ঐতিহাসিক, কোন্ অংশটী অনৈতিহাসিক, তাহা বিনা বিচারে বুঝা যায় না। কিন্তু তথাপি রামাই পণ্ডিত যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ললিতবিস্তরের অনেক আখ্যায়িকাই অলৌকিক হইলেও বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিকত্বে সন্দেহ করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কয়েকটী কথা

[১৩৩৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা দ্রষ্টব্য]

১। ৬৯ পৃষ্ঠা। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর নামটি কবিকঙ্কণের আবিষ্কার নহে।

২। ৬৯ পৃষ্ঠা। ধর্ম্মঠাকুরের ভক্তেরা আপনাদিগকে সদ্ধর্ম্মী বলেন না বা বলিতেন না।

৩। ৬৯ পৃষ্ঠা। ধর্ম্মপণ্ডিত নর্ম্মা জাতির নাই। যে কোনও জাতির নরনারী তাম্রদীক্ষিত হইলেই ধর্ম্মপূজার অধিকারী হয়।

৪। ৭০ পৃষ্ঠা। শুক্রবারে নিয়মে থাকিয়া শনিবারে মানসিক পূজা দেওয়া কোথাও কোথাও ব্যবস্থিত হইলেও ইহা প্রামাণ্য নহে।

৫। ৭০ পৃষ্ঠা। গৃহভরণ গাজন ইদানীং আর শুনা যায় না, ইহা প্রকৃত নহে। পান খাউইয়ে কৌতুকরায়, বাঁশীতে কৌতুক রায় ও জোতবিহারে কালু রায়ের বাৎসরিক গাজন বন্দোবস্ত করা আছে।

৬। ৭১ পৃষ্ঠা। ধর্ম্মঠাকুরের গাজনে বিশেষতঃ গৃহভরণ গাজনে "অপাল" নাই।

৭। ৭১ পৃষ্ঠা। লুয়ে নামক ছাগের পায়ে লৌহারস বা তাম্রবলয় দেওয়ার ব্যবস্থাই প্রাচীন ব্যবস্থা। আধুনিক যুগের লোহার বেড়ী অনুকল্প মাত্র।

৮। ৭১ পৃষ্ঠা। লাউসেনের পায়ে লোহার বেড়ী দেওয়ার বিবরণ কোনও পুরাণে নাই। তবে লাউসেন শব্দটী বোধ হয়, "লৌহায়সীন" শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারে।

৯। ৭৪ পৃষ্ঠা। স্বরাদি শব্দের প্রথমে "র" আগম বর্দ্ধমানের দিকের ভাষা বা আধুনিক যুগের কোনও প্রদেশের ভাষায় একচেটিয়া নহে। বাল্মীকির রামায়ণেও সুগ্রীবপত্নীর নাম 'রুমা'।

১০। ৭৯ পৃষ্ঠা। গোয়ালা শক্তিপূজক হয়। বিষ্ণুপুরে গোয়ালার কালীপূজা আছে।

১১। ৮০ পৃষ্ঠা। কালিন্দী শব্দ 'কালা-নদী' শব্দের অপভ্রংশ।

১২। ৮২ পৃষ্ঠা। হরিশ্চন্দ্র পৌরাণিক রাজা। তাঁহার কালনির্দ্দেশ করা যায় না।

কবি রামদাস আদক

অনাদিমঙ্গলের কবির জীবনচরিত বিষয়ে বিশেষ কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। গ্রন্থমধ্যে তাঁহার আত্মজীবন বিষয়ে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে এবং কিছু কাল পূর্ব্বে সাহিত্য-সংহিতা নামক পত্রিকায় যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই কবির জীবনীসংগ্রহে অবলম্বন। কিন্তু ইহাতেও ভ্রমপ্রমাদের অবসর নাই বলা যায় না। আমি সংক্ষেপে কবির জীবনী দিবার চেষ্টা করিলাম। কবির পিতার নাম রঘুনন্দন আদক। রামদাস পিতার একমাত্র সন্তান। জাতিতে কৈবর্ত্ত। হুগলী জেলার অন্তর্গত হায়াৎপুর গ্রামে রামদাসের জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর রামদাস পশ্চিমপাড়া নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। বাল্যকালে রামদাসের বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই। তিনি বিদ্যাসাগরের গোপালের ন্যায় শাণ্তশিষ্ট ও সুবোধ বালকও ছিলেন না। বাল্যকালে তিনি দুষ্টপ্রকৃতির ছিলেন। কথিত আছে যে, অল্পবয়স্ক বালক রামদাস, তাঁহাদের বাসগৃহের নিকটবর্ত্তী একটী গুল্মাচ্ছাদিত স্থানে মৃত্তিকামধ্যে অর্দ্ধপ্রোথিত একটী ধর্ম্মশিলাবিগ্রহ দেখিতে পাইয়া, স্থানটী পরিষ্কার করিয়া, বালকদিগকে লইয়া ঐ বিগ্রহের পূজা করেন। সেই অবধি ঐ বিগ্রহ রামদাসের বংশধরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন।

ভূরস্থত [ভূরস্থট] পরগণার রাজা প্রতাপনারায়ণ ঐ অঞ্চলের রাজা ছিলেন। ঐ রাজার অধীন চৈতন্য সামন্ত নামক একজন কর্ম্মচারী ঐ অঞ্চলে খাজনা আদায় করিতেন।

"ভূরস্থতে রাজা রায় প্রতাপনারাণ। দানে কল্পতরুতুল্য কর্ণের সমান॥
চৈতন্য সামন্ত ছিল গ্রামের মণ্ডল। মুখে মধু স্বরসুধা অন্তরে গরল॥"

উক্ত চৈতন্য সামন্তও অতি দুর্বৃত্ত ছিলেন। তাহার ফলে প্রজাদিগের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার সংঘটিত হইত। রামদাসের পিতা দারিদ্র্যবশতঃ এক বৎসর খাজনা দিতে অসমর্থ হওয়ায় উক্ত চৈতন্য মণ্ডলের চক্রান্তে রামদাস, জমীদারের কাছারি-বাড়ীতে বন্দী হইলেন। বন্দী অবস্থায় অনাহারে দুই দিন কাটিয়া যায়। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় এক বৃদ্ধ দ্বারবান্ গোপনে রামদাসকে ছাড়িয়া দেয়। মুক্তি পাইয়া রামদাস মাতৃসন্নিধানে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু রাত্রিবাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি রাজকর্ম্মচারীর উৎপীড়নের ভয়ে স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া মাতুলালয়ে প্রস্থান করেন।

"পৌষ মাসের খাজনা কিস্তি আদায়ের কালে। বিষম বন্ধনে বন্দী রাখে বন্দীখানা।
পিতা ঘরে নাই দুঃখ রামের কপালে॥ শিশুমতি বড় প্রাণে পাইল যন্ত্রণা॥
মণ্ডলের মন্ত্রণায় রাজকর্ম্মচারী। তিন দিন অনশনে বড় কষ্ট পাই।
অপমানে অতিশয় আনিলেক ধরি॥ কর্ম্মফল ভোগ বড় দিলেন গোঁসাই॥

...   .
মনে দুঃখ করে বলে কষ্ট কেন পাই।
গোরটী মামার বাড়ী পলাইয়া যাই ॥
এত বলি যাত্রা কৈল শশিসুত বারে।
শুভ লগ্ন শুভ ক্ষণ সংযোগ সুসারে ॥"

রঘুনন্দন বাটীতে আসিয়া পত্নীর মুখে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পাছে গোরটী গ্রামে যাইয়া জমীদারের কর্ম্মচারী পুত্রের উপর উৎপাত করে, এই আশঙ্কায় অলঙ্কার বন্ধক দিয়া, সংগৃহীত টাকা লইয়া রঘুনন্দন, রাজা প্রতাপনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। রঘুনন্দনের দুঃখের কাহিনী ও কর্ম্মচারীর অত্যাচারের কথা শুনিয়া, রাজা সে বৎসরের মত রঘুনন্দনের খাজনা মাফ করিলেন এবং কর্ম্মচারীদিগকে তিরস্কার করিলেন।

এ দিকে রামদাস পথে যাইতে যাইতে নানা সুলক্ষণ দেখিতেছেন।

"পথে যেতে সুলক্ষণ দেখে বহুতর।
সব্যে শিবা, দক্ষে দেখে উরু অজগর ॥
মাথার উপর ঘুরে বুলে শঙ্খচীল।
চৌহুলী ধরেছে মাছে শুকায়েছে বিল ॥
নব বৎস গাভী সনে আগু পাছু ধায়।
দধিভাণ্ড মাথে লয়ে গোয়ালিনী যায় ॥
শেওড়া গাছে ফুটে আছে চারু চাঁপা ফুল।
অনুভবে হবে হেথা দেব অনুকূল ॥
তুলিল চাঁপার ফুল গন্ধ মনোহর।
বিনা সূতে হার হৈল পরম সুন্দর ॥
সাতমাসা পাউনান গড় মান্দারণে।
পশ্চাতে রাখিয়া রাম যায় বাগনানে ॥
দিবস দ্বিযাম শুভ গগনে যখন।
অনুকূল চক্ষে হেরিলেন নারায়ণ ॥
শ্বেত অশ্বে চাপি ধর্ম্ম রাউতের বেশে।
দয়া করি দেখা দিলা দীন রামদাসে ॥"

কিন্তু সিপাহীবেশধারী শ্রীধর্ম্মরাজকে দেখিয়া রামদাস আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মনে করিলেন যে, জমীদারের সিপাহী তাঁহাকে ধরিতে আসিয়াছে। ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে লুকাইয়া তিনি মনে মনে দুঃখ করিতে লাগিলেন।

"দেশে খাজনার তরে পলাইয়া যাই।
বিদেশে ধরিয়া বুঝি লইল সিপাই ॥
মাথা ধরি বসিলেন হেঁট করি মুখ।
ভাগ্যহীন জনার জনমে নাহি সুখ ॥"

ভয়ে রামদাস যতই ধানগাছের মধ্যে লুকাইতে থাকেন, সিপাহীবেশী ভগবান্‌ও ততই রামদাসের দিকে আসিতে থাকেন। অবশেষে রামদাস ধরা পড়িলেন এবং সিপাহী-বেশী ভগবান্ রামদাসের মাথায় একটী মোট চাপাইয়া দিয়া বলিলেন,—"চল্ আমার সঙ্গে।" চারি দিন অনাহারে কাতর রামদাস, মোটের ভরে কাঁপিতে লাগিলেন। সিপাহীবেশী ঠাকুর বলিলেন,—

"আমার সম্মুখে যদি ফেলে দিস্ মোট। দ্বিখণ্ড করিব তোরে মারি এক চোট্ ॥"

এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামদাস চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিন্তু পরে চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র দেখিলেন, সিপাহীও নাই, অশ্বও নাই; সব কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

"সিপাইয়ের কথা শুনে মুদে গেল আঁখি।
কোথায় সিপাহী ঘোড়া আর নাহি দেখি ॥
মনে মনে চিন্তে রাম দুঃখ কেন পাই।
কানাদীঘির জল খেয়ে মামাবাড়ী যাই ॥
ঢল ঢল কমল অমল অতিশয়।
হেরিয়া পুরিত হইল আনন্দে হৃদয় ॥
জল পান করিবারে জলেতে নামিল।
অভাগা পরশে জল শুকাইয়া গেল ॥"

তখন রামদাস আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, চারি দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। ঘাটের উপর বসিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। তখন আর ভগবান্ থাকিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ-কুমারের বেশে দর্শন দিয়া বলিলেন,—

"ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাম ক্লেশ পাও তুমি।
তোমার লাগিয়া জল আনিয়াছি আমি ॥
এত বলি বদনে দিলেন গঙ্গাজল।
আজি হৈতে রামদাসের জীবন সফল ॥
জলপানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি।
ধর্ম্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি ॥"

ধর্ম্ম ঠাকুরের অনুগ্রহে রামদাসের ক্ষুৎপিপাসা বিদূরিত হইল বটে, কিন্তু সঙ্গীত রচনা তিনি কেমন করিয়া করিবেন? তিনি যে মূর্খ রাখাল। তাই তিনি বলিলেন,—

"পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া।
গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া ॥
খেলা ছলে ধর্ম্মপূজা কর্ম্মকাণ্ডহীন।
জানি না ধর্ম্মের গীত তায় অর্ব্বাচীন ॥"

কিন্তু ধর্ম্ম ঠাকুর তাঁহাকে কবিত্ব বর দিয়া সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করিলেন।

"আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি।
ঝাড়গ্রামে বাস কালুরায় ধর্ম্ম আমি ॥
আসরে জুড়িবে গীত আমা সোঙরণে।
সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাসিবে বদনে ॥
সুচ্ছন্দবন্ধন গীত সুশ্রাব্য সবার।
শ্রীধর্ম্মমাহাত্ম্য মর্ত্ত্যে হইবে প্রচার ॥
তুমি সে পরম ভক্ত ভারত ভুবনে।
মুখেতে ঠেকিলে গীত চাহিও কর পানে ॥
এত বলি ঠাকুর ধরিয়া ডানি কর।
মহামন্ত্র লিখে দেন দ্বাদশ অক্ষর ॥"

তার পর ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ঠাকুর চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া অন্তর্হিত হন।

"ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবারে হরি।
হইলেন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ॥"

ইহার পর হইতে রামদাস ধর্ম্মোন্মত্তভাবে ধর্ম্ম ঠাকুরের গান রচনা করিয়া, স্বয়ং আসরে গায়েনরূপে গান করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম সঙ্গীত রচনার কাল,—

"বেদ বসু তিন বাণ শকে সুপ্রচার।
ভাদ্র আদ্য পক্ষ আট দিবস তাহার ॥
যাত্রাসিদ্ধি বন্দিলাম গ্রাম হায়াৎপুরে।
প্রথম প্রচার গীত যাঁহার দুয়ারে ॥"

ভুরসুটের রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়ের জ্ঞাতি যাদবচন্দ্র রায় রামদাসের সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজরাজ্যে দেওয়ান-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। রামদাসের দুই জন বিখ্যাত দোহারের নাম রাজারাম ও অভিরাম। কবির একটীমাত্র পুত্র ছিল; নাম বলাইচাঁদ।

সংগৃহীত মৌখিক পদগুলি হইতে জানা যায় যে, রামদাস ১৫৮৪ শক অর্থাৎ ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে [বেদ-৪, বসু-৮, তিনবাণ-১৫; একত্রে ১৫৮৪ শকাব্দ] ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজ রাজা প্রতাপনারায়ণ রায় বঙ্গবিশ্রুতা বীর মহিলা রাণী ভবশঙ্করীর গর্ভে রাজা রুদ্রনারায়ণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া রাঢ়ভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন। তিনি রাণী ভবশঙ্করীর একমাত্র সন্তান। "এই কুলপাবন নন্দন প্রতাপনারায়ণ জন্মগ্রহণ করিবার কিছু দিন পরেই রাজা রুদ্রনারায়ণ ইহলীলা সংবরণ করেন। তৎকালে মহানুভব সম্রাট্ আকবর শাহ্ দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন এবং পাঠানগণ বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইলেও পাঠান সর্দ্দারগণ উড়িষ্যা হইতে আসিয়া মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশে অত্যাচার করিত।" * রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া, পাঠান-দলপতি ওস্‌মান্ ভুরস্থট রাজ্য অধিকার করিবার আশায় রাণী ভবশঙ্করীর সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্ত্তীর সহিত গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিল এবং রাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু বীর নারীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই যুদ্ধসংবাদ দিল্লীশ্বর আকবরের কর্ণগোচর হইলে তিনি রাণী ভবশঙ্করীর বীরত্বে বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের জন্য বহুমূল্য উপহার সহ অম্বররাজ মান-সিংহকে ভুরস্থটে প্রেরণ করেন। মানসিংহ ভুরস্থটে আগমন করিয়া, রায়বংশীয়া রাণী ভবশঙ্করীকে সম্রাট্‌প্রেরিত বহু মণিমাণিক্য দান করেন এবং তাঁহার পরাক্রমের পুরস্কার-স্বরূপ "রায়বাঘিনী" এই বীরত্বসূচক উপাধি প্রদান করেন।

রাজা প্রতাপনারায়ণ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, রাণী ভবশঙ্করী তাঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কাশীবাস করেন এবং সেখানেই তাঁহার কাশীপ্রাপ্তি ঘটে। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচিত উপাদেয় গ্রন্থ "বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী" পাঠ করিলে এই কালের অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। গ্রন্থখানি যথার্থই বঙ্গসাহিত্যের গৌরবস্বরূপ।

এই কালের বিবরণ আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, পুণ্যভূমি ভুরস্থটের রাজ্যমধ্যে এই সময়ে নানারূপ পাপ প্রবেশ করিয়াছিল। ফলে রাজা প্রতাপনারায়ণের রাজ্যকালে দেশে অরাজকতা ছিল। বিধুবাবু এই কালের অরাজকতার প্রমাণস্বরূপ একটী প্রচলিত ছড়া তাঁহার গ্রন্থের ১১৭-১৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ প্রতাপনারায়ণের রাজ্যকালেও আদক-বর্ণিত প্রজানির্য্যাতন অসম্ভব নহে।

রাণী ভবশঙ্করী মোগল সম্রাট্ আকবরের নির্দ্দেশে অম্বররাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া আমরা নিসর্গকবি রামদাস আদকের কাল নির্ণয় বিষয়ে একটা অনুমান খাড়া করিতে পারি। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের পাঠান-বিপ্লব দমিত হইলে দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত মানসিংহ বঙ্গদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি যখন অজমীঢ়ে পৌছেন, তখন সংবাদ পান যে, পাঠানেরা উড়িষ্যা হইতে আসিয়া পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছে। তিনি

* শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী" গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠা।

নিজে বঙ্গদেশে আসিতে না পারিয়া, কুমার জগৎসিংহকে বঙ্গদেশে পাঠান-বিদ্রোহ দমনার্থ পাঠাইয়া দেন। জগৎসিংহ কতলু খাঁ ও ওস্‌মানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই রাণী ভবশঙ্করীর সহিত ওস্‌মানের যুদ্ধ হইয়াছিল। এবং এই যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি মানসিংহ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। আন্দাজ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার পর দু'এক বৎসরের মধ্যে এই সমুস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল মনে করিলে বিশেষ ভ্রম করা হইবে বলিয়া মনে করি না।

ইহার পর সম্ভবতঃ ১৫।২০ বৎসর ভুরস্কুট রাজ্য বিধবা রাণী ভবশঙ্করীর নেতৃত্বাধীন ছিল। তার পর তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র প্রতাপনারায়ণকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাশীবাস করেন। রাজা প্রতাপনারায়ণের রাজত্বকালে আমাদের কবি রামদাস আদক বালক মাত্র। বয়স সম্ভবতঃ ১২ হইতে ১৬ বৎসর। কারণ, তখন তিনি 'গোধন চরাইতে' সমর্থ ছিলেন। তার পর ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি প্রথম অনাদিমঙ্গল গান করেন, তখন তিনি নিশ্চয় প্রাপ্তবয়স্ক। বয়স আন্দাজ ২৫-৩০ বৎসর ধরা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহার জন্মকাল সম্ভবতঃ ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বলিলে মারাত্মক ভুল করা হইবে না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অনাদি-মঙ্গল

বা

শ্রীধর্ম্মপুরাণ

—:০:—

মঙ্গলাচরণ

শ্রীঠাকুরাণীবন্দনা লিখ্যতে

দুর্গা দুর্গা পরমাতা দুর্গতিনাশিনী।
গোকুল রাখিলে জয়া যশোদানন্দিনী॥
কোথা আছ জয় দুর্গা ই মেড় মসানে।
দণ্ড চারি উরিবে বালক স্মরণে॥
না জানিলাম কল্পমাত্র সময়ের বেলা।
তোমা স্মরণে দুর্গা লইলাম ছাঁদলা॥
তোমা স্মরণে গো মন্দিরেয় দিলাম ঘা।
পুত্রভাবে উরিবে গায়েনের গুরু মা॥
স্বর্গ ত্যজে এস চণ্ডি সর্ব্বমঙ্গলা।
ঘটে মাত্র কর ভর ছাড়িয়ে দেঅ গলা॥
কে বুঝিতে পারে দুর্গা তোমার মন্ত্রণা।
শ্রীহরি করিলে পার প্রলয়যমুনা॥
যমুনা আকৃতি সিলে বিষম করালি।
যমুনায় পার হইলে বলাএ শৃগালী॥
শিবারূপে ঈশ্বরী যমুনা হইলে পার।
নন্দগৃহে গোকুলে করালে অবতার॥
তোমার মহিমাগুণ গায় হরিবংশে।
কৃষ্ণের করিলে কার্য্য ভাণ্ডাইয়ে কংসে॥
তোমা বধিবারে কংস ধরিল চরণে।
হস্ত হতে দিগম্বরি উরিলে গগনে॥

গগনেতে উরিয়ে বলাইলে অষ্টভুজা।
দেবাসুর শঙ্কর বরুণ দিল পূজা॥
মদন অসুরের সঙ্গে যবে হল রণ।
কাতর হইল কাম কৃষ্ণের নন্দন॥
অসুর হানিতে গেলে হিমালয় গিরি।
বাণরাজ নিধনে বলালে দিগম্বরী॥
বিশালাক্ষী রূপ ধরে যবে হিমাচলে।
শুম্ভ নিশুম্ভ তোমায় লইতে চায় বলে॥
ধূম্রলোচন-মধুকৈটভ-নাশিনী।
চণ্ডমুণ্ড কৈলে বধ বলাএ রঙ্কিণী॥
অসুর হানিলে মা অসুরক্ষয়ংকরা।
মহিষাসুর হানিয়ে গলেতে মুণ্ডমালা॥
কত কত গুণী আছে আমি কোন ছার।
মুতের কোলেতে যেন ঘোলের পসার॥
জালিয়ার জালে গো ছাঁকিয়া লয় পানি।
অক্ষরে অক্ষরে কর গীতের গাথনি॥
গায়েনের আসরে মা দৃষ্টি বুলাইয়ে।
আমার আসরে বস জয় জয় দিয়ে॥
[illegible]মর মাথে দেহ পদ্মপাও।
মূল মধুস্বরে বসে লহরী খেলাও॥

দণ্ড চারি তেজ গো রাউলের বাসঘর।
তোমাকে স্মরণ করে কাতর কিঙ্কর॥
আমার আসর ছেড়ে যদি অন্য আসর যাও।
দোহাই হরের গো আমার মাথা খাও॥
ঘন তরু কদলি সঘনে ছাড়ে বালি।
তুমি গাইবে মূলরূপে আমি গাইব পালি॥
সুরে ঘাআ দেই পাপী পাসরিয়ে যায়।
হাতে তালে লেয় তাকে প্রভু কালুরায়॥
ডাকিনী যোগিনী বন্দ আর মুখ্যদাসী।
শ্রবণ করহ গীত ভাই সম বাসি॥
সেই আমার জ্যেষ্ঠ ভগিনী আমি তার ভাই।
যদি, অঙ্গে করে ঘাআ তাকে ধর্ম্মের দোহাই॥
তবে যদি লোভে ঘাআ দিতে করে মন।
আপন গুরুর মুণ্ডে পাখালে চরণ॥
গান কবি রামদাস কপালের লেখা।
পাড়া বাগনানে ধর্ম্ম যারে দিলেন দেখা॥

গণেশ-বন্দনা

অবনী লুঠায়ে কায়, বন্দ দেব গণরায়,
অবতার নায়েক আসরে।
দেবের দেবতা তুমি, কি জানি মহিমে আমি,
খিয়ান গম্ভীরে গুণবরে॥
দুক্ষিণে ভগন দন্ত গুণের নাহিক অন্ত,
গণপতি কুঞ্জরবদন।
গলে পারিজাত মালা অলিগণ করে খেলা,
* * * *॥
গৌরীসুত লম্বোদর, সুশোভিত চারি কর,
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভা॥
রাতুল চরণাম্বুজে কনক-নূপুর বাজে,
তাল মান সুরাগ সজন্ত।
নখমণি বিধুখণ্ড, আঁধারে আলোক চণ্ড,
পাপদণ্ড-প্রবণ সতত॥
মুগ্ধ মধুব্রত চিত্ত, পাপরসে সদা মত্ত,
তব তত্ত্ব কি বলিতে পারে।
হেরম্বচরণাম্বুজে, রেণুকা রৌরব রুজে,
অমঙ্গল অশেষ নিবারে॥
নাহি তব অন্ত আদি, অশেষ গুণের নিধি,
তুমি দেব সংসারের সার।
শুভ কর্ম্ম আবাহনে, পূজে নর একমনে,
সবে দিয়ে জয়জয়কার॥
দয়া রাখ বিঘ্ন হর, আমার আসরে উর,
দূর কর কুমতি কুজ্ঞান।
রণে বনে স্মরে যদি, তারে অনুকূল বিধি,
করহ তাহার পরিত্রাণ॥
গণপতি বিঘ্ন কর দূর।
তোমার চরণ বিনে, না হৈল আমার মনে,
নিস্তারিতে আছহ ঠাকুর॥
গণেশ চরণ আশে, গীত গায় রামদাসে,
এ ঘোর পাথারে ক'র পার।
গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ ভজন মাগে
হরি বল জন্ম নাহি আর॥

শ্রীধর্ম্মবন্দনা লিখ্যতে

উর আসি নিরঞ্জন, নিষ্কলঙ্ক নারায়ণ,
উর নিজ সেবক স্মহরণে।
নায়েকে করহ দয়া, মোরে দেহ পদছায়া,
নিবেদিলাম ঐ রাজা চরণে॥
এক ব্রহ্ম সনাতন, নিরাকার নিরঞ্জন,
নিয়ম করিতে কিছু নাঞি।
কিবা রূপ-গুণ-গাথা, হরি হর ইন্দ্র ধাতা,
জত কিছু আপনি গোসাঞি॥
প্রলয় যুগান্তকালে, পৃথিবী ভরিলে জলে,
শূন্যেতে আছিলে নৈরাকার।

তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, নিস্তার কারণ জীব,
একা হইলে ত্রিগুণ আকার ॥
অনন্ত মহিমার্ণব বিধি বিষ্ণু শেষ ভব,
যোগ ধ্যানে জানে নাঞি শেষ।
আমি মূঢ় পাপমতি মায়া-মোহ-মুগ্ধ অতি
* * * * ॥
জ্ঞান বুদ্ধিশুদ্ধিহীন, কাব্যগাথা শক্তি ক্ষীণ,
দীনহীনে দিলে গুরুভার।
সঙ্গীত সুধার সিন্ধু কহ না অনাথবন্ধু
কেমনে দুস্তরে হব পার ॥
জানি তব পাদপদ্ম নিস্তারকারণ সত্য,
ডাকি অত্য অনাদ্য গোঁসাই।
কণ্ঠযন্ত্রে যন্ত্রী হয়ে তাল মান রাগ লয়ে
যা গাওাও তাই আমি গাই ॥
আসরে অশেষ গুণী, গুণহীন মূর্খ আমি,
কি গাহিব লোকে উপহাস।
তুমি কবি কাব্যগাথা, মোর মনে চিন্তা বৃথা
দোষ গুণ তব অভিলাষ ॥
করিয়ে তোমার পূজা স্বর্গে ইন্দ্র হইল রাজা,
সকল তোমার গুণাগুণ।
ব্রহ্মা আদি যত দেবে, অভয় চরণ সেবে
দেখিবারে রাতুল চরণ ॥
বল্লুকা নদীর তীরে দেবাসুর সমাদরে
কইল ব্রহ্মা এ ঘরভরণ।
শান্তনুগৃহিণী গঙ্গে, আসিয়া হরের সঙ্গে,
ধর্ম্মযজ্ঞে করিতে রন্ধন ॥
জাজপুর বড় স্থান ধর্ম্ম যথা অধিষ্ঠান
পূজা কইল রামাই পণ্ডিত।
ঢোল শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বত্তিশ আলম সাজে
ধর্ম্মরাজ হইল উল্লাসিত ॥
রামাই ব্রাহ্মণ ছিল ধর্ম্মের পণ্ডিত হইল
মুনি সব কৈল উপহাস।
পণ্ডিতে ব্রাহ্মণ দেখি, ধর্ম্মরাজ হোলেন দুঃখী
যার কাজে হইল সর্ব্বনাশ ॥

ধর্ম্মকথা কয় যেই, পরম পবিত্র সেই
ধর্ম্মকথা পুরাণে গভীর।
ছিল যুধিষ্ঠির রাজা স্বধর্ম্মে পালিয়া প্রজা,
স্বর্গে গেল লইয়া শরীর ॥
হস্তিনা নগর মাঝে, ব্যাল্লিশ বাজনা বাজে
হরিশ্চন্দ্র হস্তিনার রাজা।
সেই রাজা ভাগ্যবান ধর্ম্ম যারে কৃপাবান
বেটা কেটে দিল ধর্ম্মপূজা ॥
মদনা রাজার রাণী চক্ষে না পড়িল পানি
পুত্রমাংস রান্ধে সমাদরে।
ধর্ম্মরাজ কৈল দয়া, তাঁরে দিল পদছায়া
মরা পুত্র ফিরে পাইল ঘরে ॥
জাড় গ্রাম বড় স্থান, ধর্ম্ম যথা অধিষ্ঠান
দয়ার ঠাকুর কালুরায়।
তুমি সে দয়ার সিন্ধু, অনাথ অধম বন্ধু
কৃপাবিন্দু তো কিঙ্কর চায় ॥
ধর্ম্মগৃহ মনোহর, সম্মুখেতে দামোদর,
সদাই সঙ্গীত হয় নাটে।
কাতরে করুণা কর, অশেষ অশুভ হর,
অকপটে উর আসি ঘটে ॥
ময়ূর ভট্ট গুরু আগে, বন্দিয়া মাথার পাগে,
ময়ূর আগে হইয়ে কবিবর।
গায় কবি রামদাসে, হইয়ে ব্রাহ্মণ বেশে,
যারে দয়া কৈল মায়াধর ॥

শ্রীচৈতন্য-বন্দনা

সম্ভাষ করিয়ে (সবে) হরি বল বন্ধুজন।
মন দিয়ে শুন সভে চৈতন্যবন্দন ॥
সংসারের সার পুরী আছে নবদ্বীপ।
পতিতপাবনী গঙ্গা যাহার সমীপ ॥
ধন্য শচী ঠাকুরাণী মিশ্র পুরন্দর।
যাহার ভবনে জন্মিলেন গদাধর ॥

লক্ষ্মীর সহিত হরি গোলোকে বসিয়ে।
ব্রহ্মা তারে স্তব করে চরণে ধরিয়ে ॥
কলিযুগ কুজ্ঞান কলুষ অন্ধকার।
পাষণ্ডী পাতকী ভণ্ডে ভরিল সংসার ॥
অশাস্ত্রীয় নাস্তিক অধর্ম্মী অতিশয়।
নবদ্বীপে হউক গৌরচন্দ্রের উদয় ॥
অনাথ অধম দেখে দয়া না করিলে।
দীনবন্ধু বলে নাম কি গুণে ধরিলে ॥
দুষ্টের দণ্ডক তুমি সজ্জনের সখা।
পাষণ্ড দলন করি কর ধর্ম্ম রক্ষা ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য দেব নারায়ণ।
নবদ্বীপে জন্ম লইতে করিলা গমন ॥
হটিয়া ব্রাহ্মণ মিশ্র পুরন্দরের ঘরে।
গৌরহরি জন্ম নিলেন শচীর উদরে ॥
দশ মাস দশ দিন রহেন গর্ভবাসে।
ভূমিষ্ঠ হইলেন গৌর উত্তম দিবসে ॥
ফাল্গুনীর রাকা শশী তাএ রাহুগ্রাস।
শুভ সাল্বৎ সংযোগ সংসার সমুল্লাস ॥
খগেন্দ্র জিনিয়া নাসা অতি মনোহর।
আজানুলম্বিত মালা বক্ষের উপর ॥
কোটি চন্দ্র চন্দ্রিকা-প্রসন্ন রূপরাশি।
দিনে দিনে বাড়ে গৌর শুক্লপক্ষের শশী ॥
শচী-অঙ্কে গৌরহরি বাড়ে দিনে দিনে।
পড়িবারে যান গৌর গুরু সন্নিধানে ॥
ভেদমন্ত্র সুবস্তু অভেদমন্ত্র খড়ি।
সুবস্তু সাধন হইতে খড়ির হইল ডেরি ॥
খড়ি আনি দিতে হরি গুরুকে কহিল।
নিদারুণ গুরু তায় পুথি প্রহারিল ॥
মারিল পুথির বাড়ি দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ।
সেইখানে চতুর্ভুজ হইলা নারায়ণ ॥
তাহা দেখি দ্বিজবর জুড়ে দুই হাত।
না বুঝিয়া মারিলাম ক্ষম অপরাধ ॥
আমি কোন ছার প্রভু অধম অধিক।
নিজগুণে কর ক্ষমা তুমি সে সাত্ত্বিক ॥
অখিল সংসারে প্রভু কে চিনে তোমারে।
কোটি ব্রহ্মা নারে তোমার লীলা বুঝিবারে ॥
কলিযুগ আইল দারুণ অন্ধকার।
হরিনাম দিয়ে কর জীবের উদ্ধার ॥
অল্পবুদ্ধি অল্পায়ু কলিতে হইল নর।
নামধর্ম্ম প্রচার করহ অতঃপর ॥
লইলা বৈরাগ্যধর্ম্ম গুরুর বচনে।
খেলা ছলে হরিনাম দিল জনে জনে ॥
হরিনাম সুলভ্য নির্ব্বাণমার্গ ভবে।
অনায়াসে পাপী তাপী পাষণ্ডী তরিবে ॥
জগাই মাধাই তারা মহাপাপী ছিল।
চৈতন্তের নাম লইতে তারা স্বর্গে গেল ॥
শিশুগণ লয়ে খেলা হয় দিবারাতি।
প্রভুর বাজারে ছিল নীলকণ্ঠ তাঁতি ॥
দৈবের বিপাকে তার বস্ত্র গেল পুড়ে।
চৈতন্তের নাম লইতে বিকাল বাজারে ॥
পোড়া বস্ত্র বিকাইল অমূল্য রতন।
কাটোয়াতে দিল গৌর চাঁদের ভুবন ॥
নাটশাল পাঠশাল বার দেবঘর।
ধবল পতাকা উড়ে তাহার উপর ॥
সেইখানে গৌরহরি বার দেন আসিয়া।
কত পুণ্যবান দেখে নয়ন ভরিয়া ॥
জগত তারিলে প্রভু হরিনাম দিয়া।
রামদাস বলে দীনে লহ উদ্ধারিয়া ॥
এইখানে চৈতন্তবন্দনা হইল সায়।
রামদাস গাইল জা গাওয়াল কালুরায় ॥

দিগ্‌বন্দনা

প্রথমে বন্দিনু গুরু ধর্ম্ম নিরঞ্জন।
ধবলঘাট বন্দিলাম ধবল সিংহাসন ॥
ধবল আসনে গুরু বন্দ ভগবান।
ষোল সংখ্য বন্দ আউলের রক্তিম পুরাণ ॥

চারি পণ্ডিত বন্দো চারি দুয়ার উপর।
ধামাতকারিণি বন্দো পৈচি সর্ব্বেশ্বর॥
হংসে ব্রহ্মা বন্দিলাম গরুড়ে গোবিন্দ।
বৃষভে বন্দিনু শিব ঐরাবতে ইন্দ্র॥
মহিষেতে যম বন্দ হরিণে পবন।
ময়ূরে কার্ত্তিক বন্দো গৌরীর নন্দন॥
মকরে বরুণ বন্দো ভল্লুকে বিশাই।
ঢেঁকি উপর নারদ বন্দো কুন্দুলে গোসাঞি॥
যার পুরী দিয়া নারদ মুনি যায়।
দশ দিন বড় ভাগ্য কুন্দল নিবায়॥
বন্দো গঙ্গা ভাগীরথী অপার মহিমা।
অন্তকালে দিও পদ ভুলে আছি তোমা॥
গয়ার গদাধর বন্দো প্রয়াগে মাধব।
কাশী বিশ্বনাথ বন্দো গোকুলে যাদব॥
আড়ুরের বন্দিনাথে করি প্রণিপাত।
দক্ষিণে জলধিকূলে বন্দো জগন্নাথ॥
মঠঘর মন্দির প্রভুর ধবল পতাকা।
তুলসী চৌঞরি হতে ধ্বজা যায় দেখা॥
দেখিয়া দেউলের ধ্বজা লোকে বলে হরি।
ধাওয়া ধাই চলে যায় ক্ষুধা পরিহরি॥
নয়নে গলিত লোর দেখিয়া প্রভুরে।
বীর হনুমন্ত আছে সিংহদুয়ারে॥
প্রতিক্ষণে মনে করে দেখিব জগন্নাথ।
ঘুচিবে মনের মলা খেয়ে পিঠে ভাত॥
ভাগ্যমন্ত কিনে খায় যার আছে কড়ি।
দরিদ্র হইয়া কেহ করে কাড়াকাড়ি॥
ইচ্ছাসুখে নাঞি দিলে বলে কাড়ি লয়।
দয়া করে ফিরে এনে মুখে পুন দেয়॥
খাইয়া প্রসাদ সবে শিরে পুছে হাত।
হরি বলে নয়ন ভরে দেখে জগন্নাথ॥
সুভদ্রা বলাই বন্দো সমুদ্রের কূলে।
যার পুরী আমোদিত করে দোনার ফুলে॥
অষ্ট কুলাচল বন্দো প্রভাতের ভানু।
বৃন্দাবনলীলাকারী বন্দো রাধাকানু॥

কালিন্দী যমুনার কূলে বন্দ কানুরায়।
কদম্বের ডালে বসে মুরলী বাজায়॥
গিরি হিমাচল বন্দো উত্তরে বসতি।
বায়ু বরুণ বন্দিলাম করিয়া ভকতি॥
চন্দ্রসূর্য্য বন্দিলাম আর ক্ষেত্রপাল।
শিবের দুয়ারি বন্দো নন্দি মহাকাল॥
জলাসনে যজ্ঞপতি বিধি নারায়ণ।
জরা দুঃখ পাপ হরে লইলে শরণ॥
শ্রীখড়দহ বন্দো গোসাঞির পাট।
আকনে মাহেশ বন্দো জগন্নাথের ঘাট॥
গুপ্তিপাড়া বন্দিলাম বৃন্দাবনচন্দ্র।
জানকী লক্ষ্মণ সহ যেখানে রামচন্দ্র॥
গৌরাঙ্গপুরীতে বন্দো ঠাকুর গৌরাঙ্গ।
বন্দিলাম যথায় ঠাকুর ঘোষ করে রঙ্গ॥
রাধাকান্ত অবিরামে দিই পুষ্পাঞ্জলি।
ষোল সাইঙের কাষ্ঠ যাহার মুরলী॥
বোড়চেতে বন্দিলাম বড় বলরাম।
শ্রীসাক্ষিগোপাল বন্দি করিয়া প্রণাম॥
নবদ্বীপে বন্দো গৌর শচীর দুলাল।
গোরুটী ঠাকুর বন্দো শ্রীরামগোপাল॥
মদনমোহনপুরে বন্দো মদনমোহন।
সোঁডালুকের গোপীনাথের বন্দিনু চরণ॥
শ্যামসুন্দর বনভেঘরা গড়ের ভিতরে।
ভাণ্ডারহাটির গোবিন্দরায় ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সরণপাড়া গ্রামেতে বন্দিনু বলরাম।
বিষ্ণুপুরে লালজীকে আমার প্রণাম॥
বিষ্ণুপুরের দেহারা গুণিবে কোন জন।
তিন মণ তৈল পোড়ে সন্ধ্যার কারণ॥
একে একে বন্দিলাম বিষ্ণুর যত স্থান।
একণ ভবপুরে ধর্ম্ম স্বরূপনারায়ণ॥
গোয়াড়িয় প্রভু বন্দো অনুকূলকোলা।
চাঁদরায় ধূর্জ্জটিতে খাজুরের তলা॥
জাড়গ্রামে বন্দিলাম ঠাকুর কালুরায়।
যাহার কৃপায় কবি রামদাস গায়॥

যাত্রাসিদ্ধি-বন্দিলাম গ্রাম হায়াৎপুরে।
প্রথম প্রচার গীত যাহার দুয়ারে॥
আরাম্ভীর দলুরায়ের চরণ বন্দিয়ে।
ভুবিসুন্দর রায় বন্দো ধরণী লোটায়ে॥
আকুটি স্থানেতে বন্দো প্রভু ধর্ম্মরাজা।
সদ্গোপ শূলপাণি ঘোষ যার দিল পূজা॥
সমসপুরের ধর্ম্ম বন্দো লোটায়ে ধরণী।
কৃপা করে দণ্ড চারি উরিবে আপনি॥
কৃপা করে আপন পাদুকায় কর ভর।
তোমাকে স্মরণ করে কাতর কিঙ্কর॥
চন্দ্রকোণায় বন্দিলাম শিব শৈলেশ্বর।
শিওড়ের শান্তিনাথে জুড়ি দুই কর॥
রাণাঘাট কানপুর শিব কঙ্কীশ্বর।
খানাকুলে শিব বন্দো মাথার উপর॥
রামপুরের শিবের নাম হটুয়া নাগর।
বিল্বগ্রামে নদীকূলে নাম জলেশ্বর॥
তারকেশ্বরের মহিমা কহনে না যায়।
রাখালে ভেনেছে ধান শিবের মাথায়॥
পশ্চিম দিকেতে দিঘী সাজে সরোবর।
কুমীরগুলা জলে ভাসে দেখে লাগে ডর॥
তারকেশ্বর ঠিক যেন গুপ্ত বারাণসী।
ভস্ম মেখে নিত্য বসে থাকে যে সন্ন্যাসী॥
ব্যাস কালিদাস বন্দো কবি দুইজন।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত যে লিখিলা রামায়ণ॥
ময়ূরভট্ট গুরু বন্দো গুণের সাগর।
যাহা হইতে গান রইল ভারত ভিতর॥
গায়েন গুণিন বন্দো হয়ে পরিতোষ।
অপরাধ লবে নাঞি যদি হয় দোষ॥
আসরের ভক্ত লোকের চরণ বন্দিয়ে।
গাহিব ধর্ম্মের গীত আশীর্ব্বাদ লয়ে॥
শিক্ষাগুরু বন্দিলাম জ্ঞানগুরু দাতা।
ধরণী লুটায়ে বন্দো মাতা আর পিতা॥
ধর্ম্মসভায় পিতা বন্দো মাতা খোলা ভাই (?)।
দশ মাস দশ দিন জঠরে দিল ঠাঁই॥
জঠরে ধরিয়া মাতা বড় পাইল দুখ।
তেঞি সে দেখিলাম ভাই সংসারের মুখ॥
দেবগণ বন্দিলাম আর দেবীগণ।
ডাকিনী যোগিনীর পায় লইলাম শরণ॥
রাত্রিযোগে বন্দিলাম রাত্রিকপালিনী।
ঊনকোটি ভৈরব মায়ের চৌষট্টি যোগিনী॥
তাড়েশ্বরী লাটেশ্বরী বন্দিনু গোতানে।
অগ্নিমুখা হর বন্দো রাণী পলাশনে॥
খেপুতে ক্ষেপাই বন্দো আমতায় মেলাই।
রামগোয়া বন্দো রামপুরিতে বেতাই॥
সপ্তমাতা বন্দিলাম গ্রাম মানকরে।
বরাভূমে বারিনাথে যোড় দুই করে॥
তমলুকে বিষ্ণুহরি আর রঙ্গভীমা।
বলিতে না পারি মায়ের অপার মহিমা॥
কালীঘাটে বন্দো মাতা দেবী ভদ্রকালী।
বন্দিলাম বেলের বেল্যার বাসলি॥
বিশালাক্ষী বন্দিলাম রাজবোলহাটে।
সদা গীতবাদ্য আদি হয় যার পাটে॥
ঘাটশিলে চেপে বন্দো দেবি * *।
বেতায় চেপে বন্দি * * *॥
মঙ্গলঘাটে বন্দিলাম শুভ মঙ্গলচণ্ডী।
ঠিক দুপুর বেলা মায়ের হাতে শরগণ্ডী॥
ক্ষীরগ্রামে বন্দিলাম যুগাদ্যার পা।
বলিতে না পারি মায়ের অমঙ্গল রা॥
দিল্লীর দাঞায় বন্দো মৌড়েশ্বরী গৌরী।
বন্দিপুরে বিমলা সদাই সিদ্ধেশ্বরী॥
বিক্রমপুরের বন্দিলাম বিশাললোচনী।
বেলেয় চেপে বন্দিলাম সিদ্ধা ও যোগিনী॥
বর্দ্ধমানে বন্দিলাম শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা।
বেতের গড়ে বন্দিলাম রঙ্গিণী বিশালা॥
জোড়্‌রেতে নাম মায়ের ভোগবতী ঠাকুরাণী
ছাগমুণ্ড তরে যথা হয় খুনাখুনি॥
তালপুরে ষষ্ঠীর পায়ে নিবেদন করি।
নারিকেলডাঙ্গায় বন্দো মনসাকুমারী॥

বন্দনা বন্দিতে ভাই মন কর স্থির।
পেঁড়োয় বন্দিয়ে গাই রস্থভি খাঁ পীর॥
পাকা আম্র দেখে যে বানরে খেলে ঝালি।
মান্দারনে বন্দিলাম পীর পিরেশমালি॥
রণে বনে যেই জন [পীর] স্মরিয়া যায়।
মহিষে তারে নাঞি মারে বাঘে নাঞি খায়॥
পীরের কউসে মোর হাজার সালাম।
বর্দ্ধমানে বন্দিলাম সাহারারাম ?॥
যোল শো রাউলে বন্দ মস্তকের পাগে।
গীতের ভাল মন্দ যাহার দায় লাগে॥
হরি হরি বল ভাই বন্দনা হইল সায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কবি রামদাস গায়॥

গ্রন্থারম্ভ

প্রথম কাণ্ড

সৃষ্টিপত্তন পালা

হরি বল মনঃপ্রীত   অনাদিমঙ্গল গীত,
আরম্ভিত হইল প্রথম।
শ্রবণে কলুষ নাশ   পাপ তাপ পায় ত্রাস
ভয়ে কাঁপে কালান্তক যম॥
যবে নাঞি ছিল মহী   তার পূর্ব্বাপর কহি
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান।
নাহি ছিল জল স্থল   স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
শূন্যেতে আছিল ভগবান॥
দূরে থাক জীবস্থিতি   নাহি ছিল বসুমতী
গুরু গিরি সুমেরু মন্দার।
নাহি রাত্রি নাহি দিবা   নাহি ছিল শিব শিবা
সকল আছিল অন্ধকার॥
চ্যুতাচ্যুতি নাহি রেক   আপনি আলোক রেখ
নিরঞ্জন ভাবিলেন ব্রহ্ম।
মায়াপতি ধর্ম্মরায়   নির্ম্মাণ করেন কায়
আচম্বিতে জনমিল বিম্ভ॥

বৃদ্ধি হল বিম্ভক সহিতে নারে ভর।
ভাঙ্গিল ধর্ম্মের বিম্ভক উথলিল জল॥
সব ঠাঁই ডুবিল জলে নাই একতিল।
আচম্বিতে জন্ম তায় হল নিল অনিল॥
নিলানিল জন্ম হইল আচম্বিতে।
উল্লুকের জন্ম হল ধর্ম্মের নাসিকাতে॥
শূন্যেতে করয়ে ভর দেব নৈরাকার।
মায়া হেতু নিজ দেহ ধারণ আপনার॥
কোটি সূর্য্য চন্দ্র জিনি অঙ্গের প্রকাশ।
দীপ্তি কইল ত্রিভুবন অন্ধকার নাশ॥
কিরীট কুণ্ডল কর্ণে উজ্জ্বল কলেবর।
দীপ্ত কৈল ত্রিভুবন শূন্যের উপর॥
কোটি সূর্য্য চন্দ্র জিনি অঙ্গের উদয়।
মহাধনে অলঙ্কার মহা জ্যোতির্ম্ময়॥
নিলানিল সঙ্গে উল্লুক মহামুনি।
হাসিয়া উল্লুক পানে চাহে চক্রপাণি॥
উল্লুক বলেন বাপ কি কহিব আর।
তুমি নারায়ণ গো আগম অবতার॥
সৃজন পালন লয় কারণ কেবল।
সংসারের সারাৎসার তুমি সে সকল॥
প্রলয় নিলয়ভূত বিভূতি তোমার।
আশ্রএ আমার পৃষ্ঠে ভ্রম অনিবার॥
এত শুনি ঈষৎ হাসিয়া মায়াধর।
আশ্রয় করিলা পক্ষি-পৃষ্ঠ মনোহর॥
উল্লুক বলেন সৃষ্টি কর করতার।
পৃথিবী হৈলে আগু পূজা যে তোমার॥
উল্লূক বিনয়ে ধর্ম্ম ভাবেন ধিয়ানে।
ধর্ম্মরাজ চাহিলেন নিজ অঙ্গপানে॥
শূন্যনাথ শূন্যমধ্যে জন্মাইলা কায়া।
ধর্ম্মের বাম অঙ্গে জন্মিল মহামায়া॥
ক্ষণপ্রভা ক্ষণিক আঁধারে করে আলা।
কত কোটি বিদ্যুৎ বিজয়া অচঞ্চলা॥
অঙ্গরুচি অনঙ্গরঙ্গিণী পড়ে কাঁদে।
জ্যোতির্ম্ময় রতন রঞ্জিত নানা ছান্দে॥

জনমিয়া মহামায়া পিতা পিতা বলে।
আনন্দিত হয়ে দেবী বসিতে চান কোলে॥
প্রকৃতির সংযোগ বাসনা করি মনে।
উল্লূকে ইঙ্গিত ধর্ম্ম করিলা গোপনে॥
দুহিতার ভাবেতে বসাতে চায় উরে।
হস্তে ধরি নারায়ণ টেনে ফেলে দূরে॥
নবীন কোমল অঙ্গে বাজিল নির্ঘাত।
অধোদেশ সৃষ্টি হৈল তায় রক্তপাত॥
দেবী[র] শোণিত দেখি ধর্ম্মকে বিস্মিত।
তাহাতে হৈল সূর্য্য গগনে উদিত॥
সূর্য্যের উদয় হৈল গগনমণ্ডলে।
অনাদিমঙ্গল কবি রামদাস বলে॥

শোণিতে সৃজিত হৈল দেব দিবাকর।
উরুতে অরুণ জন্ম সূর্য্যের দোসর॥
সূর্য্যের সারথি হৈল অরুণ মহাশয়।
অস্তগিরি উদয়গিরি করিলা নির্ণয়॥
দিবস রজনী ভেদ হৈল অতঃপর।
সূর্য্যদেব রহিলেন শূন্যের উপর॥
দেখিলা পৃথিবী হৈল [জলে] জলাকার।
নেহারিয়া দেখে ধর্ম্ম অঙ্গ আপনার॥
নাভিপদ্মে পাইলা তিল পরিমাণ মলা।
রাখিলেন জলমধ্যে বসুমতী বলা॥
অনিল সঞ্চারে মলা দ্বিগুণ উথলে।
ভাসিয়া চলিল মলা জলের হিল্লোলে॥
গুরুতর সুদীর্ঘ বিস্তর পরিসর।
মাঝে মাঝে সরি সরো সরিত সাগর॥
ঠাঁই ঠাঁই উন্নত পর্ব্বত হৈল তায়।
টলমল করে ধরা স্থির নাহি রয়॥
কূর্ম্ম অনন্ত মূর্ত্তি ধরিয়া আপনি।
অনন্ত বাসুকিরূপে ধরেন মেদিনী॥
ব্রহ্মপুরী বৈকুণ্ঠ কৈলাস স্বর্গ ঊর্ধ।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী পাতাল সপ্ত অধঃ॥

জনমিয়া বসুমতী জুড়ি দুই কর।
কেমনে সহিব বাপা সংসারের ভর॥
ধর্ম্ম বলেন বসু তোমার ভাবনা কি।
যার পাপ তাকে যাবে তোমার হবে কি॥
তোমার পৃষ্ঠেতে লোক করিবে যজ্ঞদান।
তোমার পৃষ্ঠেতে লোক হারাবে পরাণ॥
এইরূপে হইলেক পৃথিবী সৃজন।
হেথা আদ্যাশক্তি হৈলা প্রথম যৌবন॥
দেবীর যৌবন দেখি ধর্ম্ম চমকিত।
উল্লূকে ডাকিয়া ধর্ম্ম করিলা ইঙ্গিত॥
বাম অঙ্গে জনমিলা দেবী মহামায়া।
তেকারণে দেবী মোর হইবেন জায়া॥
তুমি হও ঘটক হে আমি হই বর।
উল্লূক কহেন গিয়ে দেবীর গোচর॥
সৃষ্টি হেতু হইয়াছে তোমার সৃজন।
অতএব কর দেবি প্রজার জনম॥
শুনিয়ে উল্লূকের কথা দেবীর হেট মাথা।
বাপে ঝিয়ে ঘর হবে অসম্ভব কথা॥
এত শুনি আদ্যাদেবী পলাইয়া যায়।
পথিমধ্যে দাঁড়ায়ে আছেন ধর্ম্ম রায়॥
পরম লজ্জিত হয়ে যান নারায়ণী।
দক্ষিণের পথে বসে আছেন চূড়ামণি॥
চারিদিকে ভবানী শূন্যের পথে যায়।
পথিমধ্যে দাঁড়ায়ে আছেন ধর্ম্মরায়॥
উলূক বলেন দেবী আর কোথা যাবে।
দুইজনে বিয়ে হোক শূন্যেতে বসিবে॥
উলূক কুটুম্ব হৈল ঘটক আপনি।
দেবী ধর্ম্মে দুই জনে হৈল চাহনি॥
মধুমালা দিলা দেবী ধর্ম্মের গলায়।
প্রীতিমালা বিনিময়ে দিলেন ধর্ম্মরায়॥
দেবীধর্ম্মে বিয়ে হৈল শূন্যের উপর।
গায় কবি রামদাস সখা মায়াধর॥

দেবীকে রাখিয়া ধর্ম তপস্যাতে যায়।
যুগান্ত প্রলয় হেথা ধর্মের মায়ায়॥
দৈব হেতু চাতক গগনে যায় সঙ্গ।
তাহা দেখি রাউলের উপজিল রঙ্গ॥
ধর্মের শুক্র টলি পড়িল আচম্বিতে।
'ধর' বলে তুলে দিল উলুকের হাতে॥
হাতে করি লইল উলুক খগেশ্বর।
এইরূপে বয়ে যায় শতেক বচ্ছর॥
ঠাকুর বলেন উলূক আর কেনে বও।
কালকূট বলিয়ে দেবীর তরে দেও॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা যায় মহামুনি।
আদ্যাশক্তি যেথানে আছেন নারায়ণী॥
উলুক দেবীরে কয় জুড়ি দুই কর।
কালকূট তোমায় দিয়াছেন মায়াধর॥
কদাচিৎ এই দ্রব্য না ফেলিও জলে।
ত্রিভুবন নাশ হয় এই দ্রব্য খেলে॥
এত বলি মহামতি করিল গমন।
যেখানেতে তপস্যাতে আছে ভগবান॥
দেবী ভাবে আমার জীবনে কাজ নাঞি।
মরণ উপায় ত্রাণ দিলেন গোসাঞি॥
বাপে ঝিয়ে ঘর হবে দেবকুলে লাজ।
হেন ছার আমার জীবনে নাঞি কাজ॥
এত বলি কালকূট করিল ভক্ষণ।
সেই দিন হইতে দেবীর গর্ভের লক্ষণ॥
তিন গুণে ত্রিমূর্ত্তি প্রকৃতি ধরে পেটে।
বিধি বিষ্ণু বামদেব অংশভূত বটে॥
তিন ভাই এক গর্ভে দেবী কষ্ট পায়।
ব্রহ্মতালু ছেদি ব্রহ্মা আপনি বেরায়॥
নাভিপদ্ম হইতে বিষ্ণু জন্মিল আপনি।
অধোদেশ সৃষ্টি করিল শূলপাণি॥
তিন জন জনমিঞা রইল তিন ঠাঞি।
নির্ব্বন্ধ নিবন্ধ অন্ধ কারু চক্ষু নাঞি॥
দেবী দেখিলেন অন্ধ হইল তিন পো।
অন্তর্ধ্যান হইল দেবী ছাড়ি মায়া মো॥

ছাড়িয়া আইল আদ্যা যদি তিন জনে।
তিন ভাই মগ্ন হইলা ব্রহ্মময় ধ্যানে॥
তপস্যাতে তিন জন বসে তিন ঠাঞি।
মায়াবিষ্ট আদ্যা সঙ্গে এলেন গোসাঞি॥
ব্রহ্মার নিকটে ধর্ম দিল দরশন।
ব্রহ্মা ব্রহ্মা বলিয়া ডাকিল ঘনে ঘন॥
ব্রহ্মা বলে আপনাতে হয়েছি অথিৎ।
কিসের ধর্ম আইল সেই কিসের অতিথ॥
ব্রহ্মা বলে কে তুমি খেয়ানে দিলে ধাঁধা।
দূরে যাও বিফল বচনব্যয় হেথা॥
তারপর বিষ্ণু ঠাঞি গেল মায়াধর।
বিষ্ণু তুষ্ট করিলেন না দিয়ে উত্তর॥
অতঃপর উত্তরে শঙ্কর সন্নিধানে।
জ্ঞানগুরু গম্ভীর মগন যোগধ্যানে॥
শিব শিব সম্ভাষ শুনিয়া মহেশ্বর।
যোগবলে জানিল আইল মায়াধর॥
শঙ্কর বলেন প্রভু অনাদ্য গোসাঞি।
দর্শন দূরেতে থাকু চক্ষু মোর নাঞি॥
মোরে যদি হল কৃপা প্রভু মায়াধর।
এস তুমি বস মোর জটার উপর॥
ঠাকুর বলেন তুমি আশীর্ব্বাদ লাও।
মুখের অমৃত লয়ে তোমার চক্ষে দাও॥
আজ্ঞামাত্রে তখনই পাইল চক্ষুদান।
শূন্যভরে পলাইয়া গেলেন ভগবান॥
চক্ষুদান পেয়ে শিব চারি পানে চায়।
শূন্যাকার সংসার দীপ্ত সূর্য্যের আভায়॥
ভাবিতে ভাবিতে ভব করিল গমন।
ব্রহ্মাও বিষ্ণুর পিঠে দিল দরশন॥
ধর্মের ভারতী শিব কহিল দুই জনে।
দুই জনে চক্ষুদান পাইল তত্তক্ষণে॥
ব্রহ্মা বলে শিব তুমি সভাকার গুরু।
জ্ঞেয়ানে প্রধান ভাই জ্ঞানকল্পতরু॥

* * *

এত বলি তপস্যায় গেল বন্নুকার তটে।
উত্তরে বসিলা শিব বিষ্ণু মধ্য ঘাটে ॥
এইরূপে তপ করে শতেক বৎসর।
মায়ামৃত হইলেন দেব মায়াধর ॥
ভাসিয়া আইল মড়া অতি পচা ঘ্রাণ।
ব্রহ্মা বলে পাতকী ভাঙ্গিল মোর ধ্যান ॥
চারি দিকে ফিরাইলা মুখ আপনার।
চতুর্ম্মুখ হইলা বিধি ভুবনে প্রচার ॥
ঢেউ দিয়া ব্রহ্মা তারে ভাসায় সে কালে।
বিষ্ণু যথা তপ করে বন্নুকার কূলে ॥
মায়া হেতু বিষ্ণুদেব নাহি চিনে পিতে।
ভাসিয়া আসিল ধর্ম্ম শিব যেখানেতে ॥
শিব দেখে মৃততনু জলে ভেসে যায়।
ব্রহ্মঅঙ্গ বলিয়া কোলেতে তুলে তায় ॥
শিব বলে পুনঃ ধর্ম্ম ত্যজিলা জীবন।
লোচনে বহিছে ধারা দেখে নারায়ণ ॥
ওরে ভাই ব্রহ্মা বিষ্ণু তোমরা গেলে কোথা।
যার লাগি তপ কর সেই পিতা হেথা ॥
তিন জন জড় হয়ে কোলে করে পিতা।
ব্রহ্মা বলে ছাড়িয়া গেছেন জন্মদাতা ॥
অনেক কান্দেন ব্রহ্মা পিতার কারণ।
হুতাশ ছাড়িল তায় হইল হুতাশন ॥
বিষ্ণু হইলেন তায় অগুরু চন্দন।
শিব নিজ উরুদেশে শুয়ায় নারায়ণ ॥
ছিঁড়িয়া উজ্জ্বল জটা অগ্নি দিল তায়।
মায়া হেতু পুড়িয়া চলিল ধর্ম্মরায় ॥
চিতাভস্ম সকলি উড়িয়া যায় বায়।
গোরক্ষনাথ মহাশয়ের জন্ম হইল তায় ॥
চরণে চরিজিনাথ হাড়িপা হইল হাড়ে।
যার গুণে গোবিন্দচন্দ্র রাজপাট ছাড়ে ॥
পাঁচ সিদ্ধার জন্ম হইল ধর্ম্ম হইতে।
নাভিপদ্ম তিন ভাই নারিল পোড়াতে ॥
তুষ্ট হয়ে মায়াপতি কহে মৃত্যুঞ্জয়ে।
ভূতসর্গ কর ভব কৈলাসে থাকিয়ে ॥
বৈকুণ্ঠে থাকিয়ে বিষ্ণু সৃষ্টির পালনে।
ব্রহ্মধামে বসি বিধি কর নিয়মনে ॥
পেয়ে হোতা মহাদেব প্রভুর আরতি।
হৃষ্ট হয়ে সৃষ্টি করে তামসিকমতি ॥
যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেত পিশাচ গুহ্যক।
মহাকায় ভয়ঙ্কর সংসারনাশক ॥
ঠাকুর হাসিয়া হরে করিলা বারণ।
বিধিরে নির্দ্দেশ কৈলা করিতে সৃজন ॥
করপুটে কহে বিধি অসম্ভব কর্ম্ম।
ভূতসর্গ কেমনে হইবে পরমব্রহ্ম ॥
বিশ্রামনিলয় মহী হরি বহুকালে।
হিরণ্যাক্ষ রাখিয়াছে সপ্তম পাতালে ॥
আপনি অনন্ত ধর্ম্ম সত্য সনাতন।
উদ্ধারিয়া ধরা কর সস্থানে স্থাপন ॥
বিকট বরাহমূর্ত্তি ধরিলা ঈশ্বর।
অতিদীর্ঘ দশন বিরাট্ কলেবর ॥
ধেয়ে গিয়ে পাতালে ধরিয়ে দৈত্যবরে।
দশনে বিদারি বক্ষ ধরণী উদ্ধারে ॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাদিমঙ্গল ॥

এইরূপে উৎপন্ন হইল পঞ্চ ভূত।
আকাশ অবনী বহ্নি সলিল মারুত ॥
প্রথমে সৃজিলা ব্রহ্মা চৌদ্দ ইচ্ছাসুত।
পরম তপস্বী তারা সত্যজ্ঞানযুত ॥
স্বায়ম্ভুব মনুপত্নী শতরূপা কন্যা।
স্ত্রীপুরুষের প্রথম হইল জনি জন্যা ॥
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র জনম লইয়া।
কলা নামে কর্দ্দম কন্যা কৈল বিয়া ॥
তথি জন্ম হইল কশ্যপ প্রজাপতি।
দিতি নামে দাক্ষায়ণী যাহার যুবতি ॥
অসুর জন্মিল সব দিতির নন্দন।
অদিতির পুত্র হইল যত দেবগণ ॥

বিনতার পুত্র হইল গরুড় মহামুনি।
কদ্রুর পুত্র হইল যত সব ফণী॥
ব্রহ্মার মুখেতে হইল ব্রাহ্মণের জন্ম।
বাহুতে হইল ক্ষত্র আচ্ছাদিত বর্ম্ম॥
বক্ষেতে হইল বৈশ্য, শূদ্র হইল পায়।
মনুষ্য সৃজনকথা পুরাণেতে গায়॥
এইরূপে করেন ধর্ম্ম পৃথিবী সৃজন।
উলূকের সঙ্গেতে বেড়ান নারায়ণ॥
উলূকে সম্বোধি তখন কহেন ধর্ম্মরাজা।
বারমতী কেমনে প্রচার হবে পূজা॥
কলিতে করিবে পূজা যত ভক্ত নর।
প্রচার করিবে পূজা সংসার ভিতর॥
ভাবনা করেন কেবা করিবে মানান।
উলূক বলেন বাণী শুন নারায়ণ॥
যুগে যুগে যতেক ভকত পূজা করে।
হরিশ্চন্দ্র পূজা কইল পুত্র উপহারে॥
হাকন্দপুরাণ মতে পশ্চিম উদয়।
বিধিমতে পূজা দিবে ব্রহ্মার তনয়॥
সত্যবতী ইন্দ্রকন্যা সদাই চঞ্চল।
অভিশাপে পাঠাইবে অবনীমণ্ডল॥
জন্মিয়া জগতে পূজা করিবে প্রচার।
বারমতী পূজার পত্তন পরকার॥
উলূকের কথায় হাসিয়া হৃষীকেশ।
সেই ক্ষণে ধরিলেন জরা যোগিবেশ॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাদিমঙ্গল॥

মায়া পাতি ধর্ম্মরায় নির্ম্মাণ করেন কায়
অশীতি অধিক বৃদ্ধ যোগী।
পলিত গলিত মাংস কুন্তল কাশ বা কাংস
কৃশকায় কত যেন রোগী॥
নয়ন দর্শনহীন উদর অধিক ক্ষীণ
কত দিন আহারবিহীন।
কুশ কমণ্ডলু করে গমন যষ্টীর ভরে
ছিন্ন চীর পরনে মলিন॥
বিভূতি-ভূষিত তনু অপরূপ অঙ্গ জনু
চলিতে চলিতে কাঁপে গা।
দয়াময় কত দিন বদন দশনহীন
ক্ষীণতর বিপরীত রা॥
ইন্দ্রসরোবর ঘাটে মাণিক-মণ্ডিত বাটে
সন্নিকটে বসিলা ঈশ্বর।
শত সহচরী সাজে বিজলি তারকা মাঝে
সত্যবতী সাজিলা সত্বর॥
সোনালি ফুলের সম অঙ্গ-রুচি অনুপম
পাবকে পুরট সম জেন।
যৌবন গরবে অতি স্নান করে সত্যবতী
মেঘ মাঝে বিদ্যুল্লতা হেন॥
পায়ের জল লাগে গায় ছল পেয়ে ধর্ম্ম রায়
অপার অশেষ বলে রোষে।
জল ক্রীড়ে একমনে নটিনী না শুনে কানে
বিমানে উড়ায় উপহাসে॥

উপহাস অধিক শুনিএ শিরোমণি।
কহিতে লাগিল ধর্ম্ম ক্রোধযুক্ত বাণী॥
যৌবন গরবে তোরা না দেখিস্ নয়নে।
বিনা দোষে জল কেন দিলি গো ব্রাহ্মণে॥
অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখে কৈলি উপহাস।
দ্বাদশ বৎসর তোদের সংসারেতে বাস॥
অতিবৃদ্ধ দেখিয়ে করিলে উপহাস।
বৃদ্ধ পতি সহিত সংসারে কর বাস॥
এত শুনি যুবতীরা হাসে খল খল।
আর বার গায়েতে ছিটায়ে দেয় জল॥
বৃদ্ধ হয়ে বুড়া বুঝি হল পাগলপারা।
তোমার দোষ নাঞি তোমার বয়সের ধারা॥
ইন্দ্রের নাচুনি আমরা ইন্দ্ররাজের ঝি।
বাপের পুকুরে নাই তোমার তার কি॥

কেন বুড়া এখানে আগুলে আছ বাট।
সরে যাও এখনি সভাতে হবে নাট॥
বুড়া হলে বচনবিলাসে পটু বড়।
কুবচন কথায় কথায় আছে দড়॥
বাট ছাড় বিভ্রাট বাধাও কেন আর।
ডিঙ্গাতে চরণের পানি লাগিল আবার॥
ঠাকুর পরুষ ভাষে পেয়ে এই ছল।
মর্ত্তেতে মানবী হয়ে ভুঞ্জ এর ফল॥
তোর ভাই মাউদিয়া হবে দুষ্টমতি।
অপবাদ তুলে দিবে বন্ধ্যা রঞ্জাবতী॥
জয়াবতী রাজরাণী তোর হবে মাও।
রঞ্জাবতী তোর নাম জন্ম লইতে যাও॥
চাঁপায়ে সেবিবে ধর্ম্ম শালে দিয়া ভর।
মরিয়া বাচিয়া পাবে কাশ্যপকোঙর॥
জ্ঞান পেয়ে অতঃপর সত্যবতী কয়।
পরিচয় দাও প্রভু কোন্ মহাশয়॥
মায়াধারী হেতু তুমি কোন্ মহাজন।
হাসিতে হাসিতে তখন কহেন নারায়ণ॥
শুন ভদ্রে আমি হই ধর্ম্ম অবতার।
তবে প্রভু অভিশাপে পাঠালে সংসার॥
এত বলি কান্দে রামা কপালে হানে কর।
পরিচয়ে প্রভু বুঝি ব্রহ্ম পরাৎপর॥
পরম পীড়িত রামা সকম্পিত গা।
সকাতরে সজলনয়নে ধরে পা॥
অভাগিনী পাপিনী প্রমাদে কর পার।
তবে প্রভু নিজরূপ দেখাও একবার॥
দেবতা হইয়ে যাই মনুষ্য হইতে।
নিজরূপ একবার দেখাও সাক্ষাতে॥
শুনিয়ে ভক্তের কথা দেব নারায়ণ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গরুড়বাহন॥
শারদজলদরুচি তনুরুচি সার।
শোভাময় সংসার শরীর অন্ধকার॥
পীতাম্বর পরণে প্রসার সৌদামিনী।
কনক-নূপুর পায় সুমধুর ধ্বনি॥
লম্বিত মন্দারমালা গলে পায় শোভা।
দেবাসুর যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মনোলোভা॥
বিস্ময়ে বিহ্বল চিত্ত সত্যবতী সতী।
মহী অঙ্গ গতাঙ্গ চরণে করে নতি॥
গললগ্ন বসন নয়নে ঝরে নীর।
করপুটে স্তুতি করে হইয়ে অস্থির॥
দেখিয়ে গোবিন্দরূপ যোড়করে কয়।
নিদারুণ শাপ কেন দিলে মহাশয়॥
শাপান্ত একান্ত কর করুণা করিয়ে।
এত বলি কান্দে রামা চরণে ধরিয়ে॥
দেবতা হইয়ে আমরা মনুষ্য হইব।
কহ প্রভু তোমার দেখা কত দিনে পাব॥
ঠাকুর বলেন বাছা শাপ নহে লীন।
জান না আমার বাক্য পাষাণের চিন॥
অবশ্য মানবী হয়ে যাইবে সংসার।
তোমা হইতে হবে ধর্ম্মপূজার প্রচার॥
সদাকাল সদয় সংহতি রব আমি।
আবার চাঁপায়ে মোর দেখা পাবে তুমি॥
এত বলি ঠাকুর হইলা অন্তর্দ্ধান।
সেই ক্ষণে সত্যবতী ত্যজিলা পরাণ॥
সেই দিন জয়াবতী ঋতুস্নান করে।
সত্যবতী জন্ম লইল তাহার উদরে॥
দশ মাস দশ দিন রহে গর্ভবাসে।
ভূমিষ্ঠ হইল রঞ্জা উত্তম দিবসে॥
পাঁচ দিনে পাঁচুটী করিল রাজরাণী।
ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা নানা দ্রব্য আনি॥
দিনে দিনে বাড়ে বালা সূতিকার শালে।
সাত মাসে ভোজন সারিল কুতুহলে॥
চরণে নূপুর দিল কটিতে কিঙ্কিণী।
বাজুবন্ধ বলয়-ভূষিত রত্নমণি॥
নীলাম্বর পরণে চলনে চারু গতি।
উপমায় অন্যায় মরাল যূথপতি॥
কুঞ্চিত কুন্তলপাশ মধুরহাসিনী।
উপমিত সম্বর-সূদন-সম্মোহিনী॥

কন্যা দেখি বেণুরায় আহ্লাদ অন্তর।
রঞ্জাবতী নাম রাখিলেন অতঃপর ॥
রঞ্জাবতী জনমি রহিল বাপঘরে।
সৃষ্টির পত্তন সাঙ্গ হইল এত দূরে ॥
অনাদ্যমঙ্গল গীত পরমপাবন।
পাপ তাপ নরক শ্রবণে নিবারণ ॥
সমাদরে শুনিলে সকল বাঞ্ছা পূরে।
ধন সুত লক্ষ্মীলাভ সংসার ভিতরে ॥
হরি হরি বল সভে ধর্ম্মের সভায়।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত কবি রামদাস গায় ॥

দ্বিতীয় কাণ্ড

আদ্য ঢেকুর পালা

প্রণমহ পরাৎপর পরম ঠাকুর।
যার নামে অশেষ আপদ যায় দূর ॥
সমাদরে শুন সভে শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত।
বিবিধ পাতক খণ্ডে মানস সম্প্রীত ॥
ধর্ম্মপাল ধার্ম্মিক ধরণী অধিপতি।
মহারাজ গৌড়েশ্বর তাঁহার সন্ততি ॥
গুণে গুণবন্ত ভূপ ধর্ম্মেতে তৎপর।
পরম বৈষ্ণব রাজা শৌর্য্যে শূরবর ॥
শিষ্ট দুষ্ট দুর্জ্জন-দুর্ম্মতি-দণ্ডদাতা।
যথারীতি প্রজার পালন র ত্রাতা ॥
কত কব অশেষ বিশেষ সাধু গুণ।
পরমপণ্ডিত রাজা প্রতাপে আগুন ॥
মহাপাত্র মাউদিয়া মোহেতে জটিল।
খলবুদ্ধি দুরাচার দুরন্ত কুটিল ॥
নিকট সম্বন্ধ অতি ভূপতির শালা।
জাবড় জেবড় বড় জানে নানা ছলা ॥
নামে মাত্র বসে রাজা রত্নসিংহাসনে।
মাউদার হুকুম হুসার সর্ব্বক্ষণে ॥
অত্যাচার অতিশয় বিচার বিষম।
প্রজাদের পরিচয়ে কালান্তক যম ॥
সোমঘোষ গোয়ালা গোউড়দেশে ঘর।
বাকী তার হৈল অনেক রাজকর ॥
পঞ্চাশ কাহন দেয় সাত কাহন বাকী।
মাউদিয়া জানিল কাগজখানা দেখি ॥
পাত্র বলে সোমঘোষ খাজনা নাহি দেয়।
শুনিয়ে কোটাল তারে ধাক্কা মেরে লয় ॥
ধাক্কা মেরে কোটাল লইল দড়বড়ি।
সোমঘোষ গোয়ালার পায়ে দিল বেড়ি ॥
এইরূপে বন্দী রয় এগার বচ্ছর।
অন্ন বস্ত্র সোমঘোষ মাগে ঘরে ঘর ॥
তৈল হল কর্পূর লবণ হল হীরা।
পরিধেয় বস্ত্র হল গণ্ডা দশ গিরা ॥
অনাদিপদারবিন্দ ভাবিয়া কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাদিমঙ্গল ॥

একদিন নররায় শিকারে সাজিয়ে যায়
বেড়ে ধায় চতুরঙ্গ দল।
তাজি বাজি গজরাজ মুণ্ডিত মোহন সাজ
রাউত মাহুত বীরবল॥
সিপাই সর্দ্দার আর কেহ সাদি আসোয়ার
অবতার শমন যেমন।
একাকার দলবল ঘোরতর কোলাহল
জল স্থল চাপিয়া চলন॥
দামামা দগড় কাড়া জোরে বাজে শিঙ্গা কাড়া
সাড়া শুনি সশঙ্ক সকল।
নিশান নির্ণয় নাঞি চারি দিকে দেখ চাই
নীল পীত পিঙ্গল ধবল॥
পাত্র মিত্র বার-ভূঞা বাজিবরে মাউদিয়া
মাতঙ্গে আপনি গৌড়েশ্বর।
হেন কালে রাজগণে সাক্ষাৎ ঘোষের সনে
সেই ক্ষণে ডাকিল সওয়ার॥
মাহুদা মুচকে হাসে দশা দেখে রাজা ভাষে
কহ বন্দী কোন্ দেশে বাড়ী।
কি নাম তোমার কহ পিতৃ পরিচয় দেহ
কোন্ দোষে গলে তোর দড়ি॥
সোমঘোষ এত শুনি নয়নে গলিত পানি
পুটপাণি কয় সবিশেষ।
সপ্ত পুরুষে মাটি গোউড় আমার বাটী
কানু ঘোষ পিতা বয়ঃশেষ॥
তার পুত্র সোমঘোষ পাত্র হেন করে রোষ
বিনা দোষে এত অবিচার।
বাড়ী ছাড়া বহু দিন ছেলে মেয়ে অন্নহীন
লণ্ডভণ্ড হইল সংসার॥
বুকেতে হানিয়ে কর কান্দে গোপ উচ্চস্বর
থর থর কম্পিত শরীর।
শ্রীধর্ম্মচরণ ভাবি গায় রামদাস কবি
গুরুপদে নুয়াইয়া শির॥*

দেখে শুনে দারুণ দুর্দ্দশা গোয়ালার।
কুপিয়া করিল ভূপ পাত্রে তিরস্কার॥
এ নহে উচিত ভাই প্রজার পালন।
কুটুম্ব বলিয়ে তোমায় না হল পীড়ন॥
এত বলি ভূপতি ঘোষের হলেন সহা।
সংহতি করিয়ে লইল ঢাল খাণ্ডা বহা॥
মৃগয়া করিয়ে রাজা আইলা রাজপাটে।
ভূপতির সঙ্গে ঘোষ বসিলা নিকটে॥
আদরে অন্দরে স্থান দিলেন রাজন।
পোষের সমান স্নেহে করিল পালন॥
দিনে দিনে সমধিক বাড়িল সম্মান।
মাউদার মর্য্যাদা হইল সমাধান॥
সাথে সাথে রাজার সর্ব্বদা যুক্তিদাতা।
পাত্রের অন্তরে জলে নিত্য নব ব্যথা॥
বিরলে বিরস মনে করে নানা যুক্তি।
কেমনে পাইব পুন ভূপতির ভক্তি॥
বারভূঞা লয়া পাত্র করে দরবার।
মহারাজ হয়ে কেন কর অবিচার॥
গোয়ালা ধিয়ান ভূপ তব প্রাণনিধি।
নীচ জনে এত মান বড়ই অবিধি॥
গোয়ালা কুটুম্ব লয়ে থাকুন ভূপতি।
গৌড় দেশ ছাড়ি করি অন্যত্র বসতি॥

---

* মৌখিক গানে এইরূপ পাঠান্তর আছে,—

এগার দিবস মোর পেটে অন্ন নাই।
নিদারুণ বন্ধনে দারুণ কষ্ট পাই॥
এত শুনি মহারাজার দয়া উপজিল।
লোহার ডাকিয়া বেড়ি ভাঙ্গিয়া যে দিল॥
গায় হোতে ভূপতি উতরে দিল যোড়া।
ইনেম করেন আরো ঢাল আর খাঁড়া॥
আজি হইতে হইলে তুমি আমার শিকারী।
এত বলি ফিরে আসে আপনার বাড়ী॥
সেই হইতে গোয়ালার দুঃখ গেল দূর।
রাজার নিকটে থাকে বচন মধুর॥
অন্দরে রাখিল তারে গৌড়ের রাজন।
পুত্রের অধিক তারে করিল পালন॥

এইরূপ মাউদা বলিয়া বাক্য কত।
মহারাজে করিল বিদায়-দণ্ডবত ॥
রাজা কহে মহাপাত্র ত্যজ বৃথা রোষ।
ঢেকুরে পাঠাব কালি পুত্র সোম ঘোষ ॥
এত শুনি মহাপাত্র ভাবে মনে মনে।
ভাল হইল পাপ দূর হইল এত দিনে ॥
ভূপতি ঘোষেরে ডাকি কহেন বারতা।
আর বাছা তিষ্ঠান উচিত নয় এথা ॥
কর্ণসেন বিশেষ বান্ধব তিহোঁ বড়।
মণ্ডল হইয়ে যাহ অজয়ের গড় ॥
অজয় ঢেকুরে গিয়া কর ঠাকুরাল।
বচ্ছরে বচ্ছরে বাছা পাঠাবে ইরসাল ॥
কাল বুঝে গৌড়েতে করিবে অবতার।
ক্ষীর খণ্ড ছানা দধি পাঠাবে দশ ভার ॥
আসিতে যাইতে কভু না করিবে হেলা।
সংসারেতে সুখ দুঃখ বিধাতার খেলা ॥
অজয় গঙ্গার কূল গ্রাম উসাবর।
তাহার দক্ষিণে দেখ অজয় ঢেকুর ॥
কর্ণসেন আছেন আমার বড় ভাই।
দুই জনে অধিকারী হইলে এক ঠাঞি ॥
আমাকে যেমন ভাব তাহাকে ভাবিবে।
তিন সন্ধ্যা আপনি তাহার তত্ত্ব লবে ॥
কুলীন পণ্ডিত দেখি রাখিবে ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্মমতে প্রজালোকের করিবে পালন ॥
যুধিষ্ঠির স্বর্গে গেলেন ধর্ম্মমত হতে।
বৈশম্পায়ন ইহা লিখিলা ভারতে ॥
ঘোষে দিল সরবন্দ সেরা শাল জোড়া।
শিরোপাস্বরূপ দিল খুব তাজী ঘোড়া ॥
সংহতি সহায় শত পদাতি জুঝারু।
সই করি পরোয়ানা দিল রাজা গুরু ॥
পরিবায় পরম আদরে দিল রায়।
নতি স্তুতি করে ঘোষ হইল বিদায় ॥
অতঃপর শুভযাত্রা করিল গোয়ালা।
পরিজন সজ্জন সংহতি চাপি দোলা ॥
শ্বেত পীত পিঙ্গল পতাকা উড়ে বায়।
স্বদেশ বিদেশ কত এড়াইয়ে যায় ॥
কত পথে সরাই সরিৎ হয়ে পার।
দিবাশেষ উত্তরিল অজয়ের ধার ॥
জোয়ার গিয়াছে ভাটা হইয়াছে ত্তড়।
পার হয়ে পারে পায় অজয়ের গড় ॥
কর্ণসেন শুনিয়ে আদরে নিল ঘোষে।
অধিকার নির্দ্দেশ দিলেন নৃপাদেশে ॥
কিছু কাল জঞ্জালবিহীন করে বাস।
অনাদ্যমঙ্গল গীত গাইল রামদাস ॥

শ্যামরূপা আপনি ইছায়ে অনুকূল।
গড় কেটে দেয় গোপ দেবীর দেউল ॥
শিবার সেবক বড় গোয়ালা ইছাই।
একান্ত অন্তরে পূজে দেবী মহামায়ি ॥
শয়নে স্বপনে তার ভোজনে গমনে।
কেবল ধিয়ান করে চণ্ডিকাচরণে ॥
দুর্গা পূজা বিনে ঘোষ জল নাঞি খায়।
একান্ত ভাবনা করে ভবানীর পায় ॥
কৃষ্ণ পক্ষ অমানিশা ঘোর অন্ধকার।
তাহাতে পাইল যোগ রবিসুত বার ॥
দেবী পূজা করিবারে করিয়া বাসনা।
সাজায় সামগ্রী সাজ উপচার নানা ॥
শর্করা সহিত ছানা ক্ষীর চাঁপাকলা।
ধূপধুনা পরিপাটি আলিল পাজলা ॥
মন্ত্রপূত জবাদল দেয় দেবীর পায়।
অজা মেষ মহিষ বলি মানুষের ছায় ॥
গলে বাস পুটপাণি হৃদয়ে করে ধ্যান।
স্তব করে ইছাই উল্লাসযুক্ত প্রাণ ॥
ভগবতি ভবানি ভয়বিনাশিনি মা।
উদ্ধারের মূল উমা তোর রাঙা পা ॥
ইচ্ছাময়ি ঈশানি ইছায়ে কর দয়া।
চণ্ডীরূপা চণ্ডিকে চামুণ্ডা মহামায়া ॥

দুর্গতিনাশিনি দেবি দেবের জননি।
নিস্তারকারিণি নম নিশুম্ভ-নাশিনি ॥
মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা।
সদয়া হইয়া দেবী হইল উপনীতা ॥
দেখা দিয়ে ঈশ্বরী আপনি নিল কোলে।
মুছিল বদনচাঁদ নেত্রের আঞ্চলে ॥
বরদা হইয়ে বলে তুমি হবে রাজা।
ইছাই কয় বারেক হেরিব দশভুজা ॥
এত যদি নিবেদিল ইছাই গোয়ালা।
দশভুজা হইল চণ্ডী শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা ॥
ডানি পদ সিংহের উপরে সুশোভিত।
মহিষ উপরে বাম অঙ্গুলি কিঞ্চিত ॥
শোভা করে দক্ষিণে কমলা গজানন।
সব্যে শোভে সরস্বতী ময়ূরবাহন ॥
অসিফলা নাগ শূল ধনু খর শর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে দশ কর ॥
দশভুজা হইল চণ্ডী ইছাই গোচর।
রূপ হেরে বলে ইছা সম্বর সম্বর ॥
ইছাই ঘোষ পড়িল দেবীর পদতলে।
আদ্যাশক্তি ভগবতী ইছায়ে নিল কোলে ॥
ভবানী বলেন শুন ইছাই কুমার।
আমা হইতে রাজা তুমি ঢেকুর ভিতর ॥
তোমারে দিলেম ছায়া রাজদণ্ড ছাতা।
তোমারে জিনিতে নারে শঙ্কর বিধাতা ॥
শুন রে ইছাই তোরে বলে যাই দড়।
কার্ত্তিক গণেশ হতে তুমি মোর বড় ॥
এত শুনে ইছাই ঘোষ জুড়ে দুই কর।
কহিবারে লাগিল দেবীর বরাবর ॥
তুমি মোরে দিয়ে যাও রাজদণ্ড ছাতা।
আমার উপরে আছে গৌড়ের মান্ধাতা ॥
যদি আমি দিব নাঞি রাজার ইরসাল।
পরিণামে বাড়িবেক বিষম জঞ্জাল ॥
মণ্ডল হইয়ে বাদ ভূপতির সনে।
পতঙ্গ পতন যেন যজ্ঞের আগুনে ॥
ভুজঙ্গ হইয়ে নাকি জিনিবে গরুড়ে।
জিনিবে পতঙ্গ হয়ে মাতঙ্গ প্রচুরে ॥
কর্কট হইয়া নাকি জিনিবে শৃগাল।
ইন্দুর হইয়া কোথা জিনেছে বিড়াল ॥
সালুর কি হ'য়ে লয় ফণি-মাথার মণি।
অসম্ভব কথা কেন বল নারায়ণি ॥
এত যদি বলে ঘোষ দেবীর সমক্ষে।
ভবানী বলেন বাপু তোর ভয় কাকে ॥
নিশ্চিন্ত হইয়ে বাপ কর ঠাকুরাল।
রাজা সহ সমরে ধরিব খাঁড়া ঢাল ॥
সুরপতি তোমার সমক্ষে নহে স্থির।
কোন ছার বারভুঞা কত বড় বীর ॥
ইছাই বলেন মাগো মন নহে স্থির।
অরি হেরে বাড়ে যেন অজয়ের নীর ॥
আর এক ভাবনা সর্ব্বদা পড়ে মনে।
মরণ না হয় যেন তোমার খাঁড়া বিনে ॥
মা হয়ে বেটার মাথা যদি কাট মা।
মরিয়া মায়ের পাব ঐ রাঙ্গা পা ॥
এত শুনি ভবানী বলেন আরবার।
এমন কথা কইলে কেনে ঘোষের কুমার ॥
তোমার মরণ বাছা না হবে এখন।
অবনীতে না আসে যবে রঞ্জাবতীনন্দন ॥
যত কাল নাঞি হবে লাউসেন অবতার।
তত কাল ঢেকুরে তোমার অধিকার ॥
ইছাই বলিল তায় আছে বহু কাল।
ঢেকুরেতে কিছু কাল করি ঠাকুরাল ॥
এইরূপ বাঞ্ছিত বিবিধ দিয়ে বর।
অন্তর্দ্ধান হয়ে গেলা কৈলাসনগর ॥
দেবীর কৃপায় গোপ পরম প্রবল।
রামদাস বিরচিল অনাদিমঙ্গল ॥

দিনে দিনে প্রতাপ বাড়িল গোয়ালার।
গড়ের পত্তন করে অতি পরসার ॥

ইছাই সাক্ষাৎ শ্যামা পূজে নিরন্তর।
মাউদা পাত্তর লয়ে শুনহ উত্তর॥
সাক্ষাৎ হইল পাত্র কালান্তক যম।
পনের কাঠায় কুড়া বাণ কাঠা কম॥
পাইকেন জমিকে মাপে কোণে কোণে দড়ি।
বেতন বেরাজ করি পাইকে চায় কৌড়ি॥
বকেয়া আদায় করে নহে কম কড়া।
সুদ রুফা বাদ নাঞি সুদের সুদ দেড়া॥
প্রমাদ শুনিয়ে পাল্য পলাইয়ে জায়।
ধন জন আটকি সর্ব্বস্ব কাড়ি লয়॥
আশ্রয়ে অধিক কষ্ট পলায়নে দুখ।
দুঃখ সয়ে রয় কেউ ভাবে পরে সুখ॥
বিমুখ বিধাতা যারে বিদেশ পলায়।
স্বদেশের মায়া মোহ পাসরিয়া যায়॥
শুনিল অজয় গড় সর্ব্বদা বিজয়।
অভিনব পত্তন পরম সুখোদয়॥
কানন কাটিয়ে করে পসার চত্তর।
বিনা করে বিদেশী যাইয়ে করে ঘর॥
ঘর ভিটা করে দেয় পোষণের পেশা।
যথাযোগ্য সম্মান সাদরে বেশভূষা॥
উপদ্রব অশেষ পাইয়ে দুঃখ শোক।
উজাড়িয়ে উঠে যায় রমতির লোক॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য তামুলি তেলী তাঁতি।
সদ্‌গোপ পল্লব গোপ কৈবর্ত্ত বাইতি॥
পলায় যতেক জাতি গণিতে অপার।
গড়ে গিয়ে হইল বসতি সবাকার॥
মোগল পাঠান যত মিরজাদা মিঞা।
মর্য্যাদা পাইল বড় ঢেকুরেতে গিয়া॥
লোহাটা বজ্জর নাম রক্তিমিতে ঘর।
পাড়াশুদ্ধ পলাইল ঢেকুর নগর॥
রক্ষক তক্ষক সম গড়েতে করে থানা।
শত কুড়া জমি একোজনার মাহিনা॥
লোহাটা বজ্জর শূর সহর কোটাল।
দিবস যামিনী বুলে হাতে খাঁড়া ঢাল॥

পাহারা পাণ্ডিত্য বড় চণ্ডাল দুরন্ত।
দেব-অরি যেমন অসুর বলবন্ত॥
দিনে দিনে প্রবল প্রতাপে বাড়ে ঘোষ।
ভজনে ভবানী তারে সদাই সন্তোষ॥
নিরন্তর সেবা করে বিশালার পা।
নিত্য বলিদান দেয় মানুষের ছা॥
পরিপাটি চণ্ডিকা পূজার আয়োজন।
কথায় কঠিন বড় কইতে বিবরণ॥
ইছাই বলিল পূজার আন উপচার।
দশ বিশ যত পাও বালক কুমার॥
অজা মেষ মহিষ আন নাহি যার সংখ্যা।
মায়ের চরণে আজ দিব রক্তগঙ্গা॥
এত শুনি চণ্ডাল সব উঠাইল পাল।
করিল পয়ান সবে ধরিতে ছাবাল॥
সারাদিন কাটায় বসিয়ে ঘাটে বাটে।
না পাইয়ে নিশিঘোরে ঘোরে সিঁদ কেটে॥
হাপুতির বাচ্ছার ধরিয়ে ছুটি পায়।
চুরি করে নিয়ে গেল টের নাঞি পায়॥
এইরূপে শ্যামার সেবায় দশ শিশু।
দেবীর দেউলে আনি উপনীত আশু॥
বলিদান দিল ঘোষ মঙ্গল বিধানে।
রাঙাল নরের রক্তে চণ্ডিকাচরণে॥
পরিতুষ্ট হয়ে চণ্ডী ছাড়িল কৈলাস।
বরদা হইয়ে বলে কোন্ অভিলাষ॥
মায়ে পোয়ে বসিয়ে বিরলে হয় কথা।
ভবানী বলেন বাপ শুনরে বারতা॥
সাধ নাঞি পুনশ্চ কৈলাসে আর যাই।
তোর পূজা মনে পড়ে বাপুরে সদাই॥
পাট হতে প্রতাপে সেনেরে কর দূর।
কালি রাজা হও তুমি অজয় ঢেকুর॥
করপুটে কয় ঘোষ ভরসা রাঙা পা।
পাষাণের রেখ মা তোমার মুখের রা॥
বর দিয়ে অভয়া হইল অন্তর্দ্ধান।
উদয় দিবসমুখ নিশি অবসান॥

অনাদিমঙ্গল গীত সুধারসধার।
রামদাস ভণে ভক্ত পিয় অনিবার॥

ছাওয়াল না দেখে লোক কান্দে উচ্চস্বরে।
কোন কালে নাই শুনি ছেলে যায় চোরে॥
কপালে হানিয়ে কর কান্দে বাপ মায়।
পুত্রশোক তুল্য ব্যথা না আছে ধরায়॥
দেবী পূজা করে কাটি মানুষের পুত।
এদেশে রাক্ষস হল আপনি শ্রীযুত॥
কর্ণসেন শুনিল এ সব সমাচার।
বদনে না সরে বাণী হইল চমৎকার॥
দেবী যারে সদয়া সে জন কারে ডরে।
দেবাসুর যক্ষ রক্ষ নাগ পক্ষ নরে॥
দিনে দিনে রাজার দোহাই হল দূর।
রাজপাটে বসে গিয়ে সাক্ষাৎ অসুর॥
কর্ণসেন ভাবিল বিপত্তি হইল বড়।
শিলাবতী সহিত সুযুক্তি করে দড়॥
ছেলে লয়ে দেশ ছেড়ে গৌড় চল যাই।
মহা বলবন্ত হল গোয়ালা ইছাই॥
আপনার তুল্য নয় কি করিব বাদ।
প্রাণ লয়ে শেষে কেন ঘটিবে প্রমাদ॥
ছয় বেটা সহিত সুরূপা বধূ ছয়।
গৌউড়পথে গমন অন্তরে শুরু ভয়॥
বলবন্ত দুরন্ত দাম্ভিক বড় বেটা।
মাঝপথে কি জানি ঘটায় ঘোর লেঠা॥
গুরুগতি গমন গোপন গনে যায়।
কত দেশ এড়ায়ে গউড় গিয়ে পায়॥
রাজার মন্দিরে রাখি নিজ পরিবার।
উপনীত হইল সেন রাজদরবার॥
পাত্র মিত্র বেষ্টিত সজ্জন সাধু কবি।
সাক্ষাৎ শ্রীযুত যেন দ্বিযামের রবি॥
সম্মুখে পণ্ডিত্ত পড়ে বৃত্র উপাখ্যান।
সভাসদ সহ শুনে ভারতপুরাণ॥

যেই কালে বৃত্রাসুর হইল প্রবল।
রণে হেরে পলায়ে গেলেন আখণ্ডল॥
ইন্দ্রপদ অধিকার করিল অসুর।
স্বর্গ ছেড়ে সভয়ে পলায় যত সুর॥
হেন কালে বন্দনা করিল কর্ণসেন।
রাজা বলে কহ বন্ধু হেন দশা কেন॥
কর্ণসেন শোকাকুল সকম্পিত রা।
নয়নে গলিত ধারা ললাটে হানে ঘা॥
কি কব দুঃখের কথা পুড়েছে কপাল।
গোয়ালা হইতে গেল মোর ঠাকুরাল॥
সোমঘোষনন্দন ইছাই নাম ধরে।
হয়েছে প্রবল বড় বিশালার বরে॥
পাট নিল জিনিয়া আমারে কৈল দূর।
আজ হইতে স্বতন্তর অজয় ঢেকুর॥
না মানে হুকুম তোমার না মানে দোহাই।
মানুষ কাটিয়ে পূজে দেবী মহামাই॥
এত শুনি মাউদিয়া দেয় হাতনাড়া।
বাপ হয়ে বেটার রণে ধর ঢাল খাঁড়া॥
গোয়ালা হইল পুত্র তুমি হলে বাপ।
সামাল এবার রাজা বাইরাল সাপ॥
জান না অধম জনে উচ্চ সমাদর।
কুক্কুরে আদরে উঠে মাথার উপর॥
এত শুনি ভূপতি দশনে ওষ্ঠ চাপে।
মার মার করিয়ে উঠিল বীরদাপে॥
আপনি সাজিতে যান রাজা গৌড়েশ্বর।
হেন কালে মহাপাত্র কহে যোড়কর॥
পরমুখে কোন্দল করিতে কেন যাব।
আজ্ঞা কর আপনি উকিল পাঠাইব॥
পাঁতি পাঠাইয়ে আগে বুঝি তার মতি।
মনাসিব পশ্চাতে করিব দুর্গতি॥
সানা হয়ে জাকু আজু ভাট গদাধর।
সায় দিল সভার সহিত গৌড়েশ্বর॥
ভাটরায় হইলেন ঢেকুরের সানা।
চলিল চাপিয়ে দোলা আনিতে খাজনা॥

সুখদ শয়নে ভট্ট ঢালিয়া দিল গা।
দুই পাশে পড়ে কত চামরের বা ॥
নিসান নাগারা চলে পদাতি পাইক।
সঙ্গে চলে সহায় সিপাই শতাধিক ॥
কত পথে সরাই সরিৎ হইয়ে পার।
অবশেষে উপনীত অজয়ের ধার ॥
ত্বরিতে তরণীযোগে তরিল অজয়।
সমাদরে সোমঘোষে আগু হয়ে লয় ॥
পড়িল সিংহলচন্দ্র ভট্ট রায়বার।
সোমঘোষ শুনে যত ভট্টের কায়বার ॥
রদ করি রাজার হুকুম হইলে রাজা।
জ্ঞান নাই ইহার উচিত পাবে সাজা ॥
শেষ বয়ঃ বাঁচিতে বাসনা যদি মনে।
মাথায় করিয়ে কর চল রাজধানে ॥
সুদে মূলে বেবাক বকেয়া দিবে লেখা।
এই দণ্ডে কর কর্ণসেন সনে দেখা ॥
শুনি নাকি বলবন্ত তনয় তোমার।
কি ছার বড়াই তার সে বা কোন ছার ॥
অনলে পতঙ্গ যেমন পুড়ে হয় ছাই।
সেইরূপে হবে ধ্বংস সবংশে ইছাই ॥
পূর্ব্বাপর পরিণাম কহিলাম তোমা।
বুঝিয়ে উচিত ঘোষ হও শীঘ্রকামা ॥
এত শুনি সোমঘোষ করিয়ে প্রণতি।
ভাটরায়ে কয় কিছু বিনয় ভারতী ॥
ঘাটি মাগি রাজার চরণে লক্ষ বার।
অবোধ তনয় আমার জানিবে সর্ব্বকাল ॥
কিন্তু এক বারতা কহিএ রাখা ভাল।
জানিলে রাজার লোক বাড়াবে জঞ্জাল ॥
অতেব গোপতে দিব বেবাক খাজনা।
শুধালে কখন যেন না কহিও সানা ॥
বড় সে দুরন্ত ছেলে কি জানি কি করে।
রাজপথ ছাড়্যা যাবে গুপ্ত গন ধরে ॥
হুঁসারে হিসাবে দিল রাজার প্রাপ্য কর।
মাথায় করিয়া লইল যতেক কিঙ্কর ॥
কোন্ ছার গোয়ালা ভাবিয়া ভট্টরায়।
দেমাকে দোলায় চেপে রাজগনে যায় ॥
ডিগ্ ডিগ্ শবদে কাড়ায় পড়ে কাটি।
কুড়ি হাত কেঁপে গেল অজয়ের মাটি ॥
হেন কালে শিকার সারিয়া ইছা শূর।
স্বগণ সংহতি পশে আপনার পুর ॥
দেখিল রাজার লোক যায় অহঙ্কারে।
রুষিয়া ইছাই ঘোষ কহিল লস্করে ॥
ভয়ে কাঁপে বাসুকি বরুণ মেঘবান।
কোন্ বেটা ঢেকুরেতে ধরিল নিশান ॥
অনুমানে বুঝি লয়ে যায় রাজকর।
সমুচিত দিব শাস্তি আগে গিয়ে ধর ॥
মার মার মহারবে ধাইল চণ্ডাল।
বাধা দিয়া বেড়িয়া দাঁড়াল জমকাল ॥
ধুমধাম শবদে পড়িল ঠেঙা লাঠি।
চড় চাপড় কত কিলের পরিপাটি ॥
ভাটরায়ে কাছি দিয়া বান্ধে প্যাঁচমোড়া।
ধাক্কা মেরে দেয় কত বন্দুকের হুড়া ॥
ধাক্কা মেরে লয় কেহ গড়ের ভিতর।
ভাণ্ডারজাত করিল যতেক রাজকর ॥
ভাটের মুড়ায়ে মাথা অজয়ের কূলে।
গাধা খচ্চোরের মুতে ভিজাইল চুলে ॥
বলিতে কহিতে বড় বেড়্যা গেল রাগ।
দুটি গালে তুলে দিল নরুণের দাগ ॥
ডানি গালে কালি দিল বাম গালে চুন।
ভাটরায় দুখানলে জ্বলিল দ্বিগুণ ॥
সোমঘোষ দেখিয়া ভাটের দুর্গতি।
খেদে বলে ইছাইরে তুই মূর্খ অতি ॥
উকিলের অপমান রাজার সঙ্গে বাদ।
আমার জীবনে বুঝি নাঞি কোন সাধ ॥
উকিল ঈশ্বর তুল্য ইথে নাঞি আন।
কোন সাহসে করিয়াছ উকিলের অপমান ॥
জামা জুতা দিয়া তুমি ভাটেরে কর বশ।
দরবারে গিয়া জেন করএ পৌরষ ॥

বাপের বচন শুনি গোয়ালা ইছাই।
ভাটকে দিলেন ছেঁড়া পুরাণ কাবাই॥
এনে দিল জামা তার শত ঠাঞি ছেঁড়া।
ডানি চক্ষু কাণা তার এনে দিল ঘোড়া॥
ভয়ে ভয়ে বিদায় হইল ভট্টরায়।
সংহতি সকল সঙ্গী হেঁটমুখে যায়॥
পলাইয়া যায় ভাট ফিরে ফিরে চায়।
দারুণ ইছাই পাছে পুন সঙ্গে ধায়॥
গুরুগতি গমনে পাইল গৌড় দেশ।
দরবারে যায় ভাট লইয়া সন্দেশ॥
পাত্র বলে মহারাজ দেখ দৃষ্টি দিয়ে।
ওই বুঝি ভাট আসে খাজনা লইয়ে॥
তর্কাতর্কি ত্বরিতে পাইল দরবারে।
শিরে হাত দিয়া ভাট কাঁদে উচ্চস্বরে॥
অন্যের কাজেতে গেলে ঘোড়াজোড়া পাই।
আপনার কাজে গিয়া চড় লাথি খাই॥
সোমঘোষ রাজকর হিসাবিয়ে দিল।
তার বেটা ইছাই সকল লুঠ্যা নিল॥
বিধিমত বিস্তর করিল অপমান।
হয় নয় দেখ রাজা দশা বর্ত্তমান॥
কত শত দুর্ব্বাক্য বলিল তোমা দুষ্ট।
এত শুনি ভূপতি অনল প্রায় উষ্ণ॥
তখনি হইল ত্বরা সাজিতে লস্কর।
পাত্র বলে আমি যাই রও গৌড়েশ্বর॥
কোন্ তুচ্ছ উপরে আপনি যাবে সাজি।
চুলে ধরে চরণে লুঠাব সেই পাজি॥
নখে ছিণ্ডে লোহাটার মস্তক দিব ভেট।
রাজা বলে তথাস্তু না হও জেন হেট॥
ঘন ঘোর ঘর্ঘর সিঙের হইল সাড়া।
দামামা দগড় ঘন বাজে রণকাড়া॥
সাড়া শুনি সিপাই সর্দ্দার সাজে ত্বরা।
মির মিঞা মোগল পাঠান নাম জারা॥
ধানুকী ফলকী পত্তি পাইক কোরিক।
রায়বেঁশে রাউত মাউত লক্ষাধিক॥
বারভূঞা বীরবেশে বাহাত্ত মণ্ডল।
ষোল পাত্র সাজে শূর রায়ত সকল॥
কর্ণসেন সাজিল আশায় বান্ধি বুক।
কর্ণসম সাজিল কর্ণের ছয় সুত॥
ঘোষের উপরে বড় পাত্রের আছে আড়ি।
করিবরে সাজিয়া চলিল দড়বড়ি॥
সোমরায় চতুরঙ্গ সাজে নব লক্ষ।
পক্ষ বল পশ্চাতে মিলিল রণদক্ষ॥
গুরুগতি গমন গর্জ্জন বীরদাপে।
চলিতে চরণ চারে বসুমতী কাঁপে॥
দামামা দগড় কাড়া বাজে রণ-উর।
মাতঙ্গে নাগারা বাজে দুর দুর দুর॥
রণভেরী টমক থমক বাজে সিঙ্গা।
ভোঙ ভোঙ ভোরঙ্গা মৃদঙ্গ খিঙ্গা খিঙ্গা॥
মেঘমালা কাদম্বিনী হাতীর চাপান।
অশ্বত্থের পাতা যেন বরোজের পান॥
ধাঁ ধাঁ শবদে বাজিছে বড় দামা।
বহু সৈন্যে সেজে এল মাউদার মামা॥
সাজিল সংগ্রামে স্বর্ণবক্সী অসি করে।
রাজার জামাতা সাজে চারুচিরা শিরে॥
গুড় গুড় দগড়ী দগড় জয়ঢাক।
রণভেরী কল্লোলে কর্ণে লাগে তাক॥
সাজিল হাসন বীর পায়ে দিয়ে মোজা।
বার শ গোলাম সঙ্গে তের শত খোজা॥
হুঙ্কারে হাসন বীর ঘোড়া লয়ে ধায়।
দেবতা অসুর নর দেখিয়া ডরায়॥
বেণুরায় কোমর বান্ধে রাজার শ্বশুর।
সাত হাজার ঘোড়া তার লালবান্ধা ক্ষুর॥
ভল্লকীর সাজিল ভবানী মহাশয়।
পার্ব্বতীয় টাঙনে যাহার কাঁড় বয়॥
সাজিল গোবিন্দ মল্ল পেঁড়োয় যার ঘর।
ধাকায় মহিষগুলা দেয় যমঘর॥
সিপাই সর্দ্দার সাজে পর্ব্বতের চূড়া।
ভগীরথ কোমর বান্ধে মাউদার খুড়া॥

কাঁউরের সিপাই আইল নরসিংহ রায়।
রাজার দরবারে যার নাম লেখা যায়॥
বার ভূঞা কোমর বান্ধে রায়ত সকল।
যোল পাত্র কোমর বান্ধে বাহাত্তর মণ্ডল॥
মালক চালক মারে ডাগর হাঁকার।
ধমকে ধরণীপৃষ্ঠ হয়ে যায় ফার॥
করি দম্ভ দেয় লম্ফ করে পরিক্রম।
ঘোর নাদ সিংহনাদ বিজন বিক্রম॥
শিরে টুপি দাড়ি ঝুপি মোগল পাঠান।
করী পিঠে কেহ উটে দু হাতে কৃপাণ॥
গজ গজ গভীর গরজে জগঝম্প।
সৈন্যগণ মালসাটে ঘন দেয় লম্ফ॥
দল সহ সাজে রাজা গউড়েশ্বর।
জিনিবারে চলিল ইছাই ধনুর্দ্ধর॥
ব্যাপিল চরণধূলি গগনে ভূতলে।
একাকার যোজন জুড়িয়া ঠাট চলে॥
পঞ্চ শব্দে গগনে মাতায়ে তুলে রাও।
তালে তালে বাহিনী উল্লাসে ফেলে পাও॥
পার হল ভৈরবী-তরণী অনুকূল।
পাঁচ দিনে পায় গিয়ে অজয়ের কূল॥
পার হয়ে সরিৎ পরশমাত্র জল।
উথলে সলিলরাশি জানি পরবল॥
কল কল তরঙ্গে ত্রিপুট ফেনাময়।
ঘন ঘন আবর্ত্ত দর্শনে গুরু ভয়॥
নিরুপায় হইয়ে মোকাম করে তীরে।
কত শত বেলদার বেপারী কর্ম্ম করে॥
উচু নীচু ভাঙ্গিয়া করিল পরিসর।
রাউটি কানাৎ কত পড়ে থরে থর॥
গুড় গুড় গভীর গরজে গুরু গোলা।
আতঙ্কে ইছাই পূজে শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা॥
শ্যামরূপা-চরণে লুটায়ে করে স্তুতি।
ভবভয়ভঞ্জিনি ভবানি ভগবতি॥
দানবদলনি দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।
জগতজননি দেবি যোগীর বন্দিনি॥
যুধিষ্ঠিরের কন্তা মাতা নকুলগৃহিণি।
সহদেবের মাতা তুমি বউ ঠাকুরাণি॥
তারিণি তরলে আসি তরাও তুরিতে।
রক্ষ মা রঙ্কিণি রঙ্গে রাজার রণেতে॥
পরিতুষ্ট অভয়া সদয়া হয়ে কয়।
কেন রে ইছাই তোর কারে এত ভয়॥
কটাক্ষে রাজার ঠাট উড়াইব তূলা।
রণসিন্ধু তরাতে আপনি হব ভেলা॥
উপলক্ষ্য সমরে সাজিয়া চল ঝাট।
সংহতি সহায় হয়ে বিনাশিব ঠাট॥
ইছা কয় জননি ভরসা রাঙা পা।
অপায় আমার কিবা থাকিতে তুমি মা॥
এত বলি ইছাই সাজিতে দিল ত্বরা।
রণসিঙ্গা বাজে ঘোর দামামা নাগারা॥
চণ্ডবেশে সাজিল চণ্ডাল যত জন।
অভয়া ভাবিয়া বীর করিল সাজন॥
দুই দণ্ড রাত্রি যখন গগনমণ্ডলে।
দুর্গা দুর্গা স্মরিয়ে সব গুরুগতি চলে॥
হান হান হুঙ্কারি ধাইল পক্ষবল।
সাড়া শুনি সত্বর হইল পরবল॥
পার হয়ে অজয় কটকে প্রবেশিল।
রামদাস কহে এবে অনর্থ বাড়িল॥

ভাবিয়ে বিশালা ধাইল গোয়ালা
ভদ্রকালী যার সখা।
আইল ধনঞ্জয় হইল উদয়
কুরুসৈন্যে দিল দেখা॥
লোহাটা বজ্জর মাতঙ্গ উপর
ফলঙ্গ খেলায় বীর।
ঘন ঘোর ডাক মার মার হাঁক
ঝাঁকে ঝাঁকে হানে তির॥

বীর-ডাক ছাড়ে চারি দিকে বেড়ে
পদাতিরে ধর্যা কাটে।
যত দল বল পাঠান মোগল
বেড়িল রাজার ঠাটে॥
মাতঙ্গে চাপিয়া যুঝে মাউদিয়া
বারভূঞা যুঝে রাজা।
সিপাই সর্দ্দার বলে মার মার
রায়বেঁশে মহাতেজা॥
যুঝে ফোরিকান হাতে করি বাণ
বীর সিপাই সর্দ্দার।
রাউত মাউত যত রাজপুত

* * * *

ঘোড়া জেন তারা খসে॥
ধাইল বন্দুকী তবকী তবকী
উভয়ে করিয়ে গুলি।
সিপাই সর্দ্দার করে মার মার
জলবেগে ধায় গুলি॥
পাঠান মোগল গেলা রসাতল
দলমল জামা জোড়া।
কত কাটাকাটি কামড়ায় মাটি
মাউত মাতঙ্গ ঘোড়া॥
বাছা বাছা সেনা ধাইল যত জনা
ধনুকে জুড়িয়া তির।
রুষিল ইছাই কাটিতে সিপাই
বড় বড় মহাবীর॥
লোয়াটা বজ্জর হাতীর উপর
খর চোখা শর এড়ে।
পড়ে ঘোড়া হাতী নাঞি দেখি ক্ষিতি
কদলী বিছায় ঝড়ে॥
মাউদা দুর্ম্মতি লয়ে যূথপতি
বেড়িল ইছাই শূরে।
ভক্তের সঙ্কট জানিয়ে প্রকট
সেই ক্ষণে দেবী উরে॥
উরিলা কালিকা সঙ্গেতে নায়িকা
অষ্টভুজা হয়ে দেবী।
দেবীর চরণ করিয়ে স্মরণ
গায় রামদাস কবি॥

——

তরাসে তরল তনু ধানুকী ইছাই।
রঙ্কিণী সঙ্গিনী সঙ্গে উরে মহামাই॥
খড়্গ শূল গদা চক্র শঙ্খ চাপ ঘোরা।
ভৈরবী ভীষণা ভীমা কেহ ভয়ঙ্করা॥
কটমট কুটিল নয়ন এলো চুল।
নবঘন বরণ উজ্জ্বল জবাফুল॥
লক্ লক্ রসনা বাসনা লোহ পান।
কড়মড়ি দশন দারুণ খরশান॥
ভূতপ্রেত পিচাশ পেত্নী চণ্ড দানা।
হুহুঙ্কারে উড়ায় কত ভূপতির সেনা॥
চুলিতে চরণচারে বাসুকি বিকল।
কাঁপিল কূর্ম্মের পিঠ ধরা টলমল॥
পরম প্রমাদে পড়্যা রাজার লস্কর।
হাতে প্রাণ ছুটে পালায় পেয়ে ডর॥
ছুটে গিয়ে পেত্নীরা ভাঙ্গিয়ে ফেলে ঘাড়।
আছাড় মারিল কার চূর্ণ হইল হাড়॥
প্রাণ লয়ে পাত্তর পালায় রণমাঝ।
বারভূঞা ভঙ্গ দিল গৌড়ের মহারাজ॥
কর্ণসেন জুঝে ছেড়ে প্রাণের মায়া মো।
একেবারে কাটা গেল সেনের ছটি পো॥
কাতর হইল সেন ছয় পুত্রের শোকে।
হংসধ্বজ রাজা যেন সুধন্বার শোকে॥
ছয় বেটা মরিল সেন বসে পড়ে তথা।
গলায় বান্ধিয়া লৈল ছয় পুত্রের মাথা॥
ঘরে চলে চণ্ডাল বাজায়ে জয়ডঙ্কা।
সুরাসুর সহিতে সুরেন্দ্র করে শঙ্কা॥
শিলাবতী আছে যথা বধূ ছয় জন।
সেইখানে কর্ণসেন দিল দরশন॥

হা পুত্র বলিয়া সেন শিরে হানে হাত।
রাণীর মস্তকে যেন হইল বজ্রপাত॥
ধূলায় ধূসর রাণী বক্ষে হানে কর।
শোকেতে আকুল হয়ে কাঁদে উচ্চস্বর॥
ছয় পুত্র না রহিল বংশে দিতে বাতি।
আঁটকুড়ী বলি হায় হইল খেয়াতি॥
ছয় পুত্র মরিল জীবনে নাঞি কাজ।
সুখে থাকু সংসারে আপনি মহারাজ॥
মরিয়া পাইব পুনঃ কোলে পুত্রচাঁদ।
এত বলি কাটায় সংসার-মায়াফাঁদ॥
পুত্রশোকে শিলাবতী ভাবিয়ে ঠাকুর।
জীবন তেজিল সতী খাইয়া মুগুর॥
প্রবীরের শোকে যেন সত্যবতী জনা।
জাহ্নবীর জীবনে জীবন দিল হানা॥
বাহির হয়ে আইল তবে বধূ ছয় জন।
নিজ নিজ স্বামীর মাথা লইল ততক্ষণ॥
ছয় জনা অগ্নিকুণ্ড কৈল ছয় ঠাঁই।
অনুমৃতা হইল সবে ভাবিয়া গোসাঞি॥
যে পথে স্বামীর গতি সতী যায় পাছে।
সীতা সতী সাবিত্রী দ্রৌপদী সাক্ষী আছে॥
মরিলে মরিতে হবে স্বামী ধরি বুকে।
সুরপুরে বিহার স্বামীর সহ সুখে॥
ভবভাব্য ভুবনপাবন পদদ্বন্দ্বে।
শিরসি স্মরণ কর্যা রামদাস বন্দে॥

পুত্রশোকে কর্ণসেনের বাড়ি গেল মোহ।
দুই চক্ষু বাহিয়ে পড়িল তবে লোহ॥
বারাণসী যাব নয় যাইব প্রয়াগ।
উড়িষ্যায় যাব নয় যথা জগন্নাথ॥
এত বলি গাত্রে মাখে বিভূতিভূষণ।
শেষকালে হল আমার অগুরু চন্দন॥
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে হাতে কৈল থালা।
হইল যোগীর বেশ স্কন্ধে বাঘছালা॥
পুত্রশোকে কর্ণসেন যোগী হয়ে যায়।
বাজারের লোক দেখে করে হায় হায়॥
হৈল বিষ্ণুর মায়া ভাবি মনে মনে।
সম্বল ছাড়া দ্বারকা যাইব কত দিনে॥
গৌড়রাজ সঙ্গে একবার দেখা করে যাব।
দিন দশের সম্বল রাজার ঠাঞি লব॥
দিন দশের সম্বল আমাকে দেহ ভাই।
তোমার ঠাঞি বিদায় হয়ে বৃন্দাবনে যাই॥
এত বলি ভূপতি চলিয়ে গেল ঘরে।
আজ ঢেকুরের পালা সাঙ্গ এত দূরে॥
এত শুনি ভূপতি বসিতে বলি সেনে।
অন্দরে পশিল রাজা রাণী যেইখানে॥
হরি হরি বল সবে আনন্দ অন্তরে।
গায় রামদাস কবি অনাদ্যের বরে॥

রাজ্যধন রাজদণ্ড সব হৈল লণ্ডভণ্ড
পুত্রবধূ বনিতা তায় মৈল।
সংসার স্বজন-হীন ভাবিয়া ভাবিয়া দীন
বৈরাগ্য উদয় আসি হৈল॥
দণ্ড কমণ্ডলু করে ত্রিদণ্ডীর বেশ ধরে
মনে করে যাইব কোথায়।
বারাণসী বৃন্দাবন জগন্নাথ দরশন
যাইব নিশ্চয় উড়িষ্যায়॥
কর্ণসেন ভাবে মনে পথের সম্বল বিনে
কভু না যাইবে এক পাও।
সম্বল বিহীন বাটে অশেষ আপদ্ ঘটে
সম্পত্তো সর্ব্বত্র তরে যাও॥
অতেব রাজার ঠাঁই দেখা করে যাওয়া চাই
হেন ভাই না পাইব আর।
এত ভাবি সেন রায় বিদায় হইতে যায়
যথায় ভূপতি ধর্ম্মাচার॥

করে ধরি কতরূপ প্রবোধ করেন ভূপ
বিরূপ বাসনা কর দূর।

* * * *

সুখ দুঃখ সংসারের সকলি কর্ম্মের ফের
সুখ দুঃখ বিধির লিখন।
দূর কর মনোদুখ কে ভুঞ্জে সদাই সুখ
উপমা দেখাব কত জন॥
হয়ে ইন্দ্র সুরপতি দৈত্য-ভয়ে ভ্রমে ক্ষিতি
কত বার কত পাইল দুখ।
পাঁচ ভাই পাণ্ডব যারা কত দুঃখ পাইল তাঁরা
কে ভুঞ্জে সদাই বল সুখ॥
যদি বল পরিবার ভাবনা নাহিক তার
পুনর্ব্বার দিব তব বিয়া।
রূপে গুণে ধরাধন্যা দশমে যুবতী কন্যা
সুখে সব যাইবে ভুলিয়া॥
আজি হতে দরবারে থাক বন্ধু সমাদরে
তোমার গণনা হবে আগে।
সেন কহে তুমি বন্ধু অশেষ করুণা-সিন্ধু
নমস্কার অসংখ্য তোমাকে॥
অধিক আনন্দে সেন কত যে কহিল হেন
কহিতে অধিক বেড়ে যায়।
দরবার হৈল ভঙ্গ অতঃপর পালা সাঙ্গ
হরি বল ধর্ম্মের সভায়॥
শ্রবণে পাতক নাশ সর্ব্বসিদ্ধি পূরে আশ
বিনাশ সংসার আগমন।
শ্রীধর্ম্মচরণ সেবি গায় রামদাস কবি
দীনহীন কৈবর্ত্তনন্দন॥

তৃতীয় কাণ্ড

রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা

ধর্ম্মপদ-পঙ্কজে প্রণাম লক্ষ শত।
মন দিয়ে সঙ্গীত সকলে শুনত॥
ভানুমতী পাটরাণী মহলে বসে আছে।
ছোট বোন রঞ্জাবতী আছে তার কাছে॥
হেন কালে নরপতি দরবার হইতে।
উপনীত তথায় হইল আচম্বিতে॥
রাজাকে দেখিয়া রঞ্জা বিষণ্ণ বদন।
লজ্জায় রাণীর পাছে লুকায় তখন॥
অপরূপ রূপ দেখে ভূপ কহে বাণী।
উটি কে তোমার কহ কাহার নন্দিনী॥
তিলোত্তমা উর্ব্বশী রূপসী বুঝি রামা।
নরলোকে নাহি হেরি হেন মনোরমা॥
সুলক্ষণা সুরূপা সুন্দরী কেবা কও।
রাণী কহে নরমণি দিশে নাহি পাও॥
রঞ্জাবতী নামে ছোট ভগ্নী যে আমার।
কালি আমি এনেছি আপনি ভাব আর॥

এত শুনি বৃদ্ধ রাজা করিছে ঢামালি।
তোমার ছোট বোন ত আমার হল শালী ॥
বৈশ্যের প্রধান তোর বেণু রায় পিতা।
অবিভাত কেন তার এমন দুহিতা ॥
সীমন্তে সিন্দুর নাই ভূষণ কঙ্কণ।
মাথায় বসন নাক্রি আইবুড় লক্ষণ ॥
ভাল হল রূপসী প্রেয়সী মম হও।
বামে বসে হাসিয়ে রসের কথা কও ॥
দন্তহীন দেখিয়ে না ভাব বৃদ্ধ তুমি।
যুবা সম যোগ্যতা ধারণ করি আমি ॥
পরিহাস প্রসঙ্গে মহিষীশুদ্ধ হাসে।
হাসিয়া আপনি রাজা সুমধুর ভাষে ॥
পর হল মাউদা বিস্তর ধরে ছল।
এমন ভগিনী রেখে কেমনে খায় জল ॥
হয় কন্যা আমারে দিকু নয় বিলাইয়ে।
না হয় আপনি পাত্র করুক বোন বিয়ে ॥
এত শুনি ভানুমতী হেসে হেসে বলে।
কথায় আঁটিতে কেহ নারে বুড়া হলে ॥
দূর কর বাক্যঘটা শুনহ উত্তর।
আমি বিয়া দিব তুমি দেখ ভাল বর ॥
কুলে শীলে অর্থে হবে আপনা সমান।
অবশ্য তাহারে আমি ভগ্নী দিব দান ॥
রাজা বলে ভাল হল দিব কর্ণসেনে।
কুলে শীলে কুলীন অতুল রূপে গুণে ॥
বলিয়াছি সুন্দরী যুবতী দিয়া বিভা।
অবিলম্বে করে দিব সংসারের শোভা ॥
রাণী বলে নরমণি কহিবারে লাজ।
বুড়া বরে কন্যাদান ভাল নয় কাজ ॥
রায় নিরুপায় হায় তায় দশা দৈন্য।
বুঝে দেখ ভূপতি না হয় দেখ অন্য ॥
রাজা বলে প্রেয়সি গো বুড়া বল কাকে।
শোকে তাপে শুকায়ে গিয়াছে দৈব পাকে ॥
সেবা পাইলে সম্যক্ বাড়িয়া যাবে বল।
ধন মান করে দিব আমি সে সকল ॥
রাণী বলে পাত্তর কুটিল চিরকাল।
শুভ কার্য্যে বাধা দিয়ে বাড়াবে জঞ্জাল ॥
রাজা বলে নাক্রি রাণি তাহার ভাবনা।
কাঙুর পাঠাব কালি আনিতে খাজনা ॥
রাণী বলে মা বাপে জানায়ে রাখা ভাল।
রাজা বলে উচিত বুঝিব তৎকাল ॥
এইরূপে উভয়ে হইল কথা কত।
গায় কবি রামদাস গুরুপদানত ॥

প্রভাতে উঠিয়া রাজা দরবারে মহাতেজা
পাত্র-মিত্র-মণ্ডিত হইয়া।
শৌর্য্যে সূর্য্য ধরা'পরে ধর্ম্ম সম ধর্ম্ম চরে
পাত্রবরে কহেন ডাকিয়া ॥
অবধান কর পাত্র শুনিলাম এই মাত্র
স্বতন্তর হইল কামরূপ।
কাঁউরে কর্পূরধল হইল অতি মহাবল
দলবলে জানহ কিরূপ ॥
বাকি তার রাজকর বুঝে আন শীঘ্রতর
গৌণে আর কিবা প্রয়োজন।
পেয়ে পাত্র রাজাদেশ করে সৈন্য সমাবেশ
বাছা বাছা বীর যত জন ॥
গজ বাজি রণদক্ষ যম সম পরপক্ষ
ষড়্‌লক্ষ সাজে সমুদায়।
বিদায় হইয়া রায় গুরুগতি গনে যায়
ব্রহ্মপুত্র তীরেতে পৌঁছায় ॥
দেখিয়ে বিপক্ষদল তরঙ্গে উথলে জল
পাত্র কয় এ কি পরমাদ।
অনুপায়ে রহে তীরে নদী বান গেলে স'রে
তার পরে বুঝিব বিবাদ ॥
হেথা রাজা গৌড়পতি ডাকাইয়ে গুরুগতি
কর্ণসেনে কহেন বারতা।
শুন সেন কহি দড় তোমার অদৃষ্ট বড়
আইবুড় শ্বশুর-দুহিতা ॥

গুণের নাহিক তুল অঙ্গরুচি চাঁপাফুল
সমতুল সর্ব্বসুলক্ষণা।
যৌবনের ভরা নদী বড় ভাগ্যে হেন নিধি
বিধি বেশ করিল যোজনা॥
নাম তার রঙ্গাবতী রসবতী সে যুবতি
সম্প্রতি তাহারে দিব দান।
সংসারেতে আন মতি বিয়া দিয়া হাতাহাতি
বসতি ময়নায় দিব স্থান॥
এত শুনি সেন রায় ভূপতির ধরি পায়
রাজা কয় কি কর কি কর।
সেন বলে নরপতি তোমারে পরার্দ্ধ নতি
আমি তব পায়ের কিঙ্কর॥
দয়ার নিধান তুমি কি আর কহিব আমি
যা কর আপনি মহারাজ।
করে ধরি উঠাইয়া রাজা কয় শুন ভায়া
ইহা কৈনু বন্ধুতার কাজ॥
অতঃপর মহানন্দে আয়োজন নানা ছন্দে
অনুবন্ধে মঙ্গল বিধান।
আনাইয়া গ্রহবিপ্র লগ্ন স্থির করে ক্ষিপ্র
গণ রাশি শুণে সাবধান॥
সমযোগে সুখ ভাবে মহারাজ সমুল্লাসে
অধিবাসে দিল অনুমতি।
শ্রীধর্ম্মচরণ ভাবি গায় রামদাস কবি
গুরুপদে করিয়ে প্রণতি॥

রাজা কহে শুভ কর্ম্মে নাহি সহে ব্যাজ।
রাণীকে বলেন শীঘ্র সারি লও কাজ॥
ঘোর ঘটা বাজনা লৌকিক নিমন্ত্রণ।
দূরে থাকু ও সব নাহিক প্রয়োজন॥
এত যে বলিল তবু না শুনিল মানা।
ঘরে ঘরে বসে গেল নহবৎখানা॥
রাজরাণী অজ্ঞাতে আনাল জয়াবতী।
কুটুম্বের মধ্যে মাত্র আত্মগোত্র জ্ঞাতি॥
শুক্ষণে হরিদ্রা গায় দিল এয়োগণ।
উলু উলু উলাউলি উল্লাসিত মন॥
বিনোদ ঘোষাল আসে রাজপুরোহিত।
অধিবাস করিতে হইল উপনীত॥
স্থাপিয়া কাঞ্চন-ঘট পূজে গণপতি।
পঞ্চদেব নবগ্রহ পূজে যথাবিধি॥
মঙ্গলাদ্য স্বস্তিক সিন্দূর গোরোচনা।
ধান্য দূর্ব্বা দর্পণ অপর রূপা সোনা॥
জবারুচি দুকূল অতুল গন্ধ দীপ।
ছোঁয়ায়ে কন্যার ভালে থুইল সমীপ॥
রত্নঝারা রতন ভূষণে সাজাইয়ে।
বাঁধিল মঙ্গলসূতা জয় জয় দিয়ে॥
কাঁচা সোনা জড়িত তড়িত যথা সাজে।
ভুবনমোহিনী কন্যা পশে গৃহ মাঝে॥
হুলু দিয়ে কুলনারী কোলে নিল কন্যা।
কর্ণসেন অধিবাসে বসিলা আসনে॥
বেদবিধি নান্দীমুখ আনন্দে সারিয়ে।
শুভ অধিবাস সাঙ্গ শীঘ্রকামা হয়ে॥
বরবেশে তরুণী সাজায় বুড়া বরে।
পুরট মটুক দিল মাথার উপরে॥
পরায় পাটের জোড়া জড়িত কাঞ্চন।
রত্নমালা গলায় লম্বিত সুমোহন॥
পসারি পটুকা আঁটে কাঁকালি বেড়িয়া।
মরকত-জড়িত মুকুতাপাঁতি দিয়া॥
মাণিক অঙ্গুরি দিল করাঙ্গুলি শোভা।
স্ত্রী-আচারে চলিল মদনমনোলোভা॥
রসবতী যুবতি সহিত ভানুমতী।
নানাবিধ নাপানে লইল ভগ্নীপতি॥
কোন নব নাগরী গালেতে মারে ঠোনা।
চোখ ঠেরে বলে রাণী প্রকাশ্যে বলে না॥
পান খেয়ে কেহ বা বদনে ফেলে পিক্।
ছি ছি ছি নাগর তুমি বড় বেরসিক॥
সেন কহে শুন লো সকল শশিমুখি।
রসিকার কাছে আগে রসিকতা শিখি॥

পিয়াও অধররস পিয়াস বড় প্রাণে।
রসবতী হইয়ে নিদয়া হও কেনে॥
হেসে বলে যুবতি সম্প্রতি থাক সয়ে।
নিতি নিতি পিয়াসা মিটাবে সুধা পিয়ে॥
রায় কহে সময়ে ঔষধ না পাইলে।
অসময়ে রোগীর কি ফল বল ফলে॥
সখী কহে সকল সাধিব বাসঘরে।
সেন কহে সর্ব্বদা নারীকে ভয় করে॥
হাসি ফাঁস বিকাশ সুছাঁদ চাঁদমুখ।
ফাঁদে ফেলে না জানি তখন দাও দুখ॥
যে কুচ-কমল ফুটে যৌবন তরঙ্গে।
পরশে পরম ভয় প্রহরী অপাঙ্গে॥
শুনে তারা হেসে বলে সই ওলো সই।
রসের নাগর রায় ঘাটি মান তুই॥
রঞ্জাকে বেড়িয়া আনে বসন কাণ্ডার।
হেম-পাটে তুলিয়া ঘুরায় সাত বার॥
বর রায় বিনয়ে দিলেন ফুলমালা।
মনে ভাবে সংসারে এই সুখের খেলা॥
আনন্দে চাউনি হৈল দোঁহার চাউনি।
সীমন্তিনী সকলে করিল উলুধ্বনি॥
দূর করি বিধবা বেবুশ্যা বন্ধ্যা নারী।
সতী সাধ্বী সহিত সত্বরে নিল সারি॥
শঙ্খ ঘণ্টা শবদে প্রসন্ন সর্ব্ব আশা।
রাজা কৈল সম্প্রদান সাত দণ্ড নিশা॥
সযৌতুক শ্যালীকে সঁপিয়ে দিল সেনে।
মরকত বসন ভূষণ বহু ধনে॥
ভগ্নীর সেবায় তবে রাণী সকৌতুক।
কল্যাণী মালতী দাসী দিলেন যৌতুক॥
সায় হোল বিবাহ সুলগ্ন শুভতিথি।
বাসরে আদরে নিল যতেক যুবতি॥
কত শত সরস কৌতুক পরিহাস।
রঙ্গরসে নিশিশেষ দিবস প্রকাশ॥
কর্ণসেনে ডাকি রাজা কহেন তখন।
অতঃপর যাও ভাই ময়না ভুবন॥
ভিক্ষা মেগে খেলে তুমি হাতে লয়ে থালি।
মাউদা আইলে ঘরে বাড়াবে জঞ্জালি॥
এত বলি লিখিয়া হুকুম পত্রখানা।
বিদায় দিলেন রায়ে দক্ষিণ ময়না॥
রায় কহে নফরে নিদয় নাঞি হয়ো।
বন্ধু বলি সতত কুশললিপি দিয়ো॥
মনে রেখো ভূপতি বিদেশবাসে যাই।
রাজা বলে বিরূপ না হবে কভু ভাই॥
চান্দ বসে আকাশে যোজন লক্ষ দূর।
দেখ না চাতক কেন চেঁচায় বিধুর॥
কৌতুকে কুমুদ ফুটে কৌমুদী পাইয়া।
সেইরূপ সতত তুষিবে পাতি দিয়া॥
সেন কহে ওসব অধিক হইল বলা।
ত্বরা দেও বিদায় আকাশে উঠে বেলা॥
রাজা বলে বিলম্বে বাড়িবে বড় দায়।
বিদায় চাহিল রঞ্জা ভগিনীর পায়॥
না জানিল বাবা গো অথবা বড় ভাই।
দময়ন্তীর দশা হইল আমি বনে যাই॥
তত্ত্ব লবে সদাই পাঠাবে সমাচার।
বোন বলে দিদিগো আনাবে আর বার॥
বোলে কোয়ে দাদাকে পাঠায়ে দিবে পাছু।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ বুঝাবে তারে কিছু॥
রাণী বলে বিধাতা মিলাবে সর্ব্বসুখ।
এত বলি মুছায় অঞ্চলে চাঁদমুখ॥
অতঃপর রঞ্জা জননীর ধরে পায়।
হাতে ধরি উঠায়ে বদনে চুম্ব খায়॥
জয়াবতী সজল নয়নে কাড়ে রা।
সাধের বাছনি মোর কোথা যাও মা॥
নরবরে রঞ্জাবতী করিল প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করে রাজা হও পুত্রবতী॥
যথাযোগ্য বিদায় সভার ঠাঞি হইল।
রাণী তবে সেনেরে বিরলে বলে দিল॥
আপনি শুধায়ে রঞ্জার বুঝে লবে মতি।
দোষ হলে সন্তোষে বুঝাবে তারে নিতি॥

আর কি বলিব ভাই তুমি বিজ্ঞ জন।
ভাল মন্দ সংবাদ পাঠাবে সর্ব্বক্ষণ॥
এইরূপে বরের বিদায় হইল সায়।
শ্রীধর্ম্মচরণ ভাবি রামদাস গায়॥

বরকন্যা দু'জনে দোলায় চেপে যায়।
নানা পক্ষ বাদ্যবাজে নিশান উড়ে বায়॥
সঙ্গে শত সিফাই শমন অবতার।
শুরুগতি গৌড় পদুমা হইল পার॥
দামোদর তরিল তরণী অনুকূল।
বর্দ্ধমান পিছু রাখি পৌছিল পাকুল॥
পার হয়ে সদাই আমিলা উচালন।
তারকেশ্বর পেরুয়ে পাইল মান্দারন॥
ধুলডাঙ্গা প্রতাপপুর কইল পরবেশ।
মানকুর ছাড়াইল কাস্‌জোড়া দেশ॥
কালিনী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার।
তুরিতে পাইল গিয়ে ময়না বাজার॥
সমাচার শুনিল মণ্ডল জয়পতি।
সমাদরে আগু হয়ে বরিল দম্পতি॥
পাতি পেয়ে পরম কৌতুকে দিল্ল ত্বরা।
গড় বাড়ী হৈল সব দেউল দেহারা॥
প্রজাগণ প্রীতিভাবে দিল রাজকর।
অনুগত অনুবল অনেক কিঙ্কর॥
রাজ্য ধন সংসার স্বরূপা হইল দারা।
সব আসি সংযোগ হইল পূর্ব্বধারা॥
পাত্র হেতা প্রমাদে ঠেকিয়ে আছে তীরে।
পার হয়ে ও পারে যাইতে নাই পারে॥
আকাশে উথলে ঢেউ দেখে লাগে ডর।
ভয় পেয়ে বাহুড়ে আসিল পাত্র ঘর॥
রাজারে নোয়ায় মাথা কহেন বারতা।
বড় ভাগ্যে পলায়ে এসেছি রাজা হেথা॥
মহাঘোর বাদল বিষম নদে বান।
পার হতে না পারি পলায়ু লয়ে প্রাণ॥
টুটে গেলে তরঙ্গ ফলঙ্গে যাব তরে।
কটাক্ষে কর্পূর ধলে আনি দিব ধরে॥
হাসি বলে ভূপতি সুযুক্তি বটে এই।
পাত্র বলে বাড়ীতে বিদায় হয়ে নেই॥
বহুদিন অজ্ঞাত কুশল সমাচার।
রাজা বলে তথাস্তু বিলম্ব কিবা আর॥
তড়বড়ি তুরঙ্গে চাপিয়া মারে ছড়ী।
ছয় দণ্ডে পায় পাত্র আপনার বাড়ী॥
প্রণিপাত করে পাত্র পিতার চরণে।
তবে গিয়ে বসিলেন জননী যেখানে॥
পাত্র বলে জননি জানাও শীঘ্রগতি।
সভে ঘরে আছে কেন নাঞি রঞ্জাবতী॥
জয়াবতী বলে বাছা কি কহিব আর।
বুড়া বরে দিল মেয়ে জামাই আমার॥
এত দিন তুমি ত বাড়ীতে ছিলে নাঞি।
রাজা কর্ণসেনে মোর করিল জামাই॥
এত শুনি মাউদিয়া হইল হেট-মাথা।
যাহার কপালে যাহা লিখেছে বিধাতা॥
জয়াবতী বলে বাছা তারে গিয়ে আন।
রঞ্জা বিনে সদাই কেমন করে প্রাণ॥
পাত্র বলে জননি জীবনে নাঞি যাব।
কোন কালে তার বাড়ী জল নাঞি খাব॥
অপুরুষ পরস্ব-ভিখারী ভগ্নীপতি।
আঁটকুড়া বুড়া তায় পাপী ছন্নমতি॥
লোকে যদি শুনে ত গায়েতে দিবে ধূলি।
রাজা মোর মুখেতে দিয়েছে চুন-কালি॥
অতঃপর ইহার উচিত দিব সাজা।
আঁটকুড়া করিয়ে রাখিব সেনরাজা॥
ময়না হবে গোকুল রমতি মধুপুর।
রঞ্জাবতী দৈবকী আমি যে কংসাসুর॥
এত বলি বাহির হইল দরবারে।
রঞ্জাবতী কান্দে হেথা ময়না নগরে॥
আকুল ডুকুল তিতে চক্ষে পড়ে পানি।
দিনরাত্রি মনে পড়ে জনকজননী॥

জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব পড়শী রৈল কোথা।
এত দিন হইল না আইল কেন দাদা॥
এত বলি সুন্দরী সেনের ধরে পায়।
তোমা বিনে অভাগীর না আছে ধরায়॥
আপ্তবন্ধু তেয়াগি এলাম দেশান্তর।
যার পানে চাই নাথ তারে দেখি পর॥
এমন বান্ধব নাই বসি তার কাছে।
পরিণামে না জানি কপালে কিবা আছে॥
খেতে শুতে কেবল মায়েরে পড়ে মনে।
সদাই চঞ্চল চিত্ত কুশল তত্ত্ব বিনে॥
সেন বলে বহু দিন না পাই সমাচার।
রাজা সহ সাক্ষাৎ করিব আশুসার॥
দূর কর সন্তাপ না কান্দ আর তুমি।
নিশিগতে প্রভাতে গউড় যাব আমি॥
এত বলি শয়নে রহিল সেনরায়।
অনাদ্যমঙ্গল কবি রামদাস গায়॥

ঠেকিয়া নারীর দায়   প্রভাতে উঠিয়া রায়
যাত্রা করে গউড় নগর।
ভেট দ্রব্য ভূপে দেয়   চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয়
লয়ে চলে শতেক নফর॥
ক্ষীর খণ্ড চাঁপাকলা   মিঠে মোণ্ডা চিনি গোলা
নারিকেল রসাল প্রচুর।
নজরি নূতন দ্রব্য   বসন ভূষণ দিব্য
সঙ্গে লয়ে চলে কত দূর॥
আপনি দোলায় রায়   শুক্লগতি গনে যায়
গউড় পায় দশম বাসরে।
দরবারে গিয়ে তবে   প্রণতি করিল ভূপে
ভেটদ্রব্য রাখে থরে থরে॥

নরপতি সমাদরে   সমাচার পুছে তাঁরে
কুশলে আছে ত রঙ্গাবতী।
সেন কহে তবাশীষে   অশুভ কভু না আসে
সকলের কুশল সম্প্রতি॥
রাজা বলে বটে বটে   মহাপাত্র ভাবে হেটে
কেমনে করিব অপমান।
যে দুঃখ দিয়েছে শালা   তার শোধ এই বেলা
দিয়ে আগে জুড়াই পরাণ॥
আঁটকুড়া বুড়া বলে   বধি আগে বাক্‌শেলে
বাক্‌ছলে ভুলাই ভূপতি।
অনাদ্য-চরণ সেবি   গায় রামদাস কবি
অপরূপ মধুর ভারতী॥

যুকতি করিয়া পাত্র কহে তদন্তর।
কর্ণসেনে কুপিয়া কহেন কটূত্তর॥
পুন্নামপাতকী শালা হেথা কেন এলি।
আপনার পাপ নিয়ে সভাকে বেঁটে দিলি॥
তোর পারা নারকী নাহিক ত্রিভুবনে।
ছয় বেটা ঢেকুরে মারিলি একদিনে॥
পুত্রশোকে যোগী হলি হাতে লয়ে থাল।
ধরিলি ভিখারী বেশ স্কন্ধে বাঘছাল॥
বেটা নাই যার তার জীবনে কি কাজ।
মরণ হউক তার মাথায় পড়ুক বাজ॥
ভোজনের কালে যার পুত্র নাই কাছে।
কুকুরের মত যেন সে বসে খায় নাচে॥
আঁটকুড়া সঙ্গে রাজা করিলে আলাপ।
পরশিলে তাহার দ্বিগুণ বাড়ে পাপ॥
সাগরসঙ্গম যেবা পঞ্চতীর্থ করে।
আঁটকুড়া দরশনে সর্ব্বপুণ্য হরে॥
আঁটকুড়া পাতকী রাজা করিলে পরশ।
রামকৃষ্ণ নারায়ণ বল বার দশ॥

বন্ধ্যা যার বনিতা আপনি আঁটকুড়া।
দরবার বাহিরে তারে বসিতে দাও পিঁড়া॥
রাজা বলে পাত্র হে কে জানে এত দূর।
অসন্তোষে উঠিয়ে গেলেন অন্তঃপুর॥
দেখে শুনে কর্ণসেন হইল হেঁটমুখ।
বিধি বাম যাহারে তাহার সদা দুখ॥
বলিতে বচন কটু ক্রোধে পাত্র জলে।
বেহায়া বেল্লিক শালা হেথা কেনে এলে॥
ধাইয়া ধরিল কর্ণসেনের চিকুর।
নাড়া দিয়া বলে ভেড়ে দূর দূর দূর॥
পাক দিয়া দশবার দেয় ঝুঁটি নাড়া।
কিল মেরে বলে ভেড়ে দূর আঁটকুড়া॥
অপমান অশেষ করিয়া দিল ছাড়ি।
কর্ণসেন কপাল ধিয়ায় আসে বাড়ী॥
বিশেষ নারীর বাক্যে ভুলে যেই জন।
তার সম অবোধ নাহিক ত্রিভুবন॥
অপরঞ্চ দুঃখ সুখ কপালের লেখা।
বাক্‌শেলে বিষম দিয়েছে প্রাণে দাগা॥
এইরূপ কত শত ভাবিতে ভাবিতে।
অবশেষে উপনীত ময়না গড়েতে॥
দাসী গিয়ে রাণীকে কহিল শীঘ্রগতি।
গৌড় হইতে আইল তোমার প্রাণপতি॥
এত শুনি রঞ্জাবতী বড়ই উল্লসিত।
সুবর্ণ ঝারিতে জল আনিল ত্বরিত॥
দণ্ডবৎ করে রঞ্জা লুটাইয়ে মাটি।
জলে ধোয়াইল সোয়ামীর চরণ দুটী॥
আপনার অঞ্চলে পতির পুছে পা।
কহ নাথ কেমন আছেন বাপ মা॥
রাজা বলে প্রাণপ্রিয়ে কি কহিব আর।
তোর ভাই অপমান করিল আমার॥
বন্ধ্যা বলে তোমাকে আমাকে আঁটকুড়া।
কিল মেরে পামর পাঁজর কৈল গুঁড়া॥
বিধিমত বিস্তর করিল অপমান।
পাপ বাড়ে বলে মোর হেরিলে বয়ান॥
আজি হতে ও দিকে ফিরিয়া নাঞি চাব।
রাণী বলে জীবনে তথায় নাঞি যাব॥
বন্ধ্যাবাদ দিল দাদা সভার গোচর।
শেল সম অন্তরে জাগিল নিরন্তর॥
অতঃপর ও সব সন্তাপ কর দূর।
কতবিধ প্রবোধ বচন সুমধুর॥
প্রেয়সীর সম্ভাষে ভুলিল অপমান।
কেবল ভাবনা করে প্রভু ভগবান॥
হরি হরি বল সভে ধর্ম্মের সভায়।
এত দূরে হইল সঙ্গীতপালা সায়॥
অনাদ্যচরণপদ্ম ভাবি নিরন্তর।
গায় কবি রামদাস সখা মায়াধর॥

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে রঞ্জাবতীর
বিবাহ পালা সমাপ্ত।

চতুর্থ কাণ্ড

হরিশ্চন্দ্র পালা

দেব-দ্বিজ-গুরু-ব্রহ্ম-পদে করি নতি।
সমাদরে শুন সভে মধুর ভারতী॥
রঞ্জাবতী পতির বচন শুনে কাণে।
জর-জর অন্তর ভাইয়ের বাক্যবাণে॥
খেতে শুতে সর্ব্বদা জাগিল ধকধকি।
বিধি বড় আমারে করিল হতভাগী॥
বয়স বছর বারো তের নাঞি পূরে।
ভাই হএ বন্ধ্যা বলে রাজদরবারে॥
কত দিনে কুলধর কোলে মোর পাব।
বেটা কোলে করিয়া বাপের বাড়ী যাব॥
ভাগ্যদোষে ভুজঙ্গ সদৃশ সহোদর।
মায়া মোহ ভুলিএ মা বাপ হল পর॥
অতঃপর এ সব সম্পত্তি ধন ধান্য।
সুত বিনে সংসারে সকল দেখি শূন্য॥
চিন্তাকুল সদাই প্রবোধে প্রতিবাসী।
যথাকালে কোলেতে পাইবে কুলশশী॥
দিবানিশা বসিএ ভাবিলে হবে কি।
সময়ে সকল হয় শুন রাজার ঝি॥
বয়সের ফেরফার বছর ষোল কুড়ি।
এই কালে গর্ভবতী হয় সব ছুঁড়ী॥
অতএব সুন্দরি সন্তাপ তেজ দূরে।
ষষ্ঠীর অর্চ্চনা কর সভক্তি অন্তরে॥
এত শুনি করি রামা ষষ্ঠীর অর্চ্চনা।
চুল দিএ ষষ্ঠীতলা করিল মার্জ্জনা॥
ক্ষীর দধি শর্করা রাখিল চাঁপা কলা।
ধাওাধাই এয়ো যত যায় ষষ্ঠীতলা॥
পুত্র বর মাগে রামা জুড়ি দুই হাত।
বেটা হলে ভোজন করাব এয়োজাত॥
পুত্র হলে দেউলে লেখাব নানা ছবি।
অভাগীর অপবাদ দূর কর দেবি॥
বিধিমত করে রঞ্জা ষষ্ঠীর সেবন।
পুনরপি পূজিল পার্ব্বতী পঞ্চানন॥
চন্দন সহিত দিল শ্রীফলের পাত।
কাণা খোঁড়া এক পুত্র দেও পশুনাথ॥
অনাথবান্ধব প্রভু কাঙ্গালের সখা।
কাঙ্গালিনী কান্দে মুছ কলঙ্কের রেখা॥
এত বলি করি রামা পূজা নিত্য নিত্য।
পুত্রকামা হইয়া কঠোর করে কত॥
তবে শুনি গৃহিণী প্রবোধবাক্য বলে।
বেটা হবে অবশ্য ঔষধ মন্ত্রবলে॥
মন্ত্রেতে মোহিত হয় যতেক দেবতা।
গলায় পরায় কত ঔষধবাঁধা সুতা॥
তথাচ বদন তুলে না চাহিল বিধি।
কেহ বলে ঔষধ জানি গো ভাল দিদি॥
আমার ঔষধে কত হল ছেলের মা।
রাণী বলে দিদি গো আমারে দিয়ে যা॥
ওঝা বলে আমাকে কি দিবে বল আজি।
না বলিতে বসন ভূষণে দিল সাজি॥
এইরূপে রাণীকে তুষিল কত জন।
অতঃপর হইল আসি দৈবের ঘটন॥
দেবদ্বিজচরণে প্রণতি লক্ষ শত।
রামদাস বিরচিল গুরুপদানত॥

উসৎপুরে সুকদত্ত* মগ্ন ধর্ম্মজ্ঞান তত্ত্ব
উনমত্ত সদাই গাজনে।
রামাই পণ্ডিত নামে ধর্ম্ম সেবি ধরাধামে
উপদেষ্টা গুরু তার সনে ॥
গাজন লাইএ রঙ্গে সাংজাত ভকিতা সঙ্গে
নিত্য রঙ্গে ডাকে ধর্ম্ম জয়।
খোল সঙ্গী সঙ্গে গুরু দামামা দগড় ডুরু
সুচারু সর্ব্বত্র বাদ্যময় ॥
ভূপতি পরম রঙ্গে পারিষদ সভা সঙ্গে
আঙ্গিনে পড়িয়ে করে নতি।
দ্রুতগতি দাসী ধেয়ে সমাচার কহে গিয়ে
মহলে যেখানে রঞ্জাবতী ॥
অবগতি কর রাণি আজু শুভদিন গুণি
বড় ভাগ্য আইল গাজন।
পণ্ডিত গোসাঞি গুরু জ্ঞানযোগ-কল্পতরু
সাক্ষাৎ আপনি নারায়ণ ॥
এত শুনি রঞ্জারাণী হয়ে অতি কুতুকিনী
গাজন দর্শনে করে গতি।
মণি মুক্তা হেম-হিরে হেম থালে থরে থরে
আগে রাখি করিল প্রণতি ॥
পণ্ডিত দেখিয়া ভক্তি করিলেন ক্ষেম উক্তি
বাঞ্ছা সিদ্ধি করিবে ঠাকুর।
শ্রীগুরুচরণ বন্দে রামদাস ছন্দোবন্ধে
গাইল সঙ্গীত সুমধুর ॥

এত শুনি রঞ্জারাণী করপুটে বলে।
আমা সম নাঞি কেহ অভাগী অখিলে ॥
কি বলিব বিষম কহিতে ফাটে বুক।
বন্ধ্যা বলে বড় ভাই যে দিয়েছে দুখ ॥
এই ধনে আপনি ধর্ম্মের পূজা দিবে।
অভাগীর পুত্র হবে ধর্ম্মকে জানাবে ॥

* অন্যান্য পুস্তকের পাঠ 'খুসদত্ত'।

এত শুনি পণ্ডিত বলেন মৃদু বাণী।
ধর্ম্মের প্রীতিতে শীঘ্র পুত্র পাবে রাণি ॥
শ্রীধর্ম্মকৃপায় হবে সিদ্ধ মনোরথ।
দুর্ব্বাসার বরে যেন জন্মিল ভগীরথ ॥
মনোদুঃখানলে রাণী সদা কেন্দো নাঞি।
পুত্রধন তোর তরে দিবেন গোসাঞি ॥
এয়োতির বেটা যেন খেলাইতে গেছে।
পাথরের পরে আঁক লিখিলে নাকি মুছে ॥
পুত্রধন লাগিয়া না কর মনোদুঃখ।
পরিণামে সম্পদ্ সদাই পাবে সুখ ॥
পূর্ব্বে যশোদার নামে দ্বারাবতী ছিল।
হর-গৌরী আরাধিয়া গোবিন্দ কোলে পাইল ॥
করিল কঠোর তপ ক্ষীরোদের কূলে।
নারায়ণ পুত্র কোলে করিল গোকুলে ॥
তেমতি তোমায় দয়া করিবে ঠাকুর।
বেটার মুখ হেরিয়া যাতনা যাবে দূর ॥
স্বধর্ম্মে থাকিয়া গো ধর্ম্মের পূজা দিবে।
ধর্ম্মবুদ্ধি হয় ত অবশ্য পুত্র পাবে ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিকে রক্ষে কয়েছেন ব্যাস।
অধর্ম্ম আচারে তার হয় সর্ব্বনাশ ॥
সাংজাত লইয়ে দাও শ্রীধর্ম্মের পূজা।
বরদাতা নিপট হবেন ধর্ম্মরাজা ॥
রঞ্জা বলে গোসাঞি প্রত্যয় নয় মনে।
ধর্ম্মপূজা করে পুত্র পাইল কোন্ জনে ॥
পণ্ডিত বলেন ত্যজ সংশয় কামনা।
মরিলে বাঁচাবে ধর্ম্ম পুরাবে কামনা ॥
মদনার যত দুঃখ কহিব তোমারে।
মা হয়ে বেটার মাংস রান্ধিল সাদরে ॥
আপনি ঠাকুর ছল্যাছিল তার মন।
ভাগ্যবান্ তার সম নাহিক ভুবন ॥
ফিরে দিলা মরা পুত্র ছলিয়া ভকত।
ঠাকুর তোমারে হবে সদয় সে মত ॥
রঞ্জারাণী বলে গোসাঞি কহ বিবরণ।
কোন্ ভক্তি সেবায় পাইল নারায়ণ ॥

বাপ হয়ে কেমনে বেটার কাটে শির।
কেমনে মায়ের বল প্রাণ রহে স্থির॥
পণ্ডিত বলেন রাণি শুধাইলে যোগ্য।
ধর্ম্মকথা প্রসঙ্গে জীবন হয় সার্থ্য॥
অনাদ্য-মঙ্গল গীত অতি মনোহর।
রামদাস বিরচিল সখা মায়াধর॥

হরিশ্চন্দ্র মহারাজা বিখ্যাত ভুবনে।
পুত্র হেতু দুঃখিত দম্পতি ভ্রমে বনে॥
দৈবযোগে প্রবেশে বল্লুকা নদীকূল।
দেখিল সাক্ষাতে শোভে ধর্ম্মের দেউল॥
অনেক বছর ধরি পূজে মায়াধর।
তুষ্ট হয়ে আইলেন দিতে পুত্র বর॥
দয়াময় আপনি ধরিয়ে যতি-বেশ।
হরিশ্চন্দ্রে দিলেন মাননা উপদেশ॥
পুত্র হলে লুইচন্দ্র নাম তার থুবে।
প্রথমত ধর্ম্মের সেবায় বলি দিবে॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হবে মোক্ষ উপকার।
রাজা বলে তথাস্তু করিনু অঙ্গীকার॥
অতঃপর করিল কঠোর তপ পূজা।
বর পেয়ে ভবনে গেলেন মহারাজা॥
ধর্ম্মের কৃপায় হৈল লুয়ে নামে বালা।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু পূর্ণ শশিকলা॥
শিকারে সদাই মত্ত রাজার কুমার।
মৃগয়া করিতে বনে হোল আগুসার॥
ধনু ধরি ধানুকী শিকার অন্বেষণে।
সাড়া শুনে পশু পক্ষী পলায় গহনে॥
গনে গনে গমনে গগনে হইল বেলা।
জল বিনা লুইচন্দ্রের শুকাইল গলা॥
তরাসে তরলমতি হইল আকুল।
সকল সংসার দেখে সরিষার ফুল॥
বনে বনে লুয়েচন্দ্র বড় দুঃখ পায়।
বল্লুকা নদীতে গিয়ে কিছু জল খায়॥
জল খেয়ে দেখে লুই সরিতের তীরে।
উলুক বসিয়া আছে বটডালের'পরে॥
লুয়ে বলে এই বেটা উচু ডালে চড়ে।
জায় জায় শব্দে সব পক্ষী দিল তেড়ে॥
তুমি বেটা উড়ায়ে দিতেছ রাজহাঁস।
বাঁটুলে মারিয়ে তোর পোড়াইব মাঁস॥
এত বলি গুলতায় জুড়িল বাঁটুল।
গুণ হতে খসে যেন পাবকের ফুল॥
বজ্রবেগে বাঁটুল ধাইল চমৎকার।
বাজিল বিহঙ্গবক্ষে পিঠে হইল ফার॥
বাঁটুল খাইয়া মহাপক্ষী পড়িল ভূতলে।
ব্যাকুল ব্যথায় পক্ষী গড়াগড়ি বুলে॥
অচেতন আছিল বদনে হইল রা।
ডেকে বলে মদনা বেটার মাথা খা॥
দ্রুতগতি উলুক গগনে পাখা এড়ে।
বৈকুণ্ঠনাথের পায়ে উড়ে গিয়ে পড়ে॥
ক্ষীণকণ্ঠে কান্দিয়া কহিল বিবরণ।
লয়েছিল লুইচন্দ্র আমার জীবন॥
যত যত বল্লুকাসলিলে রাজহাঁস।
সভাকে ধরিয়ে লুয়ে পোড়াইল মাঁস॥
ঠাকুর বলেন উলুক কেন্দ নাঞি তুমি।
হরিশ্চন্দ্রে বর দিয়ে পাসরিছি আমি॥
সম্বর রোদন বাছা কেন্দ নাঞি আর।
লুয়েরে কাটায়ে রান্ধাইব মাংস তার॥
ভূপতির কেমন সত্যেতে আছে মতি।
বুঝিয়া লইব তার কেমন ভকতি॥
এত বলি দয়ার ঠাকুর হৃষীকেশ।
সেই দণ্ডে ধরিলেন ব্রহ্মচারীর বেশ॥
নিরঞ্জনচরণসরোজ বন্দি শিরে।
রামদাস গায় গীত অনাদ্যের বরে॥

বিহঙ্গের বুঝি মর্ম্ম ব্রহ্ম সনাতন ধর্ম্ম
ব্রহ্মচারী হৈলা তখন।

তরুণ অরুণ কান্তি ললিত নয়ন শান্তি
ভবভ্রান্তি বিনাশ কারণ ॥
কুশ কমণ্ডলু করে শ্বেত আতপত্র শিরে
কটিবরে রক্তপট্ট শোভা।
বিলম্ব বিরূপ জটা কপালে চন্দন ফোঁটা
যোগপাটা স্কন্ধে মনোলোভা ॥
রূপ ধরি শ্বেতমক্ষী সংহতি চলিল পক্ষী
লক্ষীভূত কারো নাঞি হয়।
ভকতবৎসল হরি অবনীতে অবতরি
ধীরে ধীরে যান ভক্তালয় ॥
যোগিবেশে নারায়ণ পথিকে শুধান গন
অপরূপ প্রভুর বাঞ্ছিত।
রতিনাথ দৈবযোগে উপনীত হৈল আগে
সেহ ভূপতির পুরোহিত ॥
আশীষ করিয়া প্রভু কহিলেন ওহে বাপু
অমরা যাইতে কোন্ গন।
রাজসভা রাজপুর হেথা হতে কত দূর
সবিশেষ কহ নিদর্শন ॥
এত শুনি রতিনাথ কহে উঠাইয়া হাত
ঐ পথ দেখ স্বতন্তর।
পরিসর ওই গন উভ পাশে গুয়াবন
দক্ষিণেতে দীঘি দীর্ঘতর ॥
কত দূর গিয়া আগে দেখা পাবে পুরোভাগে
কদম্ব তমাল তরুগণ।
বামে তার পাবে বাট সেই পথে যাবে ঝাট
গীত নাট দেখিবে গাজন ॥
তার আগে মনোহর চিত্রযুক্ত পরিসর
সেই বাট রাজপুরগত।
তার পাশে মনোহারী পণ্য পসার সারি সারি
আসে যায় লোক অবিরত ॥
আগে গিয়ে দোলমঞ্চ সরোবর অপরঞ্চ
দেখে যাবে গোবিন্দদেউল।
তার বামে নিধুবন বিহরে বিহঙ্গগণ
নিকুঞ্জকাননে নানা ফুল ॥
বামে যাবে রাজদ্বারে শুধাই সন্ন্যাসিবরে
কি কারণ গমন তথায়।
প্রভু কয় নহে অন্য কেবল ভিক্ষার জন্য
যাব শীঘ্র রাজার সভায় ॥
এত শুনি দ্বিজবর প্রণিপাত পুরঃসর
আগুসর হইল আবাসে।
রামদাস-বিরচিত অনাদ্যমঙ্গল গীত
শ্রবণে পাতকরাশি নাশে ॥

বিরিঞ্চি বাসব শিব যে পদ ধিয়ায়।
অনায়াসে রতিনাথ সেই পদ পায় ॥
বেলা নাই বৈশ্যের দেয়ান ভেঙ্গে গেছে।
সিংহ নামে দুয়ারে দুয়ারী বসে আছে ॥
দেখা দিল সিংহদ্বারে দিবা দশ দণ্ড।
দেখে সবে সশঙ্ক সন্ন্যাসী সুপ্রচণ্ড ॥
ঠাকুর বলেন দুয়ারী পায়ের ধূলা নে।
পারণার ভিক্ষা কিছু মোরে এনে দে ॥
বার বৎসর উপবাস করিব পারণা।
মহামাংস খেতে গেছে আমার বাসনা ॥
দুয়ারী হাসিয়া পড়ে এ উহার গায়।
ব্রহ্মচারী হয়ে বেটা মানুষ খেতে চায় ॥
প্রভু কন সংবাদ শুনাও নৃপতিরে।
বল্লুকার সন্ন্যাসী এসেছে তোমার দ্বারে ॥
এত শুনি দুয়ারী চরণে করে ভর।
শীঘ্রগতি চলে গেল মহল ভিতর ॥
রাজা রাণী পাশা খেলে পরম কৌতুকে।
দুয়ারী দাণ্ডায়ে কয় দুটি হাত বুকে ॥
বল্লুকার সন্ন্যাসী অতিথি আজি দ্বারে।
সাক্ষাৎ অনলপ্রায় দেখে ভয় করে ॥
আপনারে পারণা চাহিল মহারাজ।
অতএব গমনে উচিত নহে ব্যাজ ॥
শুনিয়া ভূপতি অতি কোপে কম্পমান।
দুয়ারীর তরে রাজা জুড়িল বাধান ॥

বিধি বাম যাহারে তাহার এই বাণী।
রাজা বলে বলগে বাড়ীতে নাঞি তিনি॥
তিন দিন শিকারে গেছেন নররায়।
অভিলাষ পারণা পুরাও যাহা চায়॥
এত শুনি মদনা মাথায় হানে কর।
ভাল ভাল ভূপতি ভুলিলে আত্মপর॥
সন্ন্যাসী বল্লুকাবাসী ঠাকুর গোসাঞি।
বড় ভাগ্য ভবনে তাঁহার দেখা পাই॥
ভূপতি কহেন তবে পেয়ে পরিতাপ।
কটু কয়ে কত না প্রবল কৈনু পাপ॥
এত বলি প্রভুর আরতি বান্ধি শিরে।
হেমঝারি লইয়ে চলিল সিংহদ্বারে॥
হীরা মণি মুকুতা সাজায়ে হেমথালে।
পিছে পিছে মহিষী মদনা ধীরে চলে॥
যোগিবেশে যোগেন্দ্রদুর্লভ জগন্নাথ।
অবশেষে উপনীত তাঁহার সাক্ষাৎ॥
প্রণিপাত করে ভূপ করিয়া বন্দনা।
প্রণমে পরমানন্দে মহিষী মদনা॥
জাহ্নবীর জীবনে রাজা পাখালে চরণ।
বসন আঞ্চলে রাণী মুছায় তখন॥
ধন লও গোঁসাই তোমার যাহা মনে লয়।
হেমথাল রাখিয়া রাণী করেন বিনয়॥
সন্ন্যাসী বলেন ভিক্ষা দিলি গো মদনা।
হইলে বেটার মা করিলে কোন পুণ্য॥
ধন দিয়া আমাকে ভাণ্ডাতে চাও তুমি।
অত সব ধনেতে কাঙ্গাল বড় আমি॥
এত বলি সন্ন্যাসী সিদ্ধির ঝুলি ঝাড়ে।
ছালা দশ মুকুতা মাণিক খসে পড়ে॥
শুভাশীষ কর্‍য্যা প্রভু কয় অভিলাষ।
তিন দিন হইল আমার উপবাস॥
পারণা করিব আমি মদনার পাকে।
রাজা রাণী কৃতার্থ ভাবেন আপনাকে॥
আস্তে ব্যস্তে নরপতি কহে জোড়হাতে।
অভিরুচি কোন্ দ্রব্য ভোজন করিতে॥
নিরামিষ, আমিষ মিষ্টান্ন জলযোগ।
আদেশে সেবায় সব করিব নিয়োগ॥
গোসাঞি বলেন আমি ধর্ম্মের সন্ন্যাসী।
মহামাংস ভোজনে সদাই অভিলাষী॥
বিশেষ অপর মাংস নাহি প্রয়োজন।
তোমার বেটার মাংস করিব ভোজন॥
কথা শুনি রাজারাণীর কাঁপিল হৃদয়।
রাণী বলে গোসাঞি এ কথা যোগ্য নয়॥
যোগী হয়ে নাঞি কর স্ত্রীহত্যার ভয়।
বিশেষ নরের মাংস খাইতে আশয়॥
অসম্ভব দেখি প্রভু তোমার আচরণ।
সন্ন্যাসী বলেন শুরুগম্ভীর বচন॥
শুন রাণি পুণ্যবতি ধার্ম্মিক রাজন।
ক্ষুধিত অতিথ আমি কি করিব ধন॥
তুমি রাজা সত্যশীল ধর্ম্মেতে সুধীর।
ভিক্ষার পারণা দিতে হইলে অধীর॥
তোমার মহিমা যশঃ ঘুষে মহীময়।
সেই হেতু আসিয়াছি তোমার আলয়॥
এখন পেয়েছ বেটা ভাণ্ডাহ আমারে।
কার পূজা করেছিলে বল্লুকার তীরে॥
পূর্ব্বেতে করিলে সত্য এবে হইল আন।
মনে পড়ে নাই বুঝি পূর্ব্বের মানান॥
এত শুনি রাজা রাণী করিছে ব্যাকুলি।
খেদে দশ দিক্ দেখে আঁধার সকলি॥
ধূলায় ধূসর তনু আলুথালু কেশ।
অবশাঙ্গ বিবশ বসন চারু বেশ॥
কৃতাঞ্জলিপুটে রাণী গলায় দিয়ে বাসে।
কাতরে সন্ন্যাসিবরে সকরুণ ভাষে॥
অনাদ্যচরণপদ্ম ভরসা কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাদ্যমঙ্গল॥

শোকাতুরা রাজরাণী কপালে কঙ্কণ হানি
পুটপাণি কান্দে প্রভু আগে।

কর কৃপা বিতরণ ছাড় নিদারুণ পণ
সর্ব্বস্ব সঁপিব পুরোভাগে ॥
বাছার রাখহ প্রাণ যাহা ইচ্ছা লও দান
অপ্রদান কিবা আছে আর।
বাছারে লইয়ে কোলে অঙ্গ ঢাকি বাঘছালে
অবহেলে পশিব কান্তার ॥
বহু তপস্যার ফলে পাইয়াছি বেটা কোলে
সবেমাত্র লুহিস তনয়।
শুনে বক্ষ যায় ফেটে হা-পুতির বাছা কেটে
রান্ধিবারে কহ বাপ মায় ॥
আপনি হইয়ে চোর হৃদয়-পিঞ্জরে মোর
যদি হর লুঞ্চি প্রাণপাখী।
কাতি বসাইয়ে কণ্ঠে প্রাণ তেজি এই দণ্ডে
হত্যা পাপ সঁপিবে আবাগী ॥
একান্ত বাসনা যদি বহায়ে রক্তের নদী
মহামাংস করিবে ভোজন।
তবে সে আপন গুণে লুহিকে বাঁচাও প্রাণে
বধ রাজা রাণীর জীবন ॥
রাণীর করুণা শুনি সন্ন্যাসী কহেন বাণী
সত্যে বন্দী সূর্য্যের প্রমাণ।
পূর্ব্বেতে মানান কৈলে প্রথমের বেটা হলে
ধর্ম্মযজ্ঞে দিব বলিদান ॥
হইলে বেটার মা কাটিলে পূর্ব্বের রা
ছি ছি এ ত ন্যাবড়ের ধারা।
সাধু সত্যশীল জন কৈলে মন্দ আচরণ
হইবে অবনী পাপে ভরা ॥
নির্গুণ নির্লেপ ধর্ম্ম জগতের যিনি মর্ম্ম
পরব্রহ্ম পরমপুরুষ।
হেন ধর্ম্মে দিয়ে ফাঁকি অধর্ম্মের হও ভাগী
অখিলে অসীম অপৌরষ ॥
স্ত্রী পুত্র পরিবার কে কার কে তোমার
মায়ায় মোহিত মূঢ় মন।
ধর্ম্ম পূজি নরমণি রাখহ প্রভুর বাণী
সুকীর্ত্তি ভরুক ত্রিভুবন ॥
ধর্ম্মসেবা মোর ভার ধারিলে ধর্ম্মের ধার
সাধিতে সর্ব্বত্র মোর গতি।
তাহে হইলে অসন্তুষ্ট আমারে বলিলে দুষ্ট
পরে রঙ্গ দেখিবে দুর্ম্মতি ॥
এত শুনি রাজারাণী কহে সকাতর বাণী
অভিরুচি মোর দাও বলি।
দাসে দাও পদছায়া নায়েকে করহ দয়া
রামদাস কহে পুটাঞ্জলি ॥

শুনিয়া শুকায় জীউ বক্ষ যায় ফেটে।
কেমনে ভুঞ্জাব তোমা হেন পুত্র কেটে ॥
সুধামাখা বাক্যে যার ক্ষুধা করে দূর।
কেমনে করিব প্রভু তার মুণ্ড চূর ॥
সন্ন্যাসী বলেন বৃথা বচনবিন্যাস।
ভূপতি বলেন প্রভু কৃপা পরকাশ ॥
শিবি নামে সংসারসুখ্যাত নরপতি।
ধর্ম্ম হইল সয়চান বুঝিতে সত্যে মতি ॥
পারাবত হইল ইন্দ্র কশ্যপনন্দন।
ভয়ে ভূপতির কোলে লইল শরণ ॥
ধেয়ে এসে সান বলে একি অবিচার।
সুবিজ্ঞ হইয়ে ভক্ষ্য লুকাও আমার ॥
প্রাণপণে দূর হতে আনিয়াছি তেড়ে।
আমার মুখের গ্রাস তুমি নিলে কেড়ে ॥
রাজা বলে শরণ্যেরে রাখাই বিহিত।
অতএব পক্ষী নাঞি ছাড়িব নিশ্চিত ॥
অঙ্গীকার কৈল রাজা কহে সয়চান।
আপন অঙ্গের মাংস ভুঞ্জাও শ্রীমান ॥
বিহঙ্গে তুষিল ভূপ আপনার মাংসে।
শরণ্যে করিল রক্ষা ভুবনে প্রশংসে ॥
প্রভুর দারুণ পণ বুঝিয়ে ভূপতি।
নিবেদন করে পদে করিয়ে প্রণতি ॥
অবশ্য প্রভুর বাক্য শিরে বান্ধি নিব।
লুঞে ঘরে নাই প্রভু এবে কি করিব ॥

লুঞেচন্দ্র গেছে পাঠ পড়িবার তরে।
বার দিনের পথ তার মামাদের ঘরে॥
মামার জীবন সে যে মামী ভালবাসে।
ছ মাসে ন মাসে বাছা বাড়ী নাঞি আসে॥
পাঠ পড়ে লুঞেচন্দ্র আসিবে যখন।
লোক দিয়ে প্রভুকে আনাব সেই ক্ষণ॥
সন্ন্যাসী বলেন তবে আর কোথা যাব।
চারি মাস বরিষায় এইখানে রব॥
রাজা বলে গোসাঞি বড় বর্ষার জঞ্জাল।
সন্ন্যাসী বলেন বাপু আছে বাঘছাল॥
এত বলি বসে ধর্ম্ম বকুলতলায়।
বসুমতী বলিয়ে ডাকিল ধর্ম্মরায়॥
আজ্ঞা দিল ধরণীকে মনে অভিলাষ।
লুঞেকে আনিতে কর মায়ার প্রকাশ॥
লুঞেকে আনিতে তবে বসুমতী চলে।
লুঞে যথা পাঠ পড়ে ছাত্রের মিশালে॥
হাত হতে দশবার টলে পড়ে খড়ি।
লুয়ে বলে গুরুদেব কপাল হৈল ভেড়ি॥
সঘনে বিষম খাই মন উচাটন।
জনক জননী বুঝি করিল স্মরণ॥
এত বলি কক্ষস্থলে খড়ি পুথি লয়ে।
সাতবার গুরুদেবে প্রদক্ষিণ হয়ে॥
নারায়ণ গুরু বলে করিল প্রণিপাত।
বিদ্যা হোক বলি গুরু শিরে দিল হাত॥
ঘরে যেতে লুঞিচন্দ্র উঠাইল পা।
পথ ঘাট হয়ে চলে বসুমতী মা॥
দয়ার ঠাকুর ধর্ম্ম মায়া ফেলে দিল।
বার দিনের পথ লুয়ে বার দণ্ডে এল॥
দেখিলেন এক ঠাঞি তিন মহাগুরু।
পিতা মাতা প্রণম্য সন্ন্যাসী কল্পতরু॥
তিন গুরু এক ঠাঞি নাঞি ছোট বড়।
কেমনে প্রণাম করি বুঝে মনে দড়॥
মা বাপের চরণে বাড়ায়ে দুই হাত।
প্রভুর চরণে মাথা রাখে অকস্মাৎ॥

তা দেখে তরাসে উড়ে মা বাপের প্রাণ।
কোলে লয়ে মুছে রাণী সে চাঁদবয়ান॥
সন্ন্যাসী বলেন রাণী কিসের ভাবনা।
ঝাট করে বেটা কেটে রান্ধগে মদনা॥
আনালে আপন বলি শ্রীধর্ম্মঠাকুর।
অতেব মদনা তোর ভাগ্য সুপ্রচুর॥
মদনা বলেন প্রভু না সহিবে ছাতি।
তোমার সাক্ষাতে আগে গলে দিই কাতি॥
রাজা বলে আমার জীবনে কাজ কি।
আজ্ঞা কর সাক্ষাতে গলায় কাতি দি॥
ঠাকুর বলেন ভূপ ভুলিলে প্রতিজ্ঞা।
সুবিজ্ঞ হইয়ে কর প্রভুরে অবজ্ঞা॥
উদাসীন অতিথ তাহাতে উপবাসী।
সাধিতে ধর্ম্মের ধার পারণা প্রত্যাশী॥
এত শুনি লুঞিচন্দ্র করপুটে কয়।
আমা হতে মা বাপের নরকবাস হয়॥
কিসের ভাবনা বাপা নরকে জাবে কেনে।
সন্ন্যাসীকে পূজ পিতা আমা বলিদানে॥
কৃতার্থ হইবে বাপা হবে সিদ্ধকাম।
আমা বলিদানে প্রভুর পুরাও মনস্কাম॥
প্রভুর সেবায় যদি এই দেহ যায়।
জননীজঠরে তার জন্ম নাঞি হয়॥
অতেব বিলম্বে রাজা নাঞি প্রয়োজন।
প্রভুর পূজার যোগ্য কর আয়োজন॥
এইরূপে মা বাপের পরিবোধ দিয়ে।
কৃষ্ণ যেন যায় নন্দ যশোদা ত্যজিয়ে॥
বেটা কাটিবারে রাজা কৈল অঙ্গীকার।
তবে মায়া ফেলি দিল ঠাকুর করতার॥
অনায়াসে রাজা রাণী কাটাইল মো।
ত্বরান্বিত হইল তবে উৎসর্গিতে পো॥
বসাল পল্লব ঘট করিল অর্চ্চনা।
দুয়ার উপরে রাণী লেপে আলিপনা॥
লুঞেকে পরায় তবে অষ্ট আভরণ।
সাক্ষাৎ সাজিল লুঞে মদনমোহন॥

চরণে মকর খাড়ু চন্দ্র পরকাশ।
গলায় রতনহার তিমির বিনাশ॥
কনক অঙ্গদ করে ইন্দুবিন্দু হীরা।
ঝকমক্ করে যেন প্রভাতের তারা॥
সিনান করায়ে আনে রাজার কুমারে।
গৃহস্থ সাজায় যেন বিবাহের বরে॥
রাণীর মলিন মুখ মহাশোকাতুরা।
লুঞিশের মুখ যেন প্রভাতের তারা॥
মহামন্ত্র দিলা প্রভু লুঞিশের কাণে।
প্রণতি করিল লুঞে প্রভুর চরণে॥
হাসি হাসি কহেন ঠাকুর যুগপতি।
আমার বচন ভূপ কর অবগতি॥
পুত্রশোকে তোমাদের চক্ষে পড়ে পানি।
তবে পূজা না লইবে ঠাকুর চক্রপাণি॥
মদনা বলেন মায়া পুতিয়াছি পাঁকে।
ভূপতি ব্যাকুল হইল তনয়ের শোকে॥
লুঞিচন্দ্র বলে বাপা শোক মায়া ত্যজ।
আমা বধি পূজ ধর্ম্মচরণ-পঙ্কজ॥
তুষিয়ে সাধুর চিত্ত সেধে লও বর।
আমা কাটি কর কোটি কুলের উদ্ধার॥
পাষাণে বাঁধিয়া বুক পাসরিল মায়া।
ধরিল বেটার পায় ভূপতির জায়া॥
খড়্গা তুলে মহারাজা হানিলেন চোট।
কাটিল লুঞের মাথা ভূমে যায় লোট॥
বাজিল বিবিধ বাদ্য দামামা দগড়।
বলিদান দিয়ে রাজা করিলেন গড়॥
ঘনঘটা শবদে সর্ব্বত্র ধর্ম্মজয়।
ধূপ-ধুনা-সৌরভ পূরিল পুরময়॥
পুরবাসী পরিজন করে হাহাকার।
মদনা বাজায় শঙ্খ জয়জয়কার॥
বেটা কেটে ভূপতি খর্পরে ধরে লো।
অসম্ভব নগরে নাগরী জায় মো॥
বেদমন্ত্রে সেই রক্ত উৎসর্গিল রাজা।
ঠাকুর ভাবেন মোর হইল আত্মপূজা॥

ছটফট ভূমিতে আছাড়ে বুলে পা।
কাটা মুণ্ড কোলে নিল খোলা দাইমা॥
লুকাইল মুণ্ড লয়ে মরায়ের সাঁদি।
মনে করে বিরলে বসিয়ে পরে কান্দি॥
অতঃপর সন্ন্যাসী বলেন মহারাজ।
দ্বিগুণ জঠর জ্বলে নাঞি সহে ব্যাজ॥
কাটহ লুঞের মাংস আমার গোচরে।
রাণী গিয়ে রন্ধন করুক ত্বরা করে॥
এত শুনি নিল রাজা সুবর্ণের বঁটি।
কাটিল লুঞের মাংস করে পরিপাটি॥
কাটিল সকল মাংস খণ্ড খণ্ড করে।
সাজায়ে কাঞ্চনথালে রাখে থরে থরে॥
সন্ন্যাসী বলেন রাজা করিলে কল্পনা।
মনান্তর অন্তরেতে করিল মদনা॥
আমার সাক্ষাতে রাণী লুকাইল মাথা।
আমারে বঞ্চনা রাজা করিলে সর্ব্বথা॥
অঙ্গহীন মাংসে রাজা মোর রুচি নাঞি।
পারণা দূরেতে থাকু উঠে নয় যাই॥
ধেয়ে আসি দিল রাণী মুণ্ড ফেলাইয়ে।
বিনয়ে চাহিল ক্ষমা চরণে ধরিয়ে॥
সন্ন্যাসী কহেন ধন্য ভূপতির দারা।
ঠাকুর দিবেন শীঘ্র তোর কোলভরা॥
সত্বরে রান্ধহ গিয়ে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্ষুধায় জঠর জ্বলে মন উচাটন॥
ভূপতি ভাঙ্গহ মুণ্ড বার কর ঘি।
রসাল অম্বলে হবে সুরসাল অতি॥
ভূপতি বলেন ইহা অসম্ভব কথা।
কার্ত্তিক মাসেতে আম্রফল পাব কোথা॥
পৌষে মুঞ্জরে গাছ চৈত্রে লোক খায়।
বারুণীর কালে লোক গঙ্গাজলে দেয়॥
সন্ন্যাসী বলেন ভূপ না ভাণ্ডাহ তুমি।
তোমার গড়েতে আম্র দেখে এলাম আমি॥
এই দেশের রাজা যবে ছিল যুধিষ্ঠির।
তার ভাই আছিল অর্জ্জুন মহাবীর॥

অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজা দিয়াছিল চূড়া।
সেই গাছ কাটা গেছে তার আছে গোড়া॥
সেই গাছ মুঞ্জরিয়া ধরিয়াছে ফল।
সেই আম্র আনি রাজা রান্ধাহ অম্বল॥
এত শুনি জায় রাজা নাঞি দেখে চোখে।
হংসধ্বজ রাজা যেন সুধন্বার শোকে॥
আম্রতলায় রাজা করিল গমন।
তাহে মায়া করিলেন দেব নারায়ণ॥
মুঞ্জরেছে মরা গাছ ধরিয়াছে ফল।
কিছু কাঁচা কিছু পাকা আশ্চর্য্য সকল॥
শ্রীধর্ম্ম স্মরিয়ে রাজা পাতিল অঞ্চল।
মায়াধারী ধর্ম্মরাজা দিলেন দশ ফল॥
আম্র লইয়া রাখিলেন মদনার স্থান।
ত্বরায় রন্ধন রাণী কর সমাধান॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্যমঙ্গল॥

রোদন সম্বরি মদনা সুন্দরী
পসিল রন্ধনশালে।
সহচরী যত আনে মনোমত
আয়োজন হেমথালে॥
তৈল ঘি লবণ বেসার ব্যঞ্জন
খঞ্জনলোচনা যত।
এনে ত্বরা করে রাখে থরে থরে
বাসে ঘর আমোদিত॥
আপনি মদনা বাঁটিল বাটনা
হিং জীরা মিশাইয়ে।
মোহন মৌহরি মরিচের গুঁড়ি
রাখে ধনী সাজাইয়ে॥
বিবিধ বকাল অতি সুরসাল
বাটিল আদার ঝাল।
এলাচী লবঙ্গ কহিতে সুরঙ্গ
কুঙ্কুমে নিশা মিশাল॥
উজ্জ্বল আগুনে চন্দন ইন্ধনে
যতনে জ্বালিল তিউড়ি।
নয়নের লোয় নয়নেতে ধোয়
চাপাল রজতহাঁড়ি॥
ঘৃত দিয়ে ঢালি মাংস দিল তুলি
পরিপাটি সান্তলিল।
সাড়া কলকল ভকতবৎসল
ভাবেতে বিভোর হল॥
আদার বেসার সুমোহন তার
রান্ধিল সুরস ঝোল।
দিয়ে মরিচ গুঁড়া কিছু ভাজা পোড়া
কিছু বা করে অম্বল॥
মিশায়ে হিং জীরা মেথি মনোহরা
রান্ধিল বিবিধ সূপ।
শাক সুক্তা খাড়া ভাজা বড়ি বড়া
তিলকুটা অপরূপ॥
খিরপুলি পিঠে অতিশয় মিঠে
পায়স সুরস অতি।
রান্ধে নব ঘণ্ট অমৃতের খণ্ড
পক্কান্ন পরম প্রীতি॥
রন্ধনের গন্ধ সুধা মকরন্দ
হইল ব্যঞ্জন পঞ্চাশ।
অপরঞ্চ যত কহিব বা কত
কহে কবি রামদাস॥

তবে মহারাজ করে ভোজনের স্থল।
সুবর্ণের পিঁড়ি রাখে গাড়ু ভরা জল॥
হেমথালে সাজাইল অন্ন সমুদায়।
সুবাসিত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিল তায়॥
ভূপতির আবাহনে প্রভু মায়াধর।
ভোজনে বসিলা গিয়া পিঁড়ির উপর॥

ঠাকুর বলেন অন্ন বাড় তিন থালে।
তিন জনে ভোজন করিব এককালে॥
নিদারুণ বাক্যে বড় বাজিল নির্ঘাত।
সন্ন্যাসী সমক্ষে রাজা করে যোড় হাত॥
কাতরে বলেন রাজা করি হায় হায়।
মা বাপ বেটার মাংস কেমন করে খায়॥
সংসারের পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম।
প্রসবিয়া পুন তারে করয়ে ভোজন॥
সন্ন্যাসী বলেন শুন অবোধ ভূপতি।
নদনদী প্রসবিয়ে গরাসে তোয়নিধি॥
ভুজঙ্গ গরাসে তার আপন সন্তানে।
যজ্ঞ কর্যা যজ্ঞফল দাও কোন্ জনে॥
কুবুদ্ধি ঘটিল তোর ঘটিল বিপাক।
যজ্ঞ হত হইল তোর অন্ন তুলে রাখ॥
এত বলি বিদায় মাগে সন্ন্যাসী গোসাঞি।
রাণী বলে মহারাজ আর রক্ষা নাঞি॥
বিমুখ হয়েন যদি সন্ন্যাসী আপনি।
পুত্রবধযজ্ঞ হত আমি অভাগিনী॥
রাজা বলে অপরাধ না লবে গোসাঞি।
অতঃপর তিন জনে বসি এক ঠাঞি॥
রাজা বসে দক্ষিণেতে রাণী বসে বামে।
উৎসর্গিয়া দিল অন্ন গোবিন্দের নামে॥
শ্রীবিষ্ণু স্মরিয়ে গণ্ডূষ তুণ্ডতে তুলিতে।
দয়ার ঠাকুর ধর্ম্ম ধরিলেন হাতে॥
বর মাগ হরিশ্চন্দ্র তুমি ভাগ্যবান।
না হবে না হল দাতা তোমার সমান॥
বর মাগ মদনা গো তুমি রাজার ঝি।
যে বর মাগিয়ে লবে সেই বর দি॥
মদনা বলেন প্রভু বরে নাঞি কাজ।
এই বর দাও মোর মুণ্ডে পড়ুক বাজ॥
প্রভু গো চরণে মোর এই অভিলাষ।
মরিয়া চলিয়া যাই লুইসের পাশ॥
এত বলি কান্দে রাণী নয়নে বহে জল।
ঠাকুর বলেন বাঞ্ছা করিব সফল॥

মদনা বলেন যদি হইলে দয়াবান।
অঞ্চলের মণি মোরে ফিরে দেহ দান॥
ঠাকুর বলেন ঝিয়ে ডেকে আন তারে।
তোর বেটা খেলা করে বাজার ভিতরে॥
এত শুনি রাজা রাণী চলে ধাওাধাই।
বাছুর হারালে যেন বাথানিয়া গাই॥
লুঞে লুঞে বলে রাণী ডাকে উচ্চস্বরে।
যশোদা যাদবে খুঁজে গোকুল নগরে॥
যে কালেতে কৃষ্ণচন্দ্র চুরি কৈলা ননী।
উদূখলে বান্ধিলেন নন্দের গৃহিণী॥
বন্ধন ছিঁড়িয়া হরি গেলেন পলাইয়া।
যশোদা আকুল হইল কৃষ্ণকে খুঁজিয়া॥
রাণী বলে কোথা বাছা লুঞিচন্দ্র রায়।
ধেয়ে এসে ধরে লুঞে মায়ের গলায়॥
সেই আভরণ আছে সেই টাড়বালা।
উৎসর্গিয়া দিয়েছে গলায় আছে মালা॥
লুঞে বলে জননি না কর অন্য মন।
যোগিবেশে যোগেন্দ্র আরাধ্য নারায়ণ॥
যখন আমার মাংস রান্ধি থুইলে থালে।
তখন বসিয়ে আমি সন্ন্যাসীর কোলে॥
এখানে আমাকে আগে রাখিয়া গাজনে
পশ্চাতে পরম প্রভু গেলেন ভোজনে॥
বলিয়ে গেলেন মোরে প্রভু নারায়ণ।
জননী ডাকিলে তোরে দিবে দরশন॥
এত শুনি মদনার বাড়িল উল্লাস।
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ॥
কোলে করে নিল পুত্র পরম যতনে।
বিলাল বহুল রত্ন বেটার কল্যাণে॥
শূন্য রথে গেল ধর্ম্ম শূন্যের গোসাঞি।
হরিশ্চন্দ্র সম দানী ত্রিভুবনে নাঞি॥
শুনি রাণী রঞ্জাবতী শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।
নয়নে বহিল তার প্রেম অশ্রুজল॥
অপরূপ ভকতিভাবেতে ভরপূর।
তুমি সে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম দয়ার ঠাকুর॥

এত বলি করে রঞ্জা চরণে প্রণতি।
শ্রীধর্ম্মপূজায় রঞ্জা হবে পুত্রবতী॥
আশীর্ব্বাদ করি কিছু বলেন পণ্ডিত।
বিদায় লইয়া আমি যাই উপস্থিত॥
পরে সে আসিব যবে আনাবেন রায়।
সামুলা আসিবে সঙ্গে তোমার ত্বরায়॥
তোমারে দিবেন ধর্ম্ম সেবা উপদেশ।
পুত্রবর পাইবে কিন্তু দুঃখ অবশেষ॥
এত বলি যান গুরু লইয়া গাজন।
প্রণতি মিনতি করে পুরবাসী জন॥
হরি হরি বল সভে পালা হৈল সায়।
নায়েকের প্রতি প্রভু হবে বরদায়॥
অনাদ্যপদারবিন্দ-মধুলুব্ধমতি।
রামদাস বিরচিল মধুর ভারতী॥

ইতি অনাদ্যমঙ্গল নামক মহাকাব্যে হরিশ্চন্দ্রপালানাম চতুর্থ কাণ্ড॥

পঞ্চম কাণ্ড

শালে ভর পালা

প্রণতি পরমগুরু ব্রহ্ম নিরঞ্জন।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গলগীত শুন সর্ব্বজন॥
পণ্ডিতের কথা রাজা বান্ধি নিল শিরে।
গাজনের আয়োজন করিল ত্বরা করে॥
আনাল আপনি রায় পণ্ডিত গোসাঞি।
সামুলা সুন্দরী সঙ্গে ধর্ম্মের বড়াই॥
পুত্রকাম সঙ্কল্প করিল রঞ্জাবতী।
বিধিমতে পূজা করে ঠাকুর যুগপতি॥
অতঃপর গুরুর নির্দ্দেশ পেয়ে রামা।
মহাপূজা আরম্ভ করিল মনোরমা॥
যোল কাটি সাজাইল সন্ন্যাসীর সাজ।
সামুলা বলেন শুভ কর্ম্মে কিবা ব্যাজ॥
পূজা আয়োজন সব নায়ে ভরে' লয়ে।
পূজহ পরমারাধ্য চাম্পায়েতে গিয়ে॥
বিদায় মাগিয়া লহ ভূপতির ঠাঞি।
অতএব অধিক বিলম্বে কাজ নাঞি॥
পণ্ডিতের ভারতী রঞ্জার মনে ভায়।
মনে মানি ময়নানাথের কাছে যায়॥
গলায় বসন দিয়ে করে জোড়হাত।
তোমার ঠাঞি বিদায় হলাম প্রাণনাথ॥
চাম্পায়ের ঘাটেতে ধর্ম্মের পূজা দিব।
সাধ আছে সাধিয়ে পুত্রের বর নিব॥
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি নাহি দিলে সায়।
অভাগীর প্রতি প্রভু না হবে বরদায়॥
এত শুনি বুড়া রাজা হৈল হেটমাথা।
অবোধ অবলাবুদ্ধি যেতে চাও কোথা॥
দূর কর ও সব ভারতী নাঞি কহ।
না পাবে ধর্ম্মের দেখা ঘরে বসা রহ॥
কত মুনি তপস্যা করিয়া মরে গেল।
শালে ভর শঙ্কর আপনি করেছিল॥
শিব না চিনিল কেমন করতার।
তুমি সে অবলা কোথা দেখা পাবে তার॥

অশেষ পাইবে কষ্ট বনে বনে ভ্রমি।
কোথা থাকে ধর্ম্মদেব নির্ণয় না জানি॥
নিরঞ্জন নিরাকার নাঞি হস্ত পা।
কোন কালে নাহি শুনি ধর্ম্মের বাপ মা॥
সুখ দুঃখ যত বল কপালের লেখা।
মন দড় থাকিলে দেবতার সঙ্গে দেখা॥
দুঃখ পাবে চাম্পাই দুরন্ত দেশ শুনি।
সহজে অবলা জাতি তাহাতে তরুণী॥
পদে পদে যুবতির বিপদের কাঁটা।
উচিত বলিতে পাছে মনে হও চটা॥
তুমি গড়াইবে পরপুরুষের সনে।
সীতার কলঙ্ক হল লিখে রামায়ণে॥
রঞ্জা বলে ভূপতি ভাবনা কর দূর।
স্বধর্ম্মে সেবিব আমি শ্রীধর্ম্ম ঠাকুর॥
ধর্ম্মমনা হইলে সংসারে কারে ভয়।
বিপত্তিকালেতে ধর্ম্ম হবেন সদয়॥
বিশেষ সংহতি মোর পণ্ডিত আপনি।
সাংজাত ভকিতা সঙ্গে মালতী কল্যাণী॥
পুণ্যতোয়া তটিনী ত্রিপুট মহাস্থান।
সেবা সিদ্ধি হলে পাব পুত্র বরদান॥
পুত্র বিনে সংসারে সকলি শূন্যময়।
পুত্র বিনে কে তারিবে পুন্নাম নিরয়॥
পুত্র বিনে কে করিবে কুলের উদ্ধার।
পুত্র বিনে পিতৃলোক করে হাহাকার॥
মরিলে নির্ব্বংশ নাম জীয়ন্তে আঁটকুড়া।
এ হতে বেদনা বল কিসে আছে বাড়া॥
অপ্রেয়ে বলিয়া লোক নাঞি হেরে মুখ।
ভায়ের বচনশেলে বিদরিছে বুক॥
পুত্রহীন জনার জীবনে নাহি ফল।
ভূপতি বলেন বুঝ সব কর্ম্মফল॥
সুখ দুঃখ যত কিছু ললাটের লেখা।
মন দড় থাকিলে দেবতার সনে দেখা॥
শ্রীহরির পাদপদ্মে মজাও মনোভৃঙ্গ।
পূরিবে মনের আশা ঘুচিবে কলঙ্ক॥

অপরূপ শুনি নাকি শালে দিবে ভর।
আপনি মরিলে বল কে মাগিবে বর॥
প্রণতি করিয়া রঞ্জা কহে সবিনয়।
মরিলে বাঁচাবে প্রাণে প্রভু দয়াময়॥
দশানন রাবণ সেবিল কণ্ঠ দানে।
বর দিলা বিধাতা বাঁচায়ে তারে প্রাণে॥
ঈশ্বর উদ্দেশে যদি মন রহে দঢ়।
এ অখিলে তার কোন্ কর্ম্ম গুরুতর॥
অপরঞ্চ হরিশ্চন্দ্র ত্রিলোকে ঘোষণা।
তনয় পাইল তার মহিষী মদনা॥
ছিঁড়েছিনু পূর্ব্বেতে সংসার-মোহ-পাশ।
ভূপতি দিলেন পুনঃ তোমা মায়াফাঁস॥
নলিনীদলের জল জীবন চঞ্চল।
জলেতে বিম্বোক যেন করে টলমল॥
মরি কিংবা বাঁচি তার নাঞি পরমাণ।
বিশেষ দশমী দশা জরা বিদ্যমান॥
একান্ত যাইবে যদি শ্রীধর্ম্ম স্মরণে।
না দিব অধিক বাধা আইসহ এক্ষণে॥
পূজার সামগ্রী যত কর আয়োজন।
চাম্পাই করহ যাত্রা বেলা শুভক্ষণ॥
রাণী বলে সে সকল লয়েছি নায় ভরে।
এতক্ষণ আছি শুদ্ধ আপনার তরে॥
সাক্ষাৎ দেবতা নাথ না হইলে তুষ্ট।
না হবে সাধনা সিদ্ধ পাব বড় কষ্ট॥
প্রদক্ষিণ প্রণতি করিয়া প্রাণনাথে।
বিদায় হইল রামা বেত লয়ে হাতে॥
সাধু-গুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান।
রামদাস বিরচিল অপূর্ব্ব আখ্যান॥

সাংজাত ভকিতা সঙ্গে তরণী চাপিল রঙ্গে
সন্ন্যাসিনী বেশে রাজরাণী।
পূজা আয়োজন কত আদেশে নফর যত
নায়ে তুলে ঘৃত মধু চিনি॥

ধূপ ধুনা পান গুয়া কস্তুরি চন্দন চুয়া
অলঙ্কার আসন অঙ্গুরি।
যত্নে খাসা ক্ষীর খণ্ড পুরটের নব দণ্ড
আতপ তণ্ডুল থালা ভরি॥
পূজার পদ্ধতি মত আর যে লইল কত
বর্ণিতে শকতি আছে কার।
চলে বাইতি হরিহর ইছা হাড়ী করে ভর
নফর নায়ের কর্ণধার॥
সামুলা সুন্দরী আর নদু নামে কর্ম্মকার
বহিত্রে উঠিল ত্বরা করি।
সাংজাত সন্ন্যাসিচয় ডাকে ধর্ম্ম জয় জয়
জয় দিয়া ছেড়ে দিল তরী॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যরব নগরের লোক সব
কলরব করে' আসে ধেয়ে।
রাণী যায় ছেড়ে দেশ সাজিয়ে সন্ন্যাসিবেশ
শোকাবেশে কান্দে ছেলে মেয়ে॥
রাজসুখ রাজগেহ পাসরিয়ে মায়া মোহ
অহরহ মুখে ধর্ম্ম জয়।
সংসার মায়ার খেলা ভাবিয়ে নৃপের বালা
ধর্ম্ম-ভেলা করেছে আশ্রয়॥
তরল-তরঙ্গ-রঙ্গা তটিনী কালিনী গঙ্গা
পাপভঙ্গা প্রসন্নমূরতি।
ভাসিল ধর্ম্মের ভরা কর্ণধার দিল ত্বরা
বাহিয়ে চলিল দ্রুতগতি॥
সাধিবারে মনোরথে তরণী সলিল-পথে
দিবস যামিনী একাকার।
রামদাস রস ভণে একমনে যেবা শুনে
বাসনা সফল হয় তার॥

বাহ বাহ বলিয়ে ডিঙ্গায় হল ত্বরা।
ছুটিল বহিত্র যেন গগনের তারা॥
কালিন্দী বাহিয়া সরস্বতীতে মিলন।
চলিল দক্ষিণ মুখে ভেবে নারায়ণ॥
সমুদ্র বাহিয়ে ডিঙ্গা চালায় কৌতুকে।
জয় ধর্ম্ম বলিয়ে ভকতগণ ডাকে॥
এইরূপে তরণী ভাসিয়ে গেল গঙ্গা।
সাগরের ঘাটে গেল রঞ্জাবতীর ডিঙ্গা॥
সংকেতমাধব যথা সাগরের কূল।
সামুলা দেখায় এই মাধব দেউল॥
শুনিয়ে হইল সুখী ভূপতির দারা।
পূজিব ত্রিপুরহর কূলে বাঁধ ভরা॥
সামুলা বলেন রাণী পূজ মহেশ্বর।
যশোদা পূজিয়ে কোলে পাইল ঈশ্বর॥
পূর্ব্বে যশোদার নাম দারাবতী ছিল।
ক্ষীরোদের কূলে হর-গৌরী আরাধিল॥
গোকুলে করিল কোলে জগতের পতি।
সাবধানে শঙ্কর সেবহ রঞ্জাবতি॥
সদানন্দ সেবনে সকল কর্ম্ম শিব।
অচিরাৎ সিদ্ধকামা হয় সব জীব॥
আশুতোষে তোষ দিদি শ্রীফলের পাতে।
বাসনা পূরণ হয় পূজ বিধিমতে॥
শুনি বড় আনন্দ পাইল রাজরাণী।
রামদাস গায় গীত সুধারসবাণী॥

শুনিয়ে সামুলার কথা বহিত্র বান্ধিল তথা
জয় দিয়ে উঠিলেন কূলে।
মনে ভাবি মহেশ্বর পাইব বেটার বর
শঙ্কর পূজিব কুতূহলে॥
আগে যায় বাদ্য রব পশ্চাৎ সাংজাত সব
সামুলার সঙ্গে রাজরাণী।
শুভযোগ চতুর্দ্দশী শুচিকায়া ব্রতদাসী
উপবাসী পূজে শূলপাণি॥
ধূপধুনা দীপ জ্বলে নৈবেদ্য কাঞ্চন-থালে
ঘৃত মধু চিনি চাঁপাকলা।
চন্দন বিল্বের পাতে পূজা করে ভূতনাথে
বৈদিক বিধানে রাজবালা॥

আরাধিয়ে পশুপতি করপুটে করে স্তুতি
অগতির গতি কীর্ত্তিবাস।
তুমি ব্রহ্ম নিরঞ্জন তুমি অহঙ্কার মন
তুমি এক অবনী আকাশ॥
তুমি সংসারের সার মহারুদ্র অবতার
তোমা বিনে কে খণ্ডাবে দুখ।
জোড় হাতে চাহি বর দয়া কর মহেশ্বর
নয়নে হেরিব পুত্রমুখ॥
আপনার কর্ম্মফলে ভাই হয়ে বন্ধ্যা বলে
অঙ্গ জ্বলে সে বচন-বাণে।
তুমি শিবময় গুরু তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু
কৃপা কুরু আপনার গুণে॥
এত বলি রঞ্জাবতী হরে বহু কৈল স্তুতি
বর চাহে মহেশের ঠাঞি।
অনাদ্য-চরণ সেবি গায় রামদাস কবি
দয়া কর অনাদ্য গোসাঞি॥

শিবপদপঙ্কজ ধেয়ান রঞ্জাবতী।
নিশিযোগে স্বপনে কহেন পশুপতি॥
মোর পূজা এখানে করহ কি কারণ।
চাঁপায়ের ঘাটে দেখা পাবে নারায়ণ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র বরুণ পবন হুতাশন।
নিরবধি আশা করে যাঁহার চরণ॥
সেই হরি হরিবে তোমার অকল্যাণ।
স্বপ্ন দিয়ে সদানন্দ হইলা অন্তর্দ্ধান॥
স্বপন দেখিল রঞ্জা শেষভাগ রাতি।
চাঁপায়ে করিতে পূজা চলে শীঘ্রগতি॥
অবসান যামিনী তরণী করে ভর।
পূরবে উদয় ঊষা তরী তর তর॥
ঘন ধর্ম্ম জয় ডাকে মনে বড় রঙ্গ।
বাহিয়ে চলিল তরী সাগরের সঙ্গ॥
হরিণ শার্দ্দূল শিবা দেখে দুই কূলে।
ভয় নাই ভকিতা ভাসিয়া যায় জলে॥

জল স্থল একাকার নাঞি দেখে কূল।
অতল অগাধ নীর তরঙ্গসঙ্কুল॥
ভয় নাঞি ভকিতা ভাবিয়ে ভগবান।
উপনীত হইল গিয়ে চম্পাই যেখান॥
এই মহা পুণ্যস্থান চরমের সুখ।
মরিলে তরে সে জীব সংসারের দুখ॥
সামুলা বলেন চাঁপায়ের ঘাট ওই।
অবধান কর রাণী ইতিহাস কই॥
এই গুপ্ত বৃন্দাবন মহান্ আশ্রম।
পুণ্যতোয়া ভাগীরথী যাহাতে উদ্গম॥
মকরাক্ষ মহিষী যে চম্পাবতী নাম।
তার নামে খেয়াতি চাঁপাই পুণ্যধাম॥
সেই রাণী নির্ম্মাইল ধর্ম্মের দেউল।
স্ফটিকে বাঁধাল ঘাট সাগরের কূল॥
যে কালে পূজিল সে নিরঞ্জন ব্রহ্ম।
ব্যাধের ঘরেতে মোর সেই কালে জন্ম॥
জাতিস্মরা বর পাইনু তুমি ঋষিগণে।
সাত জন্মের কথা মোর গাঁথা আছে মনে॥
কানন কাটিয়ে কর স্থানের পত্তন।
পূজিলে পাইবে দেখা প্রভু নারায়ণ॥
বাহিস বহিত্র লয়ে চাঁপাইর ঘাটে।
জয় দিয়ে সন্ন্যাসী সকল কূলে উঠে॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভাবিয়া কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাদ্য-মঙ্গল॥

ইছা রাণা হাড়ীকে ডাকিয়ে দিল পান।
বন কেটে কর তুমি স্থানের নির্ম্মাণ॥
দু হাতে তোড়র দিব দুই কাণে সোনা।
যদি ধর্ম্ম পূর্ণ করেন মনের বাসনা॥
এত শুনি ইছা রাণা লইল কুঠার।
মাণিকে মণ্ডিত বাঁট হীরা-ক্ষুর-ধার॥
জয় ধর্ম্ম বলে বীর বৃক্ষে হানে চোট।
ভয়ে ভীম ভল্লুক কেশরী যায় লোট॥

ভক্ষক ভক্ষ্যের সঙ্গে পলাইয়ে যায়।
মৃগ সহ তরক্ষু মৃগেন্দ্র ডরে ধায়॥
ভয়ে ভেক ভুজঙ্গ মিশালে রহে মিশে।
তরাসে তরল হয়ে নাহি দেখে দিশে॥
নানাজাতি বন কাটে ঘাটের উপর।
শাল তমাল তাল পিয়াল তরুবর॥
হিজোল হেঁতাল কাটে করঞ্জার দল।
ঝাউ ঝোপ ঝঙ্কার ঝাঁকড়া সেয়াকুল॥
যতনে করিল রক্ষা কামিনী কাঞ্চন।
মালতী মল্লিকা জবা রকতবরণ॥
গুয়া নারিকেল আম্র পনস মধুর।
অশ্বত্থ বিটপী বট বিল্ব সুপ্রচুর॥
পরিপাটি কাটিয়ে করিল পরিসর।
উচ্চ করি জগধি বান্ধিল তদুপর॥
কপিলার গোময়ে পবিত্র কৈল মাটি।
তিনবার চন্দনের দিল ছড়া ঝাঁটি॥
রামরম্ভা পুতিয়া পরায় বনমালা।
খাটায় ধবল চাঁদা দশ দিক্ আলা॥
পূজার যতেক দ্রব্য লয়েছিল নায়।
আজ্ঞা পেয়ে ভকিতা উপরে তুলে তায়॥
সামুলা বলেন রাণী পূজ ধর্ম্মরাজ।
শুভ কর্ম্মে শীঘ্রতা অশুভে বটে ব্যাজ॥
সামুলা সংহতি সতী শুভক্ষণ বেলা।
সন্ন্যাসী সাংজাত সঙ্গে সিনানে চলিলা॥
তিন বার কুশজলে করিল বন্দনা।
জলে ডুব দিতে হইল পাবকের সোনা॥
স্নান করি দিবাকরে দিল অর্ঘ্যদান।
অন্তরে শ্রীধর্ম্মপদ একান্তে ধিয়ান॥
বাদ্য সঙ্গে নৃত্যরঙ্গে আইল গাজনে।
পূজিতে পরমাত্মাধ্যে বসে সাবধানে॥
কপালে রচিল গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা।
রাজরাণী সন্ন্যাসিনী গলায় যোগপাটা॥
তাম্রপাত্রে সচন্দন তুলসীমঞ্জরী।
সঙ্কল্প করিল রামা স্মরিয়া শ্রীহরি॥

সামুলা বলেন শুভ শুন রঞ্জাবতী।
পঞ্চম বেদেতে ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি॥
শিখাইল সর্ব্বমতে পূজার বিধান।
পুত্রকামা হয়ে রামা সেবে ভগবান॥
অঙ্গন্যাস কায়শুদ্ধি ভূতশুদ্ধি হয়ে।
আসন করিল শুদ্ধ শ্রীধর্ম্ম ভাবিয়ে॥
সাজাইল যথাশাস্ত্র সর্ব্ব উপচার।
ধূপ দীপ জালিয়া করিল অন্ধকার॥
রজত-দেরুখাদণ্ডে কনকপ্রদীপ।
সাজায়ে নৈবেদ্য যত রাখিল সমীপ॥
কমল কনকচাঁপা প্রফুল্ল প্রচুর।
সচন্দন তুলসী সুগন্ধে ভরপূর॥
সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষে।
প্রকাশি মঙ্গলঘটে পূজে সবিশেষে॥
সাংজাত সহিত রামা সেবে ধর্ম্মরায়।
অনাদ্য-মঙ্গল কবি রামদাস গায়॥

উড়ির তণ্ডুল মিঠা নারিকল
রচে ক্ষীরখণ্ড কলা।
শর্করা সন্দেশ নৈবেদ্য বিশেষ
পাদ্য অর্ঘ্য পদ্মমালা॥
অঞ্জলি-সরোজে আগে রামা পূজে
গৌরীসুত গজানন।
হর হৈমবতী লক্ষ্মী সরস্বতী
দিক্‌পতি দেবগণ॥
পূজিল চণ্ডিকা চৌষট্টি নায়িকা
আর যত দেব দেবী।
করে নতি স্তুতি পূজে রঞ্জাবতী
ধ্যায় ধর্ম্মপদছবি॥
মন্ত্র আবাহনে পূজে নিরঞ্জনে
দয়া কর নারায়ণ।
তোমা ধেয়াইয়ে ঘর তেয়াগিয়ে
লইনু তব শরণ॥

রাজার নন্দিনী তাহে রাজরাণী
ভাসিয়ে আইনু জলে।
হয়ে সহোদর দরবার ভিতর
মোরে বন্ধ্যাবাদ বলে॥
তুমি নারায়ণ পতিত-পাবন
সকলি তোমার মায়া।
দয়ার ঠাকুর দুঃখ কর দূর
মোরে দেহ পদছায়া॥
পূজাদি না জানি বড় অভাগিনী
শিশুমতী হীনতপা।
যদি হয় দোষ ত্যজি অভিরোষ
সন্তোষে করহ কৃপা॥
জপ তপ ধ্যান কঠোর বিধান
ক্রমেতে সাধন করে।
শ্রীরামচরণ গীত বিরচন
গাইল অনাদ্য বরে॥

রঞ্জাবতী করে পূজা হয়ে একমন।
ধর্ম্ম জয় ডাকিছে সাংজাত সর্ব্বজন॥
সামুলাকে সুধাইলা রঞ্জাবতী রাণী।
দিদি গো কি হবে গতি বল না আপনি॥
বল কোন্ সাধনায় পাব প্রভুর দেখা।
কি উপায়ে কৃপা করে অর্জ্জুনের সখা॥
উজ্জ্বল অনল জ্বালি কর উগ্র তপ।
উর্দ্ধপদ অধ তুণ্ডে জিহ্বায় কর জপ॥
এত শুনি উল্লাসিনী ধর্ম্মব্রতদাসী।
করিল কঠোর তপ পুত্র অভিলাষী॥
উপরে টাঙ্গায়ে পদ হেটে জ্বালে ধুনা।
মুখে মাত্র 'পূর ধর্ম্ম মনের বাসনা॥
অনাথের নাথ প্রভু অগতির গতি।
অভাগীর বাঞ্ছা পূর্ণ কর যুগপতি'॥
ধুপ ধুনা ধুমেতে আঁধার দশ দিশি।
তার মাঝে রঞ্জা যেন মেঘে ঢাকা শশী॥
বাতাসে উড়িলে ধুম প্রকাশে অঙ্গআভা।
চকিতে চমকে যেন চপলার প্রভা॥
অগ্নি জ্বলে মাথায় টলিয়ে পড়ে ঘি।
করিল কঠোর তপ বেণু রায়ের ঝি॥
তিন দিন তিন রাত্রি ভেদ নাঞি জ্ঞান।
কেবল হৃদয়ে ধর্ম্মপদ করে ধ্যান॥
তুরী ভেরী মাদল মৃদঙ্গ নানা তুর।
সন্ন্যাসী সাংজাত সেবে শ্রীধর্ম্ম ঠাকুর॥
করিল কঠোর কত শিরে পুড়ে ধুনা।
মুখে বলে জয় ধর্ম্ম পূরাও কামনা॥
হিন্দোলাতে রঞ্জাবতী রহে অনাহার।
উৎকট তপস্যা করে অস্থি হইল সার॥
হিন্দোলা করিয়ে সেবা প্রাণ হল শেষ।
সামুলার পায়ে ধরে কহেন বিশেষ॥
কহ দিদি ধর্ম্মের আমিনী হও তুমি।
কোন্ পূজা করিলে ঠাকুর পাব আমি॥
সামুলা বলেন রাণী পাবে নারায়ণ।
কায়-মনোবাক্যে তার করহ সেবন॥
নতু নামে কামারে ডাকিয়ে দেয় পান।
বিশাশয় বাণ তুমি করহ নির্ম্মাণ॥
হাতে হাতকড়ি লও বেড়ি লও পায়।
অনল জ্বালিয়ে ধুনা জ্বালাহ মাথায়॥
বিশাশয় বাণেতে বিন্ধহ আপন গা।
বর দিবেন ঠাকুর বেটার হবে মা॥
ধন ধর্ম্ম হয় গো অনেক দুঃখ পেলে।
যশোদা তপস্যা কৈল ক্ষীরোদের কূলে॥
এত শুনি নতুকে ডাকিয়ে দিল পান।
হবি জ্বলে হুতাশনে নতু গড়ে বাণ॥
উপরে পতঙ্গ পুড়ে দুইখানা হয়।
নবরত্ন বাণ গড়ি দিল বিশাশয়॥
বাণ দেখি সামুলার শঙ্কা হইল মনে।
রঞ্জাবতী বলে দিদি বিন্ধিব কেমনে॥
সামুলা বলেন মতি রাখ ধর্ম্মপায়।
অঙ্গেতে বিন্ধিবে বাণ কত্ত বড় দায়॥

বাণ বিন্ধে রঞ্জারাণী ধর্ম্ম জয় বলে।
দপ্ দপ্ মাথার উপর ধূনা জ্বলে॥
নবরত্ন কপালে মাথায় ধূনাচুর।
হাতকড়ি পায়ে বেড়ি খিয়ায় ঠাকুর॥
জ্বলন্ত অনলে রামা আসে আর যায়।
পুড়ে মরে তথাপি বেটার বর চায়॥
পথে ঘাটে লোক মোরে বলে আঁটকুড়ী।
তার পাকে গোসাঞি মাথায় ধূনা পুড়ি॥
দয়ার ঠাকুর প্রভু বেটার বর দাও।
নয় অভাগীর হত্যা আর বার নাও॥
বয়স বছর বার তের নাঞি পূরে।
ভাই হয়ে অভাগীর বন্ধ্যাবাদ করে॥
এইরূপে সারা রাত্রি গেল অনাহারে।
পুত্র লাগি পাবকে পরাণ পণ করে॥
সামুলাকে জিজ্ঞাসিল রঞ্জাবতী রাণী।
দিদি গো কি হবে গতি বল না আপনি॥
এত দুঃখ পাই দিদি সেবি নারায়ণ।
কেন মিথ্যা হোল গুরু রামাই বচন॥
সামুলা বলেন দিদি মিথ্যা নাঞি হবে।
জউঘর সাধিলে ধর্ম্মের দেখা পাবে॥
ভারতপুরাণ সত্য আছে গো লিখনে।
পাণ্ডব পেয়েছে রক্ষা জৌয়ের আগুনে॥
জৌয়ের অনল সাজায়ে বস দিদি।
অবশ্য পাইবে দেখা ধর্ম্ম গুণনিধি॥
প্রবোধ মানিয়া রাণী স্থির করে প্রাণ।
রামদাস গায় গীত অনাদ্যপুরাণ॥

রাণী জোড় করে কহিছে নফরে
গড়ে দেহ জতুঘর।
গিয়া নিকেতন দিব নানা ধন
যদি প্রভু দেন বর॥
আদেশে লোহার বনের মাঝার
জউ ভাঙ্গে শত ভার।
কার্পাস অর্ক আনে মধুচক্র
যোম মণ দুই চার॥
প্রাচীর রুচির মোহন মন্দির
মোমেতে মুড়িল ছাদ।
জউএর গঠন করে বিরচন
সুচিক্কণ নানা ছান্দ॥
তুলা শণ পাট রাখে পাটে পাট
কপাট ভেজায় দ্বারে।
চূড়ার উপরে ধ্বজা শোভা করে
থাম গাঁথা থরে থরে॥
আঁকিল সুচিত্র মনোহর চিত্র
দেবাসুর করে খেলা।
তপনের কর পড়ে তদুপর
বিবিধ বর্ণের মেলা॥
রোপি রামকলা বনফুল-মালা
সাজাল ঝালর দিয়া।
মধু-মুগ্ধ অলি করে কত কেলি
কিবা শোভা বিনোদিয়া॥
কহে রাজরাণী শুন দ্বিজমণি
অগ্নি জ্বেলে দাও তুমি।
তোমার কৃপায় পাব ধর্ম্মরায়
পুত্রবর পাব আমি॥
রাণীর উত্তর শুনি দ্বিজবর
কহে এ কাজ করিবে কে।
স্ত্রীবধের পাপ নরক-সন্তাপ
আপনি অনল দে॥

* * *

দ্বিজের নিঠুর বাণী শুনি রঞ্জাবতী রাণী
ডাকিল ভকিতা বার জনে।
মুখে ধর্ম্ম জয় বল তোমরা অনল জ্বাল
অভাগিনী পুড়িবে আগুনে॥
ভকিতা বলেন বাণী শুন রঞ্জাবতী রাণী
অগ্নি দিব কেমন সাহসে।

তোমাকে আগুন দিব শেষেতে নরকে যাব
যাইতে নারিব নিজ দেশে ॥
সামুলা বলেন বাণী শুন ওগো রাজরাণী
আপনি অনল লেহ করে ।
রাম কৃষ্ণ হরি বল আঁচলে অনল জ্বাল
জয় দিয়ে বস জতুঘরে ॥
(রাণী) আঁচলে অনল জ্বালে হরি হরি মুখে বলে
অভাগীর আর কেহ নাঞি ।
জানিলাম এত দিনে আপনি আপন বিনে
অনাথীরে কে রাখে গোসাঞি ॥
জানিলাম এত দিনে এ সংসারে তোমা বিনে
আপনার কেহ নাঞি ভবে !
তুমি যদি দিয়ে দেখা বিপদে না কর রক্ষা
কে তোমা কাঙালসখা কবে ॥
দুর্দ্দণ্ড আগুন জ্বলে অগ্নি পেয়ে জউ গলে
উথলে পাবক চারি ধার ।
জউ গলি পড়ে গায় তবু বেটার বর চায়
ধর্ম্মরাজ দয়ার আধার ॥
তোমার দয়াল নামে কলঙ্ক রটিবে ধামে
প্রভু গো এ বড় মনোখেদ ।
তোমার চরণ আশে জ্বলন্ত অনলে পশে
পুড়ে মরি নাঞি তায় খেদ ॥
সামুলা সন্ন্যাসিচয় পাইয়া বিষম ভয়
অন্তরে ধিয়ায় ধর্ম্মপদ ।
অনাদ্য-চরণ সেবি গায় রামদাস কবি
নায়কের ঘুচাও বিপদ ॥

দপ দপ আগুন জ্বলিয়া পড়ে গায় ।
পুড়ে মরে তথাপি বেটার বর চায় ॥
একাকার ধুন্ধুমার অবনী আকাশ ।
পুরট পুত্তলী রামা তাহাতে প্রকাশ ॥
আমা সম অভাগিনী নাহিক ভুবনে ।
পুড়ে মরি পতিতে তরাও নিজগুণে ॥
সপাণ্ডব কুন্তীরে রাখিলে জতুঘরে ।
অভাগিনী পুড়ে মরে রাখ কৃপা করে ॥
দ্রৌপদীর লজ্জা তুমি কৈলে নিবারণ ।
অভাগীর বন্ধ্যাবাদ ঘুচাও নারায়ণ ॥
সুধন্বা পাইল রক্ষা তপ্ততৈলমাঝ ।
এবে আমা রক্ষা কর ঠাকুর ধর্ম্মরাজ ॥
এত বলি ব্রহ্মযোগে ভাবে নিরাকার ।
ভকতবৎসল মতি বুঝিল রঞ্জার ॥
পবননন্দনে ডেকে দিলেন আরতি ।
পুত্র লাগি পুড়ে মরে রাণী রঞ্জাবতী ॥
দ্রুতগতি তুমি গিয়ে রাখহ তাহারে ।
ভকত মরিলে নাম ডুবিবে সংসারে ॥
পাইয়ে প্রভুর পান বীর হনুমান ।
পিতা পুত্রে দুই জনে একই সমান ॥
চারি মহামেঘ সঙ্গে উরিল গগনে ।
হুড় হুড় ডাকে মেঘ উত্তরে পবনে ॥
সঘনে চিকুর হানে তড়িৎ প্রকাশ ।
ঘন ঘোর গর্জ্জনে গাজনে হল ত্রাস ॥
আচম্বিতে মুষলধারেতে ঢালে জল ।
ভাঙ্গিল জউয়ের ঘর নিবিল অনল ॥
বস্ত্রে না লেগেছে আঁচ না লেগেছে কালি ।
পাবকে বসিয়ে যেন ননীর পুতলী ॥
সামুলা সম্ভাষি কয় শুন ওগো দিদি ।
মঞ্চসেবা করিলে পাইবে ধর্ম্মনিধি ॥
এত শুনি সন্ন্যাসী সাংজাত করে ঘটা ।
আরম্ভে উচ্ছবানন্দ নাম দাদুড় ঘাঁটা ॥
পুরাণপদ্ধতি মত গীত বাদ্য নাটে ।
শুচি হয়ে জাগাইল কামারের কাঠে ॥
বরণ করিয়ে বৃক্ষে কাটিল কামার ।
সাজাল সন্ন্যাসী কাটি কাতি ক্ষুরধার ॥
উপরে বান্ধিল মঞ্চ দেখে লাগে ডর ।
অর্দ্ধচন্দ্রবাণ বটি অতি ভয়ঙ্কর ॥
রবির কিরণে অগ্নি উথলে প্রচণ্ড ।
ভ্রমে আসি পতঙ্গ পড়িয়ে হয় খণ্ড ॥

উৎকন্ঠ করিয়ে কেহ বিন্ধিছে রসনা।
রুধিরের অর্ঘ্য দেয় কাটিয়ে আপনা॥
স্নান করে রঞ্জারাণী দিয়ে অর্ঘ্যদান।
শ্রীধর্ম্ম উদ্দেশে পূজা কৈল সমাধান॥
ধর্ম্মপাদপদ্মে মন ভৃঙ্গ মজাইয়ে।
বলিল করুণাময়ে ব্যাকুলি করিয়ে॥
পাপিনী তাপিনী আমি অতি অভাজন।
সাক্ষাৎ হইয়া কর সন্তাপ মোচন॥
নয় অভাগীর হত্যা নাও প্রভু রায়।
কহিয়ে কোমর আঁটি ঝাঁপ দিল তায়॥
রঞ্জা বলে সাক্ষাৎ না হল ভগবান।
শালে ভর দিয়ে দিদি বিসর্জ্জিব প্রাণ॥
পুত্র বিনা সংসার শ্মশান যদি হয়।
তবে সে এ ছার তনু ধর্ম্মে করি ক্ষয়॥
সামুলা বলেন দিদি সার যুক্তি এই।
শালে ভর দিলে সাক্ষাৎ সারাৎসার সেই॥
ভক্তের মৃত্যুতে প্রভু নারিবে থাকিতে।
বাঁচায়ে পূরাবে বাঞ্ছা সেব বিধিমতে॥
দীনের দয়াল ধর্ম্মপদধ্যানে রত।
গায় কবি রামদাস গুরুপদানত॥

শালে ভর মনে গুণি সকাতরে কহে রাণী
ডাকিয়ে সাংজাত ভক্তগণ।
আমার মিনতি ধর যাও সবে নিজ ঘর
শালে ভরে ত্যজিব জীবন॥
আমার লাগিয়ে কেন সভে দুঃখ পাও হেন
প্রভু মোরে একান্ত নিদয়।
যদি প্রভুর দেখা পাই মরিয়ে বাঁচিয়ে যাই
তবে ফিরে যাব নিজালয়॥
রাখ অভাগীর বাণী বল বল দ্বিজমণি
ভূপতিকে দিও উপদেশ।
পত্নী পুত্র পরিবার সব মিছে কেবা কার
আপনি ত জান সবিশেষ॥
অধিক বলিব কি মায়া পঙ্কে পুতেছি
ভাবিয়াছি সার ধর্ম্মপদে।
কি ফল বাঁচিয়ে প্রাণে মরিব প্রভুর ধ্যানে
মজিব না সংসারসম্পদে॥
কল্যাণী মালতী সখী শুন ওগো শশিমুখী
নতমুখী হয়ে ভাব কি।
ফিরে যাও নিকেতনে প্রাণনাথ-শ্রীচরণে
অসংখ্য প্রণতি বলে দি॥
প্রাণনাথে বল' বল' অভাগিয়া দাসী মল'
বুঝায়ে প্রবোধ দিও সই।
মরমে মরমে গাঁথা রহিল মনের ব্যথা
প্রকাশিতে পারিলাম কই॥
ধর লো মাথার কিরে প্রাণনাথে সমাদরে
সযতনে করো তাঁর সেবা।
আমা ছাড়া আর অন্য তোমরা সহায় ভিন্ন
এ সংসারে আছে তাঁর কেবা॥
পিতা মাতা সহোদর মোর ভাগ্যদোষে পর
গৌড়েশ্বর না লন সংবাদ।
ভগিনী গিয়েছে ভুলে ভাই হয়ে বন্ধ্যা বলে
ভূপ সনে করেছে বিবাদ॥
যদি প্রভু মায়াধর দয়া করি দেন বর
তবে দেখা হবে পুনরায়।
শুনিয়ে কাতর বাণী নয়নে বহিল পানী
কান্দিয়া সাংজাত সভে কয়॥
তোমার যা গতি যেই আমাদেরও গতি সেই
প্রভু যাবৎ না হন সদয়।
তোমার মঙ্গল আশে পূজা যোগে পরমেশে
উদ্দেশে করিব দেহ ক্ষয়॥
কান্দে দাসী উভরায় যাবৎ শ্রীধর্ম্ম রায়
না পূরেন তব অভিলাষ।
তোমার প্রহরী ছলে বসে তব পদতলে
তাড়াইব মশা মাছি ডাঁশ॥
শুনিয়ে আনন্দ অতি হয়ে রাণী রঞ্জাবতী
আনাইল কালদণ্ড শাল।

সিন্দূর জবার ঘটা উজ্জ্বল অনলছটা
অধোমঞ্চে সাজাল বিশাল ॥
খরসান ক্ষুরধার হৃদয় কাঁপে না কার
দেখে তার ভীষণ মূরতি।
শিরীষ কুসুমদল ফুলরেণু পরিমল
সুকোমল ভাবে রঞ্জাবতী ॥
ঊর্দ্ধমুখে অর্ঘ্য দানে বিনয়ে ব্যাকুল মনে
দিবাকরে দিলেন আরতি।
হে প্রভু হে দিবাকর তুমি অন্ধকারহর
কৃপা কর আমি হীনমতি ॥
আপনি ধর্ম্মের আঁখি জগতজনের সাক্ষী
গ্রহরাজ গগনভূষণ।
অবলার ক্ষম দোষ ত্যজ প্রভু অভিরোষ
অর্ঘ্যদান করহ গ্রহণ ॥
সূর্য্যে করি অর্ঘ্যদান চিন্তে রামা ভগবান
সন্নিধান হৃদয়কমলে।
হারাইয়ে বাহ্য ভাবে মগ্ন হয়ে মহাভাবে
আত্মরূপ সঁপে ব্রহ্মমূলে ॥
... ...
ভাবেতে বিভোর রামা হয়ে চিত্তে পুত্রকামা
দয়ার ঠাকুরে করে স্তুতি ॥
তুমি শিবময় গুরু ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু
কৃপা কুরু করুণানিধান।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর জীবরূপে দেহ ধর
লীলা কর অখিলনিদান ॥
বিধি হর পুরন্দর অশেষ মঙ্গলকর
অহুত্তর তোমারই ত কায়া।
শক্তি মুক্তি গতি ভক্তি শচী শ্যামা শিবশক্তি
সাবিত্রী গায়ত্রী যোগমায়া ॥
পাপে দাও পরিতাপ পুণ্য ছলে হর তাপ
পতিতপাবন নারায়ণ।
তোমার চরণ বই অন্য অভিলাষী নই
দয়া করে দেহ দরশন ॥
তুমি যদি দয়াময় তবে কেন নিরদয়
দেখিয়ে দাসীর দুরগতি।
দিয়ে দেখা দেও বর নয় দিই শালে ভর
প্রাণদণ্ড প্রভুর আরতি ॥
তব নাম জপি মুখে মরিব অধিক সুখে
বড় দুখে এসেছি চাঁপায়ে।
তব পদ ধ্যান কর্যা শ্লাঘ্য মানি হেন মর্যা
অবনীতে নাঞি ফল জীয়ে ॥
ধেয়াইয়া ধর্ম্মরূপ ভাবে মগ্না অপরূপ
ঝুপ কর্যা ঝাঁপ দিল শালে।
বুকে পিঠে ফুটে ফার মুখে উঠে রক্তধার
হাহাকার করিল সকলে ॥
মুখে ধর্ম্ম জয় বাণী জীবন তেজিল রাণী
শালে ভর করিয়া সাধন।
অনাদ্য-চরণ সেবি গায় রামদাস কবি
যথা ধর্ম্ম তথা নারায়ণ ॥

রঞ্জাবতী রাণী মইল শালে দিয়া ভর।
সঘনে অবনী কাঁপে স্বর্গ থর থর ॥
সামুলা সাংজাত ডাকে ধর্ম্ম জয় জয়।
কাতরে কঠোর তপে ঊর্দ্ধতুণ্ডে রয় ॥
মালিনী কল্যাণী দাসী চামর ঢুলায়।
নয়নে গলিত ধারা কান্দে উভরায় ॥
স্ত্রীহত্যার পাপ শুক্ল গম্ভীর দর্শন।
ধেয়ে গিয়ে সূর্য্যরথ করে আক্রমণ ॥
তরাসে তরল পুষা ভাবে এ কি দায়।
এবা কোন্ পাপ-রাহু আইল হেথায় ॥
রথ এড়ি ধাইয়া চলিল বিষ্ণুপুরে।
পিছে পিছে ধায় পাপ ধরিতে তাহারে ॥
যেতে না পারিল পাপ বৈকুণ্ঠনগর।
পৃথিবী ভরিল পাপে কাঁপে থর থর ॥
গো-ব্রাহ্মণ-নিধন-পাপ খণ্ডন সে যায়।
স্ত্রীহত্যার নামে ধর্ম্ম আপনি ডরায় ॥
ঠাকুর বলেন ডাকি শুন বীর হনু।
ঘুরিছে বিমান মোর কাঁপে বাম তনু ॥

কেবা কোন্ ভক্ত কোথা পড়িল সঙ্কটে।
হেন কালে দিবাকর কহে করপুটে॥
তোমার বিষয়ে প্রভু মোর কাজ নাঞি।
স্ত্রীহত্যা-পাপের ভয়ে পলাইয়া যাই॥
রঞ্জায় পাঠালে মহী পূজার প্রচারে।
তিন দিন চাঁপায়ে মরিল শালে ভরে॥
গলিত হইল তনু নাঞি দিলে বর।
ধেয়ে আসে স্ত্রীহত্যার পাপ ভয়ঙ্কর॥
ঠাকুর বলেন তবে হইয়া সদয়।
কৃতার্থ করিব তারে বিলম্ব না সয়॥
রত্নময় বিমানে সগণে করি ভর।
চাঁপাই চলিলা প্রভু অতি শীঘ্রতর॥
বায়ুবেগে বিষ্ণুরথ আইল মহীতে।
বিশেষ দরিদ্র এক দ্বিজ দেখে পথে॥
মুখছবি মলিন দারুণ দৈন্যদশা।
প্রভু তারে ডাকিয়া সুধান সত্য ভাষা॥
কোথা যাও দ্বিজবর কিবা প্রয়োজন।
দ্বিজ বলে মহাশয় আমি অভাজন॥
ধর্ম্মদেবে দিব হত্যা সে বড় নিদয়।
জগতে করেছে মোরে দুঃখী অতিশয়॥
ভিক্ষার সম্বলে পুষি সুকষ্টে ভরণ্য।
দিনান্তেও ভিক্ষা মেগে নাঞি জুড়ে অন্ন॥
কাল বড় অপমান পেয়েছি ঠাকুর।
ভিক্ষা দেওা দূরে থাক্ খেদাল কুক্কুর॥
যে মোরে করিল হেন নাছের ফকির।
তারে হত্যা দিব আজি করিয়াছি স্থির॥
এত শুনি ধর্ম্মরায় হইলা সচিন্ত।
একে ত স্ত্রীহত্যার পাপ না হইল অন্ত॥
তদুপরি যদি ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়।
পাপে পূর্ণ হয়ে ধরা শীঘ্র হবে লয়॥
ঠাকুর বলেন বিপ্র কিবা অভিলাষ।
বর মেগে লও তব পূরাইব আশ॥
ব্রাহ্মণ বলেন প্রভু দাও এই বর।
পাপিষ্ঠের উড়ে যাক্ ধন রত্ন ঘর॥
বর দিতে মায়াধর ক্রোধে থায় বিপ্র।
গৃহস্থের ঘরে উপনীত হইল ক্ষিপ্র॥
সাত সহোদর তারা সাত সদাগর।
যা ছিল সকল উড়ে পড়িল সাগর॥
বর দিয়া গোসাঞি বালাই ভাবে চিতে।
পাছে বিপ্র সৃষ্টি নাশ করে এই মতে॥
এত বলি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ হরে।
সাত ভাইয়ে সর্ব্বস্ব দিলেন দয়া করে॥
সংসারে সুধন্য হইল সেই দ্বিজবর।
অন্তিমে সুগতি পেয়ে গেল স্বর্গপর॥
অতঃপর চাঁপায়ে চলিলা মায়াধর।
মায়াছলে যোগিবেশ ধরিলা ঈশ্বর॥
প্রভু কন মারুতি আরতি মোর লাও।
লোকদলে কোন ছলে সরাইয়া দাও॥
সাংজাত সন্ন্যাসী সব রঞ্জার গাজনে।
এমন সময় দেখা দিব কত জনে॥
প্রভুর আদেশ পেয়ে হনুমান চলে।
রূপী নামে বাঘী যথা আছিল জঙ্গলে॥
নিদ্রা যায় বাঘিনী নিশ্বাসে বহে ঝড়।
মাছি হয়ে কর্ণে দিল বজ্জর কামড়॥
জবারুচি আঁখি বাঘী নিদ্রা কইল দূর।
যাতনায় ছাড়ে ডাক প্রলয় প্রচুর॥
ঘোর ঘোর সঘন শবদে ছাড়ে ডাক।
চৈত্র মাসে বাজে যেন গণ্ডা দশ ঢাক॥
সাংজাত সন্ন্যাসী সব শুনিল প্রমাদ।
পাউলে পলাইয়া গেল ভাবিয়া বিবাদ॥
দাসীদ্বয় ছাড়িয়া প্রাণের মায়া মো।
কাছে বসি রহিল নয়নে মুছ্যা লো॥
ধর্ম্মধ্যানচিত্ত দেবী সামুলা সুন্দরী।
রহিল শিয়রে বসি ধর্ম্ম ধ্যান করি॥
মায়ানিদ্রা ফেলিয়া দিলেন ধর্ম্মরায়।
তিন জন তিন ঠাঞি পড়িয়া ঘুমায়॥
গর্জ্জিয়া বাঘিনী পুনঃ হইল নিদ্রাতুর।
রঞ্জার হেরিয়া দশা ব্যাকুল ঠাকুর॥

হাতে হাতকড়ি আছে বেড়ি আছে পায়।
তা দেখিয়া ঠাকুর করেন হায় হায়॥
পূজা হেতু বাছারে পাঠানু মহীতলে।
এত দুর করি কেবা প্রাণ দিল শালে॥
নিমীলিত নয়ন বসন বুকে আঁটা।
বুক ফুটে বেরিয়েছে যমদণ্ড কাঁটা॥
কোলে তুলি ভগবান্ ভকতবৎসল।
ঘুচালেন ক্রমে হস্তপদের শৃঙ্খল॥
গলিয়া গিয়াছে দেহ অতি পচা গন্ধ।
ঠাকুর বলেন মোর সুধা মকরন্দ॥
শুদ্ধ করে তনু তুলে চাঁপায়ের জলে।
কুশজল ছিটাইয়া বেদমন্ত্র বলে॥
বিষম শালের চিহ্ন সিন্দুরে ঢাকান।
রঞ্জার গায়ের মাংস ধরিল উজান॥
রস রক্ত সকলি বহিল শিরে শিরে।
পঞ্চ ভূত পঞ্চ স্থান অধিকার করে॥
পদ্মহস্ত বুলাইতে রাণী পাইল প্রাণ।
প্রাণ দিয়া ভগবান্ হইলা অন্তর্দ্ধান॥
গা তুলে বসিল রামা পাইয়া জীবন।
রামদাস গায় গীত কৈবর্ত্তনন্দন॥

উঠিয়া বসিয়া রাণী চারি পানে চায়।
না হেরি নয়নে প্রভু করে হায় হায়॥
দেবতা মনুষ্য যক্ষ রক্ষ কি কিন্নর।
মায়া করি কে আইলে গাজন ভিতর॥
যে জন জীবন দানে জিয়াল আমায়।
তেঁহ প্রভু মোর প্রতি হও বরদায়॥
যে হও সে হও প্রভু এসে দেখা দাও।
নয় অভাগীর হত্যা আরবার নাও॥
এত বলি রাজরাণী হাতে নিল ক্ষুর।
যোগিবেশে হাতে এসে ধরেন ঠাকুর॥
প্রভু কন তেজ বাছা এ দারুণ পণ।
কেন ধর্ম্মরাজে বাছা পূজ অকারণ॥
অদৃশ্য অচিন্ত্য ধর্ম্ম অনাদি অনন্ত।
তাঁহার উদ্দেশে বৃথা প্রাণ কর অন্ত॥
চিদরূপ চরণ ধ্যানে হইয়ে সন্ন্যাসী।
সহস্র বরষ আমি চাঁপাইনিবাসী॥
তথাপি তাঁহার আমি না পানু উদ্দেশ।
তাঁর তরে বাছা কেন পাও এত ক্লেশ॥
ঘটে পটে নিকটে প্রকটে যার রূপ।
অন্তরূপে অলক্ষ্যে কে বুঝে সে স্বরূপ॥
রাণী বলে বিকায়েছি ধর্ম্মপদমূলে।
মজিবে না মনঅলি অন্য কোন ফুলে॥
যে লয়েছে স্বরগের পীযূষের তার।
কাঁজির আস্বাদে কভু তৃপ্তি হয় তার॥
সারাৎসার ভাবিয়াছি ধর্ম্মপাদপদ্ম।
তাহার উদ্দেশ্যে তনু লয় করি অদ্য॥
অনাথের নাথ তিনি পতিতপাবন।
জানি জগতের তিনি একই কারণ॥
শুনিয়াছি তিনি অতি দীনদয়াময়।
ডাকিলে দিবেন দেখা হইয়া সদয়॥
এত শুনি ধন্য কন প্রভু মায়াধর।
তোমা সম নাহি ভক্ত ভুবন ভিতর॥
আমি ধর্ম্ম বর মাগ যেবা অভিলাষ।
রাণী বলে বাক্যে তব না করি বিশ্বাস॥
ফলে ফুলে যদি শোভে ঐ মৃত তরু।
তবে সে জানিব সত্য বাঞ্ছাকল্পতরু॥
ভক্তাধীন ভগবান্ ভকতবৎসল।
পলকে প্রকাশি মায়া করিলা সকল॥
মৃত তরু মুঞ্জরিল নূতন পল্লব।
পুষ্প পত্র মনোহর বিহঙ্গমরব॥
এত দেখি কহে রঞ্জা কর যোড় করি।
বৈকুণ্ঠবিহারী রূপ দেখাও কৃপা করি॥
সেই ক্ষণে হইলেন চতুর্ভুজধর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মযুক্ত চারি কর॥
পূরাতে ভক্তের আশ লক্ষ্মীকান্তরূপ।
মণিময় কণ্ঠহার হৃদয়ে কৌস্তুভ॥

নবীন নীরদকান্তি ভক্তচিত্ত-চোর।
স্তব করে রাজরাণী যুড়ি দুই কর॥
আপনি অনাথবন্ধু প্রভু দয়াময়।
তবে কেন অভাগী এতেক কষ্ট সয়॥
অবলা অবোধ আমি অধিক অধমা।
কি কহিতে জানি তব মহিমার সীমা॥
প্রভু গো তাপিনী তাপে এই বর চায়।
অন্তে যেন স্থান পাই ওই রাঙ্গা পায়॥
ভরসা ভবের আসা ভক্ত ঐ পদ।
ভাবিলে ভঞ্জন হয় সকল বিপদ॥
এত বলি রাজরাণী লুটাইল ক্ষিতি।
ধন্য ধন্য ভূপতির দারা ভাগ্যবতী॥
আশীষ করিয়া প্রভু কহেন নিশ্চয়।
পুত্র কোলে পাবে বাছা কঞ্জপতনয়॥
তোর পুত্র হবে বাছা সেবক আমার।
তাহা হইতে হবে মোর পূজার প্রচার॥
রাণী বলে সদয় যদি হইলে ধর্ম্মরাজ।
কি কব আপন দুঃখ মনে ভাবি লাজ॥
পতি মোর জরাজীর্ণ বৃদ্ধ সনাতন।
আমার বয়স হের প্রথম যৌবন॥
প্রভু কহে বাসরে নাগর সহ রণে।
রতিপতি বলিয়া স্মরিবে পঞ্চবাণে॥
মিলিবে রাজার দেহে রতিপতি কাম।
তাহাতে জন্মিবে পুত্র লাউসেন নাম॥
ভক্তের পূরায়ে আশা প্রভু অন্তর্দ্ধান।
রামদাস বিরচিল শ্রীধর্ম্মপুরাণ॥

বর পেয়ে রাজরাণী চৌদিক নেহালে।
দুই দাসী নিদ্রা যায় পড়ে পদতলে॥
শিয়রে সামুলা দেখে নাঞি বাহ্যজ্ঞান।
একে একে রাজরাণী সকলে চিয়ান॥
আশ্চর্য্য মানিয়া সভে ডাকে ধর্ম্মজয়।
সাংজাত ভকিতা সব আইল তথায়॥
দ্বিজ বলে কেমন দেখিলে জগন্নাথ।
রঞ্জা বলে যে কিছু সে তব আশীর্ব্বাদ॥
সবিশেষ বিস্তার বলিল রঞ্জাবতী।
সকলে বলিল ধন্য তুমি ভাগ্যবতী॥
অবশেষ পূজা শেষ বিসর্জ্জন ঘটে।
পণ্ডিত দিলেন ফোঁটা সভার ললাটে॥
দক্ষিণা প্রদানি দ্বিজে খুলে যোগপাটা।
আদ্যের গাজনে আজ বাদ্য ঘোর ঘটা॥
প্রভুর প্রসাদ সভে করিয়া ভোজন।
চাপিল তরণী করি শ্রীধর্ম্ম স্মরণ॥
জয় দিয়া কর্ণধার ছাড়িল তরণী।
ছুটিল নক্ষত্রবেগে সলিল-সরণী॥
ভয় নাঞি ভরসা ভবেন্দ্র অনুকূল।
সলিলসরণে ডিঙ্গা পাইল পাকুল॥
কত বন পর্ব্বত সরিৎ কত গ্রাম।
একে একে পার হল কত কব নাম॥
বহিয়ে উজান ভাটি সরিতের বুকে।
সরস্বতী পাইল কালিন্দী তরী-যোগে॥
বিদেশ বহিয়ে দেখে স্বদেশ ময়না।
আনন্দে বাজিয়ে উঠে মঙ্গলবাজনা॥
স্বদেশ পাইয়া ভুলে প্রবাসের দুখ।
চাঁদ পেয়ে চকোর যেমতি পায় সুখ॥
বান্ধিল তরণী লয়ে কালিন্দীর ঘাটে।
ধর্ম্ম জয় ডাকে কত বাদ্যভাণ্ড উঠে॥
রাজরাণী আইল যদি উঠিল ঘোষণা।
আনন্দে অবধি নাই দক্ষিণময়না॥
দাসী গিয়া রাজাকে কহিল সমাচার।
ধর্ম্মপূজা করি রাণী আইল তোমার॥
হাসি হাসি দাসীকে কহেন নরপতি।
এত দিন কোথায় আছিল রঞ্জাবতী॥
দাসী বলে চাঁপায়ে ধর্ম্মের পূজা দিল।
ঠাকুর দিয়েছে বর রাণী ঘরে আইল॥
রাজা বলে এত দিন পূজি মায়াধরে।
কেমন হয়েছে পুত্র দেখাবে আমারে॥

এত শুনি দুই দাসী হাসে খল খল।
বুড়া হলে বল বুদ্ধি যায় রসাতল॥
বৃদ্ধ হলে ভূপতি পাগল হলে পারা।
তোমার দোষ নাঞি তোমার বয়সের ধারা॥
কি বোল বলিলে রাজা খেয়ে লাজের মাথা।
তুমি হেথা রাণী সেথা পুত্র হৈল কোথা॥
উপলক্ষ্য কেবল ঠাকুর দিল বর।
বংশধর হবে বৃদ্ধ বক্ষহ বাসর॥
হেন কালে রাজরাণী নমে পতি-পায়।
আশীর্ব্বাদ করি রাজা বারতা শুধায়॥
তদবধি ভেবে প্রিয়ে তনুমাত্র সার।
জীবনবিহীন যেন মীনের আকার॥
শয়নে স্বপনে মোর গমনে ভোজনে।
কেবল তোমার কথা পড়ে মোর মনে॥
স্বামীর সম্ভাষে রাণী সুমধুর ভাষে।
নাথ হে সকল সিদ্ধ তব শুভাশীষে॥
করিনু কঠোর কত কিবা কব রায়।
কোনমতে প্রভু তায় নহে বরদায়॥
অবশেষে প্রাণ দিনু তীক্ষ্ণ শালবাণে।
যোগিবেশে এসে প্রভু জীয়াইলা প্রাণে॥
পরে পুন নানা ছলে করি বিড়ম্বন।
চতুর্ভুজ হৈলা তবে দেব নারায়ণ॥
অতঃপর অধিনীরে দিয়ে পুত্রবর।
অন্তর্দ্ধান হয়ে যান বৈকুণ্ঠনগর॥
শুনিয়ে ভূপতি অতি হৈলা হৃষ্টচিত্ত।
ভুবনে রাখিলে প্রিয়ে পরম মহত্ত্ব॥
এত বলি ভূপতি সাংজাত সর্ব্বজনে।
যথাযোগ্য তুষিলেন বসন ভূষণে॥
পণ্ডিতে দিলেন দান দক্ষিণা প্রচুর।
সামুলা আমিনী পাইল সুবর্ণের চুড়॥
অপর চেলির শাড়ী বিজুলি-বাহার।
রাণী দিল নানাবিধ রত্ন অলঙ্কার॥
আশীর্ব্বাদ করি যান আপনার ঘরে।
ইনাম অশেষ দিল নায়ের নফরে॥
ইছারাণা হাড়ি পায় সুবর্ণ তোড়র।
বালা পেয়ে ঘর গেল বাইতি হরিহর॥
অনাদিপদারবিন্দ মধুলুব্ধমতি।
গায় কবি রামদাস মধুর ভারতী॥

নবীন লাবণ্যময়ী নবীন যুবতি।
দিন দিন নব ভাব ধরে রঞ্জাবতী॥
পতির পরশরূপ তপন-কিরণে।
কমল প্রকাশে রজ উথলে সুক্ষণে॥
তিন দিন ভ্রমর বিচ্ছেদে জর জর।
পদ্মিনী পরাণে ভয় পায় গুরুতর॥
সরমে মরমে মরি একি এল পাপ।
তাপিনীর ভাগ্যে কত আর আছে তাপ॥
ঋতুমতী হৈল রঞ্জা সখীরা জানিল।
চতুর্থ দিবসে রাণী স্নানেতে চলিল॥
কস্তুরী চন্দন চুয়া তিলরস নিশা।
সংহতি সঙ্গিনী সঙ্গে ভবেন্দ্র ভরসা॥
কালিন্দী গঙ্গার জলে নামে রঞ্জাবতী।
তিন ডুব দিতে অঙ্গে প্রকাশিল জ্যোতি
স্নান করি পতির চরণে করে নতি।
রন্ধনের আয়োজন করে গুণবতী॥
সুমিষ্ট ব্যঞ্জন অন্ন রাঁধি কৈল সায়।
চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় পঞ্চ রস তায়॥
ভূপতি ভোজন করে বসিয়ে কৌতুকে।
রসিক সুরস ভাবে পেয়ে রসিকাকে॥
থাকিতে অধরসুধা বদনকমলে।
অন্নরসে প্রেয়সি কভু কি মন ভুলে॥
পাইলে পদ্মিনী বন্ধু মধুর দর্শন।
অন্য রসে অভিলাষ করে কি কখন॥
কামের কামুক ভুরু করিয়ে সন্ধান।
খঞ্জননয়নে ক্ষেপ কটাক্ষের বাণ॥
ওই দেখ মধুকালে যত মধুকর।
মধুপান করে বসে ফুলের উপর॥

নবীন রসালাঙ্কুরে রসে সুরসিক।
প্রিয়া সহ প্রেমালাপ করিতেছে পিক॥
অধিক বলিব কিবা তুমি রসবতী।
সুরস ভোজনে অঙ্গে সুখোদয় অতি॥
রসের নাগর রায় জানে কত ছলা।
ভাবের ভাবিনী তায় সহজে অবলা॥
ফুটিল লজ্জার হাসি পক্ক বিম্বাধরে।
ঝাঁপিল বদনচন্দ্র বসন অম্বরে॥
সে বিভাবিভাবে যেই ভাব আবির্ভাব।
সুপ্রেমিক বিনে তার কে বুঝিবে ভাব॥
বীণাবেণুনিনাদ বিষাদ ভাবে স্বরে।
রসিকা সুরস ভাষে রসিক নাগরে॥
পরিমলপূর্ণ যদি অরবিন্দ ফুটে।
ষট্ ষট্পদ তার মকরন্দ লুটে॥
পদ্মিনী কখন যদি করে অনুযোগ।
ভ্রমর ছাড়ে কি তার স্বভাব সম্ভোগ॥
রসিকার রহস্যেতে রসিকের হাস।
নাগর নাগরী নব নব পরিহাস॥
ডুবিল পদ্মিনীসখা পশ্চিমের পারে।
কুমুদিনীকান্ত জাগে গগন উপরে॥
দাসীদেরে নিকটে ডাকিয়া অনন্তর।
ইঙ্গিতে প্রকাশে রাণী বঞ্চিব বাসর॥
আনন্দে প্রবেশে দাসী বাসরমন্দিরে।
জ্বালিয়া রতনদীপ সুপ্রদীপ করে॥
সুখদ শয়নশালা নয়নমোহন।
কপাট কাঠাম তার সুগন্ধি চন্দন॥
কত কাচ কাঞ্চন রঞ্জন চারুশিলা।
ঝক্‌মক্ করে কত আঁধারে উজলা॥
স্থানে স্থানে হিরা মণি মুকুতার পাঁতি।
গগনের তারা যেন রাখিয়াছে গাঁথি॥
মল্লিকা মালতী মালা কেতকী কৌতুকী।
দুলাল বকুল বেল চাঁপা চন্দ্রমুখী॥
যথাযোগ্য সাজায়ে করিল পরিপাটী।
ছড়াইয়ে চন্দন নন্দন কৈল মাটি॥

পুরট পালঙ্ক পাতে অনঙ্গমোহন।
রচিল বিনোদ লাগি বিনোদ শয়ন॥
পাটের মশারি তায় বিজুরির হার।
বিছাইল পরিপাটি পাটি পরিষ্কার॥
দুকূল পাছড়া পাতে পাটের খোপনা।
শয়ন সুনির পরে যেন পয়ঃফেনা॥
কস্তুরি চন্দন চুয়া রাখে বাটা ভরি।
পুরট সাপুড়া পুরা তাম্বুলের বিড়ি॥
সুচন্দ্র ময়ূরপাখা চামর সুন্দর।
শর্করা সন্দেশ সেবা স্নিগ্ধ ক্ষীর সর॥
কর্পূরমিশ্রিত বারি অতি সুশীতল।
সে শোভা নেহারি কত যোগী টলমল॥
বাসরের শোভা হেরে দাসীর মন হরে।
কাতর হইল অতি কন্দর্পের শরে॥
অপরূপ নিধুবন রমণীর ছলা।
দোঁহে দোঁহাকার ধরে জড়াইয়া গলা॥
উরসিজ অম্বুজ কলিকা করে কর।
ধরাপর ধরাধর অধরে অধর॥
চন্দ্রমা লাগিয়া যেন চকোরীর দ্বন্দ্ব।
ঘন ঘন জঘন চরণ পরিবন্ধ॥
আলিঙ্গন সহযোগে সুরতসম্ভোগ।
অবশেষে পরস্পর হয় অনুযোগ॥
হাসি হাসি রাজা যথা করিল গমন।
বাসর সাজানু রায় কর গে শয়ন॥
পালঙ্কে বসিতে রাজা অনঙ্গে অবশ।
নিদ্রার পসার যথা প্রাচীন বয়স॥
ঢলে পড়ে শয়নে এলায় সর্ব্ব গা।
নিদ্রায় কাতর রাজা মুখে নাঞি রা॥
ভূপতি যামিনী যামে ঘুমে দিল মন।
কবিবর ভাবে হায় এ কি অলক্ষণ॥

নাগর নিদ্রার ঘোরে দাসী এসে ত্বরা করে
নাগরীরে সুবেশে সাজায়।

আঁচুড়ি চাঁচর কেশ বেণী বিরচিল বেশ
লাজে ফণী কুণ্ডলিনী তায় ॥
বেণীশিরে দিল মণি ফণী শিরে অনুমানি
কনকচম্পক দুই পাশে।
নানাবিধ পরিবন্ধ সুগন্ধি স্নেহের গন্ধ
মকরন্দ ভাবি অলি আসে ॥
মণি-মুকুতার মালা কবরী বেড়েছে ভালা
উজলা আকাশধনু ছটা।
সীঁতায় সিন্দুরশোভা নব ঘনে ক্ষণপ্রভা
ললাটে প্রভাত-রবি ফোঁটা ॥
শুক-নাসা আশামূলে হীরার বেসর দোলে
চাঁদ কোলে চকোরীর খেলা।
অলকার মাঝে মাঝে গোরোচনা-বিন্দু সাজে
মেঘ মাঝে তারকার মেলা ॥
প্রবাল-লোহিতাধরে তাম্বূলের রাগ ধরে
পক্ক বিম্বে শুকচঞ্চু যোগ।
তাম্বূলে দশন রঞ্জে সিন্দুরে মুকুতা গঞ্জে
বীজপুরে করে অনুযোগ ॥
বদনমণ্ডল-শোভা তাহারে বাখানে কেবা
চাঁদ কি তুলনা তার হয়।
লোচন খঞ্জন তুল শ্রুতিমূলে হীরা দুল
ভুরুযুগে ভ্রমর খেলয় ॥
সুধামাখা বাক্যি ছাঁদে কোকিল বসিয়া কাঁদে
বীণা বেণু পায় অপমান।
হাসিতে মুকুতা খসে মদনের মন রসে
কটাক্ষে যোগীর ভাঙ্গে ধ্যান ॥
করে শোভে বাজুবন্ধ হীরা মণি পরিবন্ধ
মণিময় কেয়ূর কঙ্কণ।
নবীন চাঁপার কলি পরিপাটি করাঙ্গুলি
কনক অঙ্গুরী সুশোভন ॥
গলে গজমতি হার হীরা মণি মাঝে তার
বিধু বিন্দু মাণিক মাদুলি।
পরশে পতির কর প্রকাশয় পয়োধর
নানা চিত্রবিচিত্র কাঁচুলি ॥
করিকর রম্ভা তরু জিনিয়া যুগল উরু
সুবলিত সুলক্ষণ অতি।
চরণকমল-দলে নখমণিখণ্ড জ্বলে
সুরঞ্জিত অলক্তের দ্যুতি ॥
পরিধান পাটশাটী অঙ্গে শোভে পরিপাটি
নীলাম্বর প্রভাত পূষায়।
করে ধরি ফুলমালা প্রবেশে শয়নশালা
কবি রামদাস রস গায় ॥

কাছে বসি করে রম্ভা পদসম্বাহন।
কপাটের আড়ে রহে দাসী দুই জন ॥
চরণ চাপিয়া পতির গায়েতে দিল হাত।
রাণী বলে গা তোল গা তোল প্রাণনাথ ॥
গা তোল হে প্রাণনাথ ধর খাও গুয়া।
গায়েতে চন্দন দিল মিশাইয়া চুয়া ॥
চুয়া দেয় গায় ঢেলে চন্দনের ছড়া।
গঙ্গাজলে ভাসে যেন ঠিক বাসি মড়া ॥
উঠ উঠ বলিয়া ডাকিছে কাণে কাণে।
ভাত ঘুমে পড়ি রাজা কিছুই না জানে ॥
হইলে বয়স ভাটি সব হয় খাট।
রাজা বলে রূপসী খানিক কাল কাট ॥
এত বলি বুড়া রাজা ঘুমে দিল মন।
রতিপতি বলি রাণী করিল স্মরণ ॥
পালিতে প্রভুর আজ্ঞা রতিকান্ত স্মর।
বৃদ্ধ রাজার শরীরে আসিয়া করে ভর ॥
গা তুলিল বুড়া রাজা দুই প্রহর রাতি।
পালঙ্কে বসিল যেন মদমত্ত হাতী ॥
দেখিয়া রাণীর রূপ বুড়া রাজা হাসে।
চাঁদ পেয়ে রাহু যেন গরাসিতে আসে ॥
রাণীকে করিয়া কোলে দিল আলিঙ্গন।
মদনে মাতিয়া করে বদন চুম্বন ॥

কত ছলা করে রাণী বিবিধ প্রবন্ধ।
বুঝিবে রসিক জনা আনে লাগে ধন্ধ॥
কহিতে সে সব কথা নাহিক জুয়ায়।
ধরিয়া কমলকলি কাঁচুলি খসায়॥
মদনে স্মরিয়া মনে করে রসকেলি।
পদ্মফুল পেয়ে যেন মেতে গেল অলি॥
রমণী রতির সুখ জানিল রমণে।
পূরিল মনের আশা রতি সহ রণে॥
অলসে আবেশ রায় পড়িল ঢলিয়া।
সামোটে বসন রাণী সরম পাইয়া॥
খস্যা গেছে কেশবেশ বসন ভূষণ।
সুগন্ধ জলেতে করে বদন শোধন॥
রাজা রাণী শয়নে রহিল বাসঘরে।
শালে ভর পালা সাঙ্গ হইল এত দূরে॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্য-মঙ্গল॥

ইতি অনাদি-মঙ্গল মহাকাব্যে শালে ভর পালা নামে পঞ্চম কাণ্ড সমাপ্ত॥

ষষ্ঠ কাণ্ড

লাউসেন জন্ম ও চুরিপালা

প্রণমহ পরমারাধ্য পরম ঈশ্বর।
পতিতপাবন প্রভু দয়ার সাগর॥
রামরাত্রি পোহাইল অরুণ উদয়।
দেখিতে দেখিতে বেলা হইল দণ্ড ছয়॥
তখনও রাজরাণী বাসরে ঘুমায়।
শিয়রে বসিয়া দাসী কল্যাণী চিয়ায়॥
গা তুলিয়া রাণী কৈল স্নান আয়োজন।
স্নান করিবারে চলে সঙ্গে দাসীগণ॥
তৈল হরিদ্রা চুয়া চন্দন আমলকী।
লইল সুগন্ধি দ্রব্য হইয়া কৌতুকী॥
শ্রীধর্ম্ম ভাবিয়া রামা জলে ডুব দিল।
কাঁচা সোনা-রুচি জিনি অঙ্গজ্যোতি হইল॥
অর্ঘ্য দানে পূজিল ঠাকুর যুগপতি।
গলায় বসন দিয়া রাণী করে স্তুতি॥
ওহে ধর্ম্ম ঠাকুর দীনেরে দয়া কর।
কপট ত্যজিয়া দাও এক পুত্র বর॥
এত যদি রঞ্জাবতী করিল স্মরণ।
হেন কালে বৈকুণ্ঠে জানিল নারায়ণ॥
ঊনকোটি দেবতা বসে বৈকুণ্ঠ ভুবন।
বরুণ কুবের শিব যম হুতাশন॥
প্রজাপতি পুরন্দর পবন সহিত।
বীণা হাতে নারদ আপনি উপস্থিত॥
মৃদু মন্দ শুনি শিঙ্গা ডম্বুরের নাদ।
পঞ্চমুখে গান শিব রাধার বিষাদ॥
একমুখে আলাপ দুমুখে শ্রুতিধরে।
আর দুটী বদনে গোবিন্দনাম করে॥
কপালে তিলকচাঁদ ফণী অনুকূল।
শিবের কাণেতে শোভে ধুতুরার ফুল॥
এইরূপে বায় দিলা যত দেবগণ।
হেন কালে আপনি কহেন নারায়ণ॥
আমার পূজার হেতু কোন্ মহাজন।
রঞ্জাবতীর গর্ভে গিয়া লভিবে জনম॥
এত শুনি দেবসভা হইল হেঁটমাথা।
দেবতা মনুষ্য হবে অসম্ভব কথা॥

কলিতে নিন্দিত হবে যত দেবগণ।
দেবতা মনুষ্য হবে এ কথা কেমন॥
এত শুনি হনুমান কহে যোড়করে।
কশ্যপের পুত্র যাক অবনী ভিতরে॥
কশ্যপনন্দন শুনি মনোদুঃখে কাঁদে।
কোন্ পাপে পড়ি গিয়া সংসারের ফাঁদে॥
প্রভু বলে ভয় নাই অবনী যাও তুমি।
অনুগত তোমার সংহতি রব আমি॥
ব্রহ্মার শক্তি নাঞি পশ্চিম উদয় দিতে।
ধর্ম্মপূজা প্রকাশ হইবে তোমা হইতে॥
অতঃপর মুনিপুত্র ত্যজিল জীবন।
অবনীতে জন্ম লইতে করিলা গমন॥
দুই নারিকেল প্রভু দিয়া হনুমানে।
কহিলেন ভাসাও লয়ে কালিনী উজানে॥
শুনিয়া পবনসুত নারিকেল নিল।
কালিনী নদীর জলে ভাসাইয়া দিল॥
ধর্ম্ম ধ্যায়ে জলে যথা দাণ্ডাইয়া সতী।
উজান বহিয়া ফল গেল শীঘ্রগতি॥
ফলিল প্রভুর বাণী ভাবি নৃপদারা।
আনন্দে নয়নে কত বহে অশ্রুধারা॥
বড় নারিকেল ধরি সূর্য্যে অর্ঘ্য দিল।
ছোট নারিকেল রাণী আপনি খাইল॥
গর্ভবাসে জন্ম নিল কশ্যপতনয়।
তা দেখিয়া বৈকুণ্ঠে নাচেন মায়াময়॥
প্রথম মাসের গর্ভ প্রকাশ না জানি।
পথে যেতে লোক সব করে কাণাকাণি॥
দুই মাস নিবড়িল তিন মাস পায়।
পাইলে শীতল মেজে পড়িয়া ঘুমায়॥
সঘন মুখেতে জল ঘন উঠে হাই।
কি দশা অন্তরে মেনে দিলেন গোসাঞি॥
ক্ষীণ কটি স্থূল হল উদর হল উচ।
হইল মলিন মুখ ঘন দুই কুচ॥
চারি মাসে চঞ্চল হইল বিধুমুখী।
সর্ব্বদা সুরস সঙ্গ পাইলে বড় সুখী॥
পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত খায় রাজরাণী।
মনঃসাধ খেতে চায় সাঁতোলা আমানি॥
মনঃসাধ সদাই খাইতে চায় খই।
করঞ্জা অম্বল তায় আর জোঁদা দই॥
ছয় মাসে শিশুর হইল পূর্ণ অঙ্গ।
আনন্দ অবধি নাঞি নব রস রঙ্গ॥
ময়না নগরে মহা আনন্দের ধ্বনি।
শালে ভর দিয়া গর্ভবতী হইল রাণী॥
সাত মাসে সাত ভাজা দিল অন্ন জন।
রাজা দিল রাণীকে অনেক আভরণ॥
ইষ্টবন্ধু কুটুম্ব বান্ধব আদি যত।
ভোজ্য সাধ ভুঞ্জাতে আনিল নানামত॥
কত কব লেখাজোখা নাহিক তাহার।
একো একো জনা আনে শত শত ভার॥
নয় মাস নিবড়ে উপনীত দশ মাস।
প্রসববেদনা আসি হইল প্রকাশ॥
খসে পড়ে কোমর দুখায় সর্ব্ব গা।
মেঝেতে পড়িয়ে বলে মরি ওগো মা॥
হীরে দাই ধেয়ে এল সূতিকার শালে।
পেটে তৈল জল দিয়া হীরে দাই বলে॥
প্রথম পোয়াতী হল সবগুলি ঠেঁটা।
এখুনি প্রসব হবে চাঁদপারা বেটা॥
দণ্ড চারি তোমারে ঠেকিবে এসে দুখ।
পাসরিবে দেখিয়ে বেটার চাঁদমুখ॥
রাণী বলে দিদি গো আর কত বা সহিব।
এমন জানিলে কেন শালে ভর দিব॥
প্রসবব্যথায় রাণী অতি কষ্ট পায়।
জননীজঠরে শিশু আঁখি নাঞি চায়॥
ধ্যানমগ্ন আছে শিশু জানি নারায়ণ।
চিয়াতে বৈষ্ণবী মায়া পাঠাল তখন॥
ভূমিষ্ঠ হইয়ে শিশু পড়ে ভূমিতলে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গড়াগড়ি বুলে॥
প্রসন্ন হইল পৃথ্বী দেবের উল্লাস।
দাই বলে রাণী গো পুরিল অভিলাষ॥

তুলিয়া রাখিল লয়ে কাঞ্চনের থালে।
চন্দ্রকান্ত মাণিক জিনিয়া অঙ্গ জ্বলে॥
নাড়ীচ্ছেদ করি দিয়া করাইল স্নান।
চালের খড়েতে আঁতুড় জ্বালায় সাবধান॥
দাইকে পরিতে দিল জোড়া পাটশাড়ী।
গলায় হেমহার দিল কানে কনককড়ি॥
বুড়া রাজা সমাচার পাইল দেয়ানে।
দুহাতে বিলায় ধন যত আসে মনে॥
বেদবিধি যতেক আছিল কুলধর্ম্ম।
যতনে সাধিল রাজা যত জাত-কর্ম্ম॥
প্রতি ঘরে তৈল বিলায় প্রতি ঘরে মাছ।
প্রতি ঘরে বসন ভূষণ নানা সাজ॥
পথেতে পথিক যায় ফিরাইয়ে আনে।
তৈল হরিদ্রা মাথায় সোনা দেয় কানে॥
রজক নাপিতে রাজা দিল জামা জোড়া।
ভাটকে বক্সিস্ হোল টাঙ্গোনের ঘোড়া॥
শুভক্ষণে দেখে রাজা পুত্রের বদন।
বুড়া কালে বেটা হল আনন্দিত মন॥
আনন্দ অবধি নাঞি ময়না নগরে।
গোকুলে গোয়ালা যেন নন্দের দুয়ারে॥
আনন্দ বাধাই যেন কৃষ্ণের জন্মেতে।
গোবিন্দ দেখিয়ে নন্দ লাগিল নাচিতে॥
জনম সফল হৈল বলে নন্দরাণী।
গোকুলসম্পদ্ বিধি মিলাইল আনি॥
সানন্দে চুম্বিতে রঞ্জা পুত্রের বদনে।
চাম্পায়ে প্রভুর আজ্ঞে পড়ে গেল মনে॥
রঞ্জা বলে মোর পুত্র লাউসেন নাম।
রূপে গুণে কেবল যেন অযোধ্যার রাম॥
দাসী দিয়ে রাজাকে বলেন ফিরে দিয়া।
গোউড় নগরে লোক দেহ পাঠাইয়া॥
এত শুনি সেন রায় আনন্দিত হৈল।
মসীপত্র লয়ে রাজা লিখিতে বসিল॥
স্বস্তি আদি লিখে যত পত্রের বিধান।
মহারাজা মহাশয় সাগর সমান॥
লিখিল মঙ্গল পাঁতি পাত্র বরাবর।
বারতা লিখিল গৌড়ে জাতি ষোল ঘর॥
বার দিন মাসের তারিখ দিল তায়।
মনে করে গৌড় নগরে কেবা জায়॥
রজক নাপিত দোঁহে করিল গমন।
পথের সম্বল কড়ি দিল বার পণ॥
রামদাস নাপিত রজক চিনিবাস।
বিদায় হইয়া যায় মনেতে উল্লাস॥
পার হল কালিন্দী পদুমা দরশন।
রাঙ্গা মেটে ছাড়াইল দেখিল উচালন॥
মুণ্ডমালা আমিনী করিল পাছুযান।
ছাড়াইয়া গেল তবে দেশ বর্দ্ধমান॥
দেখাদেখি কর্জ্জনা রাখিল কত দূরে।
কামুত্যাগ এড়াইয়ে গেল বাদলপুরে॥
ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার।
উপনীত হল গিয়ে রাজদরবার॥
বার দিয়ে বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর।
অনেক পণ্ডিত বসে দরবার ভিতর॥
ষোল পাত্র বসিয়াছে পাঠক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণকথা শুনিতে রাজার গেছে মন॥
বসুদেব দৈবকী যে কালে কারাগারে।
গোবিন্দ জনম লৈল গোকুল নগরে॥
ভূমিষ্ঠ হইল হরি কোলে করে নিল।
যমুনা পেরুয়ে নন্দের গোকুল লয়ে গেল॥
এই উপাখ্যান শুনে রাজা গৌড়েশ্বর।
রজক নাপিত গেল তার বরাবর॥
পাঁতি দিয়ে রাজাকে করিল নমস্কার।
কর্ণসেনের পুত্র হল কর আশীর্ব্বাদ॥
রাজাকে কহিয়ে তবে মহাপাত্রে কয়।
তোমার ভাগিনার কথা জানিবে মহাশয়॥
পড়িয়ে মঙ্গলপাঁতি রাজা হরষিত।
রাজপুরে উঠিল কত আনন্দের গীত॥
গায়ে হতে জামা জোড়া খুলে সব দিল।
তখনি টাঙ্গোন ঘোড়া পুরস্কার হল॥

কর্ণসেনের জাতি আর ছিল যত জন।
টাকা সিকি প্রভৃতি কনক আভরণ॥
বোনের হৈল বেটা রাণী হৃষ্ট হৈয়া।
বসন ভূষণ পাঠান দাসীদের দিয়া॥
বসনে বাঁধিল বোঝা রজক নাপিত।
গায় কবি রামদাস ধর্ম্মের সঙ্গীত॥

শালে ভর দিয়ে রঞ্জা হল পুত্রবতী।
আনন্দ বাধাই লয়ে চলিল রমতী॥
রজক নাপিত দোঁহে করিল গমন।
পাত্র মাহুদিয়া ভাবে মনে মন॥
প্রতিজ্ঞা করিনু এখন বাক্য কোথা রয়।
লাউসেন ভাগিনা হল কি হবে উপায়॥
যে হয় উচিত পাছু করিব বিধান।
রজক নাপিত বেটার করি অপমান॥
দরবার হইতে বিদায় লয়ে ত্বরা।
দড়বড়ি দিগার পাঠাল চাপি ঘোড়া॥
ন কড়ি রজক নাপিত লয়ে যায়।
মেরে ধরে কাড়ি লহ আমার আজ্ঞায়॥
আজ্ঞা পেয়ে ধাইল নামেতে বক্সিজিরে।
ধাইল দক্ষিণ মুখে হাতে অসি ধরে॥
মনঃসুখে রজক নাপিত করে গতি।
ধাওাধাই আগুলিল দিগার দুর্ম্মতি॥
কেড়ে নিল বসন যতেক ছিল গায়।
রজক নাপিতে ধরি পড়িয়া কিলায়॥
বাজুবন্দ সুবর্ণ সকল কাড়ি লয়।
ডাকাডাকি দুজন রাজার দোহাই দেয়॥
রজক নাপিত দোঁহে পলাইল ঘর।
ভায়ের গুণ শুনে রঞ্জা কপালে হানে কর॥
দুষ্টমতি মহাপাত্র মনে যুক্তি করে।
কোন্ মতে ভাগিনা পাঠাই যমঘরে॥
রাজার অন্তরে আগে জন্মাই বিরাগ।
পশ্চাৎ ঘুচাব ভাগিনা সম্বন্ধের দাগ॥

পাত্র বলে মহারাজ শুন মন দিয়া।
ধন বিলাইলে রাজা কিসের লাগিয়া॥
তোমার রিপু হল রাজা রঞ্জার নন্দন।
তার হাতে হবে রাজা তোমার মরণ॥
দৈবকীনন্দন যেমন কংস রাজার অরি।
লাউসেন নিবে তোমার ধন প্রাণ হরি॥
অতেব ভূপতি তুমি শুন মন দিয়া।
ময়না নগরে চোর দেহ পাঠাইয়া॥
চুরি করে এনে দিকু লাউসেন রায়।
পশ্চাৎ বিহিত যাহা করিব উপায়॥
রাজা বলে শুভকামা তুমি চিরকাল।
সাবধান ভাই পরে না ঘটে জঞ্জাল॥
পাত্রের হুকুম পেয়ে চোর চারি জনে।
বিদায় হইয়া চলে অতি সঙ্গোপনে॥
সন্ন্যাসীর বেশে চারি কোটাল দুরন্ত।
দক্ষিণময়না মুখে ধাইল তুরন্ত॥
দেখাদেখি কর্জ্জনা করিল পাছুয়ান।
উপনীত হল এসে দেশ বর্দ্ধমান॥
সত্বর গঙ্গা দামোদর তড়ে হয়ে পার।
উত্তরিল উড়ের গড় পবনের ধার॥
দেখিল কালিন্দী গঙ্গা দুকূল গভীর।
রাজহংস খেলা করে কোথা মন্দ নীর॥
মেট্যা বলে এমন গড় কোথা নাঞি দেখি।
উড়ে যেতে না পারে উপরে কাক পাখী॥
এমন দুষ্কর গড় কেমনে দিব হানা।
কেমনে করিব চুরি পাত্রের ভাগিনা॥
মহামায়া ভাবিয়া কালিন্দী হয়ে পার।
ময়না নগরে পশে বেলা নাঞি আর॥
বেলা নাঞি বিস্তর পতঙ্গ পানে চায়।
আসন করিয়া বসে বকুলতলায়॥
মারীচ সমান সূত্র করিল আরম্ভ।
কালিন্দী গঙ্গার তীরে চোরেদের দম্ভ॥
নিদে বলে দেবীপদ পূজি এস ভাই।
এ কাল বিপত্তিবারি তবে তরে যাই॥

হাঁসিল করিলে কার্য্য বিশেষ সন্ধান।
নতুবা রাজার ঠাঞি যাইবে পরাণ॥
উভয় সঙ্কট ভাবি পূজে মহামায়া।
সচন্দন জবাদল উপচার দিয়া॥
কাল বর্ণ ছাগল করিল বলিদান।
মহাবিদ্যা জপ করে হয়ে সাবধান॥
মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা।
স্মরণ করিতে দেবী হল উপনীতা॥
বর মাগ বাছা রে বলিলেন বাশুলী।
স্তব করে নিদে মেট্যা হয়ে কৃতাঞ্জলি॥
নম নম জয় জয় যশোদানন্দিনী।
কংসের বিনাশকালে শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী॥
সংসারের সার মা তোমার রাঙ্গা পা।
পড়েছি বিপদ ঘোরে পার কর মা॥
ভবানী বলেন বাছা চাহি লও বর।
আর কেন স্তব কর ধূলায় ধূসর॥
নিদে বলে মহামায়া তোমার কৃপায়।
চুরি করে লয়ে যাব লাউসেন রায়॥
লাগিবে নিছুটী ঘোর ঘুমে অচেতন।
সিঁদ কেটে লয়ে জাব রঞ্জার নন্দন॥
এত শুনি ভবানী হইল হেঁটমাথা।
ওই বর দিতে বাপু আমি নই দাতা॥
নিদে বলে আজ্ঞা কর যাই চুরি করে।
দেবী বলে দৈব হেতু হারাবে তাহারে॥
বর দিয়ে মহামায়া হইলা অন্তর্দ্ধান।
নিদে মেট্যা করে তবে পুরেতে পয়ান॥
বাম হাতে তুলে নিল ইন্দুরের মাটি।
সাত বার তাহাতে ছোঁয়ায় সিঁদকাটি॥
শুন রে ইন্দুরমাটি বাক্য শুন মোর।
ময়না নগর জুড়ে লাগ আঘোর ঘোর॥
শয়নে গমনে আর বসে যেবা খায়।
দোহাই কালীর আজ্ঞা নিছুটী পড়ে তায়॥
ছ মাসের নিদাটি যদি না লাগে হেতাই।
ভোজরাজের আজ্ঞা কুম্ভকর্ণের দোহাই॥

মন্ত্র পড়ি ফুঁক দিয়া উড়াইল মাটি।
ময়না নগরে ঘোর পড়িল নিদাটি॥
ঘুমায় বনের পশু পক্ষী বৃক্ষডালে।
মকর কুম্ভীর মীন নিদ্রা যায় জলে॥
পড়ুয়া পণ্ডিত আর পসারি পাটারি।
যুবতি যুবক ঘুমায় হাটুয়া বাজারি॥
কর্ণসেন রাজা ঘুমায় হয়ে অচেতন।
কল্যাণী মালতী আদি ঘুমায় সর্ব্বজন॥
রঞ্জাবতী ঘুম যায় সূতিকার শালে।
ছয় দিনের পুত্র তার লাউসেন কোলে॥
দুয়ারে দুয়ারী সব পড়িয়া ঘুমায়।
কপাটে লাগিল খিল ধর্ম্মের মায়ায়॥
রাজার দুয়ারে চোর দিল দরশন।
শ্রীধর্ম্মপুরাণ কবি রামবিরচন॥

দুয়ারে কপাট বন্ধ দেখি চোরগণ।
উপায় চিন্তিল কিসে প্রবেশে ভবন॥
নেড়ে চেড়ে দেখে তখন কপাটেতে খিল।
চলে যেতে নারে তায় দুরন্ত অনিল॥
নিদে মেট্যা মনেতে ভাবিয়া গঙ্গমাতা।
যোগিনীর হাড়খানি বার করে তথা॥
কপাটে তুলিয়া দিল যোগিনীর হাড়।
কালিকা দেবীর দোহাই কপাটের খিল ছাড়॥
আপনি খুলিয়া দিলেন ব্রহ্মার জননী।
পাইল মহল চোর প্রসন্ন সরণি॥
রাজার মহলে চোর চারি পানে চায়।
প্রবাল মুকুতা হীরা গড়াগড়ি যায়॥
পথে যেতে নানা স্থানে জ্বলে রত্নমণি।
চোর বলে সবা হতে এই বেটা ধনী॥
মরকতমণ্ডিত মহা মোহন মন্দিরে।
রঞ্জাবতী ঘুম যায় নিছুটীর ঘোরে॥
কেবল খেলিছে শিশু কনককমল।
রূপে ঘর আলো করে হাসে খল খল॥

রূপ দেখে চোর সব ভাবে মনে মন।
যশোদার কোলে যেন নন্দের নন্দন॥
অপরূপ রূপ দেখে প্রসন্ন মূরতি।
প্রভাতকমল কিবা জলধরপতি॥
অঙ্গের গঠন চারু হস্ত পদাঙ্গুল।
তনুরুচি শোভা করে সোন্দালের ফুল॥
রূপ দেখে বিচার করিল চোর সব।
সাক্ষাৎ দেবতা শিশু মায়ায় মানব॥
গোবিন্দ আনিতে যেন অক্রূরের ভাগ্য।
পাত্রের আজ্ঞায় মোরা মানিলাম শ্লাঘ্য॥
নিদে মেট্যা বলে ভাই ছাড় দয়া মায়া।
নতুবা মারিবে পাত্র সব ছেল্যা মেয়্যা॥
পাপপুণ্য অতেব পাত্রের লাগে দায়।
চুরি করে লয়ে যাই লাউসেন রায়॥
এত বলি শিশুকে তুলিয়ে নিল কোলে।
সরোবরে মালী যেন পদ্মফুল তুলে॥
বাহির বাজারে চোর চঞ্চল চরণে।
লাউসেনে কোলে লয়ে গেল ততক্ষণে॥
লেগেছে নিছুটি ঘোর কেহ নাহি জাগে।
লুট করে লয় যাহা পায় পুরোভাগে॥
দোকানী দোকানকোণে যায় গড়াগড়ি।
চিড়া মুড়ি নাড়ু বান্ধে বিছায়ে পাছুড়ি॥
আনন্দে লইল বাকি আর যত পায়।
কালিন্দী হইয়ে পার গৌড়মুখে ধায়॥
ব্রহ্মপুর ছাড়ায়ে পদুমা দরশন।
রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়ে গেল উচালন॥
মুণ্ডমালা আমিলা করিল পাছুয়ান।
ছাড়াইয়ে গেল তবে দেশ বর্দ্ধমান॥
ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে দিল দরশন।
হেনকালে বেলা উদয় হইল তখন॥
চোর বলে চিড়া মুড়ি বয়ে কষ্ট পাই।
নদীজলে স্নান করে আগে এস খাই॥
সেনের বদন দেখে করে হায় হায়।
রাজার চাকরি করি বৃথা কাল যায়॥
মেট্যা বলে শিশুটীকে কোলে আন ভাই।
হাপুতীর বাছার বদনে চুম্ব খাই॥
নিদে বলে ফেলাইয়ে রাখ বেণাবনে।
গোটা চারি কাছাড়ে নয়ত মারি সেনে॥
ছাঁচি বেণাবন তায় উচ্চ চারি হাত।
তার উপরে বিছাল বসন পারিজাত॥
তার উপরে লাউসেনে থুইল যতনে।
ছায়া করে দিল ঢাল পাছুরি বসনে॥
বাঁজিবেণাবনে সেন ঘুমে দিল মন।
স্নান করে চোর সব আনন্দিত মন॥
ঘাটে ফেলে হেত্যার যতেক কোমরবন্ধ।
স্নান করে চোর সব পরম আনন্দ॥
কেহ স্নান দান করে কেহ করে তপ।
কেহ স্নানমন্ত্র পড়ে কেহ করে স্তব॥
কালিন্দীর মাটি এনে কেহ করে ফেঁটা।
ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে চোরেদের ঘটা॥
মধ্যখানে বিছাইল পাটের পাছুড়ী।
ভোজনে মজিল লয়ে চিড়া নাড়ু মুড়ি॥
কৌতুক করিয়ে সবে রামরস খায়।
ক্ষুধায় কাতর কাঁদে লাউসেন রায়॥
অন্তর্যামী অন্তরে জানিলা নারায়ণ।
পবননন্দনে ডাকি কহেন তখন॥
চুরি করে লয়ে যায় রঞ্জার কুমার।
ক্ষুধায় কাতর শিশু বহে অশ্রুধার॥
ধর্ম্মের সেবক বলে আমি ব্যথা পাই।
যাত্রা কর এখনি শিশুর মুখ চাই॥
কালে কালে করি বীর ভরসা তোমার।
তোমার কল্যাণে হল সীতার উদ্ধার॥
লক্ষ্মণের শক্তিশেলে তুমি প্রাণদাতা।
লাউসেন সঙ্কটে রাখ ঝাট গিয়ে সেথা॥
এত শুনি শঙ্করচিল হইল হনুমান।
আকাশে মিলিয়া পক্ষ বায়ুবেগে ধান॥
চিল হয়ে লাউসেনে তুলে লইল কোলে।
পুকুর গাবালে যেন পক্ষী লয় চিলে॥

অর্জ্জুন সারথি নাথ রথে আছে চেয়ে।
লাউসেন কোলে বীর তথা গেল ধেয়ে॥
ধর বলে লাউসেনে কোলে এনে দিল।
অর্জ্জুনসারথি হরি কোলে করে নিল॥
রঞ্জার হৃদয়নিধি হেরিয়ে ঠাকুর।
কৌতুক বাড়িল চিত্তে আনন্দ প্রচুর॥
ভক্তের বদনশশী করিতে চুম্বন।
উথলে অমৃতরস জন্মিল নন্দন॥
কর্পূরের জন্ম হল ধর্ম্মের বদনে।
সীতার পুত্র লব কুশ যেন তপোবনে॥
লাউসেন রহিল গিয়ে বৈকুণ্ঠ নগরে।
নিদে বলে মেট্যা ভাই চল যাই ঘরে॥
এত বলি যাত্রা কৈল চোর চারি জন।
লাউসেন আনিতে গেল যেথা বেণাবন॥
ঢাল খাঁড়া বসন ভূষণ আছে পড়ে।
সকল রয়েছে কিন্তু ছেলে গেছে উড়ে॥
ধাওাধাই খুঁজে বুলে চোর চারি জন।
ঝোড় ঝক্কর দেখে আর যত বেণাবন॥
কেহ বলে কিছু নয় খাইল শৃগালে।
কেহ বলে শার্দ্দূল সারিয়া গেল গালে॥
কেহ বলে না ভাই বনেতে হল হারা।
চাঁদ ভ্রমে চকোর গিলিয়া গেল পারা॥
কেহ বলে তা নয় পাছুরি ছিল ঢাকা।
না জানি চোরের ঘরে কেহ দিল ডাকা॥
মিছা কেন খুঁজে বুলে পথে কষ্ট পাই।
কুকুরের রক্ত নিয়ে পাত্রেরে দেখাই॥
পথে যেতে ফেলাইয়া দিল চিড়ামুড়ি।
কালিয়া কুকুর তথা গেল দড়বড়ি॥
শ্রমযুক্ত কুকুর করয়ে জল পান।
খড়্গ দিয়ে মেট্যা তারে কৈল দুইখান॥
যাইতে গোউড়রাজ্য মনে হল ত্বরা।
কুকুরের শোণিত লইল এক সরা॥
বাম দিয়ে বসেছে গৌড়ের নরপতি।
হেন কালে চোর গিয়ে করিল প্রণতি॥
চুরি করে লয়েছিলাম লাউসেন বীরে।
দুগ্ধ বিনে মরে গেল পথের মাঝারে॥
দামোদরে ফেলাইয়া দিলাম বর্দ্ধমানে।
এনেছি তাহার রক্ত দেখ বিদ্যমানে॥
এত শুনি মাহুদিয়া হাসে খল খল।
কিছু হোক ভাগিনা গেল যে রসাতল॥
রাজার কপালে দেয় শোণিতের ছিটে।
রাম রাম বলিতে কুকুরের ডাকা উঠে॥
কুকুরের প্রায় ডাকে রাজা গৌড়েশ্বর।
পাত্র বলে এটা পারা কুকুরের জ্বর॥
মহারাজা আপনি জানিলেন মনে মনে।
পরহিংসা মহাপাপ হইল এত দিনে॥
পরীক্ষিৎ রাজাকে হইল ব্রহ্মশাপ।
কৃষ্ণকথা শুনি রাজার ধ্বংস হল পাপ॥
ভাগীরথীর গর্ভে রাজা বাঁধে যোগটঙ্গ।
তথাপি তাহার শিরে খাইল ভুজঙ্গ॥
নিস্তার পাইল রাজা ভারত শ্রবণে।
সেই মত মহারাজা ভাগবত শুনে॥
হেমতুলা অনেক ব্রাহ্মণে করে দান।
মুক্ত হল মহারাজা শুনিয়ে পুরাণ॥
নিদে মেট্যা চোর গেল আপনার ঘরে।
সন্তোষে শিরোপা দিল সরবন্দ জোরে॥
রজনী প্রভাত হল ময়না ভুবনে।
অনাদ্য-মঙ্গলগাথা রামদাস ভণে॥

কালনিদ্রা হল দুর জাগিল ময়নাপুর
ছয় দণ্ড রবি বসে পাট।
গৃহস্থের কুলবালা দেখিয়ে গগনে বেলা
লাজ পেয়ে কাজ সারে ঝাট॥
আজি কেন এতক্ষণ ঘুমে রৈনু অচেতন
অন্য দিন এমন না হয়।
তবে রাণী বিধুমুখী ধীরে ধীরে মেলে আঁখি
কতক্ষণে জাগে দাসীচয়॥

খুঁজে বুলে রঞ্জাবতী আপন কোলের নিধি
গৃহ মাঝে চারি পানে চায়।
না দেখিয়ে লাউসেনে কপালে কঙ্কণ হানে
পুরজন সকলে সুধায় ॥
হিয়ার পুত্তলি মোর হরে নিল কোন্ চোর
কোন্ দোষে বিধি হল বাম।
যদি নিধি দিলে কোলে কেন প্রভু হরে নিলে
অভাগীর পুরাইল কাম ॥
পুত্রশোকে কাঁদে রাজা রাজ্যের যতেক প্রজা
পুরবাসী আত্মীয় স্বজন।
ধাওাধাই করে রব খুঁজে বুলে লোক সব
বিষাদে ব্যাকুল বড় মন ॥
শোকাকুলি নৃপদারা নয়নে গলিত ধারা
বাছুর হারায়ে গাই যেন।
পড়শী যত বুঝায় রাণী কান্দে উভরায়
জীয়ন্তেতে মরা কর্ণসেন ॥
রতিপতি মনোভবে শম্বর হরিল যবে
শোকাকুল কৃষ্ণের রমণী।
না শুনে প্রবোধবাণী শোকে অচেতন রাণী
বলে প্রাণ ত্যজিব এখনি ॥
ওহে প্রভু ধর্ম্মরায় ছলনা বুঝা না যায়
প্রাণে দাগা দিলে কোন্ লাগি।
যদি নাহি পাই শুন কোলে হারানিধি পুন
হত্যাপাপ সঁপিবে অভাগী ॥
হারা হয়ে আঁখিতারা হৈল বাউলীপারা
ধর্ম্মরাজ জানিল সকল।
শ্রীধর্ম্মচরণ ভাবি গায় রামদাস কবি
পুণ্যকথা অনাদ্য-মঙ্গল ॥

পুত্রহারা ব্যাকুলা হইলা রাজরাণী।
হেন কালে বৈকুণ্ঠে জানিলা চক্রপাণি ॥
ঠাকুর বলেন হনু তুই শিশু লাও।
রাণী রঞ্জাবতী কাঁদে তার কোলে দাও ॥
পুত্রশোকে ধর্ম্মদাসী রাণী যদি মরে।
না হবে আমার পূজা অবনী ভিতরে ॥
আগে দিও কর্পুরে পশ্চাৎ লাউসেনে।
যাচাও রঞ্জার মতি চিনে বা না চিনে ॥
আজ্ঞা পেয়ে দুই শিশু কোলে করে নিল।
লব কুশ সঙ্গে যেন বাল্মীকি চলিল ॥
বেগবন্ত ধেয়ে এল পবননন্দন।
ময়না নগরে আসি দিল দরশন ॥
নানাজাতি ফুল ফুটে মালীর মালঞ্চে।
শোয়াল যুগল শিশু দুই উচ্চ মঞ্চে ॥
চাঁপাফুলে ঢাকা দিল চাপা-রুচি অঙ্গ।
ধরিল দৈবজ্ঞ বেশ মনে বড় রঙ্গ ॥
কক্ষতলে পাঁজি পুথি কপালেতে ফোঁটা।
গজেন্দ্র গমন দ্বিজ কন্ধে যোগপাটা ॥
উপনীত হইল হনু রাজার বসতি।
আশীর্ব্বাদ করি বলে তুমি ভাগ্যবতী ॥
শুনি নাকি পুত্র হারা হয়েছে তোমার।
খড়ি পাতি বুঝি রাণী ফলাফল তার ॥
রঞ্জা বলে বাছা মোর আসিলে বসতি।
সোনাতে বাঁধাব খড়ি রূপা দিয়ে পুথি ॥
হনু বলে ভাই তোর বাধাইয়া লেঠা।
চোর পাঠাইয়ে তোর হরিয়াছে বেটা ॥
বড় ভাগ্যে ঠাকুর রাখিল যে তাহায়।
বেটা তোর শুয়ে আছে বকুলতলায় ॥
পুরীর পশ্চিম ভাগে মালীর মালঞ্চে।
ফুলের শয্যায় শুয়ে আছে উচ্চ মঞ্চে ॥
এত শুনি রঞ্জারাণী যায় ধাওাধাই।
বাছুর হারাএ যেন বাথানিয়া গাই ॥
আগে আনি কর্পূরে দেখাল হনুমান।
দেখ দেখি এই কিনা তোমার সন্তান ॥
রাণী বলে কলেবর কিছু নয় ভিন।
কেবল কপালে নাহি ধর্ম্মপদচিন ॥
হেথা লাউসেনে বীর কোলে করি নিল।
ধর বলি রঞ্জাবতীর কোলে ফেলি দিল ॥

দুই পুত্র তোমার তরে দিয়াছেন ঠাকুর।
দু জনার নাম রাখ লাউসেন কর্পূর॥
আপনি পাঠাল প্রভু সেনের দোসর।
সাবধানে দুজনে পালহ অতঃপর॥
হনুমান অন্তর্দ্ধান হয়ে গেল চলে।
লাউসেন কর্পূর দোঁহে রাণী নিল কোলে॥
আনন্দে রাণীর দুই চক্ষে বহে ধারা।
ধর্ম্মপদ ধিয়ায়ে প্রণমে নৃপদারা॥
আনন্দ অবধি নাঞ্চি ময়না ভুবনে।
ধন বিলাইল রাজা পুত্রের কল্যাণে॥
পুত্র পেয়ে বুড়া রাজার বাড়িল উল্লাস।
হাত বাড়াইয়ে যেন পাইল আকাশ॥
লাউসেন কর্পূর বাড়ে শশিকলা প্রায়।
হরি বল সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়॥
চুরি পালা সমাপ্ত হইল এত দূরে।
গায় কবি রামদাস অনাদ্যের বরে॥
যে বা গায় যেবা শুনে যে জন গাওয়ায়।
সভারে করিবেন কৃপা প্রভু কালুরায়॥

ইতি লাউসেনজন্ম ও চুরি পালা নামে ষষ্ঠ কাণ্ড সমাপ্ত॥

সপ্তম কাণ্ড

আখড়া পালা

নমো নিত্য নিরঞ্জন শ্রীধর্ম্ম ঠাকুর।
যার নাম নিলে খণ্ডে পাতক প্রচুর॥
দুই পুত্র পালন করিছে রঞ্জাবতী।
নন্দের গৃহিণী যেন রাণী যশোমতী॥
জননীর কোলে বাড়ে লাউসেন বালা।
শুক্লপক্ষে বাড়ে যেন নব শশিকলা॥
সদাই শয়নে সেন ঘুমে অচেতন।
তিমির করেছে আলা কনকদর্পণ॥
ছয় চাঁদ পরিপূর্ণ করাল ভোজন।
রাজা দিল বেটাকে অনেক আভরণ॥
চরণে মকর খাড়ু চন্দ্র পরকাশ।
দশবান সোনা অঙ্গে হইতে চায় দাস॥
মনসাধে খেলে কত রঞ্জার দুলাল।
গোকুল নগরে যেন শ্রীরাম গোপাল॥
লাউসেন কর্পূর দু ভাই আঙ্গিনাতে খেলে।
মায়ের বদন চেয়ে গড়াগড়ি বুলে॥
ভাঁটা হাতে দুই ভাই সদাই গড়াগড়ি।
ধূলায় ধূসর তনু করে হুড়াহুড়ি॥
সঙ্গেতে সঙ্গিয়া শত খেলে কুতূহলে।
উল্লাসে গোবিন্দগান করে সবে মিলে॥
লাউসেন ভাঁটা ছোঁড়ে কর্পূর লুফে লয়।
ধাওাধাই কর্পূব দাদার হাতে দেয়॥
ঠেলাঠেলি বালকের ধরিল চিকুর।
দুই চারি জনায় ধরি কিলায় কর্পূর॥
বড়ই দুরন্ত হল দেখে রাজারাণী।
করিল বিদ্যার শুরু আনি দ্বিজমণি॥
ক খ অঙ্ক শিখিলেন সিদ্ধির বানান।
শব্দ পড়ি দুই ভাই হইল সিআন॥
অভিধান সন্ধির মূল বিচারয়ে পুথি।
কর্পূরের বদনে সদাই সরস্বতী॥
তর্ক পড়ে লাউসেন কর্পূর পড়ে টীকা।
পড়িল অনেক বিদ্যা নাটক নাটিকা॥

শিখিল রাজার নীতি অস্ত্রবিদ্যা যত।
পুরাণ জ্যোতিষ বেদ মন্ত্র তন্ত্র কত॥
পাঠ পড়ি পণ্ডিত হইল দুই ভাই।
কর্ণসেন বলে বিদ্যা শিখাইতে চাই॥
বিদ্যা বিনে গতি নাই জানে সর্ব্বজনে।
রাজপুত্র হইলে চাই শিখাইতে সরণে॥
ডাকায়ে আনিল রাজা জয়পতি মণ্ডলে।
কোথা আছে মল্লবীর কহিবে তৎকালে॥
এমন বিস্তর মল্ল আছে এইখানে।
জগতে কহিলে যার নাম নাহি জানে॥
রমতী সহরে আছে মল্ল সারেঙ্‌খল।
বার বচ্ছর হতে ধরে বাইশ হাতীর বল॥
কর্ণসেন বলেন বিলম্ব নাহি সয়।
গতায়াত রমতী সহরে কেবা যায়॥
খেতে শুতে অন্তরে বাড়িল ধুকধুকি।
মল্লযুদ্ধশিক্ষক উত্তম নাহি দেখি॥
সদাই বাড়িল চিন্তা বিষাদিত মন।
হেন কালে বৈকুণ্ঠে জানিল নারায়ণ॥
কত কোটি দেবতা বসে বৈকুণ্ঠ সভায়।
বরুণ কুবের শিব অপ্সরা গীত গায়॥
প্রজাপতি পুরন্দর পাবক পবন।
নারদ গোবিন্দগুণ গানেতে মগন॥
মৃদুমন্দ শুনি শিঙ্গা ডুম্বুরের রব।
পঞ্চমুখে গান নাম পার্ব্বতীবল্লভ॥
এইরূপে বসেন যতেক দেবগণ।
হেন কালে আপনি কহেন নারায়ণ॥
লাউসেনের মল্লগুরু হবে কোন্ জন।
বিচারিয়া দেবগণ কহেন তখন॥
হনুমান লাউসেনের হবে মল্লগুরু।
বলে বলবন্ত হনু দানে কল্পতরু॥
ঠাকুর বলেন শুন বীর হনুমান।
মল্লবেশে কর তুমি ময়না পয়ান॥
তোমা সম মল্লবীর তুলনা নাহি আর।
সাগর লঙ্ঘিয়া সীতা করিলে উদ্ধার॥
তুমি সিন্ধু বেঁধেছিলে গাছপাথর দিয়ে।
বিভীষণে ভুলাইলে নানা কথা কয়ে॥
আদেশে অঞ্জনাসুত ধরে মল্লরূপ।
হরি হর বিধাতা আপনি ইন্দ্র চুপ॥
অতি বৃদ্ধরূপ হইল বীর হনুমান।
নাসিকা শিকর হনুর গলিত নয়ান॥
বীরবেশে বীরেন্দ্র সদৃশ চলে মাল।
চরণে চলিতে কাঁপে আকাশ পাতাল॥
বার দিয়ে বসেছে ভূপতি কর্ণসেন।
মল্লগুরু আসিয়ে সম্মুখে দেখা দেন॥
দেখিয়ে ভূপতি অতি আনন্দ হৃদয়।
সম্ভ্রমে শুধান রাজা মল্লের পরিচয়॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাদ্যমঙ্গল॥

রাজার বচনে হনু পরিচয় দেন।
অযোধ্যা নগরে থাকি শুন কর্ণসেন॥
জগতে বিদিত মোর রামদাস নাম।
যে জন আদরে ডাকে তারে নই বাম॥
আমার প্রধান শিষ্য ভীমমল্ল নাম।
ভারতে বিখ্যাত বীর সর্ব্বগুণধাম॥
হেন কালে রঞ্জাবতী করে নিবেদন।
লাউসেন কর্পূরে মোর শিখাবেক রণ॥
সঁপিলাম বাছা দুটি তোমার ঐ পায়।
সর্ব্বকাল শুনেছি গুরুর আছে দায়॥
এত বলি রঞ্জাবতী করিল গমন।
লাউসেন কর্পূর যথা খেলে দুই জন॥
রঞ্জা বলে বাছাধন খেলা কর দূর।
মিলায়েছে মল্লগুরু অনাদ্য ঠাকুর॥
একমনে সেবা কর গুরুর চরণ।
গুরুভক্তি বিদ্যালাভ কহে সর্ব্বজন॥
কড়ি খেলা পাশা খেলা অতি অলক্ষণ।
পাশা খেলে দুঃখ পাইল পাণ্ডব পঞ্চ জন॥

নল রাজা দময়ন্তী গেল বনবাস।
বুড়া মল্ল দেখে সেনের উপজিল হাস॥
এক চড়ে মল্লকে মারিতে পারি ঘায়।
এত বলি লাউসেন মায়ের পানে চায়॥
তাহা শুনি হাসে বীর পবননন্দন।
আমারে না চিনিলে ময়নার তপোধন॥
নিজগুণ যাবৎ প্রকাশ নাঞি হয়।
তাবৎ সমাজে লোক ভাল মন্দ কয়॥
এত বলি বীর হইল যজ্ঞের আগুন।
অবতার মূর্ত্তিমন্ত যেমতি অর্জ্জুন॥
বীরদাপে ভূতলে মারিল বীরমুঠি।
চলিতে ময়নার কাঁপে কুড়ি হাত মাটি॥
সোলসাঙ্গের পাষাণ বাঁ হাতে করে গুঁড়া।
কর্পূর বলেন দাদা মল্ল বীর-চূড়া॥
সম্ভাষে দু ভাই পড়ে মল্লগুরু পায়।
আশীষ করিয়ে বীর অমনি উঠায়॥
ময়না উত্তরে আছে আখড়া মন্দির।
সরণ শিখাতে যান হনুমান বীর॥
হনুমান সরণ শিখান হাতে হাতে।
চলন বুলন গতি উল্লম্ফন পাতে॥
এগোয় পেছোয় দোঁহে উরুতে চাপড়।
দুটি হাত বুকেতে গুরুর পায় গড়॥
চাকার ভাঙরি প্রায় ঘুরে পায় পায়।
আশী হাত লাফ দিয়ে গড়াগড়ি যায়॥
কসরত করিয়ে লঙ্কায় যায় হাতী।
চলিতে চরণচাপে কাঁপে বসুমতী॥
বিক্রমে বিবিধ প্যাঁচ শিখে দুটি ভাই।
দন্তে চিবাইয়ে ভাঙ্গে লোহার কলাই॥
নিঙাড়িয়া সরিষা মাথায় মাখে তেল।
চাপড়ে ভাঙ্গিল লোহার পাঁচ বেল॥
ধনুর্বিদ্যা অসিবিদ্যা ফলক লাঠারি।
শিখাল অনেক বিদ্যা কহিতে না পারি॥
গজবাজিবিদ্যা আর রথের চালনা।
লাউসেন কর্পূর দোঁহার পূরিল বাসনা॥

হনুমান বলে বাছা শিখিলে সরণ।
বিদায় হইয়ে যাই অযোধ্যা ভুবন॥
পরিবার বান্ধব পড়িল মোর মনে।
তুমি অবতার ধর্ম্মপূজার কারণে॥
পূজার পদ্ধতি যত শিখাইল ধীর।
পরিচয় পেয়ে তুষ্ট লাউসেন বীর॥
প্রেমে গদগদ হয়ে পড়ে বীরের পায়।
আশীষ করিয়ে পুনঃ সেনেরে উঠায়॥
সেন বলে গুরুদেব না ছাড়িও দয়া।
বীর বলে প্রভু যে আপনি তোর সয়া॥
বিপত্তে পড়িয়ে বাছা করিলে স্মরণ।
অবশ্য আমার দেখা পাবে সেই ক্ষণ॥
বিদায় হইতে বীর চলে রাজার ঠাঞি।
রাণী শুনে বারতা আইল ধাওাধাই॥
ছুটিয়ে আইল পুনঃ ময়নার রাজা।
মনে করে কি ধনে মল্লের দিব পূজা॥
পুরট ভাজনে নিল অপূর্ব্ব রতন।
সোনা রূপা অপরূপ বসন ভূষণ॥
মল্লগুরুসম্মুখে রাখিল রঞ্জাবতী।
রাজা রাণী দুই জনে করিল মিনতি॥
কৃপা করি রাখ বীর দাসীর আব্দার।
বেশী নয় থাক হেথা দুই এক মাস॥
এত শুনি তখন কহেন মল্লগুরু।
রায় কর্ণসেন তুমি দানে কল্পতরু॥
কি করিব বসন ভূষণ রূপা সোনা।
রামনাম আমার কেবল উপাসনা॥
সীতা রাম স্মরণে হয়েছি উদাসীন।
ঘুষিব রামের নাম জীব যত দিন॥
আশীষ করি বাছা তোর হক চিরজীবী।
বলে বলবন্ত তেজে দ্বিযামের রবি॥
এত বলি হনুমান হইল অন্তর্দ্ধান।
অনুমানে বুঝিল প্রভু বড় কৃপাবান্॥
কৃতার্থ মানিল সভে বাড়িল কুশল।
সুখী হল রাজ্যবাসী বাসিন্দা সকল॥

রঞ্জাবতী দুই পুত্রে কোলে করে নিয়ে।
কেঁদ নাঞি বাপধন বলিল বুঝায়ে॥
গুরু তোর যত যত শিখাল সরণ।
সেই সব অভ্যাস করহ অনুক্ষণ॥
এত শুনি খেলা করে লাউসেন কর্পূর।
পদচাপে পাথর পর্ব্বত করে চূর॥
বাহুবলে উপাড়ে বিরাট তরুলতা।
হাতীকে তুলিবে শূন্যে কত বড় কথা॥
কর্পূর বলেন দাদার বুঝে নিব বল।
বাম হাতে তুল দেখি পাথর জগদল॥
এত শুনি লাউসেন পাষাণ নিল তুলে।
ছ মাসের শিশু যেন কেহ নিল কোলে॥
ডান হাতে লুফে পাষাণ বাম হাতে ধরে।
শিশু যেন কদম্ব গেঁড়ুয়া খেলা করে॥
দিনে দিনে দোঁহাকার বাড়িল বীরপনা।
ধরিতে সূর্য্যের রথ করিল বাসনা॥
এইরূপে খেলে দোঁহে হয়ে হরষিত।
নিবারিল বরিষা শরৎ উপনীত॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা অকালবোধন।
জয় জয়কার জুড়ি এ তিন ভুবন॥
আম্রপল্লবে ঘট করিল অর্চ্চনা।
দুয়ার উপরে লোক লেপে আলিপনা॥
কারু ঘরে নট নাচে কারু ঘরে গীত।
দান ধ্যান কেহ করে দুর্গার পিরীত॥
হাটে ঘাটে বাটে হইল জয় জয় ধ্বনি।
কৈলাসে ভবের কাছে বসিয়ে ভবানী॥
আনন্দে খেলেন পাশা গোসাঞি সংহতি।
বিদায় মাগেন মাতা হরষিত অতি॥
খেলা রেখে ধরে দেবী মহেশের পায়।
তুমি আজ্ঞা দিলে হে দেখিব বাপমায়॥
সপ্তমী যাইব আমি অষ্টমী রহিব।
নবমীর পূজা লয়ে দশমী আসিব॥
অনাগ্যপদারবিন্দমধুলুব্ধমতি।
রামদাস বিরচিল মধুর ভারতী॥

শঙ্কর বলেন গৌরি শুন মন দিয়ে।
যাইবে বাপের বাড়ী বুড়াকে রাখিয়ে॥
তোমা বিনে সাজে নাঞি কৈলাসশিখর।
তিলেক না হেরে তোমা পরাণ কাতর॥
তবে যদি যেতে চাও নেয়রের ঘরে।
জয়মঙ্গল খড়্গখানি দিয়ে যাও মোরে॥
মনের ভরমে পাছে খড়্গ দেহ দান।
তার বলে অসুর হইবে বলবান্॥
এত শুনি সাজে দেবী স্বজন সংহতি।
সিংহরথে চাপিয়া চলিল দ্রুতগতি॥
রতনঘাঘর ঘাঁটা বিশাল বাজনা।
অভয়া অম্বিকা রূপে কি দিব তুলনা॥
ব্রহ্মার ভবনে দেবী উপনীত হইল।
সাবিত্রী সহিত ব্রহ্মা পূজিতে লাগিল॥
চারি মুখে চারি বেদ পড়িল সুন্দর।
চরণকমলে ভক্তি মাগিল বিস্তর॥
তবে দেবী উপনীত বৈকুণ্ঠ ভুবন।
লক্ষ্মীর সহিত পূজা দিল নারায়ণ॥
নারদ চরণে ধরি হরিভক্তি চায়।
অমরাবতীতে ইন্দ্র পূজে রাঙ্গা পায়॥
চরণে বরুণ দিল পঙ্কজের মালা।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাট্য গীত কলা॥
তবে দেবী উল্লাসে আইল মহীতলে।
পরিপাটি পূজার পদ্ধতি দেখ্যা বুলে॥
বারাণসী দেখিল কাঁউর কলিঙ্গ।
গউড় সহরে সদা আনন্দতরঙ্গ॥
চিত মজাইয়ে পূজে গৌড়ের ঠাকুর।
চারি দণ্ড বিলম্ব হইল বিক্রমপুর॥
মউলায় নাম মায়ের মউলা-রঙ্গিণী।
সেখালায় নাম মায়ের উত্তরবাহিনী॥
বরদার গড়ে নাম শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা।
বেতারগড়ে নাম হৈল রঙ্গিণী বিশালা॥
বিশালাক্ষী নাম হৈল রাজবলহাটে।
একাকার ছাগল মহিষ মেষ কাটে॥

দেখিতে দেখিতে চণ্ডী করিল গমন।
দক্ষিণ-ময়নারাজ্যে দিল দরশন॥
ময়না অমরাবতী অবনীর সার।
কলিযুগে ধর্ম্মপূজা যথায় প্রচার॥
আখড়া মন্দিরে খেলে রঞ্জার কুমার।
ধর্ম্ম জয় দিয়ে বীর ছাড়ে হুহুঙ্কার॥
চঞ্চল হৈল দেবী কাঁপে সিংহরথ।
হেন কালে পদ্মমুখী করে দণ্ডবত॥
পদ্মা বলে দেবি গো অসুর কেহ নয়।
কশ্যপ মুনির পুত্র রঞ্জার তনয়॥
ধর্ম্ম বিনা লাউসেন অন্য নাঞি জানে।
অতএব তোমার পূজা নাহিক এখানে॥
এত শুনি ভবানী কোপেতে অগ্নি জ্বলে।
পদ্মার তরেতে দেবী তবে কিছু বলে॥
আপনি পূজিল মোরে শ্রীরাম ঠাকুর।
তবে কেনে মূর্খ বেটা পূজা করে দূর॥
অখিলে অম্বিকা যেবা না করে অর্চ্চনা।
সেই বেটা কিবা জানে হরির ভজনা॥
আমার ভজনা বিনে হরিভক্তি নাঞি।
আপনি অনন্ত পূজা দিয়াছে গোসাঞি॥
যুগে যুগে হৈয়াছিল যতেক অবতার।
কেবা নাঞি পূজেছিল চরণ আমার॥
যত বল দেবতা সভাকে আমি জানি।
কৃষ্ণ অবতারে পূর্ণমাসী ঠাকুরাণী॥
অর্জ্জুন আমাকে জানে সুধন্বা সুরথ।
আমা সেবি জাহ্নবী পাইল ভগীরথ॥
সকল পুরাণে আগে মোর নাম লিখে।
আমি উদ্ধারিয়ে দিলাম রামের সীতাকে॥
মোর পূজা নাঞি করে এ কথা কেমন।
ভ্রষ্টা মেয়ে হৈয়ে তার ছলে নিব মন॥
তবে যদি চিনে সেন পেয়ে ধর্ম্মজ্ঞান।
হাতে আছে জয়মঙ্গল খাণ্ডা দিব দান॥
এ বেশ লাবণ্য আর এই সুধা হাসি।
ভুলিলে ইঙ্গিতে সেন হবে ভস্মরাশি॥

এত বলি হৈলা চণ্ডী ত্রৈলোক্যমোহিনী।
যেই মতে পীযূষ হরিল চক্রপাণি॥
ক্ষীরোদ মথনে যবে অষ্ট লোকপাল।
দেবতা অসুরে যুদ্ধ বাড়িল জঞ্জাল॥
অমৃত হরিতে বিষ্ণু হইলা মোহিনী।
সেইরূপ তখন হৈলা নারায়ণী॥
রাঙ্গা কড়ি কাঞ্চন জিনিয়া সুবরণ।
সে রূপ লাবণ্য হেরে মুরছে মদন॥
অলিগণ ধায় মুখপদ্মের সৌরভে।
গলায় পরশমণি মুক্তামালা শোভে॥
বেড়িল মল্লিকামালা গন্ধরাজ চাঁপা।
বিচিত্র খোঁপার মধ্যে হীরা হেমরূপা॥
ময়ূরপেখম ছান্দে খোঁপার বাহার।
পরিপাটি নাসার বেসর চমৎকার॥
খঞ্জনগঞ্জন চক্ষে অঞ্জন শোভন।
কটাক্ষে মুনির মন করে বিমোহন॥
কাণে শোভে কর্ণপূর কপালে সিন্দুর।
ছটা দেখে সূর্য্যের কিরণ যায় দূর॥
সিন্দুরের বেড়ী দিল চন্দনের রেখা।
প্রথম দিনে উদয় যেন কুমুদের সখা॥
কজ্জলের বিন্দু এক দিল তার কোলে।
নব জলধর যেন বিষ্ণুপদতলে॥
অষ্ট আভরণ অঙ্গে করে ঝলমলি।
বাছিয়া পরিল দেবী অপূর্ব্ব কাঁচুলি॥
নানা চিত্র বিচিত্র তায় কাঁচুলি লিখন।
শোভা করে দক্ষিণে কালার বৃন্দাবন॥
তরুলতা-বেড়া কুঞ্জ তায় নানা ফুল।
মধুপানে আকুল উড়িছে অলিকুল॥
একো একো তরুমূলে একেক গোপিনী।
গোবিন্দের প্রিয়তমা রাধা বিনোদিনী॥
কদম্বের তলে কৃষ্ণ মুরলী বাজায়।
শুনিয়া বাঁশীর রব যমুনা উজায়॥
ব্রজের রাখাল যত শ্রীদাম সুদাম।
শ্যামলী ধবলী গাভী বৎস অনুপাম॥

তার কাছে লেখা আছে বস্ত্রহরণ।
গোকুলে যতেক লীলা না যায় গণন॥
যমুনার কূলে রাখি বসন ভূষণ।
জলকেলি করে যত গোপনারীগণ॥
হেন কালে বসন লইয়া বনমালী।
কদম্বের ডালে বসে বাজান মুরলী॥
দুই হাত তুলি গোপী হইলা উলঙ্গ।
নব নটবর শ্যাম করে কত রঙ্গ॥
তার কাছে লেখা আছে রাসবিহার।
ধরিয়া শ্যামের গলা মেলা গোপিকার॥
রসবতী রাধিকা রঙ্গিণী সখী সব।
অষ্ট সখী অষ্ট কুঞ্জ মদন উৎসব॥
নানা পদ্য বাদ্য বাজে করে রসগান।
তার পাশে শোভে রাধিকার বাম্য মান॥
অপূর্ব্ব ব্রজের লীলা অতি অনুপাম।
রাধিকার পায়ে ধরি সাধিতেছে শ্যাম॥
যতেক ব্রজের লীলা লিখেছে সকলি।
আয়ানের ভয়ে হয়েছেন কৃষ্ণ কালী॥
লিখিল নিকুঞ্জশোভা যত পক্ষিগণ।
কোকিল সারিকা শুক খঞ্জনী খঞ্জন॥
চটক চটকা ফিঙ্গা ডাহুক কাঠঠুরি।
কৃষ্ণবর্ণ লিখন অতুল সারি সারি॥
ধাতুক ধাতুকা টিয়া ডাহুক ডাহুকী।
লিখিল অনেক পক্ষী রহঃকেলিসুখী॥
সরল কুরল কাগ মনোহর ভাষা।
দোয়েল পিপিকাম ডাকে নলবনে বাসা॥
টুনটুনি ময়না বাবুই খেলা করে।
ধানহুলহুলি কত ধান্যের উপরে॥
গোদা ভারুই গগনেতে গোবিন্দগুণ গায়।
গুড়ুক পক্ষী লেখা আছে গুড়ি গুড়ি যায়॥
রামসারস ভাটীসাক আছে বুড়ি পাঁচ।
মাছরাঙা উড়িছে মুখেতে নড়ে মাছ॥
বাদুড় তপস্যা করে উভ দুই পা।
ময়ূর পেখম ধরে পেয়ে মেঘের রা॥
উড়ে যায় চাতক গগনে যায় শঙ্খ।
ময়ূর দিয়েছে তাড়া পলায় ভুজঙ্গ॥
পার্ব্বতীয় পক্ষী তায় শিখরিয়া ভাঙ্গা।
তাতারা তিত্তিরী কঙ্ক রাইমণি রাঙ্গা॥
নানাজাতি পক্ষী আছে যেন সব সাঁচা।
বসিয়া বকুলডালে মাথা নাড়ে পেঁচা॥
সজারু হরিণ হরি তরক্ষু তুরঙ্গ।
তেসারি মাহুত পিঠে জুঝারু মাতঙ্গ॥
অপরূপ কাঁচুলি নির্ম্মাণ সরুজাত।
ঝুলে খেলে বানর তুলিয়া দুই হাত॥
অপূর্ব্ব কাঁচুলী দেবী অঙ্গেতে রূপিল।
ভবানী বলেন ভাল বেশ রয়ে গেল॥
বাহুমূলে বাজুবন্ধ কনকবলয়।
কেশরিডুমুরু জিনি মাজা শোভাময়॥
রামরম্ভা জিনি উরু কমলচরণ।
কনক নূপুরধ্বনি শ্রবণমোহন॥
বিচিত্র বসন পরে নাম গুয়াচেটি।
বাইশ হাত বসন বাঁ হাতে হয় মুঠি॥
নাসার উপরে নাসা তায় দিল চুয়া।
নাপান করিয়া খায় গণ্ডা দশ গুয়া॥
বিমান সহিত দাসী রহিল গগনে।
ভগবতী চলিল ছলিতে লাউসেনে॥
মরাল মাতঙ্গ জিনি মন্থরচলনী।
ভূমে যেন চন্দ্র ছাড়ি আইল রোহিণী॥
নাগরিয়া বালক খেলে লাউসেন সনে।
ভবানী বলেন দেখা দিব কত জনে॥
এমন সময় আমি কি করি উপায়।
মায়াক্ষুধা ফেল্যা দিল বালক গলায়॥
ক্ষুধায় কাতর হয়ে সভে গেল ঘর।
আপনি কর্পূরচন্দ্র পলায় তৎপর॥
সবে মাত্র রহিলেন ময়নার তপোধন।
মহামায়া কাছে তাঁর করিলা গমন॥
অভয়ার ছলা ধর্ম্ম জানিলেন মনে।
মায়ানিদ্রা ফেল্যা দিল রঞ্জার নন্দনে॥

অলসে আবেশ সেন করিল শয়ন।
ধীরে ধীরে মহাদেবী দিলা দরশন ॥
লাউসেনের রূপ দেখ্যা করে অনুমান।
হেরিয়া কনককান্তি জুড়াইল প্রাণ ॥
দেবতালক্ষণ যত সেনের শরীরে।
সার্থক ধর্ম্মের পূজা রঞ্জাবতী করে ॥
চন্দন সহিত কত শ্রীফলের পাতে।
কত যুগ পূজিল আমার প্রাণনাথে ॥
সরু সরু কথা কয় পীযূষের কণা।
বচন বলিতে যেন খসে রূপা সোনা ॥
গা তুল গা তুল রায় কত নিদ্রা যাও।
শিয়রে সুন্দরী ডাকে ফিরে নাঞি চাও ॥
নানাবিধ নাপানে ডাকিছে ঘনে ঘন।
মনসুখে লাউসেন ঘুমে অচেতন ॥
কঙ্কণঝঙ্কারে ঘন নূপুরের রায়।
উঠিয়া বসিল সেন চারি পানে চায় ॥
পরম সুন্দরী কন্যা সম্মুখে দেখিল।
বিশেষ লাবণ্য হেরি বিস্ময় মানিল ॥
মনে চিন্তে হবেন উর্ব্বশী তিলোত্তমা।
রাধাকান্ত ছাড়িয়া আইলা বুঝি রমা ॥
বিদ্যুৎ আসিল বুঝি ছাড়ি জলধর।
ইন্দ্রাণী আইল নয় ছাড়ি পুরন্দর ॥
দ্রৌপদী আসিবে কেন ত্যজিয়া অর্জ্জুন।
নয় হেন রূপ কার যজ্ঞের আগুন ॥
দেবী না মানুষী তুমি দেহ পরিচয়।
যক্ষী বিদ্যাধরী বুঝি হইবে নিশ্চয় ॥
এত শুনি ভগবতী হাসি হাসি কয়।
জিজ্ঞাসিলে সেনরায় দিই পরিচয় ॥
গোলাহাটে শুনেছ সুরিক্ষে বাণেশ্বর।
গুয়া পড়া দিয়া রাখে ছকুড়ি নাগর ॥
শুরিক্ষে নামেতে তার আছে এক চেড়ি।
তার সঙ্গে সদাই নাগর ডেড় বুড়ি ॥
তার ছোট ভগিনী এলাম হেথাকারে।
এ নব যৌবন রায় ভেটিতে তোমারে ॥
নাম শুনে সঁপিয়াছি দেহ প্রাণ মন।
সাক্ষাৎ দর্শনে ধন্য মানিনু জনম ॥
প্রেমেতে মজিব দোঁহে একই পরাণ।
নিরবধি থাকিব তোমার বর্ত্তমান ॥
আমি দিব চারু অঙ্গে কস্তুরী চন্দন।
তুমি দিবে মোর অঙ্গে প্রেম আলিঙ্গন ॥
যদি বল এ দেশে ধরিবে লোকে ছল।
এ দেশ ছাড়িয়া তবে অন্য দেশে চল ॥
হেন দেশে যাব যেথা কারেও না জানি।
আশ্রম বাঁধিব যেন গৃহস্থ গৃহিণী ॥
বলিতে কহিতে কত অপাঙ্গ সন্ধান।
বিশেষ লাবণ্যে কত বিবিধ নাপান ॥
দেখিয়া শুনিয়া সেন কর্ণে দিল হাত।
তিনবার সঙরণ করিল রাধানাথ ॥
পরম সুন্দরী তুমি আমি কোন্ ছার।
ভাল দেখে ভজ গিয়া রাজার কুমার ॥
শিশুকাল হতে আমি ধর্ম্মের সন্ন্যাসী।
শুক্রবার দিনে আমার ধর্ম্ম একাদশী ॥
শনিবার হইলে তবে জল আমি খাই।
ধর্ম্মের সেবক আমি সুখ নাঞি চাই ॥
বিধি মোরে বঞ্চিত করিল পাপরসে।
বাসি ফুলে কভু কি ভ্রমর আসি বসে ॥
পাবকে পুরট রুচি রূপের তুলনা।
রাঙ সনে মিশাল করিতে চাও সোনা ॥
ব্রহ্মচর্য্য বিশেষ ধর্ম্মের ধ্যানরত।
পরনারী ছুঁইলে সকল ধর্ম্ম হত ॥
বণ্যবংশে নহি আমি অতি সভ্য জন।
ধর্ম্ম ছাড়া কখন অধর্ম্মে নাঞি মন ॥
ঘরে যাও সতি কন্যে নিবৃত্ত কর মন।
কুলীন বামুনের মেয়ে এ কথা কেমন ॥
আপনার ঘরে যাও ছাড় নানা ছলা।
বয়সে তরুণী তুমি আমি নববালা ॥
ঈষৎ হাসিয়া দেবী কহে আরবার।
বীণা বেণুরব নিন্দি বিনোদ ঝঙ্কার ॥

বুকের মাঝারে তুলে ঝাঁপিয়া কাঁচুলি।
আমি হব পদ্মফুল তুমি হবে অলি॥
এস দেখি দুজনে দাঁড়াই এক ঠাঞি।
আমি রাধা তুমি যেন নাগর কানাই॥
দলিত অঞ্জন করি পরিব নয়নে।
চাঁপা ফুল বলি তোমা রাখিব নোটনে॥
এহেন সুন্দরী রামা তোমা যোগ্য বটে।
ভাগ্যবান্ হইলে তার ঘরে বসে জোটে॥
ঠেটাপনা জানি নাঞি অন্য মেয়ের পারা।
বিশেষ আমার মন পিরীতের ভরা॥
অহল্যার পারা আমি দ্বিচারিণী নই।
যদি বস বিরলে মনের কথা কই॥
চল রায় দুজনে করিব সুখে ঘর।
তোমার ছোট ভাই মোর সাধের দেওর॥
ভাল খাওয়াইব রাজা ভাল পরাইব।
খাব নাঞি বলিলে বদনে তুলে দিব॥
সংসারে পুরুষ নারী বিধির সৃজন।
উভয়ে অভেদ আত্মা একই জীবন॥
সে নারী পরশে কর অধর্ম্মের ভয়।
ছি ছি হে নাগর কথা তোমার যোগ্য নয়॥
এত শুনি সেনরাজা করে হায় হায়।
এমন জঞ্জাল কেনে দিলে ধর্ম্মরায়॥
লাউসেন বলে শুন স্বর্গবিদ্যাধরী।
তোমাকে ইনেম দিলাম মাণিক অঙ্গুরী॥
সাত রাজার ধন লইয়া করহ গমন।
অনুচিত একান্ত রহিতে এতক্ষণ॥
এত শুনি ভবানী হাসেন খলখল।
বুঝিনু রাজা হে তোমার মনের যত বল॥
ধন দেখাইয়া রাজা ভুলাইলে তুমি।
সবাই ধানি হে বড় কাঙ্গালিনী আমি॥
অরুণ কমল দল বরুণের রুচি।
কার ধনে ঘর করে অমরার শচী॥
কার ধনে বিলাস করএ মন্দোদরী।
কার ধনে ঘর করে কুবের ভাণ্ডারী॥

আঠার ইন্দ্রের ধন পায়ের পাশুলী।
বাইশ ইন্দ্রের ধন গলার মাদুলী॥
কতক্ষণে দুঃখের ভারতীগুলো কই।
এদেশেতে ঘর নয় হে সিংহলেতে রই॥
আমার সোআমী হন বৃদ্ধ অতি বড়।
ধুতুরা সম্বল প্রভুর আর সিদ্ধি দড়॥
নিরবধি থাকে সেই শশ্মানে মশানে।
একদিন কোরেছিল হলাহল পানে॥
আছে একজন তায় দুরন্ত সতিনী।
নিরবধি থাকে সোআমীর মাথার মণি॥
সতীনের জ্বালায় রহিতে নারি আমি।
দাসী কোরে কেবল সংহতি রাখ তুমি॥
এসেছি অনেক আশে শুনি তোমার নাম।
ভজিনু একান্ত তোমা পুরাও মনস্কাম॥
ঘরবাড়ী সকল ত্যজিনু তোমা আশে।
তুমি না রাখিলে বুকে যাব কোন্ দেশে॥
সেন বলে দূর দূর দ্বিচারিণী মাগী।
তোমা সম সংসারেতে নাহিক অভাগী॥
কোথা থাক চঞ্চল চরিত্র নয় ভাল।
ছাড়িলে স্বামীর পদ যায় পরকাল॥
সেবিলে পতির পদ স্বর্গে পায় পূজা।
অসতী হইলে তার নরকেতে সাজা॥
কহিতে উচিত পাছে মনে ভাব দুখ।
কোনো কালে অসতীর নাহি হেরি মুখ॥
সতী সম সুধন্যা সংসারে নাঞি আর।
সাবিত্রী হইতে হইল স্বকুল উদ্ধার॥
তুলসীমহিমা বল কে কহিতে পারে।
যার সাপে ভগবান শিলারূপ ধরে॥
স্বামীর চরণে মিলে সব তীর্থফল।
সব ধর্ম্ম কর্ম্ম সতীর করতল॥
অতএব ভজ গিয়া পতির চরণ।
নহে অন্যন্তরে যাও যাহা লয় মন॥
ভবানী বলেন রায় গালি দাও তুমি।
যত আছে যতি সতী সব আমি জানি॥

কলঙ্ক নাহিক কার ভারতমণ্ডলে।
হইয়া চণ্ডাল রাহু চাঁদে কেন গিলে॥
কেবা আছে যতি সতী নাগলোক নরা।
গঙ্গা সতী সেহ হয় পাপের পসারা॥
শিবের কলঙ্ক গায় বিভূতি ভূষণ।
চাঁদের কলঙ্ক কেন বেড়ে তারাগণ॥
আমি নই তারা সতী অপ্সরা অঞ্জনা।
রামায়ণে শুনেছি সীতার সতীপনা॥
গোপিকা ভজিল দেখ নন্দের নন্দনে।
মন্দোদরী ভজিল দেওর বিভীষণে॥
কুন্তীর সমান সতী কে আছে সংসারে।
পঞ্চ পতি লয়ে তার বউ কেলি করে॥
জলের ভিতর দেখ কমলের ডাঁটা।
তায় কেন বিধাতা কলঙ্ক দিল কাঁটা॥
গোকুলে কৃষ্ণের কথা সব জানি আমি।
কোন্ লাজে হরিল হে আপনার মামী॥
তুমি যার পূজা কর অনাদ্য গোসাঞি।
বাপে ঝিয়ে ঘর করে কি তার বড়াই॥
একে একে সভার বারতা দিব কোয়ে।
কেবল এসেছি রায় তোমার মুখ চেয়ে॥
এত শুনি সেন রাজা ভাবেন অন্তরে।
ভবানী এসেছে পারা ছলিতে আমারে॥
মেয়ে হয়ে কেমনে ভারতকথা কয়।
ব্রহ্মার জননী ধ্যানে জানিল নিশ্চয়॥
করযোড়ে কহে চণ্ডী কত জান ছলা।
আর কেহ নও তুমি শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা॥
ক্ষম অপরাধ মাগো ক্ষম অপরাধ।
কৃপা করি কর দাসে অভয় প্রসাদ॥
কুবচন বদনে বলেছি বারে বার।
চক্ষু ধরি দেখি যেন দিবসে আঁধার॥
বাশুলী বলেন বাছা চাহি লও বর।
আর কেন স্তব কর ধূলায় ধূসর॥
তুমি যে ধর্ম্মের দাস ধন্য চরাচরে।
ধর্ম্মবলে তরিলে মোর মায়ার সমরে॥
সেন বলে ও কথা প্রত্যয় নয় মনে।
দশভুজা রূপ আগে দেখিব নয়নে॥
এত যদি নিবেদিল ময়নার রাজা।
সেই ক্ষণে অম্বিকা হইল দশভুজা॥
ডানি পদ সিংহের উপরে সুবিরাজিত।
মহিষ উপরে বাম অঙ্গুলি কিঞ্চিত॥
শোভা করে দক্ষিণে কার্ত্তিক লম্বোদর।
জয়া বিজয়া অঙ্গে ঢুলায় চামর॥
দশ করপদ্মে শোভে দশ প্রহরণ।
দেখি করযোড়ে সেন করে নিবেদন॥
ভবানী ভবের ভয় ভঞ্জনকারিণী।
জগতজননী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী॥
অভয়া অম্বিকা তারা তুমি দয়াবতী।
ছেলেরে ছলনা ভাল হইল ভগবতী॥
সম্প্রতি সদয়া যদি হইলা সেবকে।
হাতের হাত্যারখানি দেহ মা চণ্ডিকে॥
এত শুনি ভবানী হইলা হেঁট মাথা।
এই খড়্গ দিতে বাপু আমি নই দাতা॥
অনাদি-পদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস বিচরিল অনাদ্য-মঙ্গল॥

অন্য বর মাগ রে আমার বরাবর।
চল রাজা কর‍্যা যাই ইন্দ্রের উপর॥
সেন বলে ও ছার বরেতে কাজ নাই।
তোমার কৃপায় মোবে রাখিবেন গোসাঞি॥
শুনিয়া ভক্তের কথা উপজিল দয়া।
অমনি হাতের অসি দিলেন অভয়া॥
খড়্গ দিয়া ভগবতী করিলা আশীষ।
আজি হইতে লাউসেন তুমি মোর শিষ্য॥
প্রথমে করিবে বধ মাল সারেঙ খল।
জালন্দায় বধে যাবে বাঘ কামদল॥
গোলাহাটে জিনিবে সুরিক্ষে বালেশ্বর।
হাতী বধে যেও রে গোউড়ের ভিতর॥

কাঁউরে কর্পূরধল সঙ্গে হবে রণ।
কলিঙ্গাকে বিভা কর ময়নার রাজন॥
লোহার গণ্ডা হানিবে তুমি শিমুলার গড়ে।
দাসী বিভা দিব আমি কুমারী কানড়ে॥
লোহাটা বজ্জর ইছা যাবে যমঘর।
বারমতী পূজা দিবে হাকন্দ ভিতর॥
বর দিয়া ভগবতী হইল অন্তর্দ্ধান।
হেনকালে পদ্মা সখী যোগায় বিমান॥
দেখিতে দেখিতে রথ উঠিল কৈলাস।
যেখানে আছিলা দেবী ভাঙ্গড় কৃত্তিবাস॥
এস এস ভবানী বৈসহ মোর কাছে।
এ হেন সোনার গায় ধূলা কেন আছে॥
সাধ করে গেলে তুমি পূজা দেখিবারে।
মনে করে কি ধন এনেছ বুড়ার তরে॥
এত বলি দুজনে বসিল কুতূহলে।
গান গেয়ে নারদ আইল হেনকালে॥
নারদ ভাবেন সুখে বসেছে মামা মামী।
কোন্দল জুড়িয়া রঙ্গ দেখে যাব আমি॥
নারদ বলেন মামা শুন মন দিয়া।
কহিব মামীর কথা বিরলে বসিয়া॥
তোমাকে সবাই বলে দেবের দেবরাজ।
মামী হতে হল তোমার দেশ জুড়ে লাজ॥
মামী হতে গেল তোমার কুলের বড়াই।
আর মেনে তোমার ঘরে জল খাব নাঞি॥
অবনীতে গেল মামী পূজা দেখিবারে।
কার সঙ্গে ভাব করে খড়্গ দিল কারে॥
সেই খড়্গো বিস্তর অসুর গেছে হানা।
খড়্গ দান পাইলে স্বর্গেতে দিবে থানা॥
এত শুনি শঙ্কর কোপেতে কম্পমান।
দুর্গার তরেতে তবে জুড়িল বাখান॥
তেঁই আমি চন্দন দেখিনু তোমার গায়।
ভিখারীর মাগ হৈয়া এত সাধ যায়॥
সর্ব্বকালে দুর্গা হইল বুদ্ধি স্বতন্তর।
বৃদ্ধ ভাতার যুবতি মাগ কেমনে হবে ঘর॥
যুবতি স্বামীর কথা অমৃতের কণা।
বৃদ্ধ স্বামীর কথা যেন পোড়া ঘায়ে নুনা॥
জনমভিখারী আমি ভিক মেগে খাই।
কেবল বদনে রাধাকৃষ্ণ গীত গাই॥
প্রভাতে করিয়া ভিক্ষা আনি নানা ঠাঞি।
মাগিব বৈকালে বল্যা ঘরে ভাত নাঞি॥
নিদারুণ বচনে পাঁজর কৈল কালি।
সকল কথায় দেয় বুড়া বল্যা গালি॥
বোলচাল বচনগুলা সহিতে নারি আর।
সকল তেজিয়া করি জপাসন সার॥
এত বল্যা শঙ্কর বান্ধেন ঝুলি কাঁথা।
চরণে ধরিয়া কাঁদে জগতের মাতা॥
লাউসেনে দিয়েছি খড়্গ অন্য কেহ নয়।
কলিকালে যাহা হতে পশ্চিম উদয়॥
এত শুনি নাচিল ভাঙ্গর কৃত্তিবাস।
তবে মেনে হইল মোর চৈত্রের সন্ন্যাস॥
হরগৌরী মিলন হইল কৈলাস নগরে।
আখড়া পালা সাঙ্গ গীত হইল এত দূরে॥
হরি হরি বল ভাই ধর্ম্মের সভায়।
গায় কবি রামদাস শ্রীধর্ম্মকৃপায়॥

ইতি সপ্তম কাণ্ড সমাপ্ত॥

অষ্টম কাণ্ড

ফলা-নির্ম্মাণ পালা

খাঁড়া পেয়ে লাউসেন আনন্দ অন্তর।
হেন কালে আইল তথা কর্পূর পাতর॥
কর্পূর বলেন দাদা শুন মন দিয়া।
আখড়াতে কোথাকার আসে কার মেয়া॥
সর্ব্বলোকে বলে তোমায় ধর্ম্মের তপস্বী।
আখড়াতে আসে যায় কাহার রূপসী॥
কহিব এ সব কথা জননী জনকে।
অনুচিত এত দোষ ধর্ম্মের সেবকে॥
পরশিলে পরদারা পাতক বাঢ়য়।
পুরাণে প্রপঞ্চ জুড়ে হেন কথা কয়॥
পরনারী পরশে মরে লঙ্কার রাবণ।
এত শুনি হাসি হাসি লাউসেন কন॥
ভবানী দিলেন খড়্গ আর কেহ নয়।
কর্পূর বলেন দাদা প্রত্যয় না হয়॥
অবশ্য কহিব কথা জননীর তরে।
সেন বলে হেন অসি আছে কোথাকারে॥
অতঃপর বিবরিয়া কহেন সকল।
ধন্য ধন্য করে কর্পূর প্রেমেতে আগল॥
বাপে মায়ে কহিল সকল বিবরণ।
জনম মানিল ধন্য আনন্দিত মন॥
কর্পূর বলেন দাদা অর্জ্জুন সমান।
অসিযোগ্য ফলা আগে করাহ নির্ম্মাণ॥
যাইব গোউড় দেশ অধিক নহে পথ।
যেই পথে গঙ্গাকে আনিল ভগীরথ॥
ঘরে বসি দুই ভাই কার্য্য করি কি।
রাজার দরবারে চল পরিচয় দি॥
কোন্ কর্ম্ম না করেছে ধনঞ্জয় ভীম।
যেখানে সেখানে গিয়ে করেছে মহিম॥
বৃষকেতু মহাবীর বলে সর্ব্বলোকে।
কোন্ কর্ম্ম না করেছে অর্জ্জুন সমক্ষে॥
কর্পূরের ভারতী সেনের লাগে মনে।
অমনি দাঁড়ায় গিয়ে পিতা যেইখানে॥
ঢাল না পাইলে বাপা না রহিব ঘরে।
কর্পূর সহিত যাব দেশ দেশান্তরে॥
কর্ণসেন বলে বাছা ফলা দিব আমি।
ভাণ্ডারে যেমন ইচ্ছা বেছ্যা লও তুমি॥
এত শুনি লাউসেন উল্লাসিত মন।
দুভায়ে ভাণ্ডারঘরে পশিল তখন॥
দেখিলেক ঢাল পড়ে আছে বিশাশয়।
ঘুনে জারা জরা তায় করেছে সঞ্চয়॥
এক আনে এক ভাঙ্গে কর্পূর যোগায়।
লাউসেনের বাম হাতে গুঁড়া হয়ে যায়॥
জবাচুর করি ভাঙ্গে এক লক্ষ ফলা।
বাপের কাছেতে গেল লাউসেন বালা॥
ভাণ্ডারে যতেক ঢাল সব পুরাতন।
ফলঙ্গে হইল চুর ভাণ্ডার হোল শূন্য॥
বুঝাইয়ে লাউসেনে ভাবেন উপায়।
জয়পতি মণ্ডলে ডাকি কহিলেন তায়॥
ফলা না পাইলে বাছা যাবে বৃন্দাবন।
গৌড়ের ভূপতির তরে পাঠাও লিখন॥
বিনয়বিশেষ যোগ্য করিয়া বন্দনা।
লিখিবে কুশলবার্ত্তা পত্রের বয়নামা॥
পরিপাটি ফলা এক পাঠাবে ত্বরায়।
অভয়ার অসিযোগ্য লাউসেন চায়॥
জয়পতি বলেন রাজা তথা কেন যাবে।
দুই দিন বিলম্বে বিচিত্র ঢাল পাবে॥

নন্দু নামে কামার বাজারে করে ঘর।
আমার পড়সি বটে গ্রামের উত্তর॥
গুণবান কামিল্যা গুণেতে নাঞি সীমা।
সদাই নির্ম্মাণ করে সুবর্ণপ্রতিমা॥
সেই গড়ে দিবে ফলা ইথে নাঞি আন।
আপনি ডাকিয়ে তারে ত্বরা দেও পান॥
ডাকাতে দরবারে কর্ম্মী দিল দরশন।
বিশেষ বুঝায়ে রাজা বলেন তখন॥
ঘর ছেড়ে যেতে চায় লাউসেন বালা।
তুমি এক নির্ম্মাণ করিয়ে দেহ ফলা॥
প্রথমে বকৃশিষ দিয়ে বলে আর বার।
ত্বরায় আনিলে ফলা পাবে পুরস্কার॥
নিকেতনে কামার করিল স্নান পূজা।
মনে মনে জপ করে দেবী দশভুজা॥
ফলার কাষ্ঠের তরে কোন্ পথে যাব।
মনে অনুমান করে কোথা গেলে পাব॥
পাস্কুরা কুঠার বাস তুলে নিল করে।
চলিল মলয়াবন ময়না নগরে॥
সারি সারি তরুলতা সুশোভিত বন।
কুহরে কোকিলকুল জুড়ায় শ্রবণ॥
তরুলতা পশুপক্ষী কৃষ্ণগুণ গায়।
ধীরে ধীরে বহে কত মলয়ার বায়॥
অমনি হানিল চোট আমলার গাছে।
গঙ্গানারায়ণ বৃক্ষ ডাকে তার কাছে॥
চোট খেয়ে তরুবর ডাকে পরিত্রাহি।
তিন বার দিল কর্ণসেনের দোহাই॥
তরু বলে কামিল্যা এমন বুদ্ধি কেন।
আমারে কাটিতে বুদ্ধি দিল কোন্ জন॥
এত শুনি কর্ম্মকার করিল গমন।
অশ্বথ বৃক্ষেতে চোট হানিল তখন॥
তরু বলে ওহে কর্ম্মী এ নহে উচিত।
শ্রীভাগবতের কথা নহ কি বিদিত॥
বর্ণভেদ ব্রাহ্মণ যেমন ভেদ গুরু।
নারায়ণস্বরূপ অশ্বথ কল্পতরু॥

বিশেষ বৈশাখ মাসে যেবা দেয় জল।
দেবতার সভায় সে বসিতে পায় স্থল॥
এইরূপ দৈববাণী করিয়ে শ্রবণ।
কদম্বতলায় নন্দু করিল গমন॥
সাত পাঁচ ভেবে দুঃখে করিল শয়ন।
হেন কালে বৈকুণ্ঠে জানিল নারায়ণ॥
কৃপাবান্ হয়ে প্রভু কহেন স্বপনে।
আমার বচন কর্ম্মী শুন সাবধানে॥
বনে বনে বেড়ায়ে পেয়েছ বড় দুখ।
ওই বৃক্ষ চেয়ে দেখ তোমার সম্মুখ॥
চোরপলিতার গাছ ভুবনে প্রকাশ।
ইহা দিয়া ফলা গড় যাহা অভিলাষ॥
গা তুলিয়া দেখ বাছা আমি জগন্নাথ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এই চারি হাত॥
এত বলি ঠাকুর হইল অন্তর্দ্ধান।
গা তুলিল কর্ম্মকার বড় পুণ্যবান্॥
গা তুলিয়া কর্ম্মকার চারি পানে চায়।
চোরপলিতার গাছ এক দেখিবারে পায়॥
তরু বলে কামিল্যা তোর মুখ চাই।
সময় পড়েছে তাই উদ্ধার হয়ে যাই॥
আমার দুঃখের কথা কর অবধান।
ব্রহ্মশাপে বৃক্ষ হয়ে আছি এইখান॥
আমারে কাটিয়া কর শাপ বিমোচন।
এত শুনি কর্ম্মকার উল্লাসিত মন॥
দুই পাশ কাটিয়া করিল সমতুল।
বৃক্ষের বরণ দেখে চাম্পারুচি ফুল॥
বরাত করিয়ে কাষ্ঠ মাথায় তুলিল।
তরণী উপরে চাপি বাসায় চলিল॥
শ্রমযুক্ত কামার বসিল নিকেতনে।
বনিতা আনিয়ে জল পড়িল চরণে॥
পঞ্চ রসে ভোজন করিল বড় সুখে।
শয়ন করিল গিয়ে বড়ই কৌতুকে॥
নিদ্রা তেজি সুতা ধর্য্যা চৌরশ করে কাঠ।
সারা দিন ধর্য্যা তবু না হোল কোন ঠাট॥

বিশেষ রাজার ঠাঞি লইলাম পান।
পরিতাপে হইল কর্ম্মী আকুল পরাণ॥
শালঘরে কাষ্ঠ রাখে পেয়ে মনোদুখ।
কর্ম্মকার নিদ্রা যায় মনে নাঞি সুখ॥
কর্ম্মকার নিদ্রা যায় আপনার ঘরে।
ঠাকুর ডাকিয়া বলেন বিশায়ের তরে॥
লও বাছা বিশাই আমার পুষ্পপান।
লাউসেনের ফলা গিয়ে করহ নির্ম্মাণ॥
আপনি দিয়েছে অসি ভকতবৎসলা।
তুমি সে অসির যোগ্য গড়ে দেহ ফলা॥
ভল্লুকে চাপিয়া বিশাই করিল গমন।
কর্ম্মকারের বাড়ী এসে দিল দরশন॥
পাঁচ বর্ণের হেত্যার সঙ্গে পাকুরা বাটালি।
তুলি মালী তপন সাজায়ে নিল ডালি॥
ভল্লুক বান্ধিল লয়ে শালের দুয়ারে।
দেখিল ফলার কাষ্ঠ আছে শালঘরে॥
নেড়্যা ঝেড়ে কাষ্ঠখানি কইল সমতুল।
বিশাই বলে হও তুমি আশি মণের মূল॥
ঠুকুর ঠুকুর শব্দ হাতুলির ধ্বনি।
বিশাই গড়ন গড়ে কেহ নাঞি জানি॥
গতায়াত করে লোক সরণি নিয়ড়ে।
কেহ বলে নদু কামার গড়ন পারা করে॥
রজত কাঞ্চনে আগে করিল জড়িত।
হীরা মণি মাণিক মুকুতা দিল কত॥
দেবকর্ম্মী দেবের দুর্ল্লভ যত ধনে।
ঢালের উপরে লিখে যত আসে মনে॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাদি-মঙ্গল॥

বিশাই আনন্দচিতে তুলি কাঠি লয়্যা হাতে
প্রথমে লিখিল নৈরাকার।
নাঞি হস্ত নাঞি পা শ্রুতাশ্রুতি নাঞি রা
আপে আপ আপুনি অপার॥
হৃদয়েতে অনুমানি লিখে ব্রহ্মা পদ্মযোনি
মরালবাহনে যার স্থিতি।
লক্ষ্মী নারায়ণ সঙ্গে গোলোক লিখিল রঙ্গে
শ্বেতপদ্মে শোভে সরস্বতী॥
লিখে শিব শশিকলা বাঘছাল অস্থিমালা
ত্রিশূল ডম্বুর শোভে করে।
মূষিক ময়ুর পিঠে শঙ্করের সন্নিকটে
লিখিল কার্ত্তিক লম্বোদরে॥
পবন বরুণ যম সহস্রলোচন সোম
নারদ ঋষি হরিগুণ গায়।
অপ্সরা কিন্নরী সঙ্গে শচীকে লিখিল রঙ্গে
তিলোত্তমা উর্ব্বশী সবায়॥
স্বর্গ লিখিয়া রাখে পাতাল ভাবিয়া দেখে
পাতালেতে বলির বসতি।
অনন্ত বাসুকি আর সহস্র মস্তক যার
ফণাতে ধরেছে বসুমতী॥
সূর্য্যবংশে মহাতেজা লিখে দশরথ রাজা
অযোধ্যায় যাহার নিবাস।
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম রূপে গুণে অনুপাম
দৈব হেতু গেল বনবাস॥
বিমাতা কেকয়ী পাকে বনবাস দিলা তাকে
সঙ্গে সীতা অনুজ লক্ষ্মণ।
সত্য লাগি গেল বন পুত্রশোকে অচেতন
দশরথ ত্যজিল জীবন॥
বনে হারা হইল সীতা সুগ্রীব হইল মিতা
জাঙ্গাল বাঁধিল সিন্ধুজলে।
বধ করি দশাননে রাজ্য দিলা বিভীষণে
সীতারে আনিল চতুর্দ্দোলে॥
অযোধ্যায় রাম রাজা আনন্দিত যত প্রজা
লিখিল বাল্মীকি মহামুনি।
উগ্রসেনের সুতা নন্দদুলালের মাতা
নাম তার দৈবকী ঠাকুরাণী॥
তাহার গর্ভেতে হরি জন্মিলেন কৃপা করি
কৃষ্ণ পক্ষ ভাদ্রপদ মাস।

ভদ্রা অষ্টমী তিথিতে আইলেন পৃথিবীতে
গাইল কৈবর্ত্ত রামদাস॥

কৃষ্ণলীলা লিখে যত কত বা বাখানি।
চতুর্ভুজ রূপে জন্ম যবে চক্রপাণি॥
ভূমিষ্ঠ হইতে কৃষ্ণ কোলে কর‍্যা নিল।
নিশিযোগে বসুদেব গোকুলে চলিল॥
বাড়িল যমুনা নদী হয়ে শতধার।
বসুদেব ভাবেন কেমনে হব পার॥
শিবারূপে ঈশ্বরী যমুনা হইল পার।
সেই পথে গেল দ্বিজ কোলেতে কুমার॥
মন্দ মন্দ মেঘের গর্জ্জন ঘোর রাতি।
মায়া রূপে বাসুকি মাথায় ধরে ছাতি॥
ঘুমে বড় কাতর গোকুলের লোকজন।
নন্দালয়ে গিয়া বসু দিল দরশন॥
যশোদার কোলে কন্যা দেখিল নয়নে।
কোলে নিল সেই কন্যা থুয়া নারায়ণে॥
বিলম্ব না করে বসু বচন বলিতে।
মথুরা নগরে গেলা কাঁদিতে কাঁদিতে॥
শীঘ্রগতি কয় দূত কংসের চরণে।
আনিতে হুকুম দিল অনুচরগণে॥
দেবকীর কোল থেক্যা কন্যা নিল বলে।
কাছাড়িতে পাথরে আপনি কংস তুলে॥
হাত হইতে গিয়ে দেবী গগনের পথে।
অষ্টভুজা হয়ে চণ্ডী বসে সিংহরথে॥
গগন হইতে দেবী ডাক দিয়া বলে।
তোর রিপু রইল গিয়া নন্দের গোকুলে॥
ঢালের উপরে লিখে পূতনা রাক্ষসী।
নন্দের বাড়ীতে যায় হইয়া রূপসী॥
দৈবকীর কোলে হরি দেখিয়া নয়নে।
দেখি দেখি বলি কোলে নিল নারায়ণে॥
পয়োধরে কালকূট আছিল মিশাল।
দুগ্ধ ধরি চুম্ব তায় দিলেন গোপাল॥

মরি মরি পূতনা রাক্ষসী ডাক ছাড়ে।
মরিয়া পড়িয়া গেল নন্দালয় জুড়ে॥
বলরামের সহিত হরি খেলেন অঙ্গনে।
রোহিণী যশোদার প্রেম বাড়ে দিনে দিনে
স্বয়ং অবতার কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
বালক সহিতে হরি গোঠে রাখে গরু॥
তালবন কুমুদবন মধুবনে খেলা।
বকাসুর অঘাসুর বধে কত কলা॥
এই সব বিশাই লিখিল মনোমত।
দানখণ্ড লিখে গেল যেন ভাগবত॥
কদম্বের তলে হরি রহে দানছলে।
মায়া পেতে কৌতুকে রহিল কুতুহলে॥
গোকুলের যত গোপী সাজাল পসরা।
বড়াই সঙ্গে রাধা তখন চলিল মথুরা॥
রাধা ঠাকুরাণী যান সভাকার মাঝে।
দধির পসরা মাথে গতি গজরাজে॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্য-মঙ্গল॥

হাতে ধরি গোপীনাথ গোপীরে রহায়।
পসারা লুটিয়া হরি দধি কেড়ে খায়॥
বলিছে বড়াই বুড়ী করিয়া চাতুরি।
হাসিয়া রাধার হাত ধর‍্যা রাখে হরি॥
গোবিন্দের পরাক্রম করিল লিখন।
বাম করে করিয়াছে গোবর্দ্ধন ধারণ॥
দাবানল নির্ব্বাণ লিখিল তার পাশে।
কালিদহে কালিয়া নাগের প্রাণ নাশে॥
লিখিল বসন্তরাস করিয়া প্রকাশ।
গোবিন্দ লইয়া কত গোপীর উল্লাস॥
তার মাঝে রাধিকার বিপর্য্যয় মান।
পায়ে ধর‍্যা কৃষ্ণচন্দ্র সে মান ভাঙ্গান॥
এইরূপ লিখে কত গোবিন্দের খেলা।
বিশেষ বসনচুরি যমুনার লীলা॥

নকুল সহদেব লিখে দক্ষিণবিরাট।
যুধিষ্ঠিরচরণে লিখিল রাজপাট॥
ভীষ্মের শরশয্যা লিখে কুরু-উরুভঙ্গ।
অশ্বত্থামার অপমান দ্রৌপদীর রঙ্গ॥
দ্রৌপদীর লজ্জানাশ পাণ্ডবের বন।
লিখিল বিশেষ কর‍্যা কুরুক্ষেত্র রণ॥
সেতুবন্ধ লিখিল রাবণ দশানন।
ইন্দ্রজিতের বধ কুম্ভকর্ণের পতন॥
লক্ষ্মণের শক্তিশেল বানরের বিষাদ।
লিখিল রামের লীলা শুণিতে প্রমাদ॥
দশ মহাবিদ্যা লিখে দশ অবতার।
রাজা গোউড়েশ্বর লিখে রাজদরবার॥
লিখিল বিচিত্র চিত্র ফলার উপর।
ষোল পাত্র বার ভূঞা দরবার ভিতর॥
রাজা কর্ণসেন লিখে রাণী রঞ্জাবতী।
লাউসেন কর্পূর লিখে ময়না অধিপতি॥
কালু বীর লিখে লক্ষ সামন্ত ঝকড়।
মাহুদিয়া পাত্র লক্ষের পায়ে করে গড়॥
দুই গালে চুন কালি লিখিল মাহুর।
মাথার উপর নগ্‌দী করে বেটুয়া কুকুর॥
মাতুল ভাগিনা বাদ হবে নিরন্তর।
তার পাকে অপমান ঢালের উপর॥
ঢাল গড়া সাঙ্গ হইল ফুরাইল কালি।
চারি চাঁদ সম্মুখে লিখিল হরিতালি॥
দেবতা দানব নর করিয়া লিখন।
লিখিল বনের পশু আর পক্ষিগণ॥
তরু লতা লিখিল সুচারু চারি ভিতে।
ফুল ফল মঞ্জরী সুরম্য শোভে তাতে॥
কত যে আঁকিল কর্ম্মী তার শেষ নাঞি।
বড় ভাগ্যে সংক্ষেপে তার ছয় মাসে গাই॥
মাজিয়া ঘষিয়া ঢাল ঝাঁপিল বসন।
অবসান হল নিশি উদিত তপন॥
বিশাই চলিয়া গেল দেবতার পুরে।
ময়না নগরে হেতা নিশি গেল দূরে॥

নিদ্রা তেজি কর্ম্মকার বিষাদিত মন।
আপনার শালঘরে করিল গমন॥
বিশায়ের গড়ন যতেক কারখানা।
বর্ণক পড়িয়া যেন কত রূপা সোনা॥
বসন ঘুচায়ে ঢাল দেখিল কামার।
বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্ম বল্যা বন্দিল দশবার॥
অনুপম চিত্র দেখ্যা মানিল বিস্ময়।
সেনের সহায় ধর্ম্ম জানিল নিশ্চয়॥
দড়বড়ি ঢালখানি তুলে নিল মাথে।
ধাওাধাই চলিল ময়নার রাজপথে॥
অপরূপ দেখিতে লোকের সীমা নাঞি।
প্রশংসা করিয়া যশ শতমুখে গাই॥
বলিতে কহিতে কর্ম্মী দরবারে আইল।
প্রণতি করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
আমার বচন রাজা কর অবগতি।
অনুকূল তোমার তনয়ে যুগপতি॥
দেখে শুনে কর্ণসেন উল্লাসিত চিত।
রঞ্জাবতী রাণী অতি হল হরষিত॥
গুণিগণ বাখানি করে দেখ্যা গুণপনা।
রাণী ভাবে পরিপূর্ণ মনের বাসনা॥
শিরে শিরোবন্ধ দিল গায়ে জামা জোড়া।
বক্সিস বিশেষ হল টাঙ্গোনিয়া ঘোড়া॥
কত নিধি কণ্ঠেতে কনককণ্ঠহার।
অপরঞ্চ বিশেষ করিল পুরস্কার॥
বিদায় লইয়া নন্দু চলে গেল ঘর।
লাউসেন কর্পূর আইল দরবার ভিতর॥
ঢাল লয় লাউসেন খড়্গা সমতুল।
বিধি বিষ্ণু আপনি ইহার যান মূল॥
জয় ধর্ম্ম বল্যা ঢাল করিল গ্রহণ।
মনে যত আসে করে ঢালের সাজন॥
স্বর্ণের ঘুঙুর দিল ঢালের উপর।
হাড়িয়া চামর দিল অতি মনোহর॥
অসিফলা ধরিল ময়নার তপোধন।
ফলক্ষা মারিয়ে উঠে উপর গগন॥

বীরদাপ দেখিয়ে রাজারাণীর উল্লাস।
অনাদ্যমঙ্গল গায় কবি রামদাস॥
হরি হরি বল ভাই ধর্ম্মের সভায়।
এত দূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়॥

ইতি অষ্টম কাণ্ড সমাপ্ত।

নবম কাণ্ড

মাল-বধ পালা

দিনে দিনে বীরদাপ করে দুই ভাই।
গোউর সহর চল এই দণ্ড যাই॥
কর্পূর বলে ঘরে বস্যা কার্য্য করি কি।
রাজার দরবারে চল পরিচয় দি॥
মামা ত পাত্তর বটে মেসো গৌড়েশ্বর।
নিকট কুটুম্ব সভে নহে স্বতন্তর॥
পার যদি ছাড়াইয়া আনিতে ময়না।
তবে ত বুঝিব দাদা তোমার গুণপনা॥
ভারতে তোমারে দেখি দ্বিতীয় অর্জ্জুন।
স্বদেশ বিদেশে ঘোষে তোমার সদ্‌গুণ॥
তোমার সমান বীর ঘরে রয় বসি।
কি করিবে তবে রায় অভয়ার অসি॥
কর্পূরের ভারতী সেনের লাগে মনে।
বিলম্ব কি ভাই আর চল মোর সনে॥
পিতামাতার চরণে বিদায় নিয়ে আগে।
কালিকে করিব যাত্রা নিশা শেষভাগে॥
যোড় করে পিতারে কহেন দুটি ভাই।
আজ্ঞা কর গোউড় সহর দোঁহে যাই॥
ষোল ঘর জ্ঞাতি আছে গোউড় ভুবনে।
পরিচয় করি গিয়া তা সভার সনে॥
কর্ণসেন বলে পুত্র সে দুর্গম দেশ।
পথে যেতে বাপধন পাবে বড় ক্লেশ॥
বিশেষ ভল্লুক ব্যাঘ্র দস্যু অতিশয়।
বালক স্বভাব বাছা মনে বাসি ভয়॥
তোমরা হৃদয়মণি নয়নের তারা।
তিল আধ না দেখিলে হই জ্যান্তে মরা॥
তোমারে বিদায় দিয়ে না রবে জীবন।
দশরথ মৈল যেন রামে দিয়ে বন॥
তোমারে বিদায় দিতে আমি নাঞি জানি
কি বলে সুধাও আগে রঞ্জাবতী রাণী॥
তোর লাগি মর্য়াছিল শালে দিয়া ভর।
মাগহ বিদায় বাছা তার বরাবর॥
এত শুনি দুটি ভাই করিল গমন।
দু ভাই বন্দিল গিয়া মায়ের চরণ॥
দুটি ভাই ধরিল মায়ের দুই করে।
লব কুশ জানকী যেমন শোভা করে॥
কর যোড় করিয়া কহেন দুটি ভাই।
আজ্ঞা কর গোউড় সহরে দোঁহে যাই॥
তোমার পুণ্যের জোরে হব সভাজয়ী।
পৌরুষ কি আছে যদি ঘরে বসে রই॥
এ কথা বারাল যদি লাউসেনের তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রঞ্জাবতীর মুণ্ডে॥
রাজার চাকর হয়ে কি করিবে কাজ।
তোমার বালাই লয়ে ধনে পড়ুক বাজ॥
এত ধন নাঞি আঁটে তোমার বাপধন।
তোমাকে চাহিয়া ধন কি আছে এমন॥
চৌদ্দ মরাই টাকা বান্ধা ভাণ্ডার ভিতর।
ধন ফেল্যা বান্ধিতে পার দক্ষিণ সাগর॥

সুবর্ণের বাঁধা ঘাট লহরী খেলায়।
কত কোটি কাঞ্চন দেশে গড়াগড়ি যায়॥
এত ধনে লাউসেন তোমাকে নাঞি আঁটে।
তোমার লাগি সুতা কেট্যা বেচিব হাটে হাটে॥
সেন বলে জননি গো কহি যে তোমায়।
কুপুত্র যে জন, খায় বাপমায়ের উপায়॥
পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম পিতার পালন।
কত কাল বসে খাব পিতার অর্জ্জন॥
রাণী বলে বাপধন জান নাঞি তুমি।
গোউড়পথের দুঃখ বলে দিব আমি॥
পথে পথে সদাই দারুণ দাবানল।
কত গণ্ডা নদী আছে অগম অতল॥
হরিণ মহিষ বাঘ চরে পালে পাল।
সিংহরাজ শার্দ্দুল বিস্তর হরিয়াল॥
সে দেশের পথ নয় এ দেশের পারা।
পথে বসে বিস্তর আছয়ে ছেলেধরা॥
আসিবে তোমার মামা লইতে আমারে।
মায়ে পোয়ে যাইব তোমার মামাঘরে॥
সেন বলে তুমি মনে না করিও শঙ্কা।
রাম যেমন করে গেছে রাবণের লঙ্কা॥
রঞ্জাবতী বলে তেন শকতি কাহার।
সিন্ধু বাঁধি রামচন্দ্র সেনা কৈল পার॥
সেন বলে আমার সহায় সেই জন।
কি করিবে অসুর দেবতা নরগণ॥
থাকিতে প্রভুর ফলা অভয়ার অসি।
ত্রিলোকের মধ্যে কারে নাঞি ভয় বাসি॥
তবে দুখ সুখ মা গো কপালের লিখন।
সজারুর হাতে যেন সিংহের মরণ॥
এত বলি সবিনয়ে চাহিল বিদায়।
দড়বড়ি ধরিল মায়ের দুটি পায়॥
বেশি নয় এক পক্ষ রব মেসোঘরে।
পরিচয় দিয়ে পুন আসিব যে ফিরে॥
তবে রাণী দাসীদেরে শুধায় উপায়।
লাউসেন কর্পূর অনাথা করে যায়॥

বাছারে না দেখে চক্ষে বাঁচিব কেমনে।
কি করিলে থাকে বাছা আপন ভবনে॥
কল্যাণী মালতী বলে শুন ঠাকুরাণি।
তোমার ছেলে ঘরে থাকে ঔষধ ভাল জানি॥
ডান হাত ভেঙ্গে রাখ আর ডান পা।
ঘরে বসে খোঁড়া পোকে নিতুই দেখ মা॥
অনুক্ষণ দেখিলে সে চাঁদপারা মুখ।
পাসরিবে অবশ্য চাম্পায়ের যত দুঃখ॥
কল্যাণীর ভারতী রঞ্জার লাগে মনে।
কাঁদিয়া দাঁড়াল গিয়া রাজা যেইখানে॥
কাঁদিয়া কাতরে রাণী কহিল বারতা।
মোর বাক্য রাখ রাজা খাও মোর মাথা॥
মাল দিয়ে দু ভায়ের ভাঙ্গাহ দুই পা।
গোউড়ে যাওয়া অবশ্য ঘুচিবেক ত্বরা॥
দিবানিশি দেখি দোঁহার সে চাঁদবয়ান।
অভাগিয়া জননীর জুড়াবে পরাণ॥
রমতী সহরে মাল নাম সারঙ্গধল।
তাহারে আনাও রায় দেখি বুদ্ধিবল॥
সুবুদ্ধি রাজাকে আসি কুবুদ্ধি ঘটিল।
সত্য মানি রমণীর কথায় ভুলিল॥
পাতি দিয়ে রাজদূত পাঠাল তৎপর।
গায় কবি রামদাস সখা মায়াধর॥

আজ্ঞা পেয়ে রাজদূত বান্ধিল পরাণা।
ধাবকের বেশে এড়ায় দক্ষিণ ময়না॥
পার হল কালিন্দী পদুমা দরশন।
রাঙ্গামাটি ছাড়াইল দাখিল উচালন॥
মুণ্ডমালা আমিলা করিল পাছুয়ান।
রাজহাট পার হয়ে গেল বর্দ্ধমান॥
ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার।
উপনীত হল গিয়া রাজদরবার॥
হেনকালে রাজদূত করেছে জোহার।
যোড়হাতে সকল কহিল সমাচার॥

পাগে ছিল পরয়ানা দিল পাত্রের করে।
মুদা ভেঙ্গে পরয়ানা পড়ে ধীরে ধীরে॥
ভাগিনার কথা শুনে হেঁট মাথা করে।
কংসের যেমন যুক্তি কৃষ্ণ বধিবারে॥
এত দিন ভাগিনা বাঁচে কিছুই না জানি।
এইবার ভাগিনা বেটা হারাবে পরাণি॥
মল্ল পাঠাইয়া দিব মোর মনে লয়।
বোন রঞ্জাবতী যেন আঁটকুড়ী হয়॥
পাত্র বলে শুনরে কোটাল ইন্দ্রজাল।
মাল সারঙ্গধলে ডেকে আনরে তৎকাল॥
আজ্ঞা বন্দি কোটালিয়া করিল গমন।
মালের নিকটে গিয়া দিল দরশন॥
আখড়াশালেতে খেলে মাল সারেঙ্গধল।
চারি দিকে পড়েছে পাষাণ জগদ্দল॥
নিরবধি আখড়া সদাই ঠাটবাট।
চারি দিকে পড়ে আছে পাষাণ মালকাঠ॥
হেনকালে রাজদূত করিল জোহার।
হুকুম পাত্রের ভাই চল রাজদ্বার॥
হুকুমে হুঁসার হয়ে চলে সাত মাল।
চলে যেতে পায়ে কাঁপে আকাশ পাতাল॥
তিনবার সম্মুখেতে করিল তস্‌লিম।
কি করিতে হবে রায় কহিবে ত্বরিত॥
পাত্র বলে শুন ওহে মল্ল সাত জন।
মল্লবেশে যাবে চলে ময়না ভুবন॥
মল্লযুদ্ধ শিখিবেন আমার ভাগিনা।
শিখাইলে সাতগুণ পাইবে মাহিনা॥
যে কিছু সেখানে পাবে যতনে লইবে।
আমার কাছে আইলে তার দশ গুণ পাবে॥
তারপর মাহুদে কহিছে কানে কানে।
কাছাড়িয়া মেরে এস ভাগিনা লাউসেনে॥
আমার ভাগিনা বলি না করিহ ভয়।
ভগ্নী রঞ্জাবতী যেন আঁটকুড়ী হয়॥
অনাদ্যপদারবিন্দমধুলুব্ধমতি।
রামদাস গায় গীত মধুর ভারতী॥

সাত মাল সঙ্গে করে ধাইল সারেঙ্গধল।
পদভরে মেদিনী করয়ে টলমল॥
নেড়া মাথা বিরূপ দেখিয়া লাগে ডর।
গোঁফের বলনি যেন হাড়িয়া চামর॥
লোহার মুদ্গর হাতে বুকে মারে ঘা।
মণিরামকমলে ভূষিত সব গা॥
বীরমাটি বিশেষ ভূষিত সব গায়।
বীরধটি কটিতটে পাগড়ি মাথায়॥
আগে আগে ধাইল আরিন্দা শিঙ্গাদার।
ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হল পার॥
ডান দিকে নাড়ুগ্রাম দক্ষিণে নাগুরী।
আমিনা সরাই রেখে এল মোগলমারি॥
দিবানিশি চলে যায় ময়না ভুবনে।
দেখাদেখি উত্তরিল গড়মান্দারনে॥
ধুলটাঙ্গি প্রতাপপুর করিল প্রবেশ।
মানকর ছাড়াইল কাসজোড়া দেশ॥
কালিনী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার।
উপনীত হল গিয়া ময়না বাজার॥
ফুলের বাগান সব দেখ্যা যায় চেয়ে।
ভ্রমিছে ভ্রমরা সব কৃষ্ণ গুণ গেয়ে॥
সধবা বিধবা আদি যত মেয়্যাগণ।
নূতন-কলসী-ছটা অঙ্গের বরণ॥
অতিবৃদ্ধ বালা যুবা রসিকসমাজ।
বিদ্যাভাট চক্রবর্ত্তী বৈদ্য কবিরাজ॥
বার দিয়া বসেছে ভূপতি কর্ণসেন।
মল্লগুরু আগিয়ে সম্মুখে দেখা দেন॥
মাল সব আড়ালে দাঁড়াল সারি সারি।
তাল কিংবা শালগাছ তুলনা দিতে নারি॥
হেনকালে রঞ্জাবতী সমাচার পাই।
বাপেদের সম্বন্ধে মালেরে বলে ভাই॥
মা বাপের কুশল কহ ভায়ের কল্যাণ।
মায়ের বারতা কহ জুড়াক মোর প্রাণ॥
সুধাইল রঞ্জাবতী এ সব বারতা।
মাল বলে ভাল আছে তোমার মাতাপিতা॥

তারপর রঞ্জাবতী নিবেদন করে।
খোঁড়া করে লাউসেনে রেখে যাবে ঘরে॥
কহিতে ও সব কথা হৃদয় বিদরে।
এমন কাছাড় দিবে প্রাণে নাঞি মরে॥
ঘুচে যেন দূরদেশ যাবার বায়না।
তবে যে তোমারে দিব দ্বিগুণ মাহিনা॥
তপস্যার ধন মোর লাউসেন কর্পূর।
ক্ষণে না দেখিলে প্রাণ করে দুর দুর॥
বহু কষ্টে ঘুচিয়াছে কলঙ্কের কাঁটা।
বাহিরেছে দাদার বচনশেলপাটা॥
আমার মাথার কিরে খোঁড়া করে রাখ।
প্রাণে নাঞি মরে যেন সাবধান থাক॥
রাজারে এ সব কথা জানায়ে কাজ নাঞি।
না জানি কি বলে পাছে মনে ভাবি তাই॥
এত বলি রঞ্জাবতী করিল গমন।
পাঁচ মণ সিদা সিদ্ধি যোগায় তখন॥
বাসায় গিয়া মাল সব মনে যুক্তি করে।
আগে চল দেখে আসি লাউসেন বীরে॥
দেখিলে বুঝিতে পারি জয় পরাজয়।
আগে বল বুঝে নিলে তবে ভাল হয়॥
তার পরে স্নান রন্ধনে মন দিব।
আগে চল লাউসেনের বল বুঝে নিব॥
জান নাকি তার গুরু বীর হনুমান।
নখে ছিঁড়ে সবারে করিবে খান খান॥
এত বলি মাল সব করিল গমন।
আখড়ামন্দিরে গিয়া দিল দরশন॥
মাল সব আড়ালে দাঁড়াল সারি সারি।
পর্ব্বতের চূড়া কিম্বা কীচকের অরি॥
সম্মুখে আছাড় খেয়ে পড়েছে কর্পূর।
পাথরের মন্দির নড়িছে দুর দুর॥
কর্পূর বলেন দাদা দেখ বার হয়ে।
কোথাকার মাল সব ঐ দাঁড়াইয়ে॥
এই সব মাল দেখি যমদরশন।
নিশ্চয় এদের হাতে তোমার মরণ॥

পরিচয়ে কাজ নাঞি চল পলাইয়া।
পরাণ উড়িল দাদা মালকে দেখিয়া॥
হেন কালে লাউসেন আগু হয়ে কয়।
কোথাকার মাল তোরা দেহ পরিচয়॥
কোথা হতে আইলে হে তোমার নাম কি।
মাল বলে শুন সেন পরিচয় দি॥
সারঙ্গধল আমার নাম জগতে বিদিত।
এই ছয় শিষ্য এদের নাম ইন্দ্রজিত॥
গোউড় সহরে থাকি দিবস রজনী।
আইলাম তথা হতে তোমার নাম শুনি॥
বাহুবলে তোমারে করিলে পরাজয়।
জগতে হইবে তবে আমার বিজয়॥
পাত্রের হুকুম তোমার লইব মহলা।
মোর হাতে বাঁচ যদি, তবে যে ধূলাখেলা॥
এত শুনি কহে সেন বীর গুণধাম।
এত দিনে তোমাকে ভবানী হল বাম॥
ভাল গুরুগিরি দেখাইতে আলি হেথা।
হারি যদি তবে ত সাবাস তোর কথা॥
জান না কি মোর গুরু বীর হনুমান।
নখে ছিঁড়ে সভাকে করিব খান খান॥
মল্ল বলে কিবা তোর দেখাস মহত্ত্ব।
বালকের সনে বাদ সে নহে বীরত্ব॥
সেন বলে এই দণ্ডে পাইবে প্রতিফল।
এক চড়ে বুঝে লব কার কত বল॥
এত শুনি বেগে ধায় বীর সারঙ্গধল।
পদভরে মেদিনী করিছে টলমল॥
ধেয়ে গিয়ে পলাইয়া রহিল কর্পূর।
এইবার দাদাকে রাখ গোবিন্দ ঠাকুর॥
লাউসেন মালেতে পড়িল ধরাধরি।
বিবাদে ঠেকিল যেন কুঞ্জর কেশরী॥
হাতাহাতি করিয়া করিছে মালসাট।
ফলঙ্গ মারিয়া দোঁহে ছাড়ে সিংহনাদ॥
ধরাধরি দুজনে মাথায় ঢুসাঢুসি।
পায়ে পায়ে পাছাড়ি বাহুতে কষাকষি॥

দুই জনে মহাযুদ্ধ অকালপ্রমাদ।
পবন গরুড়ে যেন হইল বিবাদ॥
গজ কচ্ছপেতে যেন ঘোরতর রণ।
সেইরূপ বিবাদ করিল দুই জন॥
রাম দশাননে যেন বাজিল হানাহানি।
সেই মহাপ্রলয় সকল মুখে শুনি॥
চাহিতে চাহিতে চক্ষে জ্বলিছে চিকুর।
কৃষ্ণের যুদ্ধেতে যেন মুষ্টিক চাণূর॥
মালক মারিয়া রায় করে ঘোর রণ।
বীরদাপে বসুমতী কাঁপায় দুজন॥
বয়স ছায়াল সেনের টুটে গেল বল।
মহাকোপে বুকে বসে বীর সারঙ্গধর॥
মটমটি শবদে ভাঙ্গিল হাত পা।
পাষাণ বুকে দিয়ে বলে সুখে নিদ্রা যা॥
মালসাট মারে মল্ল জিনিয়া সমর।
ভোজনে বসিল গিয়া হরিষ অন্তর॥
সেনের বিপত্তি দেখি কর্পূর পাতর।
শিরে হাত দিয়া কাঁদে আকুল অন্তর॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্য-মঙ্গল॥

দেখিয়া সেনের দুঃখ কাঁদয়ে কর্পূর।
কি দশা করিলে প্রভু অনাদ্য ঠাকুর॥
তখন বলিলাম দাদা চল পলাইয়া।
উপায় প্রভুর পদ একান্ত ভাবিয়া॥
দক্ষিণ চরণ গেল আর ডানি হাত।
বিপদের কালে দাদা ডাক জগন্নাথ॥
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ কৈল যে।
মনে মনে ডাক দাদা উদ্ধারিবে সে॥
হিংসায় পূতনা পাইল কৃষ্ণের শরীর।
কামে গোপী পায় কৃষ্ণ ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির॥
ভক্তিবলে নারদ পেয়েছে নারায়ণ।
পুত্রভাবে যশোদা পেয়েছে সেই জন॥

এত যদি কর্পূর উপায় বলে দিল।
প্রভুপদপঙ্কজ সেন ভাবিতে লাগিল॥
জয় জয় পরমকারণ নারায়ণ।
সঙ্কটে পড়েছি প্রভু রাখ হে জীবন॥
গো-ধন রাখিলে প্রভু গোবর্দ্ধন ধরি।
সুধন্বারে রক্ষা কৈলে তপ্ত তৈলে হরি॥
পাণ্ডবে করিলে রক্ষা জৌয়ের আগুনে।
কিঙ্করে কাতরে ডাকে রক্ষ নিজগুণে॥
শিলাপাটে সঙ্কটে জীবন বাহিরায়।
সেবক স্মরণ করে হও বরদায়॥
এত বলি লাউসেন গোবিন্দ ধেয়ান।
হেনকালে বৈকুণ্ঠে জানিল ভগবান॥
ঠাকুর বলেন শুন বীর হনুমান।
মল্লযুদ্ধে লাউসেন হারায় পরাণ॥
গা তুলিয়া যাও বাছা বীর হনুমান।
তুমি গিয়া লাউসেনে কর পরিত্রাণ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পবননন্দন।
সেনের নিকটে গিয়া দিল দরশন॥
দেখিলেন সেন রাজা বড় পরাজয়।
জ্বলন্ত অনল হইল পবনতনয়॥
বুকের পাষাণখান হাতে করি নিল।
যাও বলি দক্ষিণ সমুদ্রে ফেলে দিল॥
ধূলা ঝাড়ি বীরবর সেনে নিল কোলে।
লাউসেন পড়িল গুরুর পদতলে॥
আশীর্ব্বাদ করে গুরু যত আসে মনে।
পরশিতে বল বাড়ে মল্লের নিধনে॥
মোরে পাঠাইয়া দিল ভকতবৎসল।
আমি দিলাম তোমার গায়ে বাইশ হাতীর বল॥
এই বাক্য বলিতে সেনের সুন্দর হাত পা।
সুমেরু পর্ব্বত জিনি লাউসেনের গা॥
বিদায় হয়ে বৈকুণ্ঠে গেলেন হনুমান।
লাউসেন রাজা কইল গৃহেতে পয়ান॥
পঞ্চ রসে ভোজনে বসেছে সাত মাল।
সেন রাজা দাঁড়াইল যেন যম কাল॥

সেন বলে মাল বেটা ভাত খাও তুমি।
ধর্ম্মের তপস্বী বেটা মরে গেলাম আমি॥
গোউড় নগরে তোরা না ফিরিবি আর।
ময়নাতে লাউসেন হয়েছে অবতার॥
রুষিল সারঙ্গধল চঞ্চল মেদিনী।
হেন কালে ছয় শিষ্য যোড় করে পাণি॥
তুমি গুরু আমরা শিষ্য জগতে বিদিত।
তোমার কৃপায় নাম পাইলাম ইন্দ্রজিত॥
আমরা থাকিতে দেব তুমি কেন যাবে।
ছেলে বেটার কাছে গিয়া বৃথা লজ্জা পাবে॥
বুড়া বলে বাপসব কোন কালকে আর।
একবারে লাউসেনে মারহ আছাড়॥
এত শুনি চারি মাল ধেয়ে যায় রণে।
পতঙ্গপতন যেন যজ্ঞের আগুনে॥
চারি দিকে বেড়ে কেহ না পারে ধরিতে।
আকাশ অধিক উঁচু দেখে চারি ভিতে॥
হেট মাথা করিতে পাতালে দেখে পা।
সুমেরু পর্ব্বত জিনি লাউসেনের গা॥
একবারে চারি মাল লাউসেনে তোলে।
কলার কান্দি ধরিয়া যেমন বাদুর ঝোলে॥
তা দেখিয়া সেনরাজা বিক্রমে বিশাল।
কাঁকে তুলে চাপিয়া মারিল চারি মাল॥
ছেড়্যা দিতে দূরে পড়ে খাইয়া কাছাড়।
মাথার খুলি ভেঙ্গে গেল চূর্ণ হল হাড়॥
আর দুই মাল তখন ধেয়ে আইল রণে।
পায়ে ধরি দুই জনে ঘুরায় গগনে॥
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে মুখ বেয়ে।
বালক মারিতে মল্ল পড়ে আছাড় খেয়ে॥
ছয় শিষ্য মরিল বুড়া রুষিল আপনি।
সেন বলে মল্ল বীর তোরে ভাল জানি॥
মোর হাতে আজি তোর অবশ্য মরণ।
সংসার খুঁজিয়া দেখ প্রাণ বড় ধন॥
মাল বলে বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ নাঞি দিব।
আমি জানি তোর হাতে নিশ্চয় মরিব॥
কিন্তু তোর যোগ্যতা জেনেছি পূর্ব্বাপর।
নিশ্চয় আমার হাতে যাবি যমঘর॥
এত বলি ধেয়ে যায় বীর সারঙ্গধল।
পদভরে মেদিনী করিছে টলমল॥
ষোলসাঙ্গের পাষাণ নিল ধরি দুই করে।
সামাল বলিয়া ফেলে সেনের উপরে॥
লাউসেন প্রতি আছে দৈব অনুকূল।
পাষাণ লুফিয়া নিল কদম্বের ফুল॥
পুনরপি সেই পাষাণ নিল সদাকর।
লও বলি ফেলে দিল মালের উপর॥
পর্ব্বতসমান পাষাণ বায়ুবেগে ধায়।
সামালিতে নারে মালের পড়িল মাথায়॥
তা দেখিয়া সেন রাজা হরিষ অন্তর।
পায়ে ধরি তুলে মারে শূন্যের উপর॥
শূন্যেতে তুলিয়া দিল গোটা চার পাক।
চৈত্র মাসে ফিরে যেন কুমারের চাক॥
রেয়েটি পাথরে রাজা মারিল আছাড়।
তেজিল জীবন মাল চূর্ণ হল হাড়॥
মাল সারঙ্গধল যদি ত্যজিল জীবন।
মুক্ত হয়ে চলে গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
মাল টেনে ফেলে দিল কালিন্দীর জলে।
মাল জিনি দুই ভাই বসে তরুতলে॥
স্নান কেলি তর্পণ কৈল কালিন্দীর জলে।
রামকৃষ্ণ খেলে যেন যমুনার কূলে॥
এইখানে মালবধ পালা হল সায়।
রামদাস গায় গীত গাওয়ায় কালু রায়॥

ইতি অনাদি-মঙ্গল নামক মহাকাব্যে মালবধ নামক নবম কাণ্ড॥

দশম কাণ্ড

বাঘজন্ম পালা

প্রণমহ পরাৎপর পরম ঠাকুর।
যার নামে অশেষ আপদ্ যায় দূর ॥
হরি বলি শুন ভাই শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত।
শুনিলে আপদ্ খণ্ডে মানস সম্প্রীত ॥
কর্পূর বলেন ভাই বিলম্বে কাজ নাঞি।
এই দাপে দাদা হে গৌড়ে চল যাই ॥
বীর বধ করিনু বাড়িল বীরপণা।
ইনামে আনিব রাজ্য দক্ষিণ ময়না ॥
মামা মেসো হয় অতি নিকট সম্বন্ধ।
দরবারে গেলে বড় বাড়িবে আনন্দ ॥
মামা সে দুরন্ত অতি কুটিল অতিশয়।
অতেব ব্যক্ত বেশে যাইতে বাসি ভয় ॥
কাজ নাঞি নফর লস্করে সুবাহনে।
গুপ্তবেশে অবশ্য যাইব গুপ্ত গনে ॥
অধিক বিলম্বে আব নাঞি প্রয়োজন।
অতঃপর কর ভাই পথের আয়োজন ॥
সেন বলে জীয়ে থাক কর্পূর পাতর।
তোমার ভরসা মনে করি নিরন্তর ॥
শিরে বান্দে শিরবন্দ গায়ে পট্টজোড়া।
হাতে নিল মহাফলা অভয়ার খাঁড়া ॥
শ্রবণে কুণ্ডল পরে তিমিরে করে আলা।
ললাটে তিলক যেন নব শশিকলা ॥
গলাতে কনকহার হীরামণি তায়।
বাহুমূলে বাজুবন্ধ কত শোভা পায় ॥
নানাবিধ অলঙ্কার বীরের সাজন।
সংহতি কর্পূর নিল কত প্রহরণ ॥
পথের সম্বল বান্ধে মাণিক গণ্ডা দশ।
অতঃপর কহে বীর হইয়া হরষ ॥

গৌড় নগরে যদি যাব দুই জনে।
এ সব ভারতী যেন মাতা নাঞি জানে ॥
কর্পূর বলেন দাদা তু বড় অজ্ঞান।
মায়ে না বলিলে নিশ্চয় হারাবে পরাণ ॥
মায়ের সমান গুরু নাহি ত্রিভুবনে।
ষোল তীর্থের ফল বলে পিতার চরণে ॥
মা বাপের চরণে বিদায় মেগে চল।
তবে জানি ধর্ম্ম তব হবে পক্ষবল ॥
এত বলি বাপে গিয়া করিল প্রণাম।
দশরথ দেখি যেন লক্ষ্মণ শ্রীরাম ॥
করযোড়ে দুই ভাই বলিছে বচন।
আজ্ঞা কর যাই দোঁহে গৌড়ভবন ॥
কর্ণসেন বলে বাপু আমি নাঞি জানি।
তোদের বিদায় দিবে রঞ্জাবতী রাণী ॥
পুত্রের প্রতাপে বাড়ে পিতার গৌরব।
গোবিন্দ হইতে যেন নন্দের বৈভব ॥
যাইতে নাহিক মানা আসিবে তৎপর।
রঞ্জাবতী রাণী শুনি কপালে হানে কর ॥
বাপধন বাছা রে বালাই লয়ে মরি।
বদনে বদন দিয়া বলেন সুন্দরী ॥
মোর বাক্য বাপধন শুন মন দিয়া।
রাজার চাকর হবে মোর মাথা খেয়া ॥
রাজার চাকর হোথা কি করিবে কাজ।
তোমার বালাই লয়ে ধনে পড়ু বাজ ॥
চক্ষের পলকে বাপ তিলে হই হারা।
তোমার কারণে আছি পাগলিনী পারা ॥
তবে যদি একান্ত যাইবে দূরদেশ।
অভাগী মায়ের কথা শুন সবিশেষ ॥

দৈবজ্ঞ ডাকিয়া আগে যাত্রা কর স্থির।
তবে ত হইবে বাছা ঘরের বাহির ॥
এত বলি রঞ্জারাণী প্রবোধি নন্দনে।
দৈবজ্ঞ ডাকিয়া আনি কহিল গোপনে ॥
কান্দিয়া কাতরে কত কয় পায় পড়ি।
লাউসেন কর্পূর বাছা যায় বাড়ী ছাড়ি ॥
বল্যা কয়্যা লাউসেনে ঘরে রাখ তুমি।
যাহা চাহ তাহা দিয়া সন্তোষিব আমি ॥
গা তুলিল গ্রহবিপ্র কক্ষে লয়ে পুথি।
দরবারগৃহে দ্বিজ চলিল ঝটিতি ॥
লাউসেন কর্পূর যথা দোলুজ দুয়ারে।
গ্রহাচার্য্য উপনীত হইল তথাকারে ॥
পাঁজি হাতে করিয়া করিল আশীর্ব্বাদ।
অনুকূল সদাই হউক রাধানাথ ॥
পরিমাণ পবিত্র কেবল গঙ্গাজল।
রূপে গুণে সাক্ষাতে করিতে পারি নল ॥
আজিকার সংবাদ রাজা করি নিবেদন।
পঞ্জিকা ধরিয়া আজি করিনু গণন ॥
উত্তরমুখেতে যাত্রা করিবে দুটি ভাই।
অমঙ্গল দেখিয়া এলাম ধাওাধাই ॥
নিশ্চয় যাইবে বটে গৌড় নগরী।
বার বচ্ছর যাত্রা নাঞি দেখিনু বিচারি ॥
পঞ্জীর গণন রাজা ঠেলা নাঞি যাবে।
না মান নিষেধ যদি বড় দুঃখ পাবে ॥
এত শুনি সেনরাজা হেসে কয় কথা।
বার বছরের খড়ি তুমি পাইলে কোথা ॥
সম্বচ্ছরের খড়ি কেহ না পারে গুণিতে।
বার বচ্ছর যাত্রা নাঞি মানিব কিমতে ॥
গৌড় যেতে যাত্রা নাঞি দ্বাদশ বচ্ছর।
তোমারে বধিয়া যাত্রা দেড় প্রহর ভিতর ॥
এত বলি হাতে নিল চণ্ডীর আতর।
ভয় পেয়ে বিপ্র তথা কাঁপে থর থর ॥
অপরাধ ক্ষমা কর শুন মহাশয়।
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম পুরাণেতে কয় ॥

ভিখারীর অপরাধ একবার রাখ।
দশক ভুলিয়া রাজা পড়িল বিপাক ॥
এত বলি বিপ্র বহু স্তুতিবাদ করে।
কর্পূর বিনয়ে বলে লাউসেনের তরে ॥
ব্রাহ্মণের দোষ কিবা এনেছে জননী।
বলিয়া দিয়াছে যাহা কহে সেই বাণী ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি শুন তপোধন।
অপরাধ এর কিবা না বধ ব্রাহ্মণ ॥
এত শুনি গ্রহবিপ্র গা তুলে দাঁড়ায়।
গায়ে হতে জামাজোড়া দিল যুবরায় ॥
কতবিধ বসন ভূষণ দিল দান।
দ্বিজ বলে হোকু সেন তোমার কল্যাণ ॥
পাঁজি হাতে পুনর্ব্বার করিল গমন।
শুভ তিথি শুভ লগ্ন কৈল তপোধন ॥
এখনি করহ যাত্রা কহিনু তোমারে।
আপনি সারথি যার দেব গদাধরে ॥
শ্রীহরি বলিয়া রাজা বাড়াইল পা।
কাছাড় খাইয়া পড়ে খোলা দাই মা ॥
তুমি যাবে লাউসেন গৌড় মধুপুর।
ঘরে রেখে যাবে আমার প্রাণের কর্পূর ॥
দিনে দশবার বাছা চিড়া মুড়ি খাও।
তিলেক বিলম্ব হলে কাঁদিয়া বেড়াও ॥
লাউসেন বলে মাতা না মানিও ভয়।
তোমার আশীষে হব সর্ব্বত্তরে জয় ॥
ক্ষুধা পেলে কর্পূরে যতনে খাওয়াইব।
রাত্রি হলে বুকেতে করিয়া শোয়াইব ॥
প্রবোধ হইয়া রঞ্জা করিল আশীর্ব্বাদ।
মাথা খাও আসিবে রহিয়া দিন সাত ॥
সংহতি সহায় সদা হবেন ধর্ম্মরায়।
মামা মেসো দেখা কর্য্যা আসিবে ত্বরায় ॥
এত বলি বেন্ধে দিল গঙ্গাজল নাড়ু।
শর্করা সন্দেশ আর পুরুটের গাড়ু ॥
দুটি ভাই মিলনে থাকিবে এক ঠাঞি।
কর্পূরের সঙ্গেতে বিরোধ করো নাঞি ॥

কর্পূর পরাণ মোর লাউসেন তনু।
তোমরা কেবল জেন রাম আর কানু॥
কান্দিতে কান্দিতে মাতা দিলেন বিদায়।
গড় করি লাউসেন গৌড় চলে যায়॥
গৌড় করিল যাত্রা রঞ্জার নন্দন।
শশিবিন্দুমুখ অরি করিল স্মরণ॥
লাউসেন বিদায় হইল উঠিল ঘোষণা।
মাথায় হাত দিয়া কান্দে দক্ষিণ ময়না॥
আট বর্ণ লোক কান্দে ঝুরয়ে নয়ান।
জয়পতি মণ্ডল কান্দে যতেক দেয়ান॥
বুড়া রাজা কর্ণসেন ঢলিয়া পড়িল।
দশরথ দশা যেন রাম বনে গেল॥
গোবিন্দ মথুরা গেলা ছাড়িয়া গোকুল।
ব্রজের গোপগোপী যেন হইল আকুল॥
রঞ্জাবতী রাণী কান্দে শূন্য হল ধাম।
কৌশল্যা কান্দেন যবে বনচারী রাম॥
দেব দ্বিজ গুরুজন বন্দিয়া সকল।
ধর্ম্মের বন্দিল দুটি চরণকমল॥
লাউসেনের পাছু যায় অনুজ কর্পূর।
শ্রীরাম সংহতি যেন লক্ষ্মণ ঠাকুর॥
পার হল কালিনী পদুমা দরশন।
রাঙ্গামাটি ছাড়াইল দাখিল উচালন॥
গুরুগতি চলে যায় গোপনীয় গনে।
কর্জ্জনা পিছনে রাখে এড়িয়া বর্দ্ধমানে॥
কত পথে সরিৎ সরণি হয়ে পার।
প্রবেশে রজনীমুখ মঙ্গলা বাজার॥
তামুলির ঘরে নিশি করিয়া যাপন।
কৃতার্থ করিল তারে দিয়া আলিঙ্গন॥
স্নান পূজা সকল সারিয়া নিশিশেষে।
কৌতুকে করিল যাত্রা গউড় উদ্দেশে॥
কত দূর যেয়ে বলে লাউসেন রায়।
দিশে নাঞি পাই কোন্ গ্রাম দেখা যায়॥
কোন্ পথে যাইলে গউড় যাব ত্বরা।
কহিবে কর্পূর যেন নহে দিশেহারা॥

কর্পূর বলেন দাদা করি নিবেদন।
পশ্চিম হইয়া গৌড় ছ মাসের গন॥
ছ দিনে উত্তরি যদি এই পথে যাই।
বিশেষ আছএ ভয় কহিতে ডরাই॥
ইহ রাজ্য দেখা যায় জালিন্দা নগর।
উদ্দেশে রাজার নাম বাঘ কামদল॥
বাঘটা হইয়া রাজা ধরে দণ্ড-ছাতা।
দশ মুখ হয়ত বাঘের কই কথা॥
অতএব ওই পথে না যাব কখন।
যাইলে এ পথে ভাই অবশ্য মরণ॥
সেন বলে দীর্ঘ পথে দেরী অতিশয়।
শীঘ্রগতি চল যাই মামার আলয়॥
বিলম্বে বিশেষ বাড়ে মায়ের বেদন।
পথ পানে চেয়ে করে দিনের গণন॥
কহ ভাই কর্পূর বাঘের বারতা শুনিব।
যা হয় উচিত পরে তাহাই করিব॥
হরিণ মহিষ বাঘ রাজার শিকার।
বাঘটা কেমনে পাইল রাজ্য অধিকার॥
কেবা দিল রাজটীকা ছত্র সিংহাসন।
কহিবে কর্পূর ভাই এ কথা কেমন॥
কর্পূর বলেন দাদা নিবেদন করি।
বাঘটা হইল কিসে রাজ্য অধিকারী॥
অমরা নগরে রাজা নাম শচীকান্ত।
মন দিয়া শুন দাদা বাঘের বৃত্তান্ত॥
একদিন অমরায় হল দেবঠাট।
ইন্দ্রপুত্র কলাধর ওসারিল নাট॥
আগু হয়ে বায়েন জরাপে দিল ঘা।
নেটদের সভার ধরণে নয় গা॥
দুহাতে সোনার বাঁশী বিনোদ ছাওনি।
গীত শুনি ভুলিল সকল দেব মুনি॥
শিব বলে কলাধর ভাল গায় গীত।
দিব্য বেশভূষা কত পড়ে চারি ভিত॥
সকল দেবতা বসে সভার ভিতর।
ভগবতী চেপে এলা বাঘের উপর॥

কৌতুকী হইল বড় ব্রহ্মার জননী।
ভাল বলি বর দিতে চাহেন তখনি॥
তা দেখিয়া কলাধর হেসে হেসে বলে।
তোমার ঠাঞি বর নিব এসো সন্ধ্যাকালে॥
ভাল বোল বলিলে তুমি যে সুধামুখী।
বাঘের উপর মেয়ে চাপে কভু নাঞি দেখি॥
এত শুনি কোপে তাপে কাঁপেন ভগবতী।
অভিশাপ দিল দেবী বুঝি তার মতি॥
বাঘ বাহন দেখিয়া হাসিলি কলাধর।
তুই বেটা জন্ম লবি বাঘিনী উদর॥
আমার যৌবন দেখি রমণে অভিলাষ।
গরু মানুষ ধরে খাবি বনে করবি বাস॥
এত শুনি কলাধর বাঁশী ফেলাইয়া।
ভগবতীর পায়ে ধরে ধরণী লোটাইয়া॥
ক্ষম অপরাধ মাগো ক্ষম অপরাধ।
কৃপা করে দাও মোরে অভয় প্রসাদ॥
কুবচন বদনে বলেছি বারে বার।
তাহার উচিত সাজা হইল আমার॥
মন্দমতি মহামোহে হয়েছি যে ভ্রান্ত।
অতএব কৃপা করি কর মা শাপান্ত॥
দেবী বলে মিথ্যা নয় আমার বচন।
বাঘকুলে হইবেক অবশ্য জনম॥
কলাধর বলে মা গো বাঘ হব আমি।
কত দিনে মুক্ত হব বলে যাও তুমি॥
বাসুলী বলেন যাবৎ নহে লাউসেন অবতার।
তত কাল তোমার জঙ্গলে অধিকার॥
লাউসেন হবে এসে কশ্যপনন্দন।
তার হাতে হইবেক তোমার মোচন॥
এত বলি ভগবতী হইল অন্তর্দ্ধান।
সেই দণ্ডে কলাধর ত্যজিল পরাণ॥
রূপী নামে বাঘিনী জঙ্গলে বাস করে।
পঞ্চ ঋতু অবতার সপ্তম বাসরে॥
বাঘ আর বাঘিনী সুখে সঙ্গ যায়।
কলাধর আসিয়া জন্ম নিল তায়॥
প্রথম মাসেতে গর্ভ হইল বাঘিনী।
গরু মানুষ ধরি ধরি খাইল আপনি॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্যমঙ্গল॥

প্রসবসময় আসি হইল উপনীতা।
জঙ্গলে পড়িয়া বাঘী খায় কষ্ট ব্যথা॥
পায়ে টানাটানি করে বড় বড় ঝোড়ে।
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে তারাদীঘীর পাড়ে॥
জবাচুর করি ভাঙ্গে যত বেণাবন।
প্রসব হইল বাঘিনী অনেক যতন॥
ভূমিষ্ঠ হইল যদি বাঘ কামদল।
পদভরে মেদিনী করিছে টলমল॥
বাতাসে ফুলয়ে দেহ দশগুণ লেজ।
অবনীতে পড়্যা ধরে ঐরাবত তেজ॥
জনমিয়া বাঘ বলে জননীর তরে।
ক্ষুধা পাইল মাতা গো আহার দাও মোরে॥
এত শুনি বাঘিনী বাছাকে নিল কোঁকে।
পয়োধরযুগল বাঘের দিল মুখে॥
বাঘ ভাবে দুগ্ধ খাব দিয়া গো চুমুক।
মা পাছে মরিয়া যায় বিদরিয়া বুক॥
গোটা চারি মহিষ আন গোটা চারি গাই।
ছাগল গাড়োল আন পেট পূরে খাই॥
এত শুনি বাঘিনী বাছাকে থুয়ে বনে।
উপনীত হল গিয়া গৌড় যেইখানে॥
ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে বাঘিনী করে থানা।
বলদ বেপারি যেতে রাজার আছে মানা॥
গউড়ে হইল বড় বাঘের জঞ্জাল।
আব্দাস করিতে চলে যথা মহীপাল॥
বাঘের উপরে সাজে সিপাই সর্দ্দার।
চারি দিকে সাজিল যতেক আসোআর॥
সুতজালে আখটি কাননে জাল এড়ে।
চারি দিকে সিপাই সর্দ্দার বন ঝাড়ে॥

কর্ম্মফল কে এড়াবে দৈবের ঘটন।
জালে পড়ি বাঘিনী ত হারাল জীবন॥
বাঘ কামদল হেথা হইল নিদান।
তিন দিনের বাঘশিশু ক্ষুধায় অজ্ঞান॥
বেণাবনে পড়ে বাঘা ঘুমে অচেতন।
অতঃপর শুন দাদা করি নিবেদন॥
জালন্দা নগরে রাজা জল্লাদ শিখর।
শিকার করিয়া ফিরে বনের ভিতর॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাজার হৈল ক্ষীণ তনু।
গগনে তখন বেলা দ্বিযামের ভানু॥
হরি নামে নফরে রাজা কহেন ডাকিয়া।
তারাদীঘী হতে জল ত্বরা আন গিয়া॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা করিল গমন।
তারাদীঘীর ঘাটে গিয়া দিল দরশন॥
জল ভরে নফর জলের সাড়া শুনে।
বাঘ ভাবে জল বুঝি খাইছে হরিণে॥
উঠিয়া বসিয়া বাঘ মুখ তুলে চায়।
দেখিল রাজার নফর জল লয়ে যায়॥
বাঘ ভাবে এর সঙ্গে মায়া করে যাব।
গোটা চারি হাতী ঘোড়া পেট পূরে খাব॥
এইরূপে বাঘটা যুকতি করে মনে।
ধূলায় ধূসর তনু পড়ে রহে গনে॥
অতি ক্ষীণতর তনু গুরুতর গা।
হরিদাস ভাবে বুঝি নকুলের ছা॥
কুড়াইয়া বাঘছানা বান্ধিল বসনে।
পান্তভাত খাব এরে পোড়ায়ে আগুনে॥
বাঘ লয়ে চলে গেল রাজার নফর।
মহারাজা যথা আছে হাতীর উপর॥
পান হেতু জল ঝারি লইল মহাভাগ।
কাপড় চিরিয়া তখন বাহির হল বাঘ॥
বাঘ দেখি হরষিত হইল রাজন।
নফরে চাহিয়া কিছু বলেন বচন॥
রাজা বলে বাঘছানা তুমি কোথা পেলে।
পালন করিব এরে তুলে দেও কোলে॥
চঞ্চল নয়নে বাঘ চারি পানে চায়।
কড়মড় করে দন্ত লাফ দিতে যায়॥
তা দেখিয়া মহারাজ পুলক অন্তর।
বাঘছানা তুলে নিল হাতীর উপর॥
পাছে যে পড়িবে প্রমাদ না ভাবিল রায়।
আপনার অরি বাঘে আপনি নিয়ে যায়॥
সিপাই সর্দ্দার গেল আপনার ঘরে।
বাঘ লয়ে গেল রাজা মহাল ভিতরে॥
সাত রাণী সহিত যেখানে চন্দ্রাবতী।
বাঘ লয়ে উপনীত হল শীঘ্রগতি॥
রাজা বলে চন্দ্রাবতী দেখ না আসিয়া।
বিধাতা লিখেছে পুত্র তোমার লাগিয়া॥
সাত রাণী বন্ধ্যা আছে কারো পুত্র নাঞি।
আমার কপালে পুত্র দিয়েছে গোসাঞি॥
হরষিত সাত রাণী পুষে বাঘছানা।
গলায় রতনহার কানে কাঁচা সোনা॥
বাঘের গায়েতে দিল চন্দন হলুদ।
রোজ করে দিল বাঘের ষোল গাভীর দুধ॥
রাজরাণী বাঘছানা কৌতুকে নাচায়।
সঙ্গে করি নফরে নগরেতে ফিরায়॥
নগরিয়া শিশু সব নিয়ে খেলা করে।
ভাবকি দেখায়ে বাঘা যায় তাড়া করে॥
ভন ভন আসে যত মানুষের গন্ধ।
বাঘ বলে এই বুঝি সুধা মকরন্দ॥
ক্ষীর খণ্ড চাঁপা চিনি আর নাহি খায়।
ঘন ঘন বাঘা রাজরাণীর পানে চায়॥
বাঘের সঙ্গেতে যায় বারটী নফর।
কেহ বা বাতাস করে দু হাতে চামর॥
একদিন গেল বাঘ দেখিতে বাজার।
দশ জনে টানিয়া রাখিতে নারে আর॥
তরজে গরজে বাঘা কাঁপে থর থর।
গোঁফগুলা উড়ে যেন পগারিয়া সর॥
ঘোর ঘোর শবদে শার্দ্দূল ছাড়ে ডাক।
চৈত্র মাসে বাজে যেন গণ্ডা দশ ঢাক॥

দেখিয়া অনর্থ হল বাজার ভিতর।
বাঘ লয়ে চলে গেল রাজার নফর॥
ঝালে ঝোলে ভোজনে বসেছে মহারাজা।
পরিপাটি ব্যঞ্জন খাসীর মাঁস ভাজা॥
হেনকালে বাঘশিশু দেখিল সম্মুখে।
বেটা বল্যা ভাজা মাঁস তুলে দিল মুখে॥
খাইয়া খাসীর মাংস লোভাইল বাঘ।
রাজার ভাঙ্গিব ঘাড় মনে করে তাক॥
বিপদ বুঝিয়া রাজা ভাবিলেন চিতে।
আছাড়িয়া বাঘটাকে ফেলে দশ হাতে॥
তর্জ্জন গর্জ্জনে বাঘা কাঁপাইল ধরা।
প্রথমে ধরিয়া খাইল খোপের পায়রা॥
শোণিত লাগিল দাঁতে লোভাইল বাঘ।
দিনে দিনে সহরে বিষম হল লাগ॥
গোঠে ধরে গোধন যুবতি ধরে ঘাটে।
রাজপথ সরানে মানুষ ধরে মাঠে॥
জালন্দায় হৈল বড় বাঘের জঞ্জাল।
আদ্দাস করিতে চলে যথা মহীপাল॥
কেহ বলে পুত্রশোকে না দেখি নয়নে।
কেহ বলে বনিতা ধরিয়া গেল বনে॥
রাজা বলে বাপ সব নাঞি কাঁদ আর।
বাঘ বন্দী করিব জাঁতা গড় রে কামার॥
এত শুনি কামার হইল কলবান।
তখনি করিল গিয়া জাঁতার নির্ম্মাণ॥
সুন্দর গড়িল জাঁতা গলাবন্ধ কল।
অজা মেষ রাখিয়া শিকায় রাখে জল॥
লোভার্ত্ত হইয়া বাঘা করিল আহার।
দুয়ারে দারুণ খিল দিলেক কামার॥
শাস্তবুদ্ধির মহাফল জানে সর্ব্বজন।
অশান্ত হইলে হয় দুঃখের ভাজন॥
জাঁতায় ঠেকিয়া গেল বাঘ কামদল।
বাইশাঙ্গে তুলে নিল গড়ের ভিতর॥
কাঁপুরিয়া পড়ে বাঘা রাগে অঙ্গ ফুলে।
খাঁচার ভিতর বাঘা দাঁদাড়িয়া বুলে॥

রাজা বলে কাল হবে ভৈমী একাদশী।
সারাদিন বাঘটাকে রাখ উপবাসী॥
এই ব্রত করে যত সংসারের নর।
কৈলাসেতে ব্রতধারী পার্ব্বতী শঙ্কর॥
একাদশী নিবড়িল হইল দ্বাদশী।
পারণা করিতে প্রভু হল অভিলাষী॥
শঙ্কর বলেন গৌরী শুন মন দিয়া।
পরিপাটি রন্ধন সকাল কর গিয়া॥
ক্রোধ প্রকাশিয়া দেবী কহেন শঙ্করে।
রন্ধনের আয়োজন কিছু নাঞি ঘরে॥
সকলে তোমার কহে কুবের ভাণ্ডারী।
তোমার এ সব মায়া বুঝিবারে নারি॥
শিব বলে কাল এনেছি সাত পুড়ো ধান।
দেবী বলে গণার ইন্দুর করিল জলপান॥
শিব বলে ঝুলি আন ভিক্ষা হেতু যাব।
হেনকালে কার বাড়ী কোথা গেলে পাব॥
শঙ্করী বলেন প্রভু আমি সঙ্গে যাব।
কেমন মাগিবে ভিক্ষা স্বচক্ষে দেখিব॥
হর গৌরী করে দোঁহে বৃষে আরোহণ।
জালন্দা নগরে যান রাম বিরচন॥

দূর হতে দেখা যায় জালন্ধার শোভা।
ইন্দ্রের অমরা যেন বকুলের আভা॥
বার মাস বহে তথা বসন্তের ধারা।
শিব বলে হেদে গৌরী ইন্দ্রের অমরা॥
বৃষ লয়ে বাসুলী রহিল তরুতলে।
মন বুঝিবারে শিব চলে কুতূহলে॥
নাচিতে নাচিতে উড়ে বিভূতির গুঁড়া।
কেহ বলে পাগল হয়েছে বুঝি বুড়া॥
সঘন শিঙ্গার রব বাজিছে ডুম্বুর।
রামকৃষ্ণ নারায়ণ গাহেন ঠাকুর॥
নাচিতে নাচিতে হর করিল গমন।
দক্ষিণ দুয়ারে গিয়া দিল দরশন॥

বেলা নাঞি আকাশে দেয়ান ভেঙ্গে গেছে।
সিংহ নামে দুয়ারে দুয়ারী বসে আছে॥
ঠাকুর বলেন দ্বারি পায়ের ধূলা নে।
পারণার ভিক্ষা কিছু মোরে এনে দে॥
কহিবে রাজার ঠাঞি গিয়া ত্বরা করে।
কাশীবাসী সন্ন্যাসী উপবাসী তোমার ঘরে॥
রাজার সঙ্গে দেখা করে করিব পারণা।
শীঘ্রগামী কহ আসি রাজার বাসনা॥
এত শুনি দুয়ারী চরণে করে ভর।
দুয়ারী চলিয়া গেল মহাল ভিতর॥
রাজা রাণী বসে খেলে পরম কৌতুকে।
দুয়ারে দাণ্ডাল গিয়া দুটি হাত বুকে॥
আমার বচন প্রভু কর অবধান।
দুয়ারে দাণ্ডায়ে এক যোগী মূর্ত্তিমান॥
উপবাসী আছে সেহ চাহিছে পারণা।
ক্রোধ করি কহে রাজা করিয়া ছলনা॥
বল গিয়া ভিখারীরে রাজা নাঞি ঘরে।
নিতি কত ধন পাব ভণ্ডদের তরে॥
এত শুনি দুয়ারী ত করিল গমন।
শুনাইল যোগিবরে রাজার বচন॥
শিব বলে মোর কাছে ভাণ্ডালে হে তুমি।
অন্তরে রাজার ঠাট বুঝিয়াছি আমি॥
রাজমদে দুর্ব্বৃত্তের বেড়েছে অহঙ্কার।
অচিরাৎ পশু হতে যাবি ছারখার॥
ক্রোধে কম্পবান হর হৈল বিকল।
তরুতলে ঈশ্বরী হাসেন খল খল॥
শঙ্কর বলেন দেবি চল ঘরে যাই।
কেমনে যাইবে দিন বুঝি নাঞি পাই॥
দেবদেবী দুই জনা করেন গমন।
জাঁতার ভিতর বাঘা জুড়িল ক্রন্দন॥
অভয়ার রাঙ্গা পদ ভাবিয়া অন্তরে।
আপন দুঃখের কথা জানায় কাতরে॥
পশু হয়ে জন্মিয়ে আহার নাঞি পাই।
মনোদুখে জঠর-অনলে পুড়ে যাই॥

অভিশাপে অভাগারে পাঠালে অবনী।
উদ্ধারের পথ মা তোর রাঙ্গা পা দুখানি॥
আসিলি যদি মা কাছে উদ্ধারিয়ে নে।
ভোলার ঘরণী হয়ে ভুলে থাকিস্‌নে॥
অনাহারে পিঞ্জরে পরাণ বাহিরায়।
বনের পশুকে জুড়া করুণার ছায়॥
এত শুনি শিব গিয়া ঘুচাল কুলুপ।
দেখিতে দেখিতে বাঘ হইল বিরূপ॥
বাহির হইল বাঘ নাহি ছিল সাড়া।
স্বভাবদোষে শিবের বলদে করে তাড়া॥
শিব বলে রক্ষা কর গণেশের মা।
প্রায় বুঝি ধরে খায় শার্দ্দূলের ছা॥
এত শুনি বাসুলী ধাইল কোপানলে।
বাঘের কোমরে পা দিলেন অবহেলে॥
বাঁ পায়ের ঘায়ে তার ভাঙ্গিল কাঁকালে।
তদবধি বাতাসে বাঘের দেহ দুলে॥
কৈলাস নগরে শিব করিল পয়ান।
বর দিয়ে ভগবতী হল অন্তর্দ্ধান॥
অনাদ্যপদারবিন্দ শিরে করি ধ্যান।
রামদাস গায় গীত শ্রীধর্ম্মপুরাণ॥

বাঘ বলে কালি গেছে ভৈমী একাদশী।
পারণা করিব আজি হৈল দ্বাদশী॥
কায়স্থ কারকুন যথা করে লেখাপড়া।
হেনকালে শার্দ্দূল আসিয়ে দেয় তাড়া॥
হাতিশালে হাতী খায় ঘোড়াশালে ঘোড়া
দুয়ারী খাইল সেক সৈয়দ জাঙ্গাড়া॥
বেটা বলে পুষেছিল চন্দ্রাবতী রাণী।
বাঘের মুখেতে দেয় ক্ষীর সর ননী॥
রাজপুরে রাণী খায় আর পরিজনে।
দাসী চেড়ী বাঁদী সব গেল জলপানে॥
প্রাণ লয়ে পলাইল জল্লালশিখর।
বাঘেতে লুটিল রাজ্য জালন্দা নগর॥

মানুষের ঘাড়ে পড়ে বিদরিয়া তাল।
গরু নর ধরি করে বাঘ একগাল ॥
বালক যুবতি খায় আর বুড়ী বুড়া।
মাথায় কামড় মেরে করে যায় গুঁড়া ॥
বারুইকে ধরিয়া খায় পানের বরোজে।
পদ্মবন মধ্যে যেন মত্ত করিরাজে ॥
চাষা গোপ ধরি খায় কায়স্থ ঠাকুর।
বোল ফুরাইল যত ভৃঙ্গ ও ময়ূর ॥
পথিক হাঁটিলে ধরে কলু আর তেলী।
তাড়াতাড়ি ফুলবনে ধরে খায় মালী ॥
মাথায় কামড় মারে দেবী অনুকূল।
সাজি হতে বাঘছা মাথায় পরে ফুল ॥
তেঁতুলে বাগদী মেটে মাজি অবসান।
সবাকারে ধরি বাঘা করিল জলপান ॥
প্রাণ লয়ে পলাইল যত ছিল আর।
যারে দেখে কাছে আগে ঘাড় ভাঙ্গে তার ॥
তথা হতে কামদল করিল গমন।
তাঁতিপাড়ায় গিয়া বাঘা দিল দরশন ॥
তাঁতি ভায়া তাঁত বুনে ঘন মাথা নাড়ে।
লাফ দিয়ে কামদল পড়ে তার ঘাড়ে ॥
ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খায় দিয়ে চুমকুড়ি।
সুতা ফেলি তাঁতি বেটা যায় গুড়ি গুড়ি ॥
লাফাইয়া ধরে বাঘা করিয়া গর্জ্জন।
মিঞাদের মহলে গিয়া দিল দরশন ॥
বাঘকে দেখিয়া বিবি আই উই বলে।
তোবা তোবা হাজি মিঞা বাঘ পাছে গিলে ॥
বাঘের তরাসে লুকায়ে রৈল বাঁদী।
বিবি সব লুকাইল কোণে হল গাদি ॥
হাঁপালে বাঘটা গিয়া ধরিল খোঁপায়।
হুতাশে একিদাহারা আরজে খোদায় ॥
গোধন মানব দেশে নাহি একজন।
রাজপাটে বাঘ গিয়া বসিল তখন ॥
বিশালার বরে বাঘা হইল দুরন্ত।
রাজ্য ধন অধিকার পাইল একান্ত ॥
এ কথা কর্পূর কয় লাউসেনের তরে।
এইরূপে বাঘ রাজা জালন্দা নগরে ॥
এইখানে বাঘজন্মপালা হল সায়।
অনাদ্যমঙ্গল-কবি রামদাস গায় ॥

ইতি বাঘজন্মপালা নামে দশম কাণ্ড সমাপ্ত ॥

একাদশ কাণ্ড

বাঘ-বধ পালা

ধর্ম্মপদে রাখ মতি ধর্ম্ম বলীয়ান।
ধর্ম্মবলে ভাসে শিলা প্রহ্লাদ প্রমাণ ॥
হরি হরি বল রে ভাই বৃথা জন্ম গেল।
ভ্রমে মায়াফাঁস জীব গলেতে বান্ধিল ॥
কি কর্ম্ম করিলে ভাই ভবেতে আসিয়া।
হরিপদে রাখ মতি নামেতে মজিয়া ॥
যে নামেতে চতুর্ব্বর্গ অনায়াসে মিলে।
ভবসিন্ধু তরে জীব যায় অবহেলে ॥
কর্পূর বলেন শুন লাউসেন ভাই।
এ পথ ছাড়িয়া নয় অন্য পথে যাই ॥
এ পথে বিরোধ হবে আমি ভাল জানি।
অন্য পথে চল যাই ময়নার গুণমণি ॥
সেন বলে ওরে কর্পূর মন কথা নাঞি।
মনে মনে জপ ধর্ম্ম অনাদ্য গোসাঞি ॥
বাঘ দেখে তরাসে পলায়ে যদি যাব।
মহারাজা জিজ্ঞাসিলে কি বোল বলিব ॥

মহাপাত্র মহাশয় করিবে ঘোষণা।
জালন্দায় বাঘের ভয়ে পালাল ভাগিনা॥
অতএব বাঘ দেখে যেতে চাই ভাই।
মনকথা নাই রে কর্পূর ছোট ভাই॥
বলিতে কহিতে দোঁহে করিল গমন।
পালিতে পিতার সত্য রাম যেন বন॥
কত দূরে কর্পূর চঞ্চল হয়ে গনে।
তরাসে আছাড় খেয়ে পড়ে মাঝখানে॥
কাছাড় খাইয়া বালা ডাকে পরিত্রাই।
বাঘ গিলে রাখ মোরে লাউসেন ভাই॥
কর্পূরের বচনে সেন বাঘ বুলে খুঁজে।
নকুলের ছা এক দেখে পড়ে আছে॥
প্রাণ হল চঞ্চল চরণ নাঞি চলে।
বক উড়্যা যায় যদি তারে বাঘ বলে॥
শুকাইয়া গেল বুক চলিতে না পারি।
ফিরে ঘরে যাই চল প্রাণ বড় কড়ি॥
কর্পূর বলেন শুন লাউসেন ভাই।
সত্য কর আগে তবে তোমার সঙ্গে যাই॥
যখন যাইবে তুমি শার্দ্দূলের কাছে।
পরম যতন করে রেখে যাবে গাছে॥
এই সত্য কর দাদা তবে সঙ্গে যাই।
নতুবা কহিলাম তোমায় কে কাহার ভাই॥
এত শুনি সেনরায় আনন্দিত হইল।
পূর্ব্বমুখ হইয়া রাজা সত্যে দাণ্ডাইল॥
সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য যদি করি আন।
এই সত্য লঙ্ঘাইলে নরকে পয়ান॥
বসুমতী শস্য হরে কপিলা হরে ক্ষীর।
ব্রাহ্মণেতে বেদ হরে ইন্দ্র হরে নীর॥
এই সত্য লঙ্ঘি যদি এড়াইয়া যাই।
খড়্গেতে কাটিয়া গাভী গঙ্গাতে ভাসাই॥
সত্যবন্দী হইল ময়নার তপোধন।
হেনকালে কর্পূর করিছে নিবেদন॥
কর্পূর বলেন এখন গাছে রাখ ভাই।
সেন বলেন না ভাই কতক দূর যাই॥
এত শুনি পথে বসে কর্পূর পাত্তর।
সেন যত ডাকে তারে না দেই উত্তর॥
তা দেখিয়া সেনরাজা বড় দুঃখ পাইয়া।
সম্মুখে শাল্মলী বৃক্ষ দিল দেখাইয়া॥
উঠিতে শিমুল গাছে ছড়ে যায় বুকে।
কান্দিয়া কর্পূর কহে দাদার সম্মুখে॥
একে সে শিমুলকাঁটা করাতের ধার।
কর্পূরের বুক চিরে হইল ছারখার॥
কর্পূরের বুকে বয় রুধিরের ধার।
ওড়মালা কেবলি গাঁথিল মালাকার॥
হেটমাথা হইয়া বৈসে কর্পূর পাত্তর।
কহিবারে লাগিল দাদার বরাবর॥
এইমাত্র সত্য কর্যা পাসরিলে তুমি।
মহাভারতের কথা সব জানি আমি॥
পঞ্চ ভাই কাননে গেলেন যুধিষ্ঠির।
সরোবরে অর্জ্জুন আনিতে গেল নীর॥
এক দণ্ড বিলম্ব দেখিয়া সরোবরে।
ভীমকে পাঠায়ে দিল গদা যার করে॥
তারপর যুধিষ্ঠির গেলেন আপুনি।
নিধন্যে পুরুষে প্রাণ দিল মহামুনি॥
জলপান হেতু মুনি পাইল চেতন।
সেই কালে বলে গেছে ব্যাসের বচন॥
বড় সহোদর হয় পিতার সমান।
পুত্রভাবে অম্বুজ পালেন অভিরাম॥
পালিতে পিতার সত্য রাম গেল বন।
পাণ্ডবের বনবাস তার নিদর্শন॥
বিভীষণ সত্যে বন্দী রাবণের অরি।
সত্য পালে দাতা কর্ণ পুত্রবধ করি॥
হরিশ্চন্দ্র হইল কেন ব্রাহ্মণের দাস।
সত্য না পালিলে দাদা হয় সর্ব্বনাশ॥
হেন সত্য লঙ্ঘে দাদা বড় দুঃখ মনে।
কলিযুগ প্রলয় হইল এত দিনে॥
গাছে তুলে রাখিবে যে কয়েছিলে পথে।
সেন বলে এস ভাই উঠ মোর কান্ধে॥

ওই যে কদম্বগাছ সহজে সরল।
ডালপালা চারি দিগে তিমির প্রবল ॥
পরিসর গাছেতে তোমারে তুলে রাখি।
সত্যে পার হইলাম ধর্ম্ম তুমি সাক্ষী ॥
কর্পূর বলেন্ দাদা এ কথা কেমন।
ডাল ভেঙ্গে ঠেকা যায় রাখ না তেমন ॥
কাকুতি মিনতি দাদা পায়ে করি গড়।
গাছের সহিত বাঁধ বুকেতে কাপড় ॥
বাঘ দেখ্যা তরাসে তলায় পাছে পড়ি।
শার্দ্দূল আসিয়া পাছে করে তাড়াতাড়ি ॥
ডাল ভাঙ্গি ঢাকা দিয়া রাখ চারি পানে।
কর্পূর বলেন যেন বাঘ নাহি জানে ॥
এত শুনি হাসেন ময়নার তপোধন।
কর্পূর সহিত বান্ধে বুকেতে বসন ॥
আপনার খসায় যতেক আভরণ।
জামা জোড়া খসাইল বসন ভূষণ ॥
বাঘ হত্যাকালে চাই সিংহের হাঁপাল।
গায়ে জামা উলিয়া পরিল মৃগছাল ॥
সেন বলে কর্পূর ভাই গাছে থাক তুমি।
এই দণ্ডে বাঘটাকে দেখে আসি আমি ॥
কর্পূর বলেন দাদা পাঁচ দণ্ড রব।
ছয় দণ্ড দেখিলে বাড়ীকে চলে যাব ॥
মায়ে গিয়া কহিব তোমার সমাচার।
জালন্ধায় বাঘে খেলে লাউসেন তোমার ॥
সেন বলে হকু ভাই মোরে বাঘ খেলে।
তিন মাসের পথ তুমি ময়নাকে গেলে ॥
এত বলি প্রবেশিল বনের ভিতর।
তাড়কা বধিতে যেন যায় রঘুবর ॥
রঘুনাথ গেল পঞ্চ বৎসরের কালে।
তাড়কা বধিল রাম রামায়ণে বলে ॥
একে একে খুঁজে দেখে লতা আর পাতা।
ঝোড়ে বাড়ি মেরে বলে বাঘ বেটা কোথা ॥
একে একে খুঁজিল লোকের ঘর বাড়ী।
দক্ষিণে দিলেন দেখা কলাবন ঝাড়ি ॥

দুইটি দেউলে দেখে মাণিক গোপাল।
এমন দেশেতে বাঘা করে ঠাকুরাল ॥
মদনগোপাল আর দেবী দশভুজা।
বিংশতি বৎসর আছে নাঞি হল পূজা ॥
হেন স্থানে বাঘ নাঞি দেখি সদাগর।
পুনরপি গেল গড়খানার ভিতর ॥
আশী হাত পরিসর আছে গড়খানা।
সেইখানে বাঘটা সদাই করে থানা ॥
রাত্রের ভিতরে বাঘ ব.র ক্রোশ যায়।
এত দূর লক্ষিয়া আহার নাঞি পায় ॥
যেই দিন বাঘটা আহার না পায়।
মড়া মনুষ্যের হাড় পড়িয়া চিবায় ॥
অনাদ্য-পদারবিন্দমধুলুব্ধমতি।
রামদাস বিরচিল মধুর ভারতী ॥

মড়া মানুষের হাড় পড়ে পর্ব্বতপ্রমাণ।
লক্ষ চিহ্ন পড়ে আছে বজ্র্য সমান ॥
হেন স্থানে বাঘ নাঞি দেখি সদাগর।
পুনরপি গেল রাজপাটের উপর ॥
রাজপাট উড়ে গেছে শিমুলের তূলা।
পরশপাথর পড়্যা গায় মেখে ধূলা ॥
পোষা পক্ষী খেয়েছে পড়ে আছে খাঁচা।
সোনা রূপা মণি কত পরশ হীরা কাঁচা ॥
হেন স্থানে বাঘ নাঞি দেখি সদাগর।
কাছাড়িয়া ফেলিল ভূমেতে গাণ্ডি শর ॥
গগনে হইয়া গেল দেড় প্রহর বেলা।
জল বিনা সেনরাজার শুকাইল গলা ॥
সেন বলে বনের ভিতরে দুঃখ পাই।
যমুনা দীঘীর ঘাটে জল গিয়া খাই ॥
এত বলি সেনরাজা করিল গমন।
যমুনা দীঘীর ঘাটে দিল দরশন ॥
দেখিল দীঘীর জলে ফুটেছে কমল।
ফুল দেখ্যা মনে হৈল ভকতবৎসল ॥

এই ফুল লইয়া ধর্ম্মের পূজা দিব।
এইখানে অবশ্য বাঘের দেখা পাব॥
বলিতে কহিতে সেনের বাড়িল আনন্দ।
ঘাটে রাখে হেত্যার যতেক কোমরবন্দ॥
তিন ডুব দিতে রাজার অঙ্গ হৈল জ্যোতি।
অর্ঘ্যদানে পুজেন ঠাকুর যুগপতি॥
দীনবন্ধু দীনের দয়াল ভগবান।
বিপত্ত্যে পড়িয়া করি তোমার ধেয়ান॥
তুমি না রাখিলে প্রভু কে রাখিবে আর।
ভবসিন্ধু তারিতে তরণী তুমি সার॥
এত বলি সেনরাজা গোবিন্দ ধেয়ান।
হেন কালে বৈকুণ্ঠে জানিল ভগবান॥
ভক্তের কাতর বাক্য শুনিল ধর্ম্মরায়।
ভাঙ্গিল বাঘের নিদ্রা চারি পানে চায়॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈল বাঘ ঘন ছাড়ে হাই।
মনে করে কেমন মনুষ্যগন্ধ পাই॥
জল খেতে কামদল করিল গমন।
পাথরে বসিল নখ চলিতে চরণ॥
চলে যেতে হাত পা ডাকে মট্‌মটি।
হাতে পায় নখ যেন মৎস্যকাটা বটি॥
চলে যেতে গাছ পাথর পায় করে গুঁড়া।
দারুণ বাঘের মাতা যেন বিষ পড়া॥
কামদল চুমুক ভেজায় গিয়া জলে।
দেবগজ যেমন সাগরে জল তুলে॥
জল খেতে ঘাড়িলি দিলেক গোটা দুই।
পাড়ে মৎস্য পড়িল চিতল বাটা রুই॥
জিহ্বা বাড়াইয়া বাঘ করে জলপান।
জিবটা ফিরায় ঘন যেন খড়্গাখান॥
উত্তর ঘাটেতে বসি বাঘ জল খায়।
দক্ষিণ ঘাটেতে দেখে লাউসেন রায়॥
এতক্ষণে ঘুচিল মনের ধুক্‌ধুকি।
ধনুক ধরিতে আসে লাউসেন ধানুকী॥
হেনকালে কামদল হইল বিদায়।
দারুণ গহন বনে পড়িয়া ঘুমায়॥

চলে যেতে ধূলায় পড়েছে টসা জল।
সেই পথে চলিল ময়নার বীরবল॥
কত দূরে গিয়া রাজা হারাইল দিশে।
তরুলতা ফুলেছে অনেক উলু কেশে॥
উর্দ্ধ হয়ে বীরবর চৌদিকে নেহালে।
মনে করে কেন রে বকুল কেন হেলে॥
বাও নাঞি বাতাস নাঞি তরু কেন হেলে।
কিছু নয় বাঘ বেটা এই তরুতলে॥
নিদারুণ নিশ্বাসে দারুণ বহিছে ঝড়।
তার পাকে তরুলতা করে মড় মড়॥
চিন্তিয়া মানস পদ্মে প্রভু নারায়ণ।
বাঘের সম্মুখে সেন দিল দরশন॥
বাঘটা পড়িয়া আছে পর্ব্বত সমান।
মাথায় ঠেকেছে লেজ উভ দুই কান॥
বাঘ দেখে উড়ে গেল গায়ের রকত।
কেবা আছে শার্দ্দুল সম্মুখে বয় পথ॥
সেন বলে এখন উপায় করি কি।
যে করে গোবিন্দ একে এক চোট দি॥
এত বলে হাতে লইল চণ্ডীর আতর।
তার পর মনেতে ভাবিল বীরবর॥
নিদ্রাগত জনে নাই করিতে হেত্যার।
অশ্বত্থামা বধে দেখ পাণ্ডবকুমার॥
পাইল বিশেষ দাগা অর্জ্জুনের কাছে।
বিশেষ কাহিনী দেখ পুরাণেতে আছে॥
অপরঞ্চ রণসঙ্গে যে হয় কাতর।
হেত্যার করিতে নাঞি তাহার উপর॥
যুবতি নারীকে হাত যেই পাপী তুলে।
পঞ্চম পাতকী সেই বিশ্বামিত্র বলে॥
গোমাংস ভক্ষণ করে হইয়া গিধিনি।
গয়ায় উদ্ধার নাঞি যমুনা ত্রিবেণী॥
বিচক্ষণ গণিল ময়নার যুবরায়।
নেজ ধর‍্যা কামদল বাঘকে চিয়ায়॥
নেজে ধর‍্যা ঘুরায় চাপিয়ে ধরে নাক।
চৈত্র মাসে ফিরে যেন কুমারের চাক॥

তবু নিদ্রা নাঞি ভাঙ্গে এত অপমানে।
উঠ উঠ কামদল ডাকে কানে কানে॥
সেন বলে সাক্ষী থাক অনাদ্য গোসাঞি।
চাপড়ে চিয়াব পশু মোর দোষ নাঞি॥
চাপড়ের ঘায় যদি পশু বেটা মরে।
এই হত্যা লাগিবে গিয়া ধর্ম্মের উপরে॥
তিন বার অনাদ্যচরণে করে গড়।
উঠ বল্যা হেনে দিল চিয়ান চাপড়॥
চাপড় খাইয়া বাঘ কাঁপে থর থর।
সেন বলে বাঘ বেটা গেল যমঘর॥
চাপড় খাইয়া বাঘ জ্বলে কোপানলে।
ক্রোধভরে পড়ে এসে লাউসেনের ঢালে॥
কামড় মারিতে ঢালে নিবারিল মন।
ঢালের উপরে দেখে বিচিত্র লিখন॥
পরিপাটি মূর্ত্তিমন্ত কৃষ্ণ অবতার।
বাঘের লোচনে বহে জাহ্নবীর ধার॥
মাথা নাড়ে কথা কয় মানুষের পারা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর কিন্নরা॥
মায়া কর্যা আসিল.কে ঠিক দুপুর বেলা।
বদনে তুলিয়া দিব যেন চাঁপা কলা॥
সেন বলে দূর বেটা আরণ্য বেরাল।
রাজার সম্মুখে তোর এত ঠাকুরাল॥
আমি কে জানাই শুন পরিচয় দি।
জানিবে আমার মাতা বেণুরায়ের ঝি॥
কর্ণসেনের বেটা আমি কনকসেনের নাতি।
আমার মায়ের নাম রাণী রঞ্জাবতী॥
মহাপাত্র মামা হল মেসো গৌড়েশ্বর।
লাউসেন কর্পূর মোরা দুই সহোদর॥
অন্য জন ভেটে তোরে প্রাণ আপনার।
আমি ভূপে দিব ডালি লেজ কান তোমার॥
বাঘ বলে সেনরাজা তোর বিদ্যা কি।
আঁটকুড়ি হবে বুঝি বেণুরায়ের ঝি॥
যে কাজে এসেছ বাছা সেই কাজে যাও।
হাপুতির বাছা কেন পরাণ হারাও॥
তোর মামা মাহুদিয়া বড় দুষ্টমতি।
অপবাদ তুলে দিল বন্ধ্যা রঞ্জাবতী॥
পুত্র কাম্য কর্যা রঞ্জা শালে ঢালে গা।
রূপী নামে বাঘিনী আমার ছিল মা॥
পূর্ব্বকথা মনে হল তেঁই তোরে কই।
আমরা পশুর জাতি বড় খল হই॥
পূর্ব্বপরিচয়কথা কহে কামদল।
রামদাস বিরচিল অনাদ্যমঙ্গল॥

কহে কামদল তুই মহাবল
কি দেখাস্ ধনু তীর।
বাসুকি বরুণ ছেড়ে দেয় গন
তুই কোন্ ছার বীর॥
হাদে রে বালক ভালা প্রাণে সক
কি দেখাস্ খাঁড়া ঢাল।
আমার বিক্রম জানে কাল যম
আর অষ্ট লোকপাল॥
হরি হর বিধি চন্দ্র সূর্য্য আদি
তারে শঙ্কা নাঞি করি।
আসে মৃগগণ করি রক্তপান
মনাসিব উদর পুরি॥
জাল্লাল শিখর রাজ্যের ঈশ্বর
বৈশ্যবংশে ছিল রাজা।
সুমতি সুন্দর সত্যে যুধিষ্ঠির
পুত্র সম পালে প্রজা॥
রাজার যুবতি নামে চন্দ্রাবতী
আমারে পালিয়াছিল।
(রাণী) মাখাত হলুদ ঘোল গেয়ের দুধ
রাজা রোজ করে দিল॥
বিভূতি ভূষণ অঙ্গেতে লেপন
পালঙ্কে ঢালিতাম গা।
বারটি নফর সঙ্গেতে আমার
করিত চামরে বা॥

রাজার যুবতি নামে চন্দ্রাবতী
আমারে পালিয়াছিল।
মানুষের গন্ধ পশুর আনন্দ
তার ঘাড় ভেঙ্গে খাইল ॥
রাণী মরে গেল রাজা ভয় পাইল
দেশ দেশান্তরে গেল।
আসিয়ে ভবানী গণেশ-জননী
মোরে রাজা কর্যা থুইল ॥
মানব গোধন করেছি ভক্ষণ
আর যত হাতী ঘোড়া।
বিংশতি বাজার করেছি সংহার
আর বিশাশয় পাড়া ॥
(তোর) মামা মাহুদিয়ে লস্কর লইয়ে
প্রাণ লয়ে গেল গৌড়ে।
দিনু এক তাড়া খেনু হাতী ঘোড়া
মন্দার জিনেছে হাড়ে ॥
তোমাকে দেখিয়া কিছু হল দয়া
তুই নববালা শিশু।
তোরে যদি খাই শুন সেন ভাই
পেট না ভরিবে কিছু ॥
শার্দ্দূল বচন শুনি তপোধন
খল খল সেন হাসে।
অনাদি-চরণ লইয়া শরণ
গাইল রামের দাসে ॥

অতি সুভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন
বাণ যত অঙ্গে বাজে।
রক্ত জর জর ফুলে কলেবর
ঘন ঘন বাঘ গাজে ॥
দন্ত কড়মড় নিশ্বাস বহে ঝড়
প্রলয় বাঘের ডাক।

* * *

জ্বলন্ত দেউটি জ্বলে দুটি আঁখি
সারি সারি দন্তগুলা।
যেমন কৃষাণ করিয়া যতন
মকরে বেচিছে মূলা ॥
দন্ত ঝন ঝন শব্দ ঠন ঠন
সেনেরে ঝাঁপিতে যায়।
শার্দ্দূল বিষম যেন কাল যম
সিংহ মৃগে যেন ধায় ॥
দু হাত তুলিয়া করুণা করিয়া
সেনেরে ঝাঁপিল আসি।
বুঝ্যা বীরবর ফেল্যা ধনুঃশর
ভুজেতে ধরিল অসি ॥
ধর্যা খাঁড়া ফলা ভাবিয়া বিশালা
বাঘেরে হানিল চোট।
হইল দুই ভাগ মরে গেল বাঘ
রুধিরে ধরণী লোট ॥
হয়ে দুই ভাগ লোটাইল বাঘ
রকতে ধরণী ভাসে।
রঘুর নন্দন গীত বিরচন
গাইল রামের দাসে ॥

শার্দ্দূল-বচন শুনি তপোধন
ধনুকে জুড়িল বাণ।
করি বীরদাপ হাতে কাল চাপ
ঘন ঘন ডাকে হান ॥
খুব চোক শর বিন্ধে বীরবর
বাঘটা লুফিয়ে লেই।
দু হাতে ধরিয়ে দন্তেতে ভাঙ্গিয়ে
দূরেতে ফেলিয়ে দেই ॥

মরা বাঘ ভূমে পড়্যা ধুলায় লোটায়।
কাটা মুণ্ড ভবানী ভবানী গীত গায় ॥
জয় দুর্গা বাসলি রঙ্কিণি রণমা।
মরণ সময়ে এসে দে গো পদছা ॥
ভগবতী কৈলাসে জানিল হেন কালে।
ভক্তেরে রক্ষিতে মাতা আইলা রণস্থলে ॥

দেখিল বাঘের মাথা পড়েছে ধূলায়।
বেটা বলি ভগবতী কোলে নিল তায়॥
কাটা মুণ্ড জুড়ে দিল স্কন্ধের উপর।
ভবানী বলেন বাছা মেগে নে রে বর॥
বাঘ বলে ভবের আরাধ্যা ভগবতী।
তোমার রাঙ্গা পায় যেন রহে মোর মতি॥
দয়া করে এই বর দেহ মহামাই।
লোহার হেত্যারে যেন মরে নাঞি যাই॥
যত বার কাটিবে ময়নার সদাগর।
কাটা মাথা জোড়া লাগিবে স্কন্ধের উপর॥
ভবানী বলেন আমি দিলাম এই বর।
শেষ কাল হলে যেও বৈকুণ্ঠ নগর॥
বর দিয়ে কৈলাসে গেলেন দশভুজা।
বাঘ বলে কোথা গেলে লাউসেন রাজা॥
মনে কর আমি পারা গেনু যমঘর।
তোমারে বধিয়ে আজি ভরিব উদর॥
ভাইএর উদ্দেশে রাজা লাউসেন যায়।
পথ আগুলিয়ে বাঘা গরাসিতে চায়॥
বাঘ বলে ওরে বেটা বেঁচে যাবি কোথা।
এই ত কামড় মেরা ভেঙ্গে খাই মাথা॥
নখে ছিঁড়ে খাব তোর বুকের কলিজে।
সরোবরে তুলে যেন কেহ সরসিজে॥
মাথার মগজ খাব আর খাব মাঁস।
ছেলে যেন জ্যৈষ্ঠ মাসে খায় তালশাঁস॥
সেন বলে দুষ্ট পশু এত অহঙ্কার।
অবিলম্বে এখনি যাইবে ছারেখার॥
অতিদর্পে হত হল লঙ্কার রাবণ।
হিরণ্যকশিপু মৈল রাজা দুর্য্যোধন॥
অপরঞ্চ কংসাসুর কি দশা তাহার।
এখনি আমার হাতে যাবে যমদ্বার॥
পলাইয়া যা রে বেটা হিমালয় গিরি।
যেথায় বিরাজ করে শঙ্কর গৌরী॥
ফল মূল খাইবি খাইবি গঙ্গাজল।
হরিণী মহিষ পাবি আহার সকল॥
বাঘ বলে হিমালয়গিরি পাছু যাব।
আগে তোর বুকের কলিজেখানা খাব॥
এত শুন্যা লাউসেন ধনুকে জুড়ে তীর।
বাঘের সমুখে যুঝে লাউসেন বীর॥
শরগুলি চিয়াড় পাটল চন্দ্রবাণ।
দাঁতে ভেঙ্গে বাঘটা ফেলিছে ঝনঝান॥
তরজে গরজে বাঘা কাঁপে থর থর।
গোঁফগুলা উড়ে জেন পগারিআ শর॥
ঘোর ঘোর শবদে শার্দ্দুল ছাড়ে ডাক।
চৈত্র মাসে বাজে যেন গণ্ডা দশ ঢাক॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাদ্যমঙ্গল॥

তা দেখিয়া কুপিল ময়নার তপোধন।
বাঘের উপরে এড়ে কত প্রহরণ॥
ঘন ঘোর গর্জ্জনে বাঘা ছাড়িল হাঁপাল।
জয় ধর্ম্ম বলি সেন ধরে খাঁড়া ঢাল॥
খেদাড়িয়া লাউসেন বাঘেরে দিল চোট।
পড়িয়া বাঘের মুণ্ড ভূমে যায় লোট॥
লাফ দিয়া জুড়ে মুণ্ড স্কন্ধের উপরে।
মরিয়া না মরে বাঘ ভবানীর বরে॥
যত বার কাটে মুণ্ড তত বার উঠে।
সিংহের বিক্রম যেন তারা হেন ছুটে॥
মহারাজা লাউসেন ডাকিছে বারবার।
বাঘকে কাটিল রাজা একশত বার॥
মরিলে না মরে বাঘ হইল বিষম।
সেন বলে এই বেটা কালান্তক যম॥
বাঘের সঙ্গেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
বলভাঙ্গা হইল ময়নার সদাগর॥
এগার বচ্ছরের রাজা টুটে গেল বল।
মহাকোপে গায়ে পড়ে বাঘ কামদল॥
লাফ দিয়ে বাঘটার চাপিল গিয়া পিঠে।
মাহুত চাপিল যেন কুঞ্জরের পিঠে॥

ক্ষিপ্ত শার্দ্দূল দুষ্ট জ্বলন্ত অনল।
অভয়ার বরে ধরে বিক্রম প্রবল॥
ঢাল ঢাকা পড়িল ময়নার তপোধন।
উপরে বসিল বাঘ চাপিয়া চরণ॥
থাবা দিয়া দুরন্ত ধরিতে যায় ঘাড়ে।
সমরকুশলী রায় রহে ফলা আড়ে॥
হুতাশে হুটারে সেন পড়িল কায়দায়।
ফলঙ্গে ঝাড়িয়ে ফেলে উঠিবারে চায়॥
বাঘ বলে সেনরাজা বেঁচে যাবে কোথা।
এই ত কামড় মেরে ভেঙ্গে খাব মাথা॥
ঢালের ভিতরে বলে ময়নার অধিকারী।
তোমার শকতি বাঘ কি করিতে পারি॥
চারি মাস বই যাব গোউড় সহর।
বরিষা বঞ্চিতে বেটা তুই হলি ঘর॥
লাউসেন বাঘেতে এতেক কথা হয়।
মুখে মাত্র কহে কথা অন্তরে বড় ভয়॥
ঢালের ভিতরে রাজা লাউসেন কান্দে।
জয় জগন্নাথ বলি বুক নাঞি বান্ধে॥
বিপত্ত্যে পড়িয়ে রাজা করিল স্মরণ।
এইবার রাখ মোরে দেব নারায়ণ॥
কি দশা করিলে প্রভু গোবিন্দ ঠাকুর।
গাছে তুলে রেখে আইলাম প্রাণের কর্পূর॥
হাতে হাতে সঁপে দিল মা আমারে তাই।
কেমনে যাইবে দেশে হেন ছোট ভাই॥
আপনি মরিয়া যাই তার নাঞি দায়।
কর্পূরে কল্যাণ করি রাখ ধর্ম্মরায়॥
সঙ্কটে পড়িয়া প্রভু হারাই পরাণ।
বিপত্তিবারিধি মাঝে কর পরিত্রাণ॥
পাণ্ডবে করিলে রক্ষা দুর্ব্বাসা পারণে।
প্রহ্লাদে করিলে ত্রাণ যজ্ঞের আগুনে॥
অনাথের নাথ হরি ভকতবচ্ছল।
দুরন্ত দেবীর দাস বাঘ কামদল॥
জননীরে দিলে প্রাণ জৌঘর অনলে।
সুধন্বার জীবন রাখিলে তপ্ত তৈলে॥

এত বলি সেন রাজা গোবিন্দ ধেয়ান।
হনুমানে ডাকিয়া কহেন ভগবান॥
বাঘ যুদ্ধে সেনরাজা হয়েছে ফাঁপর।
ফলা-ঢাকা পড়ে আছে বনের ভিতর॥
ঝাট যাহ গা তুলিয়া বীর হনুমান।
তুমি গিয়া লাউসেনে কর পরিত্রাণ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পবননন্দন।
পবনগমনে বীর করিল গমন॥
শ্বেত মাছি হয়ে বসে সেনের কর্ণমূলে।
উপদেশ হনুমান্ কহে কানে কানে॥
আমি হনুমান্ তোরে পরিচয় দি।
আমি যার সঙ্গে আছি তার ভয় কি॥
আমি আম্রবনে রামের দেখে এলাম সীতা।
সুগ্রীবের সঙ্গে রামের কর‍্যা দিলাম মিতা॥
আমি সিন্ধু বান্ধিলাম গাছ পাথর দিয়ে।
বিভীষণকে ভুলাইলাম নানা কথা কয়ে॥
বাঘ কামদলে আছে পার্ব্বতীর বর।
কাছাড়িয়া মার ওরে যাক্ যমঘর॥
লাউসেন হনুমানে এত কথা হয়।
ঢালের উপরে বাঘ কান পেতে রয়॥
একজন আছিল দুজন কেন হইল।
নিশ্চয় প্রমাই বুঝি ফুরাইয়ে এল॥
এই যুক্তি মনে করে বাঘ কামদল।
ঢাল ঠেলে উঠিল ময়নার বীরবল॥
তর্জ্জন গর্জ্জনে বাঘা আসে মহাতেজে।
লাফ দিয়া লাউসেন ধরিল তার লেজে॥
লেজে ধরে শূন্যেতে ঘুরায় তপোধন।
রক্ষ ভগবান্ বলে ডাকে ঘনে ঘন॥
শূন্যের উপরে রাজা ঘন দেই পাক।
চৈত্র মাসে ফিরে যেন কুমারের চাক॥
রাম রাম ঘন ডাকে ময়নার ঠাকুর।
হরি যেন গোষ্ঠ মাঝে বধে বৎসাসুর॥
রেইটি পাথরে রাজা মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভেঙ্গে গেল চূর্ণ হৈল হাড়॥

বাঘ কামদল যদি তেজিল জীবন।
মুক্ত হএ চলে গেল ইন্দ্রের ভুবন ॥
মরা বাঘ ভূমে পড়ে ধূলায় লোটায়।
ভায়ের উদ্দেশে রাজা লাউসেন যায় ॥
কর্পূর কর্পূর বলে ডাকে ঘনে ঘনে।
তা শুনিয়া কর্পূর ভাবিছে মনে মনে ॥
ছল কর‍্যা বুঝি যক্ষ ফিরিছে মায়ায়।
দাদারে সংহার কর‍্যা আইল এথায় ॥
এইরূপে কর্পূর যুকতি কর‍্যা মনে।
কর্পূর মিশাল হৈল কদম্বের সনে ॥
কদম্বতলায় গেল ময়নার ঈশ্বর।
না দেখে অনুজে রাজা হইল ফাঁফর ॥
ঢাল খাড়া পাগড়ি বসন পড়ে আছে।
সকল আছে এইখানে ভাই নাঞি গাছে ॥
এইখানে কর্পূর ভাই এখনি আছিল।
হারে কর্পূর ভাই মোর কোন্ দেশে গেল ॥
দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ অনুজ কর্পূর।
নয় আমি প্রাণ তেজি খাইয়া মাহুর ॥
হাহারে কর্পূর ভাই বালাই লয়ে যাই।
কোথা গেলে পাব রে কর্পূর ছোট ভাই ॥
কর্পূর বলেন তোমার কোন্ দেশে ঘর।
কি নাম তোমার কহ শুনি অতঃপর ॥
সেন বলে পরিচয় জিজ্ঞাসিলে যদি।
জানিবে আমার মাতা রাণী রঞ্জাবতী ॥
কর্পূর বলেন তবে দাদা এলে ভাই।
কান্ধে করে লও দাদা তবে নেবে যাই ॥
সেন বলে এস ভাই তবে কান্ধে করি।
অর্জ্জুনের রথে যেন চতুর্ভুজ হরি ॥
কর্পূর বলেন দাদা এত বিলম্বন।
কহ দেখি বাঘটাকে দেখিলে কেমন ॥
সেন বলে ঐ বনে মারিয়াছি বাঘ।
হের দেখ তার কাছে উড়িছে সব কাগ ॥
লাউসেন কর্পূর দোহে করিল গমন।
বাঘের কাছেতে গিয়া দিল দরশন ॥
দক্ষিণে বাতাসে শার্দ্দূলের কান উড়ে।
তা দেখিয়ে কর্পূর কাছাড় খেয়ে পড়ে ॥
কান্দে বালা কর্পূর মাথা করে হেট।
দাদা বুঝি পলাইবে মোরে দিয়া ভেট ॥
এত শুনি লাউসেন সরস বয়ান।
লাফ দিয়া ধরিল বাঘের দুই কান ॥
তা দেখিয়া কর্পূর বালার লাজে বড় রাগ।
কিল মেরে বলে দাদা আমি মারি বাঘ ॥
এতক্ষণ বেঁচে ছিল বাঘ কামদল।
আমার কিলেতে বাঘ গেল যমঘর ॥
সেন বলে তোমার বালাই লয়ে মরি।
কত দুঃখ পাইলে ভাই এস কান্ধে করি ॥
ভায়ের হাত হইতে লইল খড়্গখান।
খড়্গ দিয়া বাঘের কাটিল নাক কান ॥
ফলায় নিসান বান্ধে নখ লেজ কান।
বাঘ বধি দুই ভাই গৌড়পথে যান ॥
ঘুচাল পথের শঙ্কা বধিয়া শার্দ্দূল।
অতিশ্রমে লাউসেন হইলা আকুল ॥
বাঘযুদ্ধ পরিশ্রম চলে যেতে নারি।
তারাদীঘীর জল ভাই আন এক ঝারি ॥
কর্পূর বলেন দাদা তাহা আমি নারি।
ভাই হয়ে নফরের মত বই ঝারি ॥
বাঘ মরিল দাদা গো বাঘিনী আছে বনে।
আমাকে পাঠায়ে জীবে এই তোমার মনে ॥
সেন বলে এমন কথা কেন কহ তুমি।
তোমারি বদনে ভাই শুনিয়াছি আমি ॥
একমাত্র আছিল দুরন্ত কামদল।
তাহারে বধিনু সে ত গেল যমঘর ॥
আমার বচন ভাই কর অবধান।
জল আনি কর্পূর ভাই রাখহ পরাণ ॥
এত শুনি ঝারি হাতে করিল গমন।
তারাদীঘীর ঘাটে গিয়া দিল দরশন ॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্যমঙ্গল ॥

ছম ছম চাহনি চরণ নাঞ্চি চলে।
বগ যদি উড়ে যায় তারে বাঘ বলে ॥
তরুলতা ফুলেছে অনেক উলুকেশে।
শেওড়া ঝোঁপ দেখ্যা বলে ঐ বাঘ বসে ॥
ঢেউয়ে উলটিয়ে পড়ে উগলের পাতা।
কর্প্পূর ভাবিছে সব নাগ তুলেছে মাথা ॥
দেখিল দীঘীর জল পাতি সতীদহ।
কর্পূর ভাবিল পারা এই কালিদহ ॥
এইখানে হরি বসি চরাল বাছুর।
এইখানে বধ মেনে হইল বৎসাসুর ॥
যত কিছু শুনিছি দেখিনু জগমাঝে।
সত্য বটে এই কথা ভারতে লেখা আছে ॥
ঢেউয়েতে কমল ভাসে মৃণালের দল।
কর্প্পূর ভাবিল সব সাপের গরল ॥
এত ভাবি ঝারি হাতে না লইল জল।
উত্তর ঘাটেতে গেল চরণ চপল ॥
জল ভরে কর্পূর জলের উঠে সাড়া।
হেনকালে দুটী মাছ আইল গাঙ্কাধাড়া ॥
সাপ সাপ বলে কর্প্পূর পাড়ে গিয়ে উঠে।
ফেলে দিল সোনার ঝারি তারাদীঘীর ঘাটে ॥
ঝারি ফেলি কর্প্পূর ডাকিছে পরিত্রাই।
বাঘে খেলে রাখ মোরে লাউসেন ভাই ॥
হেথা বাঘযুদ্ধে শ্রান্ত ময়নার তপোধন।
সিজ গাছতলায় রাজা করিল শয়ন ॥
লাউসেন নিদ্রা যায় মনসাতলায়।
রবির কিরণ চাঁদবদনে মিশায় ॥
বিষহরি ঠাকুরাণীর দয়া হল মনে।
আদ্দাস করেন দেবী যত দেবগণে ॥
আদেশ করিল দেবী হাণ্ডাপাত্তুরে।
লাউসেনের কপালে দু নাগ ফণা ধরে ॥
কর্প্পূরে দেখিয়া নাগ লুকাইল বনে।
কাঁদে বালা কর্প্পূর কাছাড় সেইখানে ॥
দাদা দাদা বলে কাঁদে কর্প্পূর পাতর।
মন্ত্র পড়ি তাগা বাঁধে কপাল উপর ॥
তিন বার অনাদ্যচরণে করে গড়।
উঠ বল্যা হেনে দিল চিয়ানচাপড় ॥
চাপড় খাইয়া সেন ডাকে পরিত্রাই।
কর্প্পূরে বলেন কোথা জল আন ভাই ॥
কর্প্পূর বলেন দাদা কোথা পাব জল।
তারাদীঘীর জল সব সাপের গরল ॥
যেই সাপ দেখে এলাম তারাদীঘীর জলে।
সেই সাপ খাইয়াছিল তোমার কপালে ॥
কাল সাপের বিষে ভাই মরেছিলে তুমি।
ভাগ্যবলে গোটা চারি মন্ত্র জানি আমি ॥
সেন বলে জীয়ে থাক কর্প্পূর পাতর।
তোমার ভরসা মনে রাখি নিরন্তর ॥
আমি বলি কল্যাণ কুশলে থাক ভাই।
যাকু মেনে সোনার ঝারি লইয়া বালাই ॥
এত বলি দুটি ভাই করিল গমন।
আগু যায় কর্প্পূর পশ্চাতে তপোধন ॥
পাহাড়ে উঠিয়া কর্প্পূর করে বীরদাপ।
হাত বাড়াইয়া দেখায় ঐ কালসাপ ॥
কর্প্পূর বলেন ওই নাগ তুলেছে মাথা।
সেন বলে না ভাই উৎপলের পাতা ॥
কর্প্পূর বলেন জল বড়ই গম্ভীর।
নেব নাঞ্চি দাদা জলে আছয়ে কুম্ভীর ॥
না মানে নিষেধ রাজা করে স্নানদান।
অর্ঘ্যদানে পূজেন ঠাকুর ভগবান ॥
লাউসেন জপ করে ভাবে যদুবীর।
আচম্বিতে সেনের পায়ে ধরিল কুম্ভীর ॥
দারুণ কুম্ভীর জলে মারে আউফাল।
টেনে লয়ে লাউসেনে নামায় পাতাল ॥
কুমারের চাকপারা ঘুরে বুলে জল।
টেনে লয়ে লাউসেনে নামাল রসাতল ॥
কুমীরের সঙ্গে যুদ্ধ হল সারাদিন।
কাদা পারা জল হল মুড়াইল মীন ॥
হাঁপালে মরিল যত সরে ছিল মাছ।
কুম্ভীর ভাসিল যেন খাজুরের গাছ ॥

কথন কুম্ভীর ভাসে খেনে সেন উঠে।
সেন যেন সোনার কমল জলে ফুটে॥
কুম্ভীরে কুঞ্জরে যুদ্ধ হইল যেমন।
লাউসেন স্মরণ করে গজেন্দ্রমোক্ষণ॥
করীরে কাতরে কৃষ্ণ করিলেন পার।
বিপত্ত্যে পড়িয়ে সেন ভাবে করতার॥
পাহাড়ে পড়িয়া কাঁদে কর্প্পূর পাতর।
আহীর বালক যেন কৃষ্ণের দোসর॥
অজগর সঙ্গে যবে হরির সংগ্রাম।
সামাল সামাল হরি ডাকে বলরাম॥
কর্প্পূর বলেন দাদা উঠ বীরদাপে।
উঠ না আরায় কুম্ভীরাকে কক্ষে চেপে॥
হুহুঙ্কারে উঠে সেন কুম্ভীর লইয়া।
ভুঞেতে মারিল আছাড় মাথায় ঘুরায়া॥
হেত্যার তুলিয়া তুণ্ডে মারে এক চোট।
পড়িল কুমীরের মাথা ভূমে যায় লোট॥
দন্ত উপাড়িয়া ঢালে বাঁধিল নিশান।
এইখানে বাঘবধ পালা অবসান॥
এইখানে বাঘবদ পালা হল সায়।
রামদাস গাইল যে গাওয়াল কালুরায়॥

ইতি অনাদিমঙ্গল নামক ধর্ম্মপুরাণে বাঘবধ নামে একাদশ কাণ্ড সমাপ্ত॥

দ্বাদশ কাণ্ড

জামতি পালা

তারাদীঘীর ঘাটে রাজা বধিল কুম্ভীর।
গোউড় করিল যাত্রা লাউসেন বীর॥
ঘাটে বসে দুই ভাই করিল জলপান।
কর্প্পূর বলেন দাদা বেলা অবসান॥
গা তোল কোমর বাঁধ লাউসেন ভাই।
বেলা নাঞি আকাশে গোউড় যেতে চাই॥
এত বলি গা তুলে দুই ভাই দড়বড়ি।
পরিল পাটের জড়া মাথায় পাগড়ি॥
বান্ধিল পটুকা তায় রাধানাম লেখা।
তিনবার সঙরিল সেন অর্জ্জুনের সখা॥
কর্প্পূর সাজিল যেন পূর্ণিমার শশী।
লাউসেন রবি আগে প্রতাপ প্রকাশি॥
আগে আগে যান সেন পশ্চাতে কর্প্পূর।
রাঘবের সঙ্গে যেন লক্ষ্মণ ঠাকুর॥
পাছু পাছু কর্প্পূর বালা ধাই দিয়ে যান।
বাম হাতে জলের ঝারি পিছে ফলাখান॥
এস ভাই কর্প্পূর এস রে কাছে কাছে।
মহীমণিশিখরে মিশাল হও পাছে॥
প্রকাশ রজনীমুখ নাহি পাই আশা।
আগে ওই গ্রামে চল করি গিয়া বাসা॥
বড় বড় গাছ দেখি গুবাক নারিকেল।
কোন্ গ্রাম দেখ্যা যাও আগু হএ বল॥
এত শুনে কর্প্পূর বালা লাফ দিয়ে উঠে।
বদনে ভারতী যেন খইগুলা ফুটে॥
ওই রাজ্য দেখা যায় জামতি নগর।
ষোল শত বারুই ও দেশে করে ঘর॥
দান ধ্যান পুণ্য কর্ম্ম করে কদাচিত।
মেয়েরা মালিক, সদা কৌতুক নাটগীত॥
দেশে নাই পুরুষ বিদেশে সর্ব্ব নর।
কেহ পঞ্চ কেহ সপ্ত দ্বাদশ বৎসর॥
জামতির জায়া নয় হে পুরুষের বশ।
যার তার সনে কথা মনের হরষ॥

সর্ব্বকাল স্বতন্তর বারুইদের মেয়ে।
যথায় পুরুষ শুনে তথা যায় ধেয়ে॥
পলাইয়া যাই চল এই পথ ছাড়ি।
বারুইদের বউ পাছে করে তাড়াতাড়ি॥
তোমার রূপ দেখে দাদা ভুলে রবে গনে।
চাঁপা ফুল বলে তোমায় রাখিবে লোটনে॥
হৃদের মাঝে তুলে থুবে ঝাঁপিয়ে কাঁচুলি।
তারা হবে পদ্মফুল তুমি হবে অলি॥
দেখিতে নারিব দাদা তোমার অবস্থা।
কেন বা জামতি যাবে খেয়ে আমার মাথা॥
তোমাকে রাখিবে দাদা দেখে রূপবান।
মোর প্রাণ যাবে ভাই নিতুই ভেনে ধান॥
সেন বলে এস ভাই আন কথা নাই।
মনে মনে জপ ধর্ম্ম অনাগু গোসাঞি॥
ধর্ম্মেতে থাকিলে মতি কারে আছে ভয়।
ধর্ম্মবলে জয়ী হল কুন্তীর তনয়॥
যুবতির বোলেতে আমারে করে কি।
ভুলাতে নারেছে চণ্ডী হেমন্তের ঝি॥
কর্পূর বলেন দাদা সে নয় তেমন।
সহজে অবলা জাতি বড়ই ঢেমন॥
সেন বলে অবশ্য জামতি দেখে যাব।
মহারাজা জিজ্ঞাসিলে কি বোল বলিব॥
মহাপাত্র মহাশয় করিবে ঘোষণা।
জামতির মেয়ের ভয়ে পালাল ভাগিনা॥
অতেব জামতি দেখে যেতে চাই ভাই।
মনঃকথা নাও রে কর্পূর ছোট ভাই॥
গদাধর ভূপতি দেখিব দরবারে।
বড় পুণ্য হবে ভাই দেখিলে তাহারে॥
এত বলি দুটি ভাই করিল গমন।
জামতির দক্ষিণে দিলেন দরশন॥
জামতির দক্ষিণে যমুনা সরোবর।
চারি পাড় উচ্চ তার পর্ব্বত সোসর॥
কামিলা রচিল ঘাট বিচিত্র নির্ম্মাণ।
সাজায়েছে পরিপাটি রয়েটি পাষাণ॥
মন্দ বয় পবন উথলে ঢেউ উঠে।
কদম্ব বকুল বৃক্ষ আছে চারি ঘাটে॥
কত ফুটে কদম্ব বকুল বার মাস।
মধু মাসে গায় গীত অলির উল্লাস॥
কোকিল উগারে গীত কাল কুটী তায়।
ডালে বসে ভ্রমরী ভ্রমর গীত গায়॥
ধাতুকা ধাতুকী ডাকে বহু কাল মক্ষী।
বরষা সম্মুখে ডাকে জলচর পক্ষী॥
কদম্ব তলায় দোঁহে দিল দরশন।
তবে কিছু কর্পূর করেন নিবেদন॥
কর্পূর বলেন দাদা আর কোথা যাব।
পরিপাটি ঠাঞি দেখ এইখানে রহিব॥
সমীরণ সমান দেখহ এই স্থল।
গঙ্গাজল সমান যমুনাদীঘীর জল॥
অতঃপর সেন ভাই বৈস এই ঠাঞি।
পুরবাসী পরের বাড়ীতে কাজ নাঞি॥
আগে বসে কর্পূর কাছেতে টেসে ফলা।
রূপের পাবকে যেন জামুতি হৈল আলা॥
তরুতলে দুটি ভাই করিল মোকাম।
প্রমাণ করিতে পারি কৃষ্ণ বলরাম॥
পশুপক্ষী রহিল বদন পানে চেয়ে।
জল ভরিতে আইল সব বারুইদের মেয়ে॥
লজ্জাশীলা কুলবতী পরম রূপসী।
কামকান্তা কাঁখে কিবা কনককলসী॥
লোচনী ললিতা লতা আর মুক্তদরী।
তারার কাঁখে শোভা করে রজতগাগরী॥
হরিপ্রিয়া হৈমবতী কলসী লয়ে যায়।
তার যেন বচন কোকিলে গীত গায়॥
মেঘমালা সঙ্গে আইল অমলা বিমলা।
প্রধানা নয়ানী আইল নব শশিকলা॥
রুক্মিণী রোহিণী রতি সতী সত্যভামা।
পার্ব্বতী তুলসী নারী আর তিলোত্তমা॥
সুভদ্রা সুশীলা শীলা বাণের তনয়া।
চিত্রবতী অরুন্ধতী আইল বিজয়া॥

আইলা ইন্দ্রের নারী সাধিকা রাধিকা।
প্রফুল্ল বদনে যার সোহাগে কলিকা॥
মরালগমনী আইল কুরঙ্গনয়ানী।
যমুনাদীঘীর ঘাটে আইল সব ধনী॥
কাঁখের কলসী সব পাথরে রাখিয়া।
কেহ শঙ্খ সোনা মাজে ঈষৎ হাসিয়া॥
কেহ রঙ্গে অঙ্গ-ভঙ্গে হেসে লুটে যান।
পুকুরঘাটে বিশেষ বড় মেয়েদের নাপান॥
কেহ কারো টেনে ফেলে বুকের অম্বর।
কেহ কারে জল ছিঁচে হরিষ অন্তর॥
হাসিতে খেলিতে সবে চতুর্দ্দিকে চায়।
লাউসেন কর্পূরে দেখে কদম্বতলায়॥
লাউসেনের রূপ দেখে হৈল অচেতন।
কৃষ্ণেতে মজিল যেন গোপিকার মন॥
উর্ব্বশীর মন যেন মজিল অর্জ্জুনে।
সঙ্কটে পুড়িছে প্রাণ রাখিব কেমনে॥
শ্বশুর শাশুড়ী কেটে দিব উহার পায়।
গড়াইয়া যাব গো নাগর যথা যায়॥
আপনার পতিনিন্দা করে যত ধনী।
মন দিয়ে শুন তার অপূর্ব্ব কাহিনী॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গান গীত অনাদ্যমঙ্গল॥

এক যুবতি বলে সই কি কহিব তোরে।
টাকা পেয়ে আমার বাপ দিল বুড়া বরে॥
আর যুবতি বলে সই আমার ভাতার বুড়ো।
ঘটকালি কর্যা গেছে নির্ব্বংশে খুড়ো॥
পাটশাক পুত্রের খাড়া রাঁধি যেই দিনে।
খেতে নারেন বুড়া কান্ত বসে কাঁদেন কোণে॥
সাধ করে' বুড়া হাত নাহি দেই গায়।
পাকা কাঁটাল কোলে যেন জম্বুকী ঘুমায়॥
আর যুবতি বলে মিন্সের পিঠে বেরাল-কুঁজ।
কানের কাছে মোষের বাসা সদাই পড়ে পুঁজ॥

আর যুবতি বলে সই গোদা মোর পতি।
গোদের সেবা করে মোর গেছে সারা রাতি॥
তাকে চেয়ে হৈল মোর নিদারুণ শেল।
একা গোদে গেছে মোর ছ'পণ্ডার তেল॥
দাদি আর সুলাতি সে বড়ই জঞ্জাল।
কুরুন্দে ভাতার যার অভাগা কপাল॥
আর যুবতি বলে সই আমার ভাতার কালা।
কালার সনে ঘর করে গো সদাই বাড়ে জ্বালা॥
দিনের বেলা যখন তখন ঠারে ঠোরে কই।
রেতের বেলা বড় দুঃখ পুড়ে মরি সই॥
সাধ করে কালা পতি রাখি মেনে কোলে।
কোলে থেকে সকল ঘর হাতাড়িয়ে বুলে॥
মেঘমালা সখী বলে শুন সাঙ্গাতিনী।
তোমা সভা হৈতে বড় আমি অভাগিনী॥
মা বাপ কখন বিভা দিল শিশুকালে।
বেপারে গেলেন পতি ডুবে মৈল জলে॥
নিদারুণ পোড়া প্রাণ কাঁদে তার শোকে।
রাতি হৈলে পড়ে থাকি দুটি হাত বুকে॥
আর সখী বলে সই কি কহিব তোকে।
এইরূপে অর্দ্ধেক যৌবন গেল মিছা পাকে॥
পাট পড়সীর ঘর সই না বেরুই দিবসে।
খাটো ভাতার ঢেঙ্গা মাগ দেখে লোকে হাসে॥
আপনার পতিনিন্দা করে সব ধনী।
হেন কালে হেসে হেসে বলিছে নয়ানী॥
শিবরাম বারুয়ের বউ নয়ানী নাম ধরে।
বলিতে লাগিল সেই স্বজাতির তরে॥
ঘর চল সই গো নিবর্ত্ত কর মন।
কুলীনের বউ মোরা এ কথা কেমন॥
পরের রূপ দেখে তোমরা পড়ে গেলে ভোলে।
বাস নাই গন্ধ নাস্তি শিমুলের ফুলে॥
সাধ করে পরি যেন শিমুলের ফুল।
তেমতি জানিবে পরপুরুষের মূল॥
এত বলি জল লয়ে সভে গেল ঘরে।
নয়ানী চলিয়া গেল আপনার পুরে॥

নয়ানী বলেন হ্যাদে শুন ঠাকুরাণি।
সেজের কলসীতে শুদ্ধ নাই কিছু পানি॥
নিশাতে আইলে ঘরে গালি দিবে মোরে।
কোলের বালকে রাখ আমি যাই জলে॥
এত বলি বালক মাগী শাশুড়ীকে দিয়া।
আপনার ঘরে আইসে বেশের লাগিয়া॥
বার মাসে তের ফুল চৈত্রে ফুটে ভাঁটি।
একে একে এলাইল পেঁড়ার যত গাঁটি॥
হাতে করি নিল মাগী রসের দর্পণ।
মুখ নেহালিয়া দেখে বত্রিশ দশন॥
বত্রিশ দশনে তার পড়েছে বিজলি।
বসন্তের ফুলে যেন মধু পিয়ে অলি॥
সুবর্ণের চিরুণি দিয়া আঁচড়িল কেশ।
পরিপাটি কুণ্ডল করিল নানা বেশ॥
পরশমণি খোঁপাখানি মউরপেকম ছাঁদে।
রঙ্গের বেলা রঙ্গে কড়ি পড়ে মদন কাঁদে॥
বেড়িল মল্লিকামালা গন্ধরাজ চাঁপা।
বিচিত্র খোঁপার মাঝে হীরা হেমঝাঁপা॥
রূপের জাবক দিতে ত্রিভুবনে নাঞি।
নাকচোনা নাকে নত মেয়ের বড়াই॥
নাকে পরে নাকচোনা দুকানে কাটা কড়ি।
গোরা গায় চাঁপার মালা যাই বলিহারি॥
নয়নে কজ্জল লইল কপালে সিন্দূর।
ছটা দেখে সূর্য্যের কিরণ যায় দূর॥
সিন্দূরের বেড়ি দিল চন্দনের রেখা।
প্রথম দিনে উদয় যেন কুমুদের সখা॥
কাজলের বিন্দুকা দিল তার কোলে।
নব জলধর যেন বিষ্ণুপদতলে॥
সিন্দূরে মাজিয়া পরে অষ্ট অলঙ্কার।
তাড়বালা বাজুবন্দ মূল্য নাঞি যার॥
পাশুলি বউলি বালা দোস্থতি তেস্থতি।
রসকাঠি সহিত পরিল মণিপাতি॥
অষ্ট অলঙ্কার অঙ্গে করে ঝলমলি।
বাছিয়া পরিল মাগী অপূর্ব্ব কাঁচলি॥

নানা চিত্র আছে তায় অপূর্ব্ব লিখন।
শোভা করে দক্ষিণে কানন বৃন্দাবন॥
লতায় বেষ্টিত পাতা তায় নানা ফুল।
কৃষ্ণবর্ণ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে অলিকুল॥
রাসলীলা গোষ্ঠলীলা বসনহরণ।
তার কাছে লেখা আছে যত পক্ষিগণ॥
লক্ষের কাঁচলি মাগী আরোপিল গায়।
রূপের সৌরভে কত অলিগণ ধায়॥
খাসা গুয়া নৈল মাগী আর পাকা পান।
রাধা যেন গোবিন্দেরে ভেটিবারে যান॥
ঘরে হতে নয়ানী বাহিরে দিল পা।
কোলের বালক ডাকে কোথা যাও মা॥
তা শুনিয়া বারুই ঠেঁটী হইল ক্রোধপানা।
ক্রোধ করি বালকের গালে মারে ঠোনা॥
ফিরে ঘরে যা রে বেটা ফিরে ঘরে যা।
ঘরে যারে দুষ্ট ছেলে বাপের মাথা খা॥
দুগ্ধের বালক যদি ফিরে নাঞি যায়।
গোটা চারি ঠোনা মেরে কোলে নিল তায়॥
চরণে চরণে যায় রতিনাথ সখা।
রাম সম্ভাষিতে যেন যায় সূর্পনখা॥
লাউসেন কর্পূর যায় গোউড় সহরে।
ডাড়াইল নয়ানী গিয়ে মত্ত করিবরে॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্যমঙ্গল॥

বোল চাল নাঞি মাগী হেসে লুট গেল।
সুবর্ণপ্রতিমা যেন সম্মুখে দাঁড়াল॥
পদ্মফুল তুলিতে করী পসারিল বাহু।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন গরাসিল রাহু॥
কর্পূর বলেন ওরে লাউসেন ভেয়ে।
পথ আগুলিল ঐ বারুইদের মেয়ে॥
পঞ্চমীর চাঁদে পড়ে টস টস মউ।
হেসে হেসে কথা কয় বারুইদের বউ॥

কোন্ দেশে ঘর হে তোমার নাম কি।
তোমাদের জননী তেঁহ কোন্ রাজার ঝি॥
এত শুনি সেনরাজা হেঁটমাথে কয়।
কি কাজ তোমার সনে দিব পরিচয়॥
পথে বনে কথা নাঞি যুবতির সনে।
অর্জ্জুন হয়েছে নষ্ট শুনেছি পুরাণে॥
এত শুনি নয়ানী ত হেসে হেসে কয়।
দুঃখী হয় দিতে কেবা নিজ পরিচয়॥
পরিচয় দিতে কেন হেঁট কর মাথা।
বাপের নির্ণয় নাঞি নাম জানিবে কোথা॥
কর্পূর বলেন শুন লাউসেন ভেয়ে।
জারজাতা বলে ওই বারুইদের মেয়ে॥
পরিচয় করে চল থেকে কাজ নাই।
বাড়িল অনর্থ এই আমি দেখতে পাই॥
এত শুনি সেনরাজা পরিচয় দেন।
নিবাস ময়না মোর পিতা কর্ণসেন॥
পিতামহ কনকসেন ভুবনে খেআতি।
মাতা মোর মহারাধ্যা রাণী রঞ্জাবতী॥
এত শুনি নয়ানীর চক্ষেতে ভাসে লো।
তোমার বাপ আমার সম্বন্ধে বোনপো॥
তোমার বাপ যখন যেত গউড়দরবারে।
মাসী বলে দিন চারি থাকিত মোর ঘরে॥
সেই সম্বন্ধেতে রাজা তুমি মোর নাতি।
আজি চল বাসা লবে আমার বসতি॥
ঐ যে বড় বড় দেখ আমাদের ঘর।
ঘরের প্রধান আমি সদাই স্বতন্তর॥
শ্বশুর শাশুড়ী সে আমার আজ্ঞাকারী।
নিজ পতি ঘরে নাঞি ঢাকার বেপারি॥
চল রায় আমার বাড়ীকে চল তুমি।
দাসী হয়ে চরণ সেবিব আজি আমি॥
উপকারী লোক আমি করি উপকার।
কারো সনে কপট রাজা নাহিক আমার॥
তোমাকে দেখিয়া দয়া হইল আমার।
মনে করি সঙ্গে রাজা যাইব তোমার॥

চল বনে দুজনে করিব সুখে ঘর।
তোমার ছোট ভাই হে মোর সাধের দেওর॥
কর্পূর সহিত আমি দিব গুয়া পান।
আজি হইতে তোমায় আমায় একই পরাণ॥
ভাল খাওয়াইব রাজা ভাল পরাইব।
খাব নাঞি বলিলে বদনে তুলে দিব॥
এত শুনি সেনরাজা কর্ণে দিল হাত।
তিনবার সোঙরণ করিল রাধানাথ॥
পরমা সুন্দরী তুমি আমি কোন্ ছার।
ভাল দেখি ভজ গিয়ে রাজার কুমার॥
বিধি মোরে বঞ্চিত করেছে পাপরসে।
বাসি হলে কমল ভমর নাহি বসে॥
কাঞ্চনপাবকরুচি রূপের তুলনা।
রাঙ্গের সনে মিশাল করিতে চাও সোনা॥
ধর্ম্ম ছেড়ে কর কেনে অধর্ম্মেতে মন।
ধর্ম্মবলে সাবিত্রী পায় পতির জীবন॥
ঘর যাও সতি কন্যে নিবর্ত্ত কর মন।
কুলীনের বউ তুমি এ কথা কেমন॥
কুলের গৌরব রাখ ছাড় ঠাট ছলা।
তোমার বয়স এরূপ আমি নববালা॥
নয়ানী বলিছে রাজা আর কোথা যাব।
তোমা বিনে এক দণ্ড আমি নাঞি জীব॥
এস দেখি দুজনে দাঁড়াব এক ঠাঞি।
আমি রাধা তুমি যেন নাগর কানাই॥
দলিত অঞ্জন করি পরিব নয়নে।
হার বলি হিয়া মাঝে থুইব যতনে॥
লুকায়ে রাখিব তোমায় ঝাঁপিয়া কাঁচুলি।
আমি হব পদ্মফুল তুমি হবে অলি॥
তবে যদি এ দেশে কুটুম্ব ধরে ছল।
এ দেশ ছাড়িয়া তবে অন্য দেশে চল॥
প্রাণ গেলে তোমায় আমি ছেড়ে নাঞি দিব।
তোমা হেন গুণনিধি কোথা গেলে পাব॥
এত শুনি সেনরাজা বিষন্ন বদন।
কর্পূর চাহিয়া কিছু বলেন বচন॥

কর্পূর বলেন মাগি তিন ছেলের মা।
লুকায়েছে বরেসে বসনে ঢেকে পা॥
সেন বলে ও আমার রঞ্জাবতী মাও।
নিবেদিলাম আপন বাড়ীতে চলে যাও॥
তা শুনিয়ে নয়ানী হইল হেঁটমাথা।
পঞ্চমীর চাঁদে যেন হইল মলিনতা॥
মাগী বলে এখন উপায় করি কি।
ছেলে মেরে বৈদেশীকে বাদ তুলে দি॥
পুত্র যাদু মরিয়া ভাতার গেছে বনে।
বৈদেশী নাগর আজি দেখিব নয়নে॥
দুগ্ধের বালক বলে দয়া নাই অন্তরে।
কক্ষে ছিল বালক ধরিল দুটি করে॥
দুগ্ধের বালক বলে দয়া নাঞি মনে।
পায়ে ধরে কাছাড় মারিল মাঝ গনে॥
আরবার শিশুর গলায় দিল পা।
মরে গেল শিশু তবু ডাকে মা মা মা॥
বালক মারিয়া মাগী ফেলিলেক দায়।
মিথ্যাবাদ তুলি দিল বৈদেশীর গায়॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গান গীত অনাদ্যমঙ্গল॥

ধাও রে জামতির লোক বৈদেশী বল করে।
পথে ডাকা দিল মোর জেতের উপরে॥
পথে বল করিয়া আমার জাত খায়।
এত বলি বারুই ঠেঁটী উভরড়ে ধায়॥
জামতি নগরে মাগী গেল ধাওাধাই।
শ্বশুর শাশুড়ী ডাকে আর বাপ ভাই॥
জামতি ভাঙ্গিয়ে পড়ে সেনের উপর।
পবন বেগেতে ধায় না দেখে অম্বর॥
কত দূরে কর্পূর বিপদ্ দেখে গনে।
তরাসে আছাড় খেয়ে পড়ে মধ্য গনে॥
ধেয়ে যেতে কর্পূর কাছাড় খেয়ে পড়ে।
তরাসে লুকায় গিয়া শেওড়াগাছের ঝোড়ে॥
শেওড়াঝোড়ে লুকাইয়ে রহিল কর্পূর।
এইবার দাদাকে রাখ গোবিন্দ ঠাকুর॥
ধর ধর বলিয়া চারি দিক এল বেড়ে।
চড় মেরে কাণের সুবর্ণ নিল কেড়ে॥
গরুড়মণি কেড়ে নিল আর কণ্ঠমালা।
রতনহার কেড়ে নিল বাজুবন্দ বালা॥
আনিয়ে নায়ের কাছি বাঁধে পেঁচমোড়া।
ঠেকা মেরে ফেলে বন্দুকের মেরে হুড়া॥
জামতির রাজা হয় বারুই গদাধর।
লাউসেনে বেঁধে লয় তার বরাবর॥
সেই বড় ভণ্ড রাজা না করে বিচার।
বন্দিখানা দিতে বলে বৈদেশী কুমার॥
তরণী পশ্চিমে গত হইল সন্ধ্যাকাল।
বিচারের কাল নয় খাজনার জঞ্জাল॥
আজি তাকে বন্দী করে রাখ কারাগারে।
প্রভাতে করিব বিচার হলে দরবারে॥
রাজার হুকুম পেয়ে কোটালিয়াগণে।
লাউসেনে বেঁধে ফেলে বত্রিশ বাঁধনে॥
হাতে দিল হাতকড়ি চরণে নিগড়।
বুকেতে চাপাল শিলা অতিশয় বড়॥
ডানি পাশ নাড়িতে করাতে মাংস কাটে।
বামপাশ নাড়িতে বিষম শেল ফুটে॥
চুলগুলা টেনে বান্ধে গলে তোকদড়ি।
গোবিন্দ ধিয়ান সেন কারাগারে পড়ি॥
মনে ভাবে নয়ানী কপোলে দিয়ে হাত।
বঁধু বাঁধা রহিল কেমনে খাব ভাত॥
পুত্র গেল গয়াধামে ভাতার গেল বনে।
বিদেশী নাগর মোর রহিল বন্ধনে॥
আঁচলে বাঁধিয়া নিল গঙ্গাজল নাড়ু।
পদ্মচিনি লইল আর পুরটের গাড়ু॥
লাউসেন রাজা যথা কারাগার ভিতরে।
কুঞ্জরগমনে মাগী যায় ধীরে ধীরে॥
সরু সরু কথা কয় পীযূষের কণা।
কত হে কোমল প্রাণে পাইলে বেদনা॥

উঠ হে পরাণনিধি হিয়ার মাণিক।
তোমার পারা ভাগ্যবান্ কে আছে অধিক॥
ঢেটাপনা জানি না হে অন্য মেয়ের পারা।
বিশেষ আমার প্রাণ পীরিতের ভরা॥
নিবেদন করি নাথ নিকেতনে চল।
আমার মাথার কিরে যদি কিছু বল॥
আজ্ঞা কর এখনি যাইবে মোর বাড়ী।
দুঃখ দূর করি তোমার ঘুচাইয়ে বেড়ি॥
জামতির রাজা বটে মোর আজ্ঞাকারী।
আপনার হুকুমে বেড়ি কেটে দিতে পারি॥
এত শুনি সেনরাজা করে হায় হায়।
এমন জঞ্জাল কেন দিলে ধর্ম্মরায়॥
মাঝপথে দশবার বলেছি জননী।
আবার আইলি কেন তুই ব্যভিচারিণী॥
কুলবতী হয়ে কেন কুলটার ধারা।
সোআমীর পদ পূজ সাবিত্রীর পারা॥
পরনারী পরশে পাতক বাড়ে অতি।
কাজ নাঞি বাক্যব্যয়ে ঘরে যাও সতি॥
নয়ানী বলিছে ভাল বুঝাইলে নীত।
ভাল জানি ইতিহাস নারীর চরিত॥
অহল্যা কুন্তীর কথা কেবা নাঞি জানে।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি পুরাণে বাখানে॥
অপরঞ্চ তারা আর রাণী মন্দোদরী।
সতী সাধ্বী বলে কেন ঘোষে জগ ভরি॥
কি কাজ তোমার সনে অত পরিচয়ে।
পরপুরুষে পিতা জেনো পরনারী মেয়ে॥
তুমি সে জননী মোর কহে যুবরায়।
বিষাদ ভাবিয়া মাগী হইল বিদায়॥
সঙ্কটে পড়িয়া সেন ভাবে নিরঞ্জন।
কোথায় পাণ্ডবসখা বিপদভঞ্জন॥
কি দশা করিলে মোর অনাদ্য ঠাকুর।
কোথায় রহিল হায় প্রাণের কর্পূর॥
আপনি মরিয়া যাই তায় নাই দায়।
কর্পূরে কল্যাণে রাখ প্রভু ধর্ম্মরায়॥

বিষম বন্ধনে প্রভু প্রাণ যায় ফেটে।
এত দুঃখ ছিল হায় আমার ললাটে॥
মা মরি পাইল আমা শালে দিয়ে ভর।
বেবুশ্যের দায়ে পড়ে যাই যমঘর॥
তুমি সে দয়ার নিধি পতিতপাবন।
একান্ত শ্রীকান্ত তোমায় লইলাঙ শরণ॥
কৃপা করি কর প্রভু এ বিপত্তো পার।
তবে সে তোমারে জানি করুণা অবতার॥
এইরূপে লাউসেন গোবিন্দ ধেয়ান।
শূন্যভরে চমকে উঠেন ভগবান॥
ঠাকুর বলেন শুন বীর হনুমান।
জামতিতে লাউসেন হারায় পরাণ॥
ঝাট যাহ গা তুলিয়ে পবননন্দন।
তুমি গিয়ে রক্ষা কর রঞ্জার রতন॥
এত শুনি হনুমান করিল গমন।
জামতির কারাগারে দিল দরশন॥
দেখিলেন সেনরাজা বড় পরাজয়।
জ্বলন্ত অনল হইল পবনতনয়॥
বুকের পাষাণখান তুলিয়া ফেলিল।
নিদারুণ বন্ধন মোচন কর‍্যা দিল॥
ধূলা দূর করি কোলে নিল লাউসেনে।
আশীর্ব্বাদ করে গুরু যত আসে মনে॥
প্রভুর আজ্ঞায় বাছা আমি এসেছি।
আমি যার সঙ্গে আছি তার ভয় কি॥
আমার প্রতাপকথা ঘোষে ত্রিভুবনে।
কোন্ তুচ্ছ গদাধর কেবা তারে গণে॥
দণ্ড চারি এখানে বিলম্ব কর তুমি।
গদাধরে স্বপনে কহিয়ে আসি আমি॥
যত কিছু খুয়া গেছে সব ফিরে পাবে।
বিদায় হয়ে সকালে গোউড় চলে যাবে॥
এত বলি হনুমান করিল গমন।
রাজার শিয়রে গিয়া কহিছে বচন॥
এত কেনে ভূপতি তোমার অহঙ্কার।
ভাল মন্দ চোর সাধু না কর বিচার॥

কলিযুগে হইতে চায় পশ্চিম উদয়।
তার পাকে এসেছেন কশ্যপতনয়॥
ধর্ম্মের তপস্বী বাঁধা আছে কারাগারে।
বেবুশ্যার বচনে বন্দী কর কি বিচারে॥
যত কিছু গেছে তার দশগুণ দিবি।
তবে ত আমার ঠাঞি প্রাণ রক্ষা পাবি॥
তৎকাল ছাড়িয়া দেহ রঞ্জার নন্দন।
ক্ষমা চেয়ে লহ তার ধরিয়া চরণ॥
তবে যদি আমার ভারতী কেহ ঠেলে।
জামতি ভাসাব কালি সাগরের জলে॥
জান নাঞি হনুমন্ত বলবন্ত বাড়া।
লঙ্কাকাণ্ডে শুনিয়াছ আমি লঙ্কাপোড়া॥
এত বলি হনুমান হইল অন্তর্ধান।
গা তুলিল মহারাজ প্রত্যূষ বিহান॥
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা বসিল দেয়ানে।
কহিবারে লাগিল সভার বিদ্যমানে॥
রাজা বলে অবধান কর দরবার।
কালিকার বন্দী সেহ রঞ্জার কুমার॥
কোথা আছে বন্দী সেই আনিবে এখনি।
আজ্ঞা পেয়ে কোটালিয়া ধাইল তখনি॥
বন্দিঘরে যেখানে ময়নার তপোধন।
আঁধার ঘরে জ্বলে যেন মাণিক রতন॥
কোটাল সেনের কাছে জুড়ে দুটি হাত।
জানি নাই অভাগার ক্ষম অপরাধ॥
কুবচন বদনে বলেছি বারবার।
চক্ষু ধর‍্যা দেখি যেন দিবসে আঁধার॥
সেন বলে কোটালিয়া তোর দোষ নাঞি।
জনমের কালে দুঃখ লিখেছে গোসাঞি॥
এত শুনে কোটালিয়া হাত জুড়ে কয়।
রাজদরবারে যাত্রা কর মহাশয়॥
কোটালের বচনে গা তোলে তপোধন।
ধর্ম্মজয় বলি রাজা করিল গমন॥
যবে রাজা লাউসেন সহর দিয়ে যায়।
রমণী পুরুষ দেখে বলে হায় হায়॥
দেখ দেখি সুরত সুন্দর হাত পা।
ধন্য ক্ষেণে জন্ম এহার ধন্য বাপ মা॥
আমরা মরিয়া যাই লইয়ে বালাই।
কেমনে বাঁচিবে উহার বাপ মা ভাই॥
অনাদ্যপদারবিন্দমধুলুব্ধমতি।
রামদাস গায় গীত মধুর ভারতী॥

বলিতে কহিতে সেন দরবারে আইল।
সেনে দেখি গদাধর সম্ভ্রমে উঠিল॥
এস এস বলিয়ে ডাকিছে লাউসেনে।
হাতে ধরি বসাইল আপন সিংহাসনে॥
কোন্ দেশে ঘর হে তোমার নাম কি।
ভয় নাই বল হে আমি ছেড়ে দি॥
এত শুনি লাউসেন পরিচয় দেন।
ময়না বসতি মোর পিতা কর্ণসেন॥
পিতামহ কনকসেন ভুবনে খেয়াতি।
মাতা মোর মহারাধ্যা রাণী রঞ্জাবতী॥
মহাপাত্র মামা মোর মেসো গৌড়েশ্বর।
লাউসেন কর্পূর মোরা দুই সহোদর॥
এত শুনি গদাধরের চক্ষে পড়ে লো।
তবে বাপু সম্বন্ধে হইলে ভাইপো॥
তোমাদের পূর্ব্বভূম অজয় ঢেকুর।
ইছাই হইতে তোমার বাপ গেল বহু দূর॥
এ কথা রাজার ঠাঞি কহিবে না তুমি।
যত ধন এনেছি তা সব দিব আমি॥
এত বলি গদাধর দশগুণ দিল।
বিদায় হয়ে লাউসেন গৌড়ে চলিল॥
যাত্রা করে লাউসেন গউড় সহর।
নয়ানী ধাইল যেন মত্ত করিবর॥
ডাক ছেড়ে বলে মাগী ডাগর ডাগর।
দরবারে রাজা পাত্র সবাই বর্ব্বর॥
বালক মারিয়া আমার ফেলিল কোথায়।
পথে বল করিয়া আমার জাতি খায়॥

না করে বিচার রাজা বন্দী ছেড়ে দিলে।
আমার বালক মইল কি বোল বলিলে॥
এত শুনি রোষযুত হইল নৃপমণি।
কহ বাপু লাউসেন কেমন কথা শুনি॥
বালক মারিয়া উহার কোথা ফেলে দিলে।
পথে বল করে কি উহার জাতি খেলে॥
এত শুনি সেনরাজা হাত যুড়ি কয়।
ঐ যদি বলে আমি কেমনে বলি নয়॥
আমার বচন রাজা কে মানে প্রত্যয়।
ধর্ম্মদেব মোর সাক্ষী শুন মহাশয়॥
মরা শিশু বলে যদি পাইয়া জীবন।
তবে ত প্রমাণ বটে আমার বচন॥
শিশু যদি বলে মাতা মেরেছে আপনি।
আপনার লোক বটে যে জান আপনি॥
আমি যদি মারি মাথা কাটিবে আমার।
বিস্ময় মানিল সবে রাজদরবার॥
মৃত শিশু আনাইল রাজার আজ্ঞায়।
কোলে করি লাউসেন শোয়াল তাহায়॥
বস্ত্রের কাণ্ডার করি ঘেরে চারি ধার।
যোগমগ্ন হয়ে সেন ভাবে করতার॥
জয় জয় জগন্নাথ জগতের পতি।
অনাথবান্ধব তুমি ভকতের গতি॥
কঠিন কুম্ভীরে মারি রাখিলে গজরাজে।
দ্রৌপদীর রাখিলে লজ্জা নৃপতিসমাজে॥
ভাবিয়া তোমার পদ করিয়াছি পণ।
তোমার প্রসাদে শিশু পাইবে জীবন॥
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ কৈলে তুমি।
সেইরূপ লজ্জায় ঠেকিয়াছি আমি॥
প্রহ্লাদের রাখিলে বাক্য দয়াল শ্রীহরি।
ফটিকের মধ্যে নরসিংহরূপ ধরি॥
অর্জ্জুনের রাখিলে মান জয়দ্রথ বধে।
চক্রে সূর্য্য আচ্ছাদিয়ে অস্তাচলপথে॥
দয়াময় দীনবন্ধু পতিতপাবন।
একান্ত তোমার পদে নিলাম শরণ॥

না জীয়ালে এই শিশু না রাখিব প্রাণ।
এই শিশু জীয়াইয়া দেহ ভগবান॥
শিশুর বদনে সেন দিল অর্ঘ্যজল।
প্রাণ পেয়ে মৃত শিশু হাসে খল খল॥
মরা যদি প্রাণ পায় দেখে সর্ব্বজন।
কেহ বলে এ জন দ্বিতীয় নারায়ণ॥
বাদ্যভাণ্ড বাজে কত জয়জয়কার।
সেনেরে মিলিল আসি কর্পূর কুমার॥
লাউসেন কর্পূরের বদনে চুম খান।
কত দুঃখ পেলে ভাই শুকায়েছে বয়ান॥
প্রাণ পেয়ে মৃত শিশু বসিল সভায়।
নয়ানী ভাবিছে আজি আছে কত দায়॥
তুলসী গণ্ডকীশিলা আর গঙ্গাজল।
বালকের করে তুলে দিল পুষ্পদল॥
রাজা গুরু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দরবারে।
যদি মিথ্যা বল তবে যাবে ছারখারে॥
মিথ্যার সমান পাপ নাহি চরাচর।
নরকে পচিবে যাবৎ চন্দ্র দিবাকর॥
বসুমতী বলে আমি সভার ভার বই।
যে মিথ্যা বলে তার ভার নাহি সই॥
সত্যধর্ম্মবলে যুধিষ্ঠির স্বর্গবাস।
সত্য কথা বল বাপু মনের অভিলাষ॥
এত শুনি সেই শিশু হাত জুড়ি কয়।
অবধান কর ওগো রাজা মহাশয়॥
রাজসভা শুন আর শুন নরমণি।
এর দোষ নাঞি মোরে মেরেছে জননী॥
আমি শিশু বলে' মায়ের দয়া নাই মনে।
পায়ে ধর‍্যা আছাড় মারিল মাঝ গনে॥
আরবার জননী গলায় দিল পা।
কুমারের দোষ নাঞি মেরেছেন মা॥
কুলটা মায়ের কথা কত কব আর।
ধর্ম্মময় দু ভাই না হেরে একবার॥
এত শুনে নয়ানী ত মাথা করে হেট।
ধাইল কর্পূর বালা ভায়ে দিয়ে ভেট॥

নয়ানী বলিছে পুনঃ জাতি মোর যায়।
তাহার বিচার রাজা কর এ সভায়॥
এত শুনি কর্পূর কোপেতে কম্পমান।
খড়্গ দিয়ে নয়ানীর কাটে নাককান॥
সূর্পণখা নামেতে রাবণের ভগিনী।
রামেরে মজাতে এল নবীনযৌবনী॥
নাক কান কাটিল তার ঠাকুর লক্ষ্মণ।
নয়ানীর নিদারুণ করিল তেমন॥
কাটিল সাধের ঝাঁপ মাথার লোটন।
পাঁচচুলা করে গালে কালি আর চুন॥
ঐ রঙ্গের রঙ্গী যারা ঐ নায়েতে ভরা।
নয়ানীর দশা দেখে সব জীয়ন্তে মরা॥
নানা জনে নানা কথা টিটকারি দেয়।
পরপুরুষে মন মজালে ঐ দশা তার হয়॥
তিন ছেলের মা বুড়ো মাগী পিরীত করতে যায়
সজ্জন পথিকে পথে ধরিয়ে মজায়॥
গদাধর লাউসেনে কোলে করি নিল।
নারায়ণ বলিয়ে সেনের পূজা দিল॥
রাজা বলে আমার ভাগ্যের সীমা নাঞি।
পবিত্র করিলে পুর তোমরা দুই ভাই॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্যমঙ্গল॥
হরি হরি বল ভাই ধর্ম্মের সভায়।
এইখানে জামতিপালা হল সায়॥

ইতি অনাদিমঙ্গল মহাকাব্যে জামতি পালা নামে দ্বাদশ কাণ্ড সমাপ্ত॥

ত্রয়োদশ কাণ্ড

গোলাহাট পালা

প্রণমহ পরাৎপর পরম ঠাকুর।
যার নামে অশেষ আপদ যায় দূর॥
অতঃপর শুন ভাই ধর্ম্মের সঙ্গীত।
শুনিলে পাতক খণ্ডে মানস সম্প্রীত॥
সাদরে আনিয়া রাজা জামতি নগরে।
গদাধর লাউসেনে পূজে সমাদরে॥
গলায় গরুড়মণি রতনের হার।
নানা ধন দিল সেনে মূল্য নাহি যার॥
আগুসরি বিদায় করিল দুই জনে।
গুরুগতি গমনে চলিল গোউড়গনে॥
কর্পূর বলেন দাদা না যাব তোমার সঙ্গে।
কেমন ভুলিলে দাদা বারুই বউয়ের রঙ্গে॥
অতেব তোমার সনে যেতে বাসি ভয়।
আজ্ঞা কর ফিরে যাই ময়না আলয়॥
কহিব মায়ের কাছে তোমার বারতা।
জামতিতে বন্দী ছিল লাউসেন ভ্রাতা॥
গোউড়ে মামার কাছে কল্লাম আশ্বাস।
লিখন করিয়া তোমার করিনু খালাস॥
দাদার দুর্দ্দশা দেখে যেয়ে এলাম ঘরে।
সেন বলে সাবাসি ভাই তোর সাহসেরে
কল্যাণ কুশলে কর্পূর থাক রে সদাই।
কোন্ পথে গিয়েছিলে আগু দেখি ভাই
এত শুনি কর্পূর হইল হেটমাথা।
কতক্ষণ রয় মিথ্যা চাতুরির কথা॥

কর্পূর বলেন শুন লাউসেন ভেয়ে।
ভয় হইল ভরসা অমনি গেল ধেয়ে॥
তরুলতা ফুলেছে অনেক উলু কেশে।
রাত্রিযোগে ধেয়ে গেলাম না পাইনু দিশে॥
সেন বলে জীয়ে রহ কর্পূর পাত্তর।
তোমার ভরসা মনে রাখি নিরন্তর॥
আমি বলি কল্যাণে কুশলে থাক ভাই।
তোমার বালাই লয়ে আমি মরে যাই॥
ছোট ভাই বলে তোমায় করেছিলাম হেলা।
বুঝিতে নারিনু কর্পূর বিধাতার খেলা॥
বলিতে বলিতে রাজা মকরন্দ বোলে।
প্রাণধন বলিয়ে কর্পূরে নিল কোলে॥
বলিতে কহিতে দোঁহে কত দূর যায়।
গোলাহাট নিকটে আসিয়ে উত্তরায়॥
সেন বলে শুন রে কর্পূর ছোট ভাই।
কোন্ গ্রাম দেখা যায় দিশে নাহি পাই॥
নারিকেল গুবাক ওই পরিসর বাট।
ধবল প্রাসাদচূড়া শুনি গীত নাট॥
মাঝে মাঝে ওই কত রমণীর ঠাট।
কর্পূর বলেন দাদা ওই গোলাহাট॥
ঐ দেশে রাজার নাম সুরিক্ষে বাণেশ্বরী।
প্রবলা প্রখরা নারী রাজ্যের ঈশ্বরী॥
চৌদ্দ বুড়ি নাগর আছে গোলাহাটে ধরা।
নিজগুণে একজন চন্দ্রসুতহারা॥
চৌদ্দ বুড়ি নাগর তারা রাজার নন্দন।
গলায় চাঁপার মালা অঙ্গে আভরণ॥
গুরিক্ষে নামেতে তার আছে এক চেড়ী।
তাহার সঙ্গে নাগর সদাই দেড় বুড়ি॥
তোমাকে রাখিবে দাদা দেখে রূপবান্।
মোর প্রাণ যাবে দাদা নিত্য ভেনে ধান॥
সেন বলে যুবতির বর্গেতে করে কি।
ভুলাতে নেরেছে চণ্ডী হেমন্তের ঝি॥
কর্পূর বলেন দাদা সে নয় তেমন।
সহজে অবলা জাতি বড়ই চেমন॥

সেন বলে অবশ্য গোলাহাট দেখে যাব।
মহারাজ জিজ্ঞাসিলে কি বোল বলিব॥
মহাপাত্র মহাশয় করিবে ঘোষণা।
বেশ্যার ডরেতে মোর পালাল ভাগিনা॥
অতএব গোলাহাট দেখে যাব ভাই।
চিত্তেতে ভাবিলে ধর্ম্ম কোন চিন্তা নাই॥
কর্পূর বলেন দাদা স্বভাব নাহি ছাড়।
শুকদেব হইতে তুমি কোন্ গুণে বড়॥
শিব দেন জ্ঞান যারে বল্লুকার তীরে।
ব্যাসের মন্দিরে যবে লুকাইল ডরে॥
তবে মহামায়া তারে বিড়ম্বিল শেষে।
তার মহাধ্যান গেছে কদলীর দেশে॥
সংসারে বিষম বড় নারীর মিলন।
সর্পের বিষেতে যেন বৈদ্যের মরণ॥
বেশ্যার পরশে পাপ না যায় খণ্ডন।
দেখিলে অনেক পুণ্য মুনির লিখন॥
পরশ করিয়াছিল মহামুনি রাজা।
তারে বাম হইল পার্ব্বতী দশভুজা॥
শনিবারে সিন্ধুপুরে লাগিল আগুন।
ভাগ্যে পুণ্যবান্ প্রাণ পাইল অর্জ্জুন॥
সেন বলে হোক ভাই আছে নারায়ণ।
এত বলি দুটি ভাই করিল গমন॥
সেন বলে দেখে যাব গোলাহাট সহর।
দেখিব কেমন রাজা সুরিক্ষে বাণেশ্বর॥
এত বলি গোলাহাটে দুটি ভাই যায়।
নগর দক্ষিণ গনে দাঁড়াল যুবরায়॥
হারাবতী মালিনী নটিনীর নফর।
নটিনী করেন পূজা পার্ব্বতী শঙ্কর॥
শিবপূজা বিনে নটী জল নাহি খান।
হারাবতী মালিনী তার পুষ্প জোগান॥
লয়ে যায় ফুলমালা বিনোদ গাঁথুনি।
বিচিত্র কুসুম সব হেমহারে মণি॥
যোজনেক পথ যায় ফুলের সৌগন্ধ।
মন্দ মন্দ ঝরে তায় সুধা মকরন্দ॥

লাখে লাখে উড়ে বসে আকুলিত অলি।
কর্পূর বলেন দাদা হের এস বলি ॥
দেখ না অপূর্ব্ব মালা মালিনীর ঠাঞি।
মালা লেহ পূজা দিব অনাদ্য গোসাঞি ॥
এত বলি দুই ভাই করিল গমন।
মালিনীর কাছে গিয়ে দিল দরশন ॥
মালিনী দেখিয়া সেনে করে অনুমান।
স্বর্গ হইতে বুঝি এল ভগবান্ ॥
না হলে গোবিন্দ এত রূপ ধরে কে।
হৃদয়ে জন্মিল মোহ শুষ্ক মুখ দেখে ॥
পরিচয় বিশেষ জানিতে মালিকানী।
করজোড় করি বলে ভক্তিমাখা বাণী ॥
কোন্ দেশে নিবাস বল কাহার তনয়।
কি নাম তোমার বটে কহ মহাশয় ॥
কোন্ বংশে উৎপত্তি কাজ কর কি।
তোমার জননী হন কোন রাজার ঝি ॥
এত শুনি লাউসেন পরিচয় দেন।
ময়না নিবাস মোর পিতা কর্ণসেন ॥
মহাপাত্র মামা আমার মেসো গৌড়েশ্বর।
লাউসেন কর্পূর মোরা দুই সহোদর ॥
এত শুনি মালিনীর চক্ষে পড়ে লো।
তবে তুমি হইলে আমার সইপো ॥
তোমার মামার ঘর রমতি সহরে।
আমার মায়ের বাড়ী তাহার দুয়ারে ॥
তোমার মায়ের সঙ্গে করিতাম খেলা।
আইবুড় কালে দোঁহে করেছি সয়েলা ॥
তুমি আমার সইপো আমি তোমার মাসী।
সইয়ের ঘরে বেটা হলে পুত্রতুল্য বাসি ॥
আজন্ম হইনুঁ বন্ধ্যা বেটার কাঙাল।
একদিন হবে তোমরা আমার ছাওয়াল ॥
আমার বাড়ী থাকিয়ে পবিত্র কর পুরী।
তোমরা কেবল যেন রাম আর হরি ॥
পাঁচ শত চাঁপাফুলে মালা পরাইব।
নারায়ণ বলিয়া তোমায় তুলে দিব ॥

কর্পূর বলেন শুন লাউসেন ভাই।
বাসা লব মালিনীর বাড়ীতে চল যাই ॥
মালিনী বলেন বাপ এই মোর ঘর।
বিধাতা করেছে মোরে রাজার নফর ॥
পুষ্পের যোগান দিয়া আসি গিয়া আমি।
ওই দেখা যায় বাড়ী যাও বাছা তুমি ॥
এত বলি মালিনী চলিল সত্বর।
মালিনী চলিয়া গেল সুরিক্ষের ঘর ॥
জোগাইয়া ফুলমালা হইল বিদায়।
চাল কড়ি বেঁধে নিয়ে আসিল আলয় ॥
মালাকার মালা গাঁথে হরিদাস নাম।
নয়ন ভরিয়ে দেখে কৃষ্ণ বলরাম ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন।
লেপিল কনক অঙ্গে অগুরু চন্দন ॥
পাঁচ শত চাঁপাফুলে পরাইল মালা।
বেষ্টিত তারার হার যেন শশিকলা ॥
পরিপাটি ভোজন করাল দুটি ভাই।
রহিল মালীর বাড়ী ভাবিয়া গোসাঞি ॥
হেনকালে তথায় আইল ভাঁজনবুড়ী।
রামদাস বলে সকল কইল দেড়ি ॥

বুড়ী বড় রসিকা বদনে নাঞি দাঁত।
অন্ন বিনে শুকায়ে গিয়েছে তার আঁত ॥
তৈলবর্জ্জিত কেশ শঙ্খের বরণ।
অতি জীর্ণ অঙ্গে শোভে পিঙ্কন বসন ॥
গলিত গায়ের মাংস ঝাঁপিয়াছে ভুরু।
কটিদেশে অন্ত্র নাঞি চলিতে কাঁপে উরু ॥
দশনবর্জ্জিত মুখ লহু লহু হাসে।
হাসিয়া হাসিয়া কয় মালিনীর পাশে ॥
হাঁরা কে তোমার বাড়ী কাহার তনয়।
আঁধার করেছে আলো রূপের ছটায় ॥
সুরিক্ষে শুরিক্ষে হতে তুমি ভাগ্যবতী।
অপরূপ নাগর গো তোমার বসতি ॥

সুরিক্ষে আপনি পূজে পার্ব্বতী শঙ্কর।
নাহি দেখে কভু সেই এমন নাগর॥
এত শুনি হারাবতী কোপে কম্পমান।
ভাজনবুড়ীরে কত জুড়িল বাথান॥
অধিক বয়স মোর লাজের সময় কোথা।
পাগলী হইলি বুড়ী খেলি লাজের মাথা॥
তিন ভাগ বয়স গেল এক ভাগ আছে।
যে যার স্বভাব তার নাঞি কভু ঘুচে॥
দূর ছার পাগলী বুড়ী তোকে বলি কি।
আমার দুটি সইপো কাল এনেছি॥
এত শুনি ভাজনবুড়ী করিছে উত্তর।
সইয়ের পোয়ে পেয়েছ বিদেশী নাগর॥
মালিনীর বেটি ঠেটি চুপ দিয়া থাক।
দিনে তোমার সইপো রাত্রে বুকে রাখ॥
স্নাস বেশ লেপন করিতে আমি যাই।
ভুলাইয়ে লয়ে যাব মুখে দিয়ে ছাই॥
এত বলি বুড়া মাগী করিল গমন।
মীনকেতনের বাণে হল অচেতন॥
ঘর দুয়ার সকল বেচিতে গেল বুড়ী।
মেটে পাথর বেচে পাইল পাঁচ গণ্ডা কড়ি॥
চরকা পাঁইজপাতা বেচে দেড় বুড়ি।
ঘর দুয়ার বেচে পাইল দশ পণ কড়ি॥
অতঃপর চলে গেল সই মালিনীর ঠাঞি।
সই বিনে সইয়ের মরম কেউ জানে নাঞি॥
বুড়ী বলে কি কর গো মালাকার সই।
পূর্ব্বের পিরিতে এলাম মনের কথা কই॥
হীরে মালিনীর ঘরে নাগর দুই জন।
ভুলায়ে ভজিব তারে সফল জীবন॥
শোলা কেটে গড়ে দিবে অষ্ট আভরণ।
এত বলি গুণে দিল কড়ি দশ পণ॥
মালিনী হাসিয়া লয় সরস বয়ান।
শরতের শোলা কেটে করে খান খান॥
শোলার পাশুলি গড়ে শোলার গড়ে হার।
শোলার মাদুলি গড়ে অষ্ট অলঙ্কার॥
দুই ভুজে শোলার শঙ্খ অপূর্ব্ব দর্শন।
রাংতায় সিজের আঁটা সূর্য্যের বরণ॥
শোলার কাঁটি পরিপাটি দেখিতে উজ্জ্বল।
রাংতার সহিতে চরণে পাতামল॥
নাকচোনা নাকেতে দু কাণে কাটা কড়ি।
ঘর গেল বুড়া মাগী গুণে দিয়ে কড়ি॥
বয়সে জরতী দশা ভাবে যুবা বেশ।
আপনার কুঁড়েতে গিয়ে করিল প্রবেশ॥
অনাদ্য গোবিন্দপদ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্যমঙ্গল॥

বুড়াকালে ঘন কাশি বুকে বাজে শেল।
সম্মুখ সাঁতায় মাখে তিন কড়া তেল॥
চিরুণি চিরুণি বলে পড়ে গেল সাড়া।
বার হল চিরুণি তার তিনটে ছিল দাঁড়া॥
কেশ আঁচড়িতে বুড়ী যতনে বসিল।
তিলভূঞে কৃষাণ যেন লাঙ্গল জুড়ে দিল॥
চুল নাঞি শণ দিয়ে বান্ধিল লোটন।
হাত বুলাইয়ে দেখে টেকোর বাঁটন॥
শোলার আভরণ অঙ্গে পরে দড়বড়ি।
সিন্দূর বিহনে পরে পাটকেলের গুঁড়ি॥
অষ্ট অলঙ্কার অঙ্গে করে ঝলমলি।
কাজল বিহনে পরে ছুঁতা হাঁড়ির কালি॥
তিনখানি টেনা পরি হইল রূপসী।
উলুবন হতে যেন বেরুল পিচাশী॥
নড়ি ধরে বুড়া মাগী করিল গমন।
যেইখানে লাউসেন কর্পূর দুই জন॥
বোলচাল নাঞি মাগী হেসে লুট গেল।
পূর্ণ অমাবস্যা যেন সম্মুখে দাঁড়াল॥
হেসে হেসে কথা কয় যেন পেঁচার রা।
কর্পূর বলেন দাদা পেত্নীর মা॥
মাগী বলে নাতি হে, চেয়ে দেখ ফিরে।
বয়েস বলিয়ে বাড়া ঠেলিও না দূরে॥

কোন্ ছার জীবন যৌবন বালির বাঁধ।
রাহু গরাসিলে হে মলিন হয় চাঁদ॥
কি করিবে রূপ গুণ কি করিবে বেশে।
নিতুই নূতন সুখ নারী রতিরসে॥
সেন বলে শুন রে কর্পূর ছোট ভাই।
এই বুড়া মাগী সব মেয়ের বালাই॥
কর্পূর বলেন দাদা কাণ পেতে শুন।
বুড়া মাগীর দোষ নাঞি মাটিখানার গুণ॥
এমন বয়েস মাগী চরিত্র এমন।
না জানি যুবতিকালে করেছে কেমন॥
সেন বলে কুমতি কুবেশ ত্যজ দূরে।
দুই দিন পরে যাবে শমনের পুরে॥
এই বেলা অভাগিনি ধর্ম্মে দেহ মন।
নিরন্তর মনে ভাব গোবিন্দচরণ॥
ছাড়ি পাপবাসনা রসনা নামরসে।
অন্তিমে সদ্গতি পাবে যাবে স্বর্গবাসে॥
বুড়ী বলে ও সব কাহিনী থুয়ে রাখ।
চরণের দাসী বলে একবার ডাক॥
রতিকলা শিখাব জানাব প্রেমরস।
যে রসে গোবিন্দ গোপীপিরিতির বশ॥
কাছ ঘেঁষে সেনের বসিল পাপমতি।
যজ্ঞের আগুনে যেন পতঙ্গ আহুতি॥
ঘন ঘন কর্পূর দাদার পানে চায়।
নয়নভঙ্গিতে সেন মনোভাব কয়॥
গা তুলিল কর্পূর যেন সাক্ষাৎ অনিল।
চুলে ধরে বুড়া মাগীর ঘাড়ে মারে কিল॥
কিল খেয়ে বুড়া মাগী উঠে দিল রড়।
শোলার আভরণ ভাঙ্গে করে মড় মড়॥
চড় খেয়ে বুড়া মাগী পাইল মনস্তাপ।
ভরম ভেঙ্গে গেল যেন চৈত্র মাসের কাপ॥
বুড়ী বলে ভাল থাক নাগর সুন্দর।
এখনি কহিব গিয়ে সুরিক্ষের ঘর॥
পড়িলে উঠিতে নারে ধায় উর্দ্ধশ্বাসে।
শ্রীধর্ম্মপুরাণ কবি রামদাস ভাষে॥

বুড়ী বলে শুন রামা সুরিক্ষে শুরিক্ষে।
অপরূপ সুন্দর নাগর এলাম দেখে॥
সুরিক্ষে শুরিক্ষে আর মালিনী হারাবতী।
যেন চাঁদ উদয় হয় পূর্ণিমার রাতি॥
নূতনযৌবনী সব রূপের নিছনি।
কটাক্ষে চাহিলে মন হরে দেব মুনি॥
বুড়ী বলে শুন রামা সুরিক্ষে শুরিক্ষে।
অপরূপ সুন্দর নাগর এলাম দেখে॥
কি কহিব তাহার রূপের নাঞি সীমা।
দশ মুখ হলে কহি তাহার মহিমা॥
নবীন কিশোর দুই সুন্দর পুরুষ।
রামায়ণে শুনেছ যেমন লব কুশ॥
বদন শরতের শশী অধর হিঙ্গুল।
তনুরুচি শোভা করে সরিষার ফুল॥
ললাটফলকে যেন ভ্রময়ে ভ্রমর।
রাজদণ্ড টিকা আছে তাহার উপর॥
মোহন মুকুতারুচি বত্রিশ দশন।
সুচারু চিকুর কাল শিরে সুশোভন॥
দেখিলে সে রূপ কান্তি মদন্ মোহিত।
প্রথমে আপনি গেলাম করিতে পিরিত॥
অতএব তোমার ভাগ্যের নাঞি ওর।
হরগৌরী পূজিয়ে পাইলে বায়ে দোর॥
এত কাল সার্থক পূজিলে দশভুজা।
তুমি যেমনি সুন্দরী সুন্দর তেমন রাজা॥
আভরণ পরে গায় সাজায়ে পসরা।
যেন কৃষ্ণ দরশনে চলিল মথুরা॥
মনে নাঞি কল্পনা তোমারে কহি হিত।
বড়াই হইতে রাধার হইল সম্প্রীত॥
ন্যাস বেশ করিয়ে পসরা সেজে যাই।
তুমি রাধা ঠাকুরাণী আমি যে বড়াই॥
এত শুনি নটিনী রূপের পরিপাটি।
সভায় সাজিল যেন অমরার নটী॥
তুলিচা উপরে বসে সপ্তম মহলে।
পান গুয়া অবিরত বদনকমলে॥

প্রথমযৌবনী সব চাঁপারুচি গা।
সুবর্ণের ঢুলিচা উপরে রাখে পা॥
আভরণের পেঁড়ো দাসী রাখিল তার কাছে।
কাচ মণি মুকুতা মিশাল হয় পাছে॥
হাস্তে করে ধরে দাসী বিমল দর্পণ।
মুখ নেহালিয়া দেখে বত্রিশ দশন॥
সুবর্ণের চিরুণি কেশ করিল মার্জনা।
কানযোড়া করিয়া বান্ধিল গোরোচনা॥
দাসী বিনাইয়া বান্ধে রসের ভাবন।
মদন মোহিতে যেন রতির সাজন॥
সাবধানে পরে নটী অষ্ট আভরণ।
কাঁচুলি পরিল কষে উরজশোভন॥
কতখানি কারু তায় হিরে পরিসর।
বিনতানন্দন মণি মদন সরোবর॥
এক ঠাঞি গোকুল মথুরা বৃন্দাবন।
রাধা কোলে করি নাচে শ্রীরাধারমণ॥
রূপের সৌরভে কত অলিগণ ধায়।
অধরে তাম্বূলরাগ বড় শোভা পায়॥
খাসা সাজা গুয়া পান সাজাল পসরা।
কৃষ্ণ দরশনে গোপী চলেছে মথুরা॥
সুরিক্ষে শুরিক্ষে সঙ্গে আর হীরাবতী।
সহর ভিতরে রামা চলে শীঘ্রগতি॥
কদম্বতলায় গিয়ে রাখিল পসরা।
শ্যাম অভিসারে যেন রাধা সুধাধরা॥
পয়ঃফেন জিনি শয্যা বিছাল সুন্দরী।
তার উপর বসিল সুরিক্ষে বাণেশ্বরী॥
ডাইনে সুরিক্ষে শুরিক্ষে তার বামে।
রাধা যেন নিকুঞ্জে ভেটিল গিয়া শ্যামে॥
কামের কামিনী জিনি পরম সুন্দরী।
উর্ব্বশী জিনিয়া রূপ ইন্দ্রের অপ্সরী॥
নটী সব রইল সাজি কদম্বতলায়।
মালিনীর বাড়ী হেথা লাউসেন রায়॥
কর্পূর বলেন শুন লাউসেন ভাই।
বিদায় হয়ে মাসীর বাড়ী গোউড় চল যাই॥

অতএব শুনিল সেন কর্পূরের বচন।
মাসি আজ্ঞা কর যাই গোউড় ভুবন॥
এত শুনি মালিনীর চক্ষে বহে লো।
কোলে করে তুলিল যুগল সইপো॥
তোমা দোহে দেখিয়া পাইলাম বড় সুখ।
বিদায় দিতে আমার বিদরে যায় বুক॥
গোউড় গমনপথে বাসা লবে আসি।
সেন বলে তথাস্তু বিদায় হই মাসি॥
এত বলি বিদায় হইল দুই জনে।
দুই ভাই চলে যায় গোলাহাট গনে॥
গোলাহাট সহর দিয়া দুই ভাই যায়।
বসেছেন নাগরী নাগর গীত গায়॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধ মাদল বাজিছে পরিপাটি।
কত ঠাঞি নট নাচে কত ঠাঞি নটী॥
নাগরী ঢুলিছে কত নাগরের কোলে।
দপ্ দপ্ দিবসে কত রতনবাতি জ্বলে॥
দেখ ভাই কর্পূর দেখ রে অপরূপ।
হরিসুতে হরি গিলে হরি বড় ভূপ॥
লাউসেন কর্পূর সহর দিয়ে যায়।
কদম্বতলায় নটী দেখিবারে পায়॥
লাউসেন কর্পূর গেলেন তার কাছে।
চিন্তামণি মুকুতা মিশাল হয় পাছে॥
হেন কালে ভাজনবুড়ী দেখাইয়া দেই।
বলেছিলাম সাক্ষাতে চিনিয়া লও এই॥*
সেনকে হেরিল নটী বঙ্কিম নয়নে।
চঞ্চল হইল মন মদনের বাণে॥
সেন বলে গণ্ডা কতক তাম্বূল বেচহ।
পূজিব গোবিন্দপদ পান ফুল দেহ॥

---

* ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ,—
কর্পূর বলেন ওরে ময়নার অধিকারী।
পূজ না নদীর জলে গোবিন্দ শ্রীহরি॥
এইখানে পান ফুল কিছু কিনে লও।
চিঁড়ে ভাজা জল পান মোরে কিছু দাও॥
এত বলি দুটী ভাই করিল গমন।
কদম্বতলায় গিয়া দিল দরশন॥

নটী বলে আমার পসরা এই বটে।
যাহা অভিলাষ আসি লহ না নিকটে॥
সেন বলে তাম্বূলের মূল্য বেচ কি।
ঝাট্ বল যে উচিত মূল্য আমি দি॥
নটী বলে পান কিনে রসিক সুজন।
এক বিড়ে পানের মূল্য বিংশতি কাহন॥
যে খায় আমার পান পাসরিতে নারে।
আশী বছরের বুড়া যুবা হতে পারে॥
পাঁচ বিড়ে পান মোর মহৌষধি খায় যে।
জরা লোক খায় ত যুবক হয় সে॥
দিনে দশ বিড়ে পায় রাজা গৌড়েশ্বর।
পাঁচ বিড়ে পায় তার মাহুদে পাত্তর॥
আর যত বার ভূঞা ষোল পাত্র আছে।
দিন গেলে দুই বিড়ে যায় তার কাছে॥
এত শুনে পান ফেলে কর্ণে দিল হাত।
তিনবার স্মরণ করিল রাধানাথ॥
বুঝিলাম বিশেষ তোমার চাতুরালি।
যে খায় তোমার পান তার কুলে কালি॥
এমন বয়সে তোমার এমন বেচা কেনা।
এমন করিয়া এত করেছ রূপা সোনা॥
কর্পূর বলেন দাদা বাড়িল জঞ্জাল।
পান নয়, বেচে মাগী ঔষধ মিশাল॥
ঘরে ঘরে দোকানে যতেক চিড়া মুড়ি।
মায়া করে বেচে সব ঔষধের শুঁড়ি॥
এত বলি পান ফেলে চলে সদাগর।
নটিনী ধাইল যেন মত্ত করিবর॥
সঙ্গেতে শতেক দাসী ধাইল অমনি।
কটাক্ষে মুনির মন হরে একো ধনী॥
ঘেরিয়া দাঁড়াল সেনে যতেক রমণী।
তারার মাঝারে যেন শোভে দিনমণি॥
সুরিক্ষে বলিছে ওহে শঠের সায়র।
পসরা লুটিয়া ফেল রাস্তার উপর॥
এই দেখ মহাশয় বাজার আমার।
এ দেশে নাহিক ব্রহ্মার অধিকার॥
যে জন আসে হে মোর এই গোলাঘাটে।
সমস্যা পুরণ করে আমার নিকটে॥
পরাজয় যেবা হয় আমার বিচারে।
সে জন অধীন থাকে আমার দুয়ারে॥
আমি যদি হারি হে কাটিবে নাক কান।
এত শুনি সেনরাজার সহাস্য বয়ান॥
ভাগবত পুরাণাদি কয়ে গেছে মুনি।
বেবুশ্যার সমস্যা কখন না শুনি॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাদ্যমঙ্গল॥

নটী বলে মোর কথা কর উপহাস।
যে কালে রাধার পূর্ণ হইলেক রাস॥
ষোল শত গোপী সঙ্গে শ্রীনন্দের নন্দন।
রাধা সখী হরিলেন গোবিন্দের মন॥
সেন বলে মোর গুরু বীর হনুমান।
চারি যুগের পারি খড়ি করিতে প্রমাণ॥
নটী বলে তবে হাতে লেউ গঙ্গাজল।
বুঝিব তোমার গুরু কত ধরে বল॥
আমি যদি হারি রায় তোমা বর্ত্তমান।
খড়্গ দিয়ে আমার কাটিবে নাক কান॥
তবে যদি মহাশয় হারিবে আপনি।
তুমি পাটে রাজা হবে আমি হব রাণী॥
এত শুনি সেনরাজা কথায় ভুলিল।
গঙ্গাজল তুলসী তখনি হাতে নিল॥
সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য যদি করি আন।
এই সত্য লঙ্ঘি যদি নরকে পয়ান॥
এই সত্যগণ্ডী যদি এড়াইয়া যাই।
খড়্গেতে কাটিয়া গাভী গঙ্গাতে ভাসাই॥
সত্য লাগি চন্দ্র সূর্য্য উদয় আকাশ।
সত্য লাগি যুধিষ্ঠির গেছে বনবাস॥
নটী বলে তবে তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তবে শুনি কহ রায় ধাউতের বিচার॥

মৃত্তিকা পাষাণ আদি প্রতিমা নির্ম্মাণ।
কহ সে পুরুষ তার কোথা বসে প্রাণ॥
কামাখ্যার কামচণ্ডী কামাখ্যাতে আসে।
কহ রায় নারীর ধাউত কোথা বসে॥
এত শুনি সেনরাজা ভাবে মনে মন।
চারি বেদ ষট্ শাস্ত্র বাছিল তখন॥
মনে মনে পুরাণাদি চিন্তিল অপার।
কোথা না পাইল দিশে লাগে চমৎকার॥
আশঙ্কা জন্মিল মনে বিষণ্ণ বদন।
কর্পূরের মুখ চাহি শুধান বচন॥
কর্পূর বলেন দাদা বলিয়াছি আগে।
গোলাহাটে কাজ নাঞি চল এই ভাগে॥
এখন নটীর বাড়ী ভাত খাও তুমি।
বৈস দাদা তোমাকে আমার রামরামি॥
এত বলি কর্পূর উঠে দিল রড়।
পলাইয়া গেল যেন বৈশাখের ঝড়॥
কর্পূর লুকাল গিয়ে মোদকের ঘরে।
নটী সব লয়ে যায় লাউসেনে ধরে॥
নটী দেখে সেন যেন জ্বলন্ত পাবক।
যুধিষ্ঠির রাজার প্রায় দেখিল নরক॥
এক ঠাঞি বসে আছে নাগর বিশাশয়।
লাউসেনে লয়ে যায় চন্দ্রের উদয়॥
এস এস বলিয়ে কত সেনে সম্ভাষণে।
এক অঙ্গ কাঁপে কোপে আর অঙ্গ টানে॥
মধ্যখানে বসিলেন লাউসেন ধীর।
পাতকী নিস্তার হেতু যেন যদুবীর॥
নটিনী সেনের কাছে জুড়ি দুটি হাত।
আজ্ঞা কর মহাশয় রসুই করি ভাত॥
এত শুনি সেনরাজা বিষণ্ণ বদন।
সুরিক্ষে সম্ভাষি সেন বলিছে বচন॥
তিন দিন কেবল ধর্ম্মের মুখ চাব।
পরিণাম বুঝিয়ে আপনি জাতি দিব॥
দিনমণি থাকিতে হয় আমার ভোজন।
সন্ধ্যাকাল হইলে অবশ্য অনশন॥
অতেব তোমাকে বলি যাও দড়বড়ি।
আঁউ কলসী আঁউ সরা আর আঁউ হাঁড়ি॥
তোমার ভবনে রামা পূজিব ভগবান্।
এক পায়ে আপনি ভানিয়ে আন ধান॥
তৃণ কাষ্ঠ আমি কভু না করি দাহন।
পারিজাত বস্ত্র কিছু আনিবে এখন॥
পরিপাটি আনিবে রন্ধনের দ্রব্যজাত।
ঘৃত আনি দিবে কিছু শ্রীফলের পাত॥
এত শুনি সুরিক্ষে শুরিক্ষে পানে চায়।
অসম্ভব সব দেখি কি হবে উপায়॥
শুরিক্ষে বলিছে রাণি ভয় তোমার কি।
একমনে ভাবনা কর হেমন্তের ঝি॥
ভাবিলে অভয়পদ কি তার অপায়।
রন্ধনের আয়োজন কত বড় দায়॥
এত শুনি সুরিক্ষে নটী ভাবিয়া ভবানী।
হরিচন্দ্র কুম্ভকারে ডাকিল তখনি॥
পরিপাটি কুমার গড়িল আঁউহাঁড়ি।
রৌদ্রতাতে শুক্না করিল দড়বড়ি॥
এক পায়ে ভানিয়া আনিল উড়িধান।
অন্তরে দেবীর পদ সতত ধেয়ান॥
ডাবরে রাখিয়া ঘৃত বস্ত্র পারিজাত।
নটিনী সেনের কাছে যুড়ে দুই হাত॥
তবে লাউসেন রায় গা তুলিয়া যায়।
উর্দ্ধমুখ হয়ে দিবাকর পানে চায়॥
ছায়ার সহিত ওহে ঠাকুর দিবাকর।
তোমাকে দোহাই তুমি যদি যাও ঘর॥
দিনমণি দিবস দুফর রও তুমি।
জাতি যায় ধর্ম্মের ভকিতা হই আমি॥
বাম হল বিধাতা বিপাকে পড়ি আজি।
দাঁড়াল সূর্য্যের রথ নাহি চলে বাজি॥
একান্তে ভাবিয়া ধর্ম্মচরণকমলে।
রন্ধন করিতে রাজা লাউসেন চলে॥
হবি খেয়ে হুতাশন যেমন এক কালে।
খাণ্ডব দাহন পার্থ ভারতেতে বলে॥

তেমতি দহিব আজি নটিনীভুবন।
অবধান ওহে ব্রহ্মা কমল আসন ॥
এত বলি ঘৃতে দেয় বস্ত্র পারিজাত।
ব্রহ্মা বলি যোগাইল হাতে বিল্বপাত ॥
দশ বিশ শতখান হাতে করে লেই।
জয় ব্রহ্মা বলিয়া আগুনে ফেলে দেই ॥
অনুকূল বিধাতা হইল সাধু জানি।
পোড়াইল বসন যত না তাতে ভাতানি ॥
সেন বলে আর বস্ত্র আন শত ভার।
এত শুনি যায় নটী ভাণ্ডার ভিতর ॥
নানা জাতি বসন ভাণ্ডারে যত ছিল।
সকল দহিল সেন অন্ন না হইল ॥
ছকুড়ি নাগরের যত আনিল বসন।
সব পোড়াইল রাজা না হল রন্ধন ॥
নটিনী বলেন শুন ওহে সদাগর।
আর কোন বস্ত্র নাস্তি ভাণ্ডার ভিতর ॥
নটী দেয় আপনার বস্ত্র পারিজাত।
তবে লাউসেন রাজার রসুই হোল ভাত ॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাদ্যমঙ্গল ॥

নটিনী সেনেরে বলে বিনয় বচন।
রন্ধন হইল সায় করহ ভোজন ॥
সেন বলে ভোজন করিব যদি আমি।
অতিথের জঞ্জাল সহিতে পার তুমি ॥
কলিতে পাষাণমূর্ত্তি দেব নারায়ণ।
অতেব পাষাণে আমি না করি ভোজন ॥
নটী বলে কনকভাজন আমি দিব।
সেন বলে তাহা আমি নাস্তি পরশিব ॥
ধর্ম্মের সন্ন্যাসী আমি নাস্তি প্রয়োজন।
কভু না পরশি আমি কামিনী কাঞ্চন ॥
পাকিলে কদলী দিয়া পূজে জগন্নাথ।
অতেব কদলীপত্রে নাস্তি খাই ভাত ॥
অতেব তোমাকে বলি যাও ত্বরা করি।
তেঁতুলপত্রের থাল তেঁতুলপত্রের ঝারি ॥
শুনি এত সুরিক্ষে শুরিক্ষে পানে চায়।
মালাকার নাগর ডেকে আনিল তথায় ॥
রঙ্গিনী মালিনীর বালা কত রঙ্গ জানে।
সিজ আটাতে তেঁতুলপত্রের ঝারি গড়ে আনে ॥
তেঁতুলপত্রের ঝারি তায় থুইল বারি।
সেন বলেন নিশ্চয় ছাড়িয়া গেলেন হরি ॥
সেন রাজা নটিনীরে বলিছে বচন।
কাক ডাকিলে মোর না হবে ভোজন ॥
নটী বলে আনন্দে ভোজন কর তুমি।
কাক থাকে সহরে তাড়ায়ে দিব আমি ॥
ছকুড়ি গুলান দিল ছকুড়ি নাগরে।
ছকুড়ি নাগর তারা কাক তেড়ে মারে ॥
তবে লাউসেন রাজা রাখিলেন ভাত।
ভোজনের কালে মনে হইল জগন্নাথ ॥
অন্ন রাখি ভূমেতে ভাবেন ভগবান্।
এ ঘোর বিপদে প্রভু কর পরিত্রাণ ॥
নটিনীর বাড়ী প্রভু মোর জাতি যায়।
অর্জ্জুনসারথি কোথা গেলে ধর্ম্মরায় ॥
হনুমান এবার হতাশে কর পার।
হনুমান কাক হৈলা করিতে উদ্ধার॥
মায়াতে বাতাসম্ভূত হলেন বায়স।
কা কা শবদে সঘনে করেন নির্ঘোষ ॥
বায়স বাতাসম্ভূত উড়ে বসে চালে।
আপন ভাষায় ডাকে অন্ন খাবার ছলে ॥
সেন বলে নটী মাগী ঐ ডাকে কাক।
না হোল ভোজন মোর এই অন্ন রাখ ॥
এত বলি গা তুলিল লাউসেন রায়।
অগ্নি জ্বেলে দেয় যেন নটিনীর গায় ॥
মনে যদি জান তুমি নাস্তি খাবে ভাত।
তবে কেন পোড়ালে বসন পারিজাত ॥
শূন্য করি পোড়াইলে বস্ত্রের ভাণ্ডার।
জাত লব বেড়ি দিব কেবা রাখে আর ॥

দিগের নাগরে মাগি ডাকে দড়বড়ি।
লাউসেন রাজার পায় তুলে দিল বেড়ি॥
বেড়ি দিয়ে লাউসেনে রাখে কারাগারে।
হেনকালে হনুমান গেলেন তথাকারে॥
দ্বিজবেশে আসিয়া দাঁড়াল হনুমান।
ডেকে বলে বাপধন তোমার কল্যাণ॥
মারুতি করেছে মায়া বুঝা নাঞি যায়।
বলে তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন ধর্ম্মরায়॥
আমি তোর মল্লগুরু পরিচয় দি।
আমি যার সঙ্গে আছি তার ভয় কি॥
এত শুনি সেন রাজা হাত জুড়ি কয়।
আমার দুঃখের কথা শুন মহাশয়॥
তুমি আমার গুরুদেব সেবক তোমার।
অবধান করি শুন ধাউতের বিচার॥
কামাখ্যার কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে।
কহ গুরু নারীর ধাউত কোথা বসে॥
এত শুনি হেসে বলে পবনকুমার।
আমি না কহিতে পারি ইহার বিচার॥
দণ্ড চারি এখানে বিলম্ব কর তুমি।
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর কাছে জিজ্ঞাসিব আমি॥
সেন বলে আপনি যাইবে কোন্ দেশে।
হনু বলে আসি আমি চক্ষের নিমেষে॥
এত বলি মহাবীর করিল গমন।
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর কাছে দিল দরশন॥
করযোড় করি বলে পবননন্দন।
গোলাহাটে বন্দী হল রঞ্জার নন্দন॥
কামাখ্যার কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে।
কহ ঠাকুর নারীর ধাউত কোথায় বসে॥
এত শুনি ঠাকুর হইল হেটমাথা।
আমি না কহিতে পারি ইহার বারতা॥
শূন্যনাথ আমার নাম শূন্যে আরোপণ।
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ করিলাম সৃজন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জন।
জিজ্ঞাস ব্রহ্মার কাছে পবননন্দন॥

এত শুনি মহাবীর যান জনলোকে।
চক্ষুর নিমেষে গেল ব্রহ্মার সম্মুখে॥
যেখানেতে বসিয়া আছেন পদ্মাসন।
করযোড় করি বলে পবননন্দন॥
কামাখ্যার কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে।
কহ ব্রহ্মা নারীর ধাউত কোথা বসে॥
ব্রহ্মা বলে আমি চারি বেদের করতা।
আমি না কহিতে পারি ইহার বারতা॥
আমার বচন শুন মরুতকুমার।
কৈলাসে শিবের কাছে পাবে সমাচার॥
এত শুনি মহাবীর করিল গমন।
কৈলাসে শিবের কাছে দিল দরশন॥
কৃত্তিবাস ধূর্জ্জটি ঠাকুর গঙ্গাধর।
তোমার কাছে পাঠায়ে দিলেন মায়াধর॥
কামাখ্যায় কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে।
কহ দেব নারীর ধাউত কোথায় বসে॥
শিব বলে খেলা করি লইয়া কুচনী।
এমন বিষম কথা কভু নাঞি শুনি॥
আমার বচন শুন মরুতকুমার।
পার্ব্বতীর কাছে গিয়া পাবে সমাচার॥
এত শুনি বীর হনু জ্বলন্ত অনল।
আজিকে দেবতা সব গেল রসাতল॥
যার বিদ্যা বলাইয়া লব তার ঠাঞি।
অতঃপর জানিলাম দেবতা কেহ নাঞি॥
এত বলি মহাবীর করিল গমন।
ভগবতীর ভুবনে দিলেন দরশন॥
করযোড় করি হনু লোটায় ধরণী।
প্রণাম করিয়া বলেন গদগদ বাণী॥
তোমার কাছে পাঠাইয়া দিলেন মায়াধর।
গোলাহাটে বন্দী হল ময়নার সদাগর॥
আখড়াশালেতে খড়্গ দিয়াছিলে যারে।
লাউসেন কষ্ট পায় নটিনীর ঘরে॥
কামাখ্যার কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে।
কহ দেবি নারীর ধাউত কোথা বসে॥

এত শুনি ভগবতী হন হেটমাথা।
মায়া করে পাঠায়েছে যতেক দেবতা॥
মোর কথা বলাইয়া লবে মোর ঠাঞি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কেহ জানে নাঞি॥
এই কথা রহিবে ব্রহ্মার সৃষ্টি বই।
অবধান কর বীর ধাতুতত্ত্ব কই॥
পক্ষী নয় পাখা নয় ডিম্বমধ্যে ছা।
কটাক্ষে মরণে মারে নাঞি হাত পা॥
সেই সে সবারে দেখে তারে নাঞি দেখি।
সেই সে পরম রত্ন যত্ন করে রাখি॥
সীমন্তে সিন্দূর তার নয়নে কজ্জল।
ঢল ঢল করে যেন নয়নের জল॥
কামাখ্যার কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে।
বল গিয়া নারীর ধাউত বাম চক্ষে বসে॥
উপদেশ পেয়ে হনু প্রণাম করিল।
চক্ষুর নিমেষে গোলাহাটে উত্তরিল॥
যেথানেতে বন্দিশালে ময়নার ঈশ্বর।
উপনীত হৈল গিয়া তথা বীরবর॥
হনু কহে লাউসেনে বন্ধন ঘুচায়া।
ধাউতের বিচার শুন সাবধান হইয়া॥
ভাল বেটা লাউসেন বসে আছ তুমি।
তোরে শিষ্য করে বড় দুঃখ পাইলাম আমি॥
জানিনু ধাউতের তত্ত্ব দেবীর নিকটে।
ঝাট আইলাম জানি তোমার সঙ্কটে॥
শিখাইল লাউসেনে নারীর পরাণ।
বিদায় হইয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন হনুমান॥
বন্দী হইয়া ঘরে বসে ময়নার তপোধন।
হেন কালে নটিনী আইল চারি জন॥
চারি জনে চারি দিকে চন্দ্রের উদয়।
হাস কৌতুক কথা লাউসেনে কয়॥
কি কারণ এত দুঃখ পাও গুণমণি।
তুমি পাটে হও রাজা আমি পাটরাণী॥
দাসী হইয়া সেবিব সতত দুটি পা।
এ নব যৌবন ডালি দিব হে সর্ব্বথা॥
বুকেতে রাখিব তুলে করে গলার হার।
পিরীতি পীযূষরস পিবে অনিবার॥
বলিতে কহিতে তায় কতখান কলা।
সেন বলে মিছামিছি কেন দাও জ্বালা॥
ধর্ম্মের সন্ন্যাসী আমি ধর্ম্মের কিঙ্কর।
পরনারী পরশে ভয় বাসি নিরন্তর॥
তোমার বিচার শুন হয়ে সাবধান।
কি ছার সমস্যা তোর অর্থ কতখান॥
পক্ষ নয় পাখা নয় ডিম্বমধ্যে ছা।
কটাক্ষ মরণে মারে নাহি হাত পা॥
সেই সে সবারে দেখে তারে নাঞি দেখি।
সেই সে পরম রত্ন যত্ন করে রাখি॥
সীমন্তে সিন্দূর তার নয়নে কজ্জল।
ঢল ঢল করে তায় লোচনের জল॥
কামাখ্যার কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে।
অষ্টাঙ্গ থাকিতে তোর ধাউত বামচক্ষে বৈসে॥
তা শুনিয়া নটিনীর মরম হল ভেদ।
ব্রহ্মার সৃজন নয় ছাড়া চারি বেদ॥
কেমনে পাইল ইহা লাউসেন রাজা।
মোরে বাম হইল পার্ব্বতী দশভুজা॥
মরমে পাইয়া ব্যথা মাথা করে হেট।
ধেয়েছে কর্পূর বালা ভায়ে দিতে ভেট॥
কর্পূর বলেন রে সাবাসি মেরা ভাই।
আগুলিস্ তো দাদা হে এই আমি যাই॥
ভেয়ের হাত হতে রাজা লইল খড়্গখান।
খড়্গ দিয়া নটিনীর কাটে নাক কান॥
কাটিল সাধের খোপা মাথার লোটন।
শূর্পণখার নাক যেন কাটিল লক্ষ্মণ॥
খালাস করিল রাজা ছ'কুড়ি নাগরে।
সবাকারে পূজে সেন রত্নমণিহারে॥
বিদায় হইয়া যায় আপন ভবন।
লুটাইয়া দিল রাজা যত ছিল ধন॥
বাঁশ কেটে পুতে রাজা গোউড়ের উপর।
দ্বারিপাতা বলে নাম দিলেন সওদাগর॥

গোলাহাট জিনি তবে ভাই দুই জন।
ভৈরবী গঙ্গার তীরে দিল দরশন॥
দুটি ভাই উত্তরিল ভৈরবীর তীরে।
রামকৃষ্ণ গেল যেন যমুনার ধারে॥
কর্পূর বলেন শুন লাউসেন ভাই।
ঐ দাদা রমতি সহর দেখতে পাই॥
ঘরে ঘরে পতাকা উড়িছে মনোহর।
ঐ দাদা বড় বাড়ী মামাদের ঘর॥
আজি মোরা মামাদের বাড়ী যাব।
বড় সুখে দুই ভাই মাতুল দেখিব॥
এত বলি দুটি ভাই ভৈরবী হল পার।
যমুনার পার যেন দেবকীকুমার॥
এইখানে গোলাহাট পালা হৈল সায়।
রামদাস গাহিল যে গাওয়ালেন কালুরায়॥
অনাদ্যমঙ্গল গীত মঙ্গলের সার।
শ্রবণে পাতক নাশ মঙ্গল সবার॥
ধন সুত অচলা কমলা থাকে ঘরে।
নায়কের বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে সত্বরে॥

ইতি অনাদিমঙ্গলনামক শ্রীধর্ম্মপুরাণে গোলাহাট জয় নামে ত্রয়োদশ কাণ্ড সমাপ্ত॥

চতুর্দ্দশ কাণ্ড

হস্তিবধ পালা

লাউদত্ত নাম তার কর্ণদত্ত পিতা।
সেনের কাছেতে এসে নোয়াইল মাথা॥
দেখিয়া সেনের রূপ করে অনুমান।
মহী মাঝে এসেছে দ্বিতীয় ভগবান্॥
না হলে গোবিন্দ এত রূপ ধরে কে।
কৃষ্ণ বলরাম পারা হেতা এসেছে॥
কোন্ বর্ণে উৎপত্তি হে বাড়ী কোন্ গ্রাম।
সত্য করে মহাশয় কবে তোমার নাম॥
এত শুনি সেন রাজা পরিচয় দেন।
নিবাস ময়না মোর পিতা কর্ণসেন॥
লাউসেন মোর নাম কর্পূর অনুজ।
ধর্ম্মের কিঙ্কর সেবি ধর্ম্মপদাম্বুজ॥
মেসো মোর গোউড়পতি কহিনু বারতা।
সম্ভ্রমে কামার বলে তুমি মোর মিতা॥
আমার নাম লাউদত্ত পিতা কর্ণদত্ত।
কর্ম্মকারকুলে জন্ম কহিলাম সত্য॥
গুহক চণ্ডালে কৃপা করিলেন রাম।
তেমতি আমারে দয়া করিবে অনুপাম॥
পূর্ব্বভাগ্যবলে আজি তব দেখা পাই।
আমার বাটিতে বাসা লবে দুটি ভাই॥
অনুগত চরণকমলে পূজা দিব।
সাধুসেবা করিলে সুখে বৈকুণ্ঠেতে যাব॥
আনন্দে বিভোল আঁখি বয়ে ধারা বহে।
দয়া হল কর্পূর দাদার তরে কহে॥
বন্ধুর অধিক দাদা দেখ বিদ্যমান।
ধর্ম্মশীল ধার্ম্মিক কাঁদে অঝর নয়ান॥
আজি চল উহার বাড়ীতে মোরা যাই।
কালি দোঁহে রাজাকে ভেটিব দুটি ভাই॥
এত বলি দুটি ভাই করিল গমন।
কামারের ঘরে গিয়া দিল দরশন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল আর বসিতে আসন।
বাহির দলুজে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

কর্পূর পাত্তর টাঙ্গাইল অসি ফলা।
রূপের ছটায় রমতি সহর হল আলা॥
রমণী পুরুষ ধায় রমতি সহরে।
সেনের সুষমা দেখে অনুমান করে॥
মায়া করে গোবিন্দ এসেছে মহী মাঝে।
কামারের বড় ভাগ্য বসিয়াছে নাছে॥
কামারের বাড়ী জুড়ে বসে গেল জাত।
লোক যেন উড়িষ্যাতে দেখছে জগন্নাথ॥
কেহ বা দেখিতে আসে কেহ দেখে যায়।
বারুণীর কালে যেন গঙ্গাজলে নায়॥
দোকানী দোকান পেতে বেচে চিড়ামুড়ি।
তিন দিন রহিলেন কর্ম্মকারের বাড়ী॥
সমাচার পাইল গোউড়ের মহাশয়।
বিরাটের দেশে যেন পাণ্ডব উদয়॥
শুনিয়া রাজার পুর লাগে চমৎকার।
রাজা বলে কহ পাত্র কোন্ সমাচার॥
পাত্র বলে মহারাজা কিছুই না জানি।
বৈসে আছি এখানে লোকের মুখে শুনি॥
যতক্ষণ নাহি দেখি আপন নয়নে॥
প্রত্যয় না যাই আমি কাহার বচনে।
নয়নে শ্রবণে লিপে ছ'মাসের পথ।
মহামুনি পুরাণে লিখেছে ভাগবত॥
পরমুখে শুনিয়া প্রত্যয় যাবে নাঞি।
কহিব ইহার কথা তিন দিন বই॥
এত বলি মহাপাত্র আরোহিল দোলা।
কর্ম্মকারের বাড়ী গেল মহারাজের শালা॥
পাত্রকে দেখিয়া কামার বিষন্ন বদন।
বসিবারে দিল যথাযোগ্য যে আসন॥
সভামধ্যে বসে আছে ভাই দুই জন।
উপেন্দ্রের সহ ইন্দ্র কশ্যপনন্দন॥
এক দৃষ্টে মাহুদিয়া করে নিরীক্ষণ।
অবনীতে বুঝি এল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
দিব্য দেহ দুজনা অনুপ রূপরাশি।
মায়ায় মানুষ রূপে পূর্ণিমার শশী॥

ঢালের উপরে দেখে কৃষ্ণ অবতার।
পাত্রের লোচন হল জাহ্নবীর ধার॥
এক ঠাঞি গোকুল মথুরা বৃন্দাবন।
রাধা কোলে করে নাচে শ্রীনন্দের নন্দন॥
পুরাণে যতেক লীলা ঢালে দেখে লেখা।
কত কোটি কলা তায় নাঞি লেখা জোখা
কলা দেখে ভাবুক ভাবেতে হয় ভোর।
দেখিয়া কৃষ্ণের লীলা ভক্তের চক্ষে লোর॥
নব লক্ষ সেনা দেখে রাজা গোউড়েশ্বর।
ষোল পাত্র বার ভুঞ্যা দরবার ভিতর॥
রাজা কর্ণসেন দেখে রাণী রঞ্জাবতী।
লাউসেন কর্পূর দেখে ময়না বসতি॥
কালুবীর দেখে লয়ে সামন্ত ঝকড়।
মাহুদে পাত্র লক্ষে ডুমনীর পায়ে করে গড়॥
দুই গালে চূণকালি দেখিল মাহুর।
মাথার উপরে লঘী করে বেটুয়া কুকুর॥
ঢালের উপর দেখে নিজের অপমান।
জ্বলিতে লাগিল পাত্র বহ্নির সমান॥
তবে কিছু না বলিয়া দোলায় আরোহণ।
সহর ভিতর গিয়া দিল দরশন॥
সহরকোটালে পাত্র আনে ডাক দিয়ে।
বলিতে লাগিল পাত্র ঈষৎ হাসিয়ে॥
সহরেতে যতেক কামার দেখা পাবি।
করাত পাথুরা বাস সঙ্গেতে আনিবি॥
দণ্ড চারি ভিতরে ডাকিয়া আনা চাই।
রাজার হুকুম দড় না মান দোহাই॥
এত শুনি দিগের সব ধাইল বাজারে।
বড় বড় ডাক দিয়ে বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
ধর ধর শবদে ধাইছে চারি পানে।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সব লুকাল গোপনে॥
ধরাধরি সহরে সদাই ঘাড় ধাক্কা।
বসনে বান্ধিয়া লয় কথা কয় বাঁকা॥
পাত্রের কাছেতে গেল কামার বিশাশয়।
কাঁপিতে কাঁপিতে সবে হাত যুড়ি কয়॥

পাত্র বলে কামার সব লও মোর পান।
বৈদেশীর ঢাল কেটে করিবে খান্ খান্॥
তিল তিল রতি রতি করিবে মাষা মাষা।
খুব শিরোবন্ধা দিব পুরাইব আশা॥
আরবার মাহুদে কোটালে পান দেই।
দশ জনে লাউসেনের ঢাল কেড়ে লেই॥
বলে নিল বৈদেশী বলিতে নাঞি পারে।
ফেলাইয়া দিল ঢাল পাত্রের হুজুরে॥
হুকুমে লোহার যত ধরিল হেত্যার।
একবারে চোট পাড়ে হাজার হাজার॥
ঠনঠনি ঢালের উপরে চোট পড়ে।
এক তিল নাঞি কাটে দশগুণ বাড়ে॥
শরতের বাজ যেন পড়ে ঝান ঝান।
কর্ম্মকারের হেত্যার হইল খান খান॥
পাখুরা বাটালি বাস ভাঙ্গিল করাত।
কর্ম্মকার বসিলেন বদনে দিয়ে হাত॥
দেখিয়া পাত্রের মনে বেড়ে গেল তাক।
খলবুদ্ধি তথাপি কামারে কয় ডাক॥
সাজাইয়া জাঁতা অগ্নিতে ফেলে দাও।
পুড়িয়া হউক ছাই বাতাসে উড়াও॥
হাবজ্বলে হুতাশনে বাড়িল কৃশানু।
লাউসেনের ঢাল লয়ে ফেলাইল অনু॥
নলা ছিল চিত্রগুলো দ্বিগুণ উজলে।
বার দিয়া দেবতা বসিল যেন ঢালে॥
সলিল ঢালিয়া দিয়া নিভাল আগুন।
বিষাদিত মহাপাত্র দৈব নিদারুণ॥
মাথায় হাত কর্ম্মকার করে হায় হায়।
রজত কাঞ্চন মণি চেনা নাঞি যায়॥
পাত্র বলে দিগের সব এই পান লাও।
ভৈরবী গঙ্গার জলে ঢাল ফেলে দাও॥
এত শুনি দিগের সব ঢাল মাথে লইল।
ভৈরবী পাথার দহে ফেলাইয়া দিল॥
তায় মায়া করিলেন ঠাকুর নারায়ণ।
নাহি ডুবে ঢাল ভেসে রহিল তখন॥

মনে ভাবে মাহুদিয়া বাড়িল জঞ্জাল।
আপনার ভাণ্ডারে লুকায়ে রাখি ঢাল॥
মনে মনে দুষ্টবুদ্ধি কত ছলা করে।
কেমনে ভাগিনা বেটা পাঠাই যমঘরে॥
চোর অপবাদ দিয়া আনাব ধরিয়া।
কারাগারে প্রাণ লব পাষাণ চাপিয়া॥
না গেল আপন ঘর পাত্র মহাশয়।
অমনি চলিয়া গেল রাজার আলয়॥
আমার বচন রাজা শুন মন দিয়া।
সর্ব্বনাশ হৈল রাজা তোমার লইয়া॥
কোথা হোতে এল রাজা বৈদেশী কুমার।
অতঃপর লইল তোমার অধিকার॥
সামাল সামাল হে বৈদেশী বলবান্।
তোমার রাজত্বলীলা হল সমাধান॥
সাবধানের বিনাশ নাই এই যুক্তি ধর।
দেশ হতে বৈদেশীরে রাজ্যের বার কর॥
পাত্রভেদী রাজা আর নারীভেদী নর।
পাত্রের কুটিল বাক্যে ভুলিল গৌড়েশ্বর॥
সহর কোটালে রাজা আনে ডাকাইয়া।
বলিতে লাগিল পাত্র ইঙ্গিত করিয়া॥
সহরে সহরে গিয়া তুলিবি বাজনা।
কেহ না রাখিবে ঘরে জামাতা ভাগিনা॥
বৈদেশী বৈষ্ণবে যেবা রাখিয়া দিবে থুল।
ঘর দুয়ার সব তার করিব রাজমূল॥
এত শুনি দিগের সব ধাইল বাজারে।
নানা শব্দ তুলে গিয়া সহর ভিতরে॥
ডেকে বলে কোটাল বাজাইয়া ঢাক।
সহরের লোক বলে পড়িল বিপাক॥
লাউসেন কর্পূর হোতা কর্ম্মকারঘরে।
কর্পূর ডাকিয়া বলে মিতা কর্ম্মকারে॥
সহরে সহরে শুন বাজিছে বাজনা।
কেহ না রাখিবে ঘরে জামাতা ভাগিনা॥
মিতার আলয়ে যদি থাকি আজি রাতি।
সবংশে মারিবে তারে গৌড়ের নরপতি॥

কর্পূরের কথা শুনি ময়নার তপোধন।
মিতাকে ডাকিয়া তবে বলিছে বচন॥
সহরে সহরে মিতে শুনহ বাজনা।
বৈদেশী বৈষ্ণবে কেহ নাঞি দিবে থানা॥
সখা হে আজিকে যদি থাকি তোমার বাস।
ধন জন জীবন লইয়া পড়িবে সর্ব্বনাশ॥
অবিচার অধিক থাকিতে নারি ভাই।
আনন্দে বিদায় দেহ অন্তরে যাই॥
পুনঃ যদি আসি ত অবশ্য দেখা হবে।
বন্ধু বলে সতত মনেতে রাখিবে॥
লাউদত্ত বলে তুমি কোথাকারে যাবে।
কাঞ্চনশরীর তোমার শিশিরে ভিজিবে॥
ধন জন লয় রাজা সব আমি দিব।
আপনার প্রাণ দিয়া তোমারে রাখিব॥
তুমি আমার ইষ্টদেবতা নারায়ণ।
তোমাকে ছাড়িয়া দিব এ কথা কেমন॥
তার কথা কিছু শুন ভাই দুই জন।
পূর্ব্বেতে আছিল রাজা জীমূতবাহন॥
মায়ারূপে ইন্দ্র চন্দ্র হইল সয়চান।
ঘুঘু পক্ষী আপনি হইল ভগবান্॥
মায়া করি ঘুঘু পক্ষী চলিল উড়িয়া।
পাছু পাছু সয়চান চলে খেদাড়িয়া॥
উড়িয়া বসিল পক্ষী ভূপতির কোলে।
দয়া উপজিল রাজা ঝাঁপিল আঁচলে॥
হেন কালে সয়চান আইল তাড়া করে।
তর্জ্জন করিয়া কহে নৃপতির তরে॥
এ বার বৎসর আমি না পাই আহার।
পক্ষ খেদাড়িয়া এলাম ভবনে তোমার॥
ধর্ম্মশীল রাজা শুন আমার বচন।
পক্ষ ছাড়ি দেহ মোরে করিব ভোজন॥
রাজা বলে পক্ষ লৈল শরণ আমার।
ভয়ার্ত্ত জনকে দিব এ কোন্ বিচার॥
আর যাহা চাহ তাহা ভক্ষ্য আনি দিব।
আপনার প্রাণ গেলে পক্ষী না ছাড়িব॥

সয়চান বলে যদি পক্ষ না ছাড়িবে।
পক্ষের বদলে আজি নিজমাংস দিবে॥
পক্ষের বদলে রাজা কর অঙ্গীকার।
শুনিয়া রাজার পুরে লাগে চমৎকার॥
সবে বলে মহারাজা পাগল সমান।
পক্ষের বদলে দেয় আপন পরাণ॥
কাহার বচন রাজা নাহি শুনে কানে।
আপনার মাংস দেয় কাটিয়া সয়চানে॥
মায়া করে সয়চান রাজার মাংস লেই।
না করে ভক্ষণ শূন্যে উড়াইয়া দেই॥
কাটিয়া সকল মাংস অস্থি হল সার।
সয়চান বলেন উদর না পুরে আমার॥
আমার ভক্ষ্যের দ্রব্য পক্ষকে রাখিবে।
পক্ষের বদলে আজি নিজমুণ্ড দিবে॥
নিজমুণ্ডে মহারাজা বসাতে করাত।
তেজিয়ে পক্ষীর মূর্ত্তি হল জগন্নাথ॥
সেন বলে সকল পুরাণ জানি আমি।
অতঃপর আমাকে বিদায় কর তুমি॥
তোমার অধিক কষ্ট দেখিতে নারি চোখে।
কিছু কাল বিদায় দিবে মনঃসুখে॥
এত বলি দুটি ভাই লইল বিদায়।
কর্ম্মকারপুরী কেন্দে পড়িল ধুলায়॥
ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে বাঁজি বেণাবন।
বকুলতলায় গেল ভাই দুই জন॥
কর্পূর বলেন দাদা আর কোথা যাব।
পরিপাটি স্থল দেখে এখানে রহিব॥
তরুতলে পসারিয়া পাছুড়ি বসন।
দ্বিযাম রজনীমুখে করিল শয়ন॥
কর্পূর কাতর ঘুমে লাউসেনের কোলে।
দোঁহা রূপে যজ্ঞের আগুন পারা জ্বলে॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাদ্যমঙ্গল॥

———

লাউসেন কর্পূর রহে ভৈরবীর তীরে।
মাহুদেরে ডেকে বলে নিদেমেটে চোরে॥
দেখ দেখি বৈদেশী আছয়ে কার ঘরে।
দেখা পেলে বাঁধিয়া আনিবে কারাগারে॥
সহরে সহরে লোক করে অন্বেষণ।
ভৈরবী বকুলতলায় ভাই দুই জন॥
পাত্রের কাছেতে গিয়ে দিল সমাচার।
ভৈরবী নদীর তটে বৈদেশী কুমার॥
পাত্র বলে চোর সব এই পান লাও।
পাটহস্তী তাহার শিওরে বেঁধে দাও॥
বলে ধরে তাহাকে করিবে বন্দিখানা।
দুহাতে তোড়র দিব দুই কানে সোনা॥
আর এক কথা বলি শুন সাবধানে।
হাতী চাপাইয়া মার ভাই দুই জনে॥
এত শুনি মাতঙ্গ করিতে যায় চুরি।
মাণিকরাজ হস্তীকে আনিল বার করি॥
চালাইয়া দিল হাতী দেখিলেন গনে।
বকুলতলায় যথা ভাই দুই জনে॥
সেনের শিওরে লয়ে বান্ধে পাটহাতী।
কপিলের যোগে ঘোড়া বান্ধে সুরপতি॥
হস্তী বান্ধা রহিল লাউসেন নাহি জানে।
চোর সব চলে গেল নিজ নিকেতনে॥
শর্ব্বরী শেষেতে জাগে মাহুদে পাতর।
রাজাকে সজাগ করে গিয়ে তার পর॥
শশাঙ্ক মলিন হল প্রকাশ অরুণ।
গা তুলহ মহারাজ বিপদ দারুণ॥
গা তুলিল মহারাজা হাতে নিল ঝারি।
বদন প্রক্ষালে রাজা সুবাসিত বারি॥
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা বসিল দেয়ানে।
জোড় হাতে পাত্র কয় রাজসন্নিধানে॥
অলক্ষণ স্বপনে দেখিনু শেষ রাতি।
চুরি করে লয়েছে তোমার পাটহাতী॥
এত শুনি রাজসভা হাসে খলখল।
সবে বলে মহাপাত্র হয়েছে পাগল॥
পর্ব্বত সমান হস্তী থুবে কোন্‌খানে।
হেন বিপরীত কথা না শুনি শ্রবণে॥
স্বপন স্বরূপ হয় বিধাতার খেলা।
হেন কালে মাহুত রাজার কাছে গেলা॥
অবনী লোটায়ে মাথা করিছে মিনতি।
চুরি করে লয়েছে তোমার পাটহাতী॥
মাহুতের কথা শুনে মাহুদিয়ে কয়।
স্বপন স্বরূপ নয় জানিলে মহাশয়॥
এ রাজমণ্ডলী সবে কর উপহাস।
আমি জানি রাজার ঘটিল সর্ব্বনাশ॥
আজি রাজার পাটহস্তী লয়ে গেল চোরে।
কালি হানা দিবে আসি রাজ্যের উপরে॥
এত শুনি মহারাজা কুপিত অন্তর।
দুই চক্ষু জবারুচি কাঁপে থর থর॥
রাজা বলে ডাক ত্বরা সহরকোটাল।
পাত্র বলে জান নাঞি কোটালের ঠাকুরাল॥
রাত্রি দিন কোটাল বেটা পড়ে থাকে খাটে।
শুনি নাকি চারি রাঁড়ী তাহার ভাঙ্গ ঘুঁটে॥
ডাকাত সিঁদেলের সঙ্গে করেছে মিতালী।
চুরি করে খায় বেটা বলে কোতয়ালী॥
পূর্ব্বেতে কোটাল বেটার ছিল বারপনা।
তার মাগের কানে নাকি আড়াই তোলা সোনা॥
এত শুনি ধাইল কোটাল ইন্দ্রজাল।
ঢাল তলোয়ার পিঠে যেন যম কাল॥
তিনবার সম্মুখেতে করিল তসমিল।
কোন বাতে হুকুম হুদিস হয়ে দিল॥
পাত্র বলে কোটাল ভায়া কোথা গিয়াছিলে।
পাটহস্তী নিয়ে তুমি কার বাড়ী দিলে॥
কোটাল বলেন বটে নিবেদন মোর।
বাবাকে প্রত্যয় নাঞি যে বেটা হয় চোর॥
গিয়াছে রাজহস্তী আমি এনে দিব।
স্বর্গপুরে থাকে ত ইন্দ্রের পুরে যাব॥
সমস্ত পাতাল খুঁজিব ত্রিভুবন।
দিন চারি আমাকে করিবে বিলম্বন॥

স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল খুঁজিয়া নাহি পাই।
এক ঠাঞি পুতে ফেল আমরা সাত ভাই॥
লিখে পড়ে দিয়ে দূত হৈল বিদায়।
খুঁজিতে মাতঙ্গ সবে চারি দিকে ধায়॥
সহরের প্রতি ঠাঞি করে অন্বেষণ।
কোথা না পাইল হস্তী বিষাদিত মন॥
ধাইল দক্ষিণ মুখে দিগের সাত জন।
ভৈরবী গঙ্গার তীরে করে অন্বেষণ॥
চাপিয়ে উইয়ের ঢিপি বলে জগন্মাতা।
মালীর মালঞ্চে গো হস্তী আছে হেথা॥
ধাওয়াধাই পড়িল দিগের সাত জন।
হস্তীর নিকটে সবে দিল দরশন॥
পাইয়া রাজার হস্তী হরিষ অন্তর।
বকুলতলায় দেখে দুই সহোদর॥
মেটে বলে হেথা ধেয়ে আয় গজমাতা।
হস্তী মেনে থাকুক চোর বেটা হেথা॥
চুরি করে লয়েছিল নিশি অবশেষে।
রজনী প্রভাত হল নাঞি গেল দেশে॥
দেখ ভাই চোরের কেমন আচরণ।
দিবসে সাধুর বেশ দেখি বিলক্ষণ॥
কর দিয়ে ঘুচাইল অঙ্গের উড়ানি।
দেখিল অঙ্গের রূপ যেন দিনমণি॥
দেখিয়া সেনের রূপ করে অনুমান :
ছল পেতে এসেছে কোন্ দেবের সন্তান॥
চোর বলে ইহারে যদি বেঁধে নিয়ে যাব।
পরিণামে যমের দুয়ারে দণ্ডী হব॥
মেট্যা বলে তোর বড় কথার পরিপাটি।
রাজরিপু যে যে বেটা তার মাথা কাটি॥
এ বেটাকে বেঁধে নিব রাজার গোচর।
যা হবার হবে ভাই রাজার উপর॥
সগরবংশের কথা পড়ে গেল মনে।
সগরবংশ ধ্বংস হল অশ্বের কারণে॥
কপিলের যোগে ঘোড়া রাখে পুরন্দর।
মুনির শাপেতে মৈল ষাট সহস্র কুঙর॥
এত বলি লাউসেন কর্পূরে গিয়ে ধরে।
গায় কবি রামদাস অনাদ্যের বরে॥

ধরাধরি দিগের লাউসেনে বেন্ধে লেই।
ডাকডাকি কর্পূর রাজার দোহাই দেই॥
কে কার দোহাই শুনে বিপদের কালে।
বেন্ধে লয়ে লাউসেনে দিগের সব চলে॥
বিপদে পড়িয়া সেন ভাবেন ঠাকুর।
পড়েছি বিপত্তিঘোরে দুঃখ কর দূর॥
শ্রীধর্ম্মচরণপদ্ম হৃদয়ে ধেয়ান।
প্রহারে পীড়িত প্রভু রাখহ পরাণ॥
মাতঙ্গ চালায় চোর তার কাছে কাছে।
বেড়ে চলে দিগের চৌদিকে আগে পিছে॥
আনিয়া রাজার কাছে করিল জোহার।
চোর লেহ মাথা লেহ কি করিবে আর॥
পাত্র বলে সাবাস সাবাস মেরা ভাই।
মাথার পাগড়ী লেহ গায়ের কাবাই॥
এই আমার জামা মাথার পাগ লে।
দুই বেটাকে ধরে মসানে বলি দে।
আজ্ঞা পেয়ে লাউসেন কর্পূরে লয়ে যায়।
কান্দিয়া কর্পূর বলে কি হবে উপায়॥
সেন বলে মনে ভাব শ্রীধর্ম্ম গোসাঞি।
প্রভু বই এ বিপত্তে আর গতি নাঞি॥
কোথা হে অনাথবন্ধু পাণ্ডবজীবন।
সঙ্কটে পড়িয়া প্রভু নিলাম শরণ॥
ছল করি চোর বলি বধে যে মসানে।
সেবকে সঙ্কটে রক্ষ আপনার গুণে॥
কর্পূর বলেন দাদা সহায় ভগবান্।
তথাপি জীবন রক্ষে দেখহ সন্ধান॥
পরিচয় দেও ওরে লাউসেন ভাই।
তবে ত রাজার কাছে প্রাণে রক্ষা পাই॥
এত শুনি লাউসেন পরিচয় দেন।
নিবাস ময়না মোর পিতা কর্ণসেন॥

পিতামহ কনকসেন শুন মহামতি।
আমার মায়ের নাম রাণী রঞ্জাবতী॥
মহাপাত্র মামা মোর মেসো গৌড়েশ্বর।
এত শুনে ক্রোধে কাঁপে মাহুদে পাত্তর॥
চোর হলে এমন বিস্তর জানে ছলা।
গালি দেয় আমাকে বাপের করে শালা॥
তিন বই ভগিনী মোর নাহিক সংসারে।
বড় দেখ সাক্ষাৎ বিধবা আছে ঘরে॥
মধ্যম ভগিনী মোর রাজপাটেশ্বরী।
ছোট ভগ্নী রঞ্জাবতী হয়েছে দেশান্তরী॥
হইতে তাহার বংশ করেছি বলিদান।
চোর বেটা বলে কিনা রঞ্জার সন্তান॥
এ নয় ভাগিনা রাজা জানিলাম আমি।
ভতুড়ের বাক্যে রাজা ভুলিবে না তুমি॥
হ্যাদেরে কোটাল এরে ধাক্কা মেরে নে।
দুই বেটাকে লইয়ে মশানে বলি দে॥
এত শুনি লাউসেন কর্পূরে লইয়া যায়।
নৃপতিরে মায়া তবে দিলা ধর্ম্মরায়॥
পাত্র বলে কাটিবারে রাজা করে মানা।
যে হয় সে হয় পাছে দেহ বন্দিখানা॥
চোর হয় অন্নাভাবে আপনি মরে যাবে।
সাধুপুত্র হয় তো অবশ্য রক্ষা পাবে॥
এত বলি দুই ভেয়ে দিল বন্দিশালে।
গায় কবি রামদাস অনাদ্যমঙ্গলে॥

হুকুম রাজার পাইয়ে দিগার
লাউসেনে বেঁধে নেই।
ডাকিয়ে লোহার দারুণ আকার
দুই পায়ে বেড়ি দেই॥
হাতে হাতকড়ি পায়ে দিল বেড়ি
পাষাণ চাপায় বুকে।
চড় মারে গালে চুল বান্ধে চালে
বিষবড়ি দেয় মুখে॥

পড়িয়া বিপাকে দুই ভাই ডাকে
হা হা প্রভু জগন্নাথ।
পড়েছি প্রমাদে দুর্ম্মদ মাহুদে
হরিষে সেধেছে বাদ॥
রাজা ভেটিবারে গোউড় সহরে
এসেছিলাম দুটি ভাই।
কোথা রৈল ঘর ময়না নগর
মা বাপের দেখা নাঞি॥
কাঁদিল কর্পূর ভাবিয়া ঠাকুর
ছল ছল দুটি আঁখি।
দারুণ বন্ধন না রহে জীবন
উপায় নাহিক দেখি॥
রক্ষ হনুমান লইলাম শরণ
তোমা বিনা নাঞি গতি।
রাজাকে কহিয়া দেহ ছাড়াইয়া
মামা হোল দুষ্টমতি॥
জগতের পতি অগতির গতি
জয় জয় জগন্নাথ।
তোমার চরণ করিনু শরণ
মোরে রক্ষ রমানাথ॥
প্রহ্লাদে যেমন বিষের ভক্ষণ
গজ শুণ্ডে রক্ষা কৈলে।
অস্ত্র বরিষণ পর্ব্বত চাপন
তাহে উদ্ধার করিলে॥
আজ্ঞা দুর্য্যোধন পেয়ে দুঃশাসন
দ্রৌপদীর ধরিল চুলে।
ভারত প্রসঙ্গ ইথে বড় রঙ্গ
আপনি বস্ত্ররূপী হলে॥
সেনের বচন জানি নারায়ণ
চমকি উঠিল রথে।
অলক্ষেতে গতি প্রভু জগপতি
আইলেন গোউড়ের পথে॥
যেথা বন্দিঘর গেল মায়াধর
লাউসেনে নিল কোলে।

"সেবক আমার ! ভয় নাঞি আর
আমি ভগবান্" বলে ॥
হাতে হাতকড়ি পায়ে ছিল বেড়ি
খসায়ে ফেলিলা দূরে।
লাউসেন কর্পূরে অতি সমাদরে
আপনি বসাইলা উরে ॥
প্রভুর চরণ ধরি দুই জন
করুণ বচন বলে :
রঘুর নন্দন গীত বিরচন
পূর্ব্ব তপস্যার ফলে ॥

ভূমণ্ডলে বিলাস করিব বাপধন।
রাজার শিওরে যাই কহিতে স্বপন ॥
যত ধন গেছে বাপু দশগুণ পাবে।
ময়না ইনাম লয়ে দুটি ভাই যাবে ॥
সেনেরে আশিস্ কর‍্যা দেব মায়াধর।
আবির্ভাব করিলেন রাজার শিওর ॥
আরে বেটা সুখদ শয়নে নিদ্রা যাও।
ধর্ম্মের সেবক বন্দী দিশে নাঞি পাও ॥
এরূপ অন্যায় কেন তোমার দরবার।
ভাল-মন্দ চোর-সাধু না কর বিচার ॥
হাতী-চোর বলে বেঁধে রেখেচ যে জনে।
কর্ণসেনের বেটা সেই ময়না ভুবনে ॥
এই দণ্ডে আদরে আনহ তারে ঘরে।
ধন জন বিপত্তি, কেন যাবে যম-ঘরে ॥
গা তুলিয়া দেখ রাজা আমি জগন্নাথ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এই চারি হাত ॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল ভগবান্।
নিদ্রা ভেঙ্গে মহারাজা পাইল চেতন ॥
ঘন ঘন অন্তরীক্ষে রজনী নেহালে।
তরণী উদয় হ'ল গগনমণ্ডলে ॥
পাত্র-মিত্র লয়ে রাজা বসিল দেয়ানে।
কহিবারে লাগিল সবার বিদ্যমানে ॥

রাজা বলে অবধান কর দরবার।
কালিকার বন্দী সেই রঞ্জার কুমার ॥
আমি আজি নিশিশেষে দেখিলুঁ স্বপনে।
স্বপনে কহিল মোরে দেব নারায়ণে ॥
শুনরে দিগের সব এই লও পান।
কোথা সেই দুই শিশু এখনি গিয়ে আন ॥
এক জন বলিতে ধাইল সাত জন।
কারাগারে যেখানেতে ভাই দুই জন ॥
কোটাল সেনের কাছে কহে যোড়করে :
রাজ আজ্ঞা মহাশয় চল দরবারে ॥
এত শুনে গা তুলিল দুই সহোদর।
উপনীত হল গিয়া দরবার ভিতর ॥
সেনকে দেখিয়া রাজা হরিষ অন্তর।
হাতে ধরে নিজ পাশে বসান সত্বর ॥
আদরে সুধান বাছা দেহ পরিচয়।
কোথা বাড়ী কি নাম বল কাহার তনয় ॥
পরিচয় দেয় সেন অতি শীঘ্র গতি।
কর্ণসেনের বেটা আমি কনকসেনের নাতি ॥
মাতা মোর রঞ্জাবতী ময়না দেশে ঘর।
লাউসেন কর্পূর মোরা দুই সহোদর ॥
এত শুনে মহারাজ আনন্দ অপার।
রাজা বলে শুন পাত্র রাজ দরবার ॥
পাত্র বলে ও কথা প্রত্যয় নয় মনে।
সত্য কহ ভাগিনা এসেছে কোন গণে ॥
এত শুনে কহিছে ময়নার বীরবর।
যাত্রা কালে বধে এলাম মল্ল সারেঙধর ॥
গুরুগতি গোউড়েতে আসিবার কালে।
জালন্ধায় বধে এলাম বাঘ কামদলে ॥
তারা দীঘীর ঘাটে গেলাম খাইবারে নীর।
তায় বধ করিলাম দারুণ কুম্ভীর ॥
জামতি নগরে এলাম দুই সহোদর।
তার কথা অবধান কর নরবর ॥
জামতি নগরে সব দেখি বিপরীত।
বড় কদাচার দেখি মেয়ের চরিত ॥

কামোন্মত্তা হয়ে মাগি ছাওয়াল বধিল।
অবিচার করে রাজা মোরে বন্দী দিল॥
বেড়ি দিয়া আমারে রাখিল কারাগারে।
মৃত শিশু জিয়াইয়া দিলাম দরবারে॥
গোলাহাটে জিনিলাম সুরিক্ষে বাণেশ্বর।
যার বাড়ী বন্দী ছিল ছ'কুড়ি নাগর॥
ভৈরবী হইলাম পার গৌউড়ের গণে।
দৈব হেতু দেখা হল কর্ম্মকার সনে॥
লাউদত্ত নাম তার কর্ণদত্ত পিতা।
তে কারণ সম্বন্ধ হৈল মোর মিতা॥
আদর করিয়া মোরে বাড়ীতে লইল।
দোলায় চেপে মাতুল তথাকারে গেল॥
বিসাএর গড়ন সঙ্গেতে ছিল ঢাল।
কেড়ে নিলেন তায় মামা করিয়া জঞ্জাল॥
শুনেছিলাম মাতুল দেখিলে পুণ্য হয়।
বিধিমতে ভাল শাস্তি দিলে মহাশয়॥
রাজা বলে অবধান কর দল বল।
কেমনে লইলে পাত্র ভাগিনার ঢাল॥
পাত্র বলে মহারাজা কেন বল ভাই।
অজ্ঞানের কালে জেন কৌতুকে বিষ খাই॥
রাজা বলে কোন দোষ নাহিত তোমার।
এক্ষণে চিনিলে পাত্র ভাগিনা আপনার॥
ওরে বাপু লাউসেন মাতুল বাড়ী যাবে।
বড় সুখে মামীর কোলেতে নিদ্রা যাবে॥
ব্যঙ্গ করে বলে যদি গৌড়েশ্বর রায়।
আগুন জ্বেলে দিল যেন মাহুদের গায়॥
পাত্র বলে ভাগিনার হল চোরবাদ।
পরীক্ষা করিলে তবে ঘুচিবে প্রমাদ॥
পরাজয় করিবে তোমার পাটহাতী।
এখনি ইনাম দিব ময়না বসতি॥
এত শুনে সেনরাজা গা তুলে দাঁড়াল।
যে আজ্ঞে বলিয়া সেন মাথায় হাত দিল॥
কর্পূর বলেন ওরে লাউসেন ভাই।
সর্ব্বকাল সখা নাকি থাকিবে গোসাঞি॥
সেন বলে ওরে কর্পূর আন কথা নাঞি।
মনে মনে জপ ধর্ম্ম অনাদ্য গোসাঞি॥
অঙ্গীকার করিলাম শুন নররায়।
যুঝিব হাতীর সঙ্গে কত বড় দায়॥
অনাদ্যপদারবিন্দে ভরসা কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাদ্যমঙ্গল॥

পাত্র বলে মাহুত রে এই টাকা নে।
পাটহস্তী রাজার সাজন করে দে॥
এত শুনে মাহুত মাতঙ্গ সাজাইল।
দিনকর চকোর গিলিতে যেন গেল॥
বিচিত্র পামারী তায় পরেশ রতন।
নীল কাদম্বিনী অঙ্গে তারার ভূষণ॥
নানাবিধ অলঙ্কারে সাজিল করিবর।
উপনীত হোল গিয়ে পাত্রের গোচর॥
পাত্র বলে মাহুতরে এই টাকা নে।
রামদাস শুঁড়ির বাড়ী হাতিকে মধু দে॥
এতশুনি মাহুত মাতঙ্গ চালাইল।
রামদাস শুঁড়ির বাড়ীতে পৌছিল॥
হাতীকে বারুণী দিতে চলে রাম শুঁড়ি।
সাঙ্গ দিয়ে মধু এনে দিল সাত জাঁড়ি॥
মাতঙ্গ মাতাল হয়ে করে মধুপান।
জ্বলিতে লাগিল ক্রোধে বহ্নির সমান॥
মদেতে উন্মত্ত হাতী কাঁপে থর থর।
নিশ্বাসে উড়ায়ে ফেলে কোঠা বাড়ী ঘর॥
বড় বড় ঘরের উড়ায়ে ফেলে চাল।
শুণ্ডেতে ভাঙ্গিয়ে ফেলে বড় বড় ডাল॥
উপনীত হল গিয়া পাত্রের গোচরে।
মাহুদিয়ে ডেকে বলে মাহুতের তরে॥
আমার ভাগিনা বল্যা না করিহ ভয়।
কলে ছলে অবশ্য পাঠাবে যমালয়॥
আশী মণ মুগুর চাপায়ে দিল শুণ্ডে।
তুলিয়া হানয়ে যেন ভাগিনার মুণ্ডে॥

উপনীত হল হাতী সেনের নিকটে।
রামদাস বলে সেন ঠেকিল সঙ্কটে॥
তবে লাউসেন রাজা ঢাল খাঁড়া রাখে।
জয় হনুমান বলে বীরমাটী মাথে॥
হস্তীটা সেনেরে দেখে করে প্রণিপাত।
শুণ্ড তুলি পিছায় পশ্চাৎ বিশ হাত॥
দেখিয়া জ্বলিল পাত্র কাঁপে থর থর।
তর্জ্জন করিয়া বলে মাহুত উপর॥
মাহুত দেখিল পাত্র কুপিত অন্তর।
হাতী চাপাইয়া দেয় লাউসেন উপর॥
শ্রীধর্ম্ম ভাবিয়া সেন প্রবেশিল রণে।
হাহাকার করে যত নাগরিয়া গণে॥
অশেষ বিশেষ পাত্রে বলে দুর্ব্বচন।
লাউসেন ধিয়ায় মনে শ্রীধর্ম্মচরণ॥
ক্ষোভে তাপে হাতীর গালেতে মারে চড়।
খরবাত বয় যেন বৈশাখের ঝড়॥
তবে হস্তী লাউসেনে শুণ্ডে ধরি লেই।
অমনি শুণ্ডের উপরে ফেলে দেই॥
শুণ্ডের উপরে রাজা ভাবে ধর্ম্মরায়।
পড়িল হাতীর দন্তে ভেঙ্গে লোটি যায়॥
কুপিল কুঞ্জর শুণ্ড বাড়াইয়া ধায়।
উভ উভ বীর দাপে লাউসেন এড়ায়॥
এইরূপে দুইবীর যুঝিল বিস্তর।
যেমন কুবলা হরি মথুরানগর॥
মানব-মাতঙ্গে যুদ্ধ নাহি তার সীম।
ভীম-কীচকেতে যেন বাধিল মহিম॥
জয় ধর্ম্ম ডাকিছে ময়নার সদাগর।
শুণ্ডে ধর্যা শূন্যেতে তুলিল করিবর॥
শূন্যেতে তুলিয়া রাজা ঘন দেয় পাক।
হুঙ্কারে করিয়া ভর ঘন ছাড়ে ডাক॥
ধর্ম্ম জয় বল্যা সেন মারিল আছাড়।
মাহুত মাতঙ্গ গেল চূর্ণ হল হাড়॥
মাহুত মাতঙ্গ যদি তেজিল জীবন।
লাউসেনে ধন্য ধন্য করে সর্ব্বজন॥
সাধু সাধু ভূপতি বলিল বারেবার।
ভাগিনা বধিতে পাত্র চিন্তে আরবার॥
যুকতি করিয়া পাত্র কুটিল অন্তর।
রাজকে গঞ্জিয়া বলে বাক্য স্বতন্তর॥
মারিতে সবাই পারে জীয়াইবে যে।
সেই সে সবার ঠাকুর তার পূজা দে॥
পাটহাতী পাটরাণী একই সমান।
পাটহস্তী মরিল যে তব অকল্যাণ॥
ভাগিনা কহিছে তবে সভার ভিতরে।
মৃত জীয়াইয়া এলাম জামতী নগরে॥
জীবন পাইলে হাতী ঘুচিবে ভাবনা।
এবার বুঝিব ভাগিনার গুণপণা॥
এত শুনে লাউসেন ভাবে নারায়ণ।
কোথা প্রভু দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ॥
পড়েছি বিপত্তে প্রভু করহ উদ্ধার।
ধর্ম্ম মিথ্যা যেন দেব না হয় এবার॥
তবে সে বুঝিব পতিতপাবন কেমন।
মাহুত মাতঙ্গে পুনঃ দাও হে জীবন॥
দেখুক জগত জুড়ে কেমন ধর্ম্মবল।
এত বল্যা হস্তিমুখে দিল গঙ্গাজল॥
জয় ধর্ম্ম ডাকিছে ময়নার যুবরায়।
প্রাণ পেয়ে হস্তী তখন উঠিয়া দাঁড়ায়॥
মাহুত মাতঙ্গ যদি পাইল প্রাণদান।
কেহ বলে এই ত দ্বিতীয় ভগবান্॥
জয় জয় শব্দ হল রাজ দরবারে।
ভানুমতী শুনিলেন মহাল ভিতরে॥
দাসী গিয়ে লাউসেনে লইল সত্বর।
মাসীর বাড়ী গেলেন যেন রাম দামোদর॥
লাউসেন কর্পূর রয় মহাল ভিতরে।
হস্তিবধ পালা সাঙ্গ হোল এত দূরে॥
অনাদ্য-পদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাদ্যমঙ্গল॥

ইতি অনাদিমঙ্গল নামক শ্রীধর্ম্মপুরাণে হস্তিবধ পালা নামে চতুর্দ্দশ কাণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চদশ কাণ্ড।

কাঙুর মহিমা পালা।

পাত্র বলে ভূপতি নিশ্চিন্ত হইলে তুমি।
কাঙুরের জঞ্জালভরে মরে গেলাম আমি॥
তখন গতায়াত করিত দরবারে নিরবধি।
পাঠাইয়ে দিত তখন ক্ষীরখণ্ড-দধি॥
গণ্ডকীর পরপারে পাল দিল থানা।
আজি কালি গৌউড়ে যে করে রাত্রে হানা॥
আমার বচন রাজা শুন মন দিয়া।
লাউসেন ভাগিনে লোক দেহ পাঠাইয়া॥
কাঙুরে কর্পূর ধলের পায়ে দিবে বেড়ি।
আমি তার বেবাক খাজনা নিব কাড়ি॥
পাত্র-ভেদী রাজা নারীর ভেদী নর।
পাত্র-ভেদী ভুলিল ভূপতি গৌউড়েশ্বর॥
এত বল্যা মাহুদিয়ে চারিপানে চায়।
মসিপাত্র কলম এক পাইল তথায়॥
স্বস্তি আদি লিখে যত পত্রের বিধান।
আমার ভাগিনা তুমি কর অবধান॥
না জনিতে কর্পূর বচনে দিবে নিম।
এবার সাজিতে হবে কাঙুর মহিম॥
পান পানি খাবে নাক্রি ময়না দক্ষিণে।
ত্বরায় আসিবে বাপু পত্র দরশনে॥
নাক্রি যাব কাঙুর দেশ ময়নায় বসে বল।
আণ্ডির পাথর লব গোনাগারের ভল॥
এত বল্যা মাহুদিয়ে লিখিল নাবড়ি।
ময়না লুটিয়া খাও নাক্রি দাও কড়ি॥
হেনকালে দেখা দিল দরবারে ইন্দ্রজাল।
পাত্র বলে ময়নাতে যাহ এই কাল॥
ধর বল্যা পরোয়ানা দিগারের হাতে দেয়।
পত্র পেয়ে দিগার পাগেতে বেন্ধে লেয়॥
ভৈরবী গঙ্গার জল করিল পাছুয়ান।
ছাড়াইয়া গেল তবে দেশ বর্দ্ধমান॥
ধাওয়াধাই চলে যায় না রহে একতিল।
পত্র লয়ে হৈল দূত ময়না দাখিল॥
বাব দিয়া বসেছে ময়নার তপোধন।
অযোধ্যার রাজা যেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
ময়নার প্রজা আদি...... নে।
......রাজা বসে...... ॥
কালুবীর বসে আ..... ওমা......।
......টে.. ... ... ॥
হেনকালে দূত গিয়া করিল যোহার।
সেন বলে কহ দূত কোন্ সমাচার॥
বচন বলিতে বড় বিলম্ব বাড়িল।
পাগে ছিল পরোয়ানা সেনের হাতে দিল॥
মুদ্রা ভেঙ্গে পরোয়ানা পড়িছে ধীরে ধীরে।
কাঙুরের কথা শুনে হেঁটমাথা করে॥
পত্র পাঠ করে রাজার শুকাল বদন।
কালু বলে মহাশয় কিসের লক্ষণ॥
লিখন পড়িয়া কেন হল মলিনতা।
কেন রাজা লাউসেন হেঁট কর মাথা॥
সেন বলে শুন ওরে কালুসিংহ ভাই।
দুরন্ত মহিম হবে কাঙুরের লড়াই॥
শুনেছি কাঙুর দেশ চক্ষে নাই দেখি।
মহিম হইবে ফতে মনে হেন দেখি॥
কালু বলে তের দোলুই সঙ্গে লয়ে যাব।
অনায়াসে বাহুবলে কাঙুর জিনিব॥
সেন বলে সাজ করে এসো গিয়ে ভাই।
ত্বরায় আসিবে সবে কাঙুর যেতে চাই॥

ধর ধর শবদে সিঙ্গায় দিল ফুঁক।
ধাইল ডোমের পাড়া নাঙ্গি বান্ধে বুক ॥
বাঘ রায় আইল সর্দ্দার কেলেসোনা।
হীরে ডোম নামে আইল কালুর ভাগিনা ॥
সাকা শুকো দুই ভাই সাজিল তার কাছে।
লেজে ধরে মাতঙ্গ যে তুলিয়া রাখে গাছে ॥
ঢাল খাঁড়া বিজরি হাতেতে নিসান কার।
রাজার সাক্ষাতে কালু করিল জোহার ॥
তবে লাউসেন রাজা করিল গমন।
জয়মুনি ভাণ্ডার ঘরে দিল দরশন ॥
আপনার আনিল যতেক আভরণ।
জামাজোড়া আনিলেন বসন ভূষণ ॥
মাথায় পটুকা বান্ধে রাধারাম ধ্বনি।
দপদপ জ্বলে যেন অজগর মণি ॥
ক্ষীণ তনু অন্ধকারে দেখিতে না পাই।
গায়ে তুলে পরে রাজা জালন্দার কাবাই ॥
সোনারূপা তাহাতে ঝলকে মন্দ মন্দ।
রত্নমণি পটুকা করিল কোমরবন্ধ ॥
পরিল ইজের খাসা নামে মেঘমালা।
দক্ষিণে তুলিয়ে বান্ধে আশী মণের ফলা ॥
বত্রিশ হাজার শর বান্ধে তরকচে।
কাঁচ মণি মুকুতা মিশাল হয় পাছে ॥
হেত্যার বান্ধিল রাজা হয়ে সাবধানে।
আপনি দেবেন্দ্র যেন সাজিলেক রণে ॥
সাজ কর্যা সেনরাজা বাহিরে দাঁড়াইল।
বেরহ বেরহ বলে ডাকিতে লাগিল ॥
বেরহ বেবহ বলে তিন ডাক দিল।
একজন ডাকিতে শতেক জন আইল ॥
আগে পিছে গজবাজী চলিছে ধাইয়ে।
কালিনী গঙ্গার কূলে জল খায় গিয়ে ॥
কজ্জল বরণ অশ্ব করে জল পান।
সর্ব্বতনু সজাগ বিমল দুই কান ॥
জল খেয়ে ঘোড়া সব ঝিনিয়ে ফেলে পা।
রূপামণি পাটিতে মাজিল সর্ব্ব গা ॥

আগুির পাথর তাজি বড় বল ধরে।
বার জন বারালে ঘোড়ার সাজ করে ॥
জিন করে পাঁচ রসে রাসের থোপলা।
কত অপরূপ তায় অরুণ বসালা ॥
সাবধানে বামদিকে রাখিল কয়স।
তার উপরে বাঁধিল ঘাগর গণ্ডা দশ ॥
রুণু রুণু করিয়া বাজিছে ইস্কলা।
ইসত দোলিছে তায় কাঞ্চনের মালা ॥
গলে দিল গজকা চামর গঙ্গাজল।
চলিতে চরণে বাজে চারি পায়ে মল ॥
চেরাক ফাঁদনী ঢালী চাকের পারা ঘুরে।
খঞ্জন গুঞ্জরে যেন পদ্মফুলে ফিরে ॥
নাচিতে নাচিতে ঘোড়া নাচে আস্ত পায়।
কেহ বলে ঘোড়া বুঝি স্বর্গ যেতে চায় ॥
নাচিতে নাচিতে ঘোড়া করিল গমন।
লাউসেনের কাছে গিয়া দিল দরশন ॥
তবে কিছু জিজ্ঞাসে ময়নার তপোধন।
মন দিয়া শুন বাজি আমার বচন ॥
নারবি কি পারবি ঘোড়া সত্য করে বল।
পার হোয়ে যেতে চাই গণ্ডকীর জল ॥
এত শুনে ঘোড়া হল যজ্ঞের আগুন।
বলিতে লাগিল ঘোড়া অতি নিদারুণ ॥
রাউত হইয়া কয় ঘোড়া তেঁই সই।
অন্যে কেহ কয়ত তাহার প্রাণ লই ॥
আমার পৃষ্ঠেতে রাজা হয়ে থাক স্থির।
এক লম্ফে দেখাব স্বর্গের চারি নীর ॥
পার হব গণ্ডকী উপরে দিব হানা।
পথে হলে মহিম ময়নাতে খাব দানা ॥
এত শুনি সেন রাজা করিল গমন।
ধর্ম্মের বন্দিল যুগ কমল-চরণ ॥
লাফ দিয়ে লাউসেন ঘোড়ায় উঠিল।
শিখা উড়াইয়ে যেন ময়ূর চলিল ॥
তের দলুই সঙ্গে কালু আগু পিছে ধায়।
পদুমার কূলে যেন কমঠ সিফাই ॥

ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার।
উপনীত হল গিয়ে রাজ দরবার॥
সাকা শুকো ঘোড়া লয়ে রহিল বাহির।
রাজার সাক্ষাতে গেল লাউসেন বীর॥
অনাদ্য-পদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্যমঙ্গল॥

রাজার সাক্ষাতে গিয়ে করিল জোহার।
মামা বলে মাহুদেকে বন্দে দশ বার॥
বার ভূঞ্যা সম্ভাষণ করিল একে একে।
লাউসেন বসিলেন রাজার সম্মুখে॥
সেন বলে মহারাজ করি নিবেদন।
দূত পাঠাইয়াছিলে কিবা প্রয়োজন॥
এত শুনি লাউসেনে ভূপতি দিল পান।
কাঙুর কর্পূর ধলে বেঁড়ি দিয়া আন॥
তুমি বাপু তার পায়ে তুলে দিবে বেড়ি।
আমি তার বেবাক খাজনা নিব কাড়ি॥
এত শুনি সেনরাজা হৈল বিদায়।
গড় করি লাউসেন কাঙুর দেশে যায়॥
চলিল কর্পূর দেশে লাউসেন রায়।
রন্ধন ভোজন কোথা অনাহারে যায়॥
পদ্মাবতী পার হৈল নায়ের উপরে।
চলিলেন সেনরাজা পর্ব্বতের ঝোরে॥
ভয় নাই ভরসা কেবল ভগবান।
হয় চেপে হুকুমে হরি সম্মুখেতে যান॥
দ্রুতগতি চলিল সেন পরিসর পথ।
ঝোরে ঝারে মন্দার দেখে অনেক পর্ব্বত॥
আণ্ডির পাথর বাজী তারা হেন খসে।
তবে চলে গেল রাজা মগধের দেশে॥
সাত গিরি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে বৃকোদর।
হেন দেশ ছাড়াইল ঘোড়ার উপর॥
চলিলেন সেনরাজা ভাবিয়া ঠাকুর।
উপনীত হৈল রাজা নীলধ্বজপুর॥
সংগ্রাম সঙ্কট হৈল মনে ভাবি রাম।
মানস সরোবরে রাজা করিল বিশ্রাম॥
একদিন দেখিতে গেল মান সরোবর।
শুনেছিলাম এই দেশে ব্যাসদেবের ঘর॥
সুরলোক বসতি মনুষ্য নাহি দেখি।
ব্যাসদেব করেছে পুরাণ তার সাক্ষী॥
পঞ্চমাস পৌষেতে জুড়ে ফলমূল।
ষষ্ঠমাসে গেল রাজা গণ্ডকীর কূল॥
ওপারে কাঙুর দেশ দিবসে আঁধার।
দেখিল গণ্ডকী নদী যোজন পাথার॥
পর্ব্বত সমান ঢেউ উথলিল জল।
পাথর ফেলিলে এক পক্ষে যায় তল॥
মকর কুম্ভীর সব ভাসিয়াছে জলে।
ধীবর ফেলিছে জাল শালগ্রাম তুলে।
ভয় * * * ভগবান্।
হয় * * * যান॥
দেখিলেন লাউসেন অপরূপলীলা।
গণ্ডকীর জলে ভাসে শালগ্রাম শিলা॥
গণ্ডকী গঙ্গার মায়া কামাখ্যার বল।
আকাশ পাতাল ঢেউ উথলিছে জল॥
হুর্ হুর্ শবদে জলের ঢেউ বাড়ে।
জলের শবদে গিরি-পর্ব্বত খসে পড়ে॥
আশ্বিনে সমাচার নাই বরিষা বাদল।
মাঘ মাসে নদী বাড়ে বিধাতার কল॥
বাড়িল অনন্ত গুরু না দেখি উপায়।
ঘন ঘন লাউসেন কালুর পানে চায়॥
তখনি ডাকিয়া বলে কালুসিংহ বীর।
রাজরিপু হৈল এই গণ্ডকীর নীর॥
বুঝিলাম গণ্ডকী এই বিধাতার বল।
শ্যামরূপা গণ্ডকী এই জোয়ারের জল॥
তিন দিন মোকাম করয়ে যুবরায়।
থীর পানি শুনিছে পাথর বিঁধা যায়॥
তিন দিনে টুটে যাবে জোয়ারের পানি।
যৌবন বিষয় ধন এইরূপ শুনি॥
এত শুনি মোকাম করিল যুবরায়।
অনাদ্যমঙ্গল কবি রামদাস গায়॥

একতিল নাঞি টুটে দশগুণ বাড়ে।
জলের শবদে আকাশ পর্ব্বত ভেঙ্গে পড়ে॥
মাস পক্ষ গণিতে বৎসর পরবাস।
কান্দে রাজা লাউসেন শুনিয়া হুতাশ॥
সেন বলে শুন ওরে কালুসিংহ ভাই।
ভঙ্গ দিয়া মহিম বাড়ীকে চল যাই॥
কালু বলে বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ নাঞি দিব।
অনাহেতু ভঙ্গ দিলে অপযশ পাব॥
না দেখে উপায় রাজা লাউসেন বলে।
কেনবা এলাম আমি গণ্ডকীর কূলে॥
না জানিল মাতাপিতা না জানিল দাই।
অতএব দুঃখ বুঝি তার সাক্ষী পাই॥
কালু বলে মহারাজা মনকথা নাই।
মনে মনে জপ ধর্ম্ম অনাদ্য গোসাঞি॥
পরম ঔষধ আছে গোবিন্দের নাম।
কতকালে সিন্ধু বেঁধে আছিল শ্রীরাম॥
দেখিয়া সিন্ধুর ঢেউ নাহি করে শঙ্কা।
বান্ধিয়া সাগর রাম তবে গেল লঙ্কা॥
কত দুঃখ পাইল সেই কমলশরীর।
সহায় সেবক তাঁর হনুমান বীর॥
সেই হনুমান যে তোমার হৈল গুরু।
রামের সেবক হনু দানে কল্পতরু॥
এত শুনি সেনরাজা হৈল হেঁটমাথা।
এত ভাগ্য গুরুদেব আসিবেন হেথা॥
এত বলি কান্দে রাজা কলধৌত বুকে।
আঁখি পালটিতে গুরু দাঁড়াল সম্মুখে॥
দ্বিজ বেশে আসিয়া দাঁড়াল হনুমান।
ডেকে বলে বাপধন তোমার কল্যাণ॥
মারুতি কহিছে মায়া বুঝা নাঞি যায়।
বলে তোমায় আশীর্ব্বাদ করুক ধর্ম্মরায়॥
আমি হনুমান তোমায় পরিচয় দি।
আমি যার সঙ্গে আছি তার ভয় কি॥
লঙ্কা হতে কাণ্ডুর দুষ্পার কিছু নয়।
আমি এলাম এখনি করিয়ে দিব জয়॥

বরুণের দয়া আছে বিধাতার বল।
গণ্ডকীর জল এখনি যাইবে রসাতল॥
কি কহিব প্রভুর আদেশ নাঞি পাই।
এই দণ্ডে গণ্ডকী গণ্ডুষ করে খাই॥
গণ্ডকী নদী এই তীর্থ মহাস্থান।
খেয়ে গেলে দেবতা করিবে অপমান॥
অতএব ভয়েতে আমার কাঁপিছে শরীর।
তার পাকে দুঃখ পাইলে লাউসেন বীর॥
চারি দণ্ড এখানে বিলম্ব কর তুমি।
পরম ঔষধ আছে আনি গিয়া আমি॥
ঈশ্বর বুঝিতে পারে বিধাতার খেলা।
বরুণের কাটারি আর ব্রহ্মার হাড়ের মালা
মালা বিনে কাণ্ডুর জয় হইবার নাই।
কোন ছার কর্পূরধল কে ধরে বড়াই॥
সেন বলে আপনি যাইবেন কোন্ দেশে।
হনু বলে আসি আমি চক্ষের নিমিষে॥
কহিতে বলিতে বীর হৈল বিদায়।
পবনে করিয়া ভর অতিবেগে ধায়॥
পুনরপি গৌড়েতে হৈল ব্রাহ্মণ।
রাজার মহলে গিয়া দিল দরশন॥
দাসী সঙ্গে বর্ণেবা মহলে বসে আছে।
হনুমান আসিয়া দাঁড়াল তার কাছে॥
দ্বিজ দেখি বর্ণেবার মুখেতে নাঞি রা।
হনু বলে হেদে বুড়ি কি করিস্ বা॥
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমি ভিক্ষা কিছু দে।
অবশ্য হইবে কার্য্য আশীর্ব্বাদ লে॥
ধর্ম্মপাল ধর্ম্মী বড় পুরাণেতে লেখে।
ব্রাহ্মণে ভকতি করে বৈকুণ্ঠে গেছে সুখে॥
পতি গেছে স্বর্গে তার সঙ্গ পাবে তুমি।
পরিচয় দিলাম তোরে হনুমান আমি॥
অঞ্জনা আমার মা পবন মোর পিতা।
রামের সেবক আমি উদ্ধারিলাম সীতা॥
মনে নাঞি কল্পনা তোমার তরে কই।
পরকালে গতি নাই রামনাম বই॥

চতুর্ম্মুখ পদ্মযোনি ধরেছিল করে।
শুনি নাকি হেন দ্রব্য আছে তোমার ঘরে॥
অনেক পুণ্যেতে পেয়েছ জলেশ্বর।
তোমার মহলে আছে বিংশতি বৎসর॥
বরুণের কাটারি ব্রহ্মার হাতের মালা।
বিপত্তি বিষম গুরু বিধাতার খেলা॥
লাউসেন রাজা গেছে জিনিতে কাঙুর।
তার পাকে আসিলাম গৌড় মধুপুর॥
তোমা হ'তে লাউসেনের রণজয় হবে।
মৃতে তোমার গুণ কত যুগ পাবে॥
এত শুনি বুড়া মাগী দ্বিগুণ উথলে।
জ্বলন্ত আগুনে যেন ঘৃত পেলে জ্বলে॥
হনুমান জারজাতা লাজের মাথা খেয়ে।
আমি জানি পবন-ভাতারী তোর মায়ে॥
অঞ্জনা তোর মা পবন তোর পিতা।
সংসারের লোক বলে হনু জারজাতা॥
হনু বলে সত্যকথা কৈলে মেনে তুমি।
এতদিন এমন কথা শুনি নাঞি আমি॥
অঞ্জনা আমার মা আমি তার বেটা।
আত্মছিদ্র জান নাঞি পরকে দাও খোঁটা॥
বেরুলে গজের দন্ত না যায় ভিতর।
জানাব তোমার কথা দেশ দেশান্তর॥
আমাদের দেবতা বটে দেবতা শ্রীহরি।
যার নামে সম্বরে ভারতে তরবারি॥
আমার মায়ের কথা পাপের বিলাস।
তোমার কথা শুনে লোকে করে উপহাস॥
ধর্ম্মের মায়া যে কহনে না যায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কবি রামদাস গায়॥

এক্ষণ তুমি রাজরাণী বসেছ মহলে।
যখন বনবাসে ছিলে বল্লুকার কূলে॥
তোর পতি ধর্ম্মপাল ধর্ম্মেতে তৎপর।
দানে দাতা কল্পতরু কর্ণের সোসর॥
বিষ্ণু পূজে সদাই বৈষ্ণবের রাজা।
নিত্য করে দান-ধ্যান কেশবের পূজা॥
স্নান করে পূজে রাজা ভারতপুরাণ।
একদিন মহারাজা মৃগয়াতে যান॥
শিকারে চলিল রাজা মনের কৌতুকে।
বল্লবা দাঁড়িয়ে আছে রাজার সম্মুখে॥
রাজা বলে শুনগো প্রাণের পাটেশ্বরি।
আমার বদলে আজি পূজহ শ্রীহরি॥
সকালে গঙ্গার জলে তুমি কর স্নান।
প্রতিদিন শুনে থেকো ভারত পুরাণ॥
দান দিয়া ব্রাহ্মণেরে করাবে ভোজন।
হেম চন্দন দিবে আর বসন ভূষণ॥
এক অধ্যায় ভারত শুনিয়ে থেকো তুমি।
তোর মুখে সংক্ষেপে শুনিব এসে আমি॥
এত বলি ভূপতি ঘোড়ায় আসোয়ার।
শিকারে চলিল রাজা যথা দরবার॥
শিকার করিতে জান ভৈরবীর বনে।
সিপাই সর্দ্দার ঘোড়া হাঁকে চারি পানে॥
শিকার করিয়া বুলি গৌড়ের অধিকারী।
পাশায় আমোদে বড় বল্লবা সুন্দরী॥
গগনে হইয়া গেল দেড় প্রহর বেলা।
জল বিনে রাজরাণীর শুকাইল গলা॥
ফেলিয়া পাশার পাটি করিল ভোজন।
তখনি পড়িল মনে শ্রীনন্দের নন্দন॥
হায়! হায়! হুতাশ কপালে হানে হাত।
অতঃপর আমাকে ছাড়িল জগন্নাথ॥
কান্দে রাজরাণী চক্ষে বহে জলধার।
ঘরে এলেন মহারাজ করিয়া শিকার॥
অশ্বপৃষ্ঠ হতে রাজা গেল ততক্ষণে।
পাটরাণী বল্লবা বসিয়া যেইখানে॥
রাজাকে দেখিয়া রাণী হৈল হেঁটমাথা।
লজ্জায় মলিনমুখ নাঞি কয় কথা॥
রাজা বলে কি দিয়া পূজিলে নারায়ণ।
ঈশ্বরের নামে তুমি কি বিলালে ধন॥

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে তুমি কি দিয়াছ দান।
কহ দেখি কোন অধ্যায় শুনেছ পুরাণ॥
কহ দেখি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিলে কি।
মুখ তুলে কথা কও মান্ধাতার ঝি॥
রাণী বলে মনভ্রমে খাইয়াছি ভাত।
স্নান করি আপনি পূজহ জগন্নাথ॥
রাজা বলে মোর কথা করেছ হেলন।
তুমি ভাত খাইলে বঞ্চিত নারায়ণ॥
অন্ন খাইলে গোবিন্দ ব্রাহ্মণে উপবাস।
হেন কর্ম্ম করিলে আমার সর্ব্বনাশ॥
কোন লাজে কথা তুমি কওগো অভাগি।
ঘর হতে দূর হও অবৈষ্ণব মাগি॥
হেদেরে দিগের এরে সঙ্গে করে লে।
বল্লুকার বনে নিয়ে কুঁড়ে বেঁধে দে॥
আমার হরিকে যেমন রাখিলে উপবাস।
বার বছর বনে থাক না হবে তল্লাস॥
রাজার বচন রদ করে কোন জন।
ঘর হইতে বল্লবা চলিল কানন॥
বল্লভাকে রাখিতে যায় বল্লুকাকাননে।
সীতা যেন বনবাস বাল্মীকির বনে॥
রাণীকে রাখিয়া যায় রাজার নফর।
গায় কবি রামদাস সখা মায়াধর॥

দারুণ আঁধার জল বড়ই বিস্তার।
রাজরাণী কান্দেন চক্ষেতে জলধার॥
উপবাস কুঁড়েতে সদাই গড়াগড়ি।
তৈল বিনা গায়ের মাংসে উড়ে গেছে খড়ি॥
আম জাম খায় বনে কদম্ব বোহরি।
মলিনা হইয়া গেল রাজার সুন্দরী॥
শশীমুখী ভূমিতে সদাই অচেতন।
হা কৃষ্ণ বলিয়া রামার ভূমেতে শয়ন॥
মনে করে দেখা নাঞি মনুষ্যের সনে।
এগার বছর রাণী বঞ্চিল কাননে॥
জীর্ণ বসন পরিধান লোচনে বহে ধারা।
দিবানিশি পড়ে থাকে জীয়ন্তেতে মরা॥
হরি বলে হুতাশিয়ে করয়ে রোদন।
গঙ্গাদেবী বল্লুকাতে চলিল তখন॥
কুলবধূরূপে গঙ্গা আইল সেইখানে।
পূর্ব্বে যেইরূপে ছিল শান্তনুর স্থানে॥
কৃপা করি কৃপাময়ী হইলেন কুলবধূ।
শশীকে জিনিয়ে মুখ বচন জিনি মধু॥
হাসিয়া বলেন গঙ্গা তুমি কার কন্যে।
আমি এলাম এখানে তোমার দুঃখ জন্যে॥
শুনিয়া গঙ্গার কথা বলে রাজসুতা।
আজন্ম হলাম আমি বড় দুঃখযুতা॥
পতি মোর বৈষ্ণব করে বিষ্ণুর পূজা।
ধর্ম্মপাল নাম তাঁর গৌড়দেশের রাজা॥
করিতে বিষ্ণুর পূজা আজ্ঞা কৈলে মোরে।
আপনি চলিয়া গেল শিকারের তরে॥
না করে বিষ্ণুর পূজা খেয়েছিলাম ভাত।
তার পাকে আমাকে বর্জ্জিল প্রাণনাথ॥
এগার বচ্ছর আমি বনবাসে থাকি।
কোকিল ভ্রমরা গো এই মাত্র দেখি॥
গঙ্গা বলে তবে তুমি হইলে মোর সই।
দুজনে সমান হলাম ভেদাভেদ কই॥
তোমার দুঃখের কথা শুনিলাম আমি।
আমার দুঃখের কথা শুন কিছু তুমি॥
বল্লুকায় হয় যবে এ ঘোর ভরণ।
আমি এলাম ধর্ম্মযজ্ঞে করিতে রন্ধন॥
দৈব নির্ব্বন্ধে হয় ছয় দণ্ড রাতি।
তার পাকে আমাকে ছাড়িল মোর পতি॥
কতক দিন মহাদেব ধরেন মাথায়।
তেঁই গঙ্গাধর নাম সর্ব্বলোকে কয়॥
তুমি কতকাল আছ সই বনবাস।
ঔষধ বলিয়া দিব পুরাইব আশ॥
এমন ঔষধি সই আছে মোর ঠাঁই।
যোল ক্রোশে পুরুষ থাকে রৈতে পারে নাঞি

বল্লবা বলেন তবে দেহ পদছায়া।
দাসী বলে সইগো আমারে কর দয়া॥
গঙ্গা বলেন তবে হের এস সই।
হের এস তোমাকে ঔষধ কথা কই॥
আমার বচন সই না করিবে হেলা।
সন্ধ্যায় আনিবে কিংবা ঠিক দুপুর বেলা॥
ঢেঁকি লইয়া জল আনিবে যতনে।
আদড় কেশেতে সরিষা পোড়াবে আগুনে॥
রজত প্রদীপ দিয়ে তুলিবে কাজল।
নাম ধরে চক্ষে দিলে পুরুষ পাগল॥
গরুর গালের গুয়া খাওয়ালে শ্মশানে।
দেবতাকে ভুলাইব মানুষ কোন খানে॥
কাল বিছাটি মূল ঈষৎ মাখালে।
যতনে মিশায়ে দেবে ভোজনের কালে॥
অন্নেতে মিশায়ে দিবে ভোজনের কালে।
মনুষ্যের দায় থাকুক মুনি মন টলে॥
পাইয়া ঔষধি রামা বান্ধিলেক বাসে।
বিদায় হইয়া দেবী যান জলদেশে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে বিধাতার ঘটন।
শিকার করিতে রাজা করেছে গমন॥
চারিদিকে সিপাহী সর্দ্দার বনঝাড়ে।
রাজার সম্মুখে দিয়া তুলারু উথলে॥
ধর ধর বলিয়া ভূপতি ঘোড়া রাখে।
মহারাজা চলে গেল কেহ নাহি দেখে॥
তুলারু লুকাল গিয়া পর্ব্বতের খোড়ে।
মহারাজা দুঃখ পায় বনের ভিতরে॥
গগনে হইয়া গেল দেড় প্রহর বেলা।
তৃষ্ণায় আকুল হল শুকাইল গলা॥
জল বিনা বল গেল বুদ্ধি বিপরীত।
মৃগয়াতে গেল যেন রাজা পরীক্ষিত॥
পরীক্ষিত যেমন হারাল বুদ্ধিবল।
অন্ধক মুনির স্থানে মেগেছিল জল॥
সেইরূপ ধর্ম্মপাল বনের ভিতর।
বল্লবা যেখানে আছে গেল নরেশ্বর॥
ডেকে বলে কুঁড়ের ভিতরে আছে কে।
তৃষ্ণায় জীবন যায় জল এনে দে॥
আপনার নিজ কান্ত চিনিল সুন্দরী।
ঘোড়ার উপরে রাজা রাণী যোগায় বারি॥
নির্জ্জন কাননে দেখে আপন বনিতা।
লজ্জা পেয়ে ভূপতি রহিল হেঁটমাথা॥
ঘোড়া হতে মহারাজা নামিল তখন।
ক্ষুধায় পাগল আমি করাহ ভোজন॥
এত শুনি রাণী গেল করিতে রন্ধন।
সইয়ের ঔষধ মনে পড়িল তখন॥
অন্ন আর ব্যঞ্জনেতে ঔষধ মিশায়েছে।
মনে করে আমার সইয়ের দয়া আছে॥
রাখিলেন সেই অন্ন থালের উপর।
আচম্বিতে নাচিয়া উঠিল কুঁড়ে ঘর॥
ভাত নাচে ব্যঞ্জন নাচে আর নাচে কুঁড়ে।
বল্লবা বলেন আমি কত মরিব পুড়ে॥
ধর্ম্মের মায়া যে কহনে না যায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কবি রামদাস গায়॥

কর্ম্মদোষে আপনি আছি বনবাসে।
ঔষধ খাওয়ালে পাছে হয় সর্ব্বনাশে॥
ঔষধ খাওয়ালে পাছে প্রাণনাথ মরে।
রাজাকে মারিয়া নাকি আমি রব ঘরে॥
এত বলি সেই অন্ন রাখিলেন ঘরে।
আর অন্ন আনিয়া দিলেন ভূপতির তরে॥
ভোজন করিয়া রাজা করিল আচমন।
মুখ শুদ্ধি করে রাজা করিল গমন॥
একাদশ বৎসর গেছে বৎসর শেষ আছে।
লয়ে গেলে আপনি অধর্ম্ম হয় পাছে॥
প্রাণনাথ ছাড়ি গেল আপনার ঘরে।
অন্ন ব্যঞ্জন পড়ে আছে থালের উপরে॥
অন্ন ব্যঞ্জন পড়িয়া আছে থালে।
ভাসাইয়া দিল অন্ন বল্লুকার জলে॥

বল্লবা বলেন গঙ্গা কোথা গেলে সই।
তোমার ঔষধ জলে ভাসালাম ওই॥
থালের সহিত অন্ন ভাসালাম জলে।
পাতালে ঠেকিল গিয়া বরুণের রসাতলে॥
বসে আছে বরুণ রাজা পাতাল ভিতরে।
দেখিলেন অন্ন আসে থালের উপরে॥
মনে করে ভোজন করেছে জগন্নাথ।
আমাদের তরেতে হরি পাঠালেন প্রসাদ॥
এত বলি ভোজন করিল রসাতলে।
বল্লভা বল্লভা বলে ঘুরে ঘুরে বুলে॥
মীনকেতনের বাণে হৈল অচেতন।
ধর্ম্মপালের মূর্ত্তি ধরিল তখন॥
আইল কুঁড়ে কাছে বরুণ অধিকারী।
পতি বলি পাদ্য-অর্ঘ্য দিলেন সুন্দরী॥
নীরবেতে কামরণ করে দুই জনে।
রমণী রতির সুখ জানিল রমণে॥
এতদিনে সতীত্ব বিনাশ করিয়াছে।
শাপে ভস্ম করে লয় পরিচয় পাছে॥
গৌতম মুনিকে যবে হরিল বাসব।
মুনি শাপে তার গায় হয়েছিল ভগ॥
এত ভাবি রত্নাকর ভয় পেয়ে কয়।
আমার নাম বরুণ পাতালে নিজালয়॥
তুমি শুন বল্লবা মান্ধাতার ঝি।
দেবের দুর্ল্লভ দ্রব্য তোরে আমি দি॥
আজি হতে হ'ল তোর গর্ব্বের লক্ষণ।
আমার কাটারি লও বিধাতার ধন॥
প্রজাপতি যত ধন দিয়াছিল মোরে।
আজি হইতে রৈল গিয়া তোমার ভাণ্ডারে॥
এত বলি দ্রব্য দিয়ে করিল গমন।
কতকদিন বল্লবা বঞ্চিল কানন॥
দ্বাদশ বৎসর সাঙ্গ হৈল যেই দিনে।
চতুর্দ্দোলে ভূপতি লইল নিকেতনে॥
আমি জানি বুড়ি তোর পূর্ব্বের সমাচার।
আপনি করিলে কেন কুঁড়েতে ভাতার॥
এত শুনি বুড়ি হল প্রাণেতে কাতর।
গড় করি নাতি আমার জাত রক্ষা কর।
আজি হতে শূন্য হল গৌড়ের ভাণ্ডার।
কার্য্যসিদ্ধি হলে এনে দিও পুনর্ব্বার॥
এত বলি দুই দ্রব্য এনে দিল বুড়ি।
ভোজ্য বিহনে মুনি যায় গড়াগড়ি॥
যেখানেতে বসে আছে সেন ভাগ্যবান।
তার কাছে হনুমান অতি বেগে যান॥
লাউসেনে হনুমান বলেন সকল।
ইহার জন্য বুড়ির সঙ্গে বাড়িল কোন্দল
গণ্ডকীতে ফেলে দেহ বরুণের কাটারি।
পাতালে চলিয়া যাবে বরুণের বারি॥
পাথর ফেলিলে এক পক্ষে যায় তল।
কাটারি পরশে জল হল উরুতল॥
চারি দণ্ডে গণ্ডকী আপনি হল ভড়।
ঘোড়ার পিঠে গেল রাজা কাঙুরের গড়
বিদায় হৈয়ে বৈকুণ্ঠে গেলেন হনুমান।
রামদাস বলে কর নায়েকের কল্যাণ॥

কালু বলে মহারাজা বসো এইখানে।
কেমন কাঙুর গড় দেখিব নয়নে॥
দেখিলে বলিতে পারি জয় পরাজয়।
আগে বল বুঝে নিলে তবে ভাল হয়॥
দেখিব কাঙুর গড় কতেক বিস্তার।
কতগুলো সেনা আছে সিপাই সর্দ্দার॥
অঙ্গ হতে খসাইল বাজুবন্ধ বালা।
রত্ন হার খসাইল আর কণ্ঠমালা॥
ঢাল খাঁড়া রাখিল আর ধনু তীর।
কাজল হেটে হৈল তবে কালু মহাবীর॥
বলিতে কহিতে বীর হৈল সন্ন্যাসী।
তাম্বুঘরে বসিলেন ধর্ম্মের তপস্বী॥
সদাই বিরাজে দেবী কামাখ্যা নগরে।
সুসজ্জেতে কেমনে যাইব তথাকারে॥

কালু বলে ওগো রাজা মনকথা নাঞি।
মনে মনে জপ ধর্ম্ম অনাদ্য গোসাঞি॥
জয় ধর্ম্ম বলে কালু ঢাল খাঁড়া রাখে।
জয় হনুমান বলে ভস্মগুলা মাখে॥
ভূপতি ভূষণ অঙ্গে বিজয়ের ছটা।
কুশডোর কোমরে কপালে কাটে ফোটা॥
বাঘছাল কোমরে হাতেতে কুশাঙ্গুরী।
মাথায় পিঙ্গল জটা ঠিক ব্রহ্মচারী॥
পরিধান পীতবস্ত্র যজ্ঞসূত্রধারী।
মনে করে জিনিব কাঙুর অধিকারী॥
ব্রহ্মার মালা জপে ব্রহ্মার ধেয়ান।
সিদ্ধ হতে যোগী যেন বসিল শ্মশান॥
চাহনি চাতুরি জোড়া চক্ষু পড়ে ফেটে।
পথে চলে বীর কালু কেবল কজ্জল হেটে॥
লাউসেন কালুবীরে করিল আশীষ।
কাঙুর হইবে জয় চক্ষের নিমিষ॥
তিনবার দণ্ডবত করে লাউসেনে।
সাকাগুকো তের দলুই থেকো সাবধানে॥
সাবধানে থাকিয়া ধরিও শরাসন।
কর্পূরধলের তেজ লঙ্কার রাবণ॥
রাবণের মায়া সেই কর্পূরধল জানে।
সাবধানে হুঁসিয়ার হও সাবধানে॥
তাম্বুলেশ্বরে রৈল ময়নার তপোধন।
কাঙুর ভিতরে কালু দিল দরশন॥
গড়ের ভিতরে কালু ছাড়ে হুহুঙ্কার।
কাঙুরের গড় হৈল ঘোর অন্ধকার॥
একে একে দেখে বীর কাঙুর নগর।
চৌষট্টি বাজার দেখে গড় মনোহর॥
সাত গড় কাঙুর দেখিল সাত বার।
হয় হরি মাতঙ্গ দেখিল অবতার॥
হাতী ঘোড়ায় একাকার ঘোর অন্ধকার।
তা দেখিয়া বীর কালুর মনে নাহি ডর॥
বাহির গড়েতে দেখে যত দলবল।
একাকার রাজহস্তী মাতঙ্গ বিশাল॥

কালু বলে আগে দেখ হেমন্তের ঝি।
কোন ছার মনুষ্য ইহাকে ভয় কি॥
কামাখ্যা দেখিব গিয়া কেমন বন্ধানে।
মনে করে যাইব দেবীর সন্নিধানে॥
এত বলি বীর কালু করিল গমন।
দেবীর দেউলে গিয়া দিল দরশন॥
গগন মণ্ডলে যখন দেড় প্রহর রাতি।
দেবীর সন্ধানে বীর চলে শীঘ্রগতি॥
প্রতিদিন পিশাচ যথা করিয়াছে থানা।
পেত্নী আছে বিশাশয় বিস্তর আছে দানা॥
দপ্ দপ্ পেত্নীর বদনে বহ্নি জ্বলে।
তালগাছ সমান দানা লক্ষ লক্ষ বুলে॥
ঘোর ঘোর শবদে ডাকিনী ছাড়ে ডাক।
চৈত্র মাসে বাজে যেন গণ্ডাদশ ঢাক॥
কামরূপ কামাখ্যা হে কাঙুর আনন্দ।
নরের শোণিতে হয় স্থানের পরিবন্ধ॥
জলের উপরে রসনা রুধিরে বাক্‌দেবী।
দেখিতে সুন্দর মায়ের প্রভাতের রবি॥
পূজা করে কর্পূরধল চলে গেছে ঘর।
ভারদশ জবাফুল গম্ভীর ভিতর॥
শতদল বিল্বদল দেখিতে অপার।
ধূপধূনা পরিপাটি ঘোর অন্ধকার॥
ভয়েতে কম্পিত তনু বিষণ্ণ বদন।
ব্রহ্মার মালা করে জপে হয়ে একমন॥
কামাখ্যা দেখিয়া কালু হৈল প্রণিপাত।
স্তব করে বীর কালু হয়ে জোড়হাত॥
তুমি জয়া জয়মুনি জগতে বলে জয়।
আপনি যমুনা জলে হৈলে সহায়॥
তবে কৃষ্ণ নিধন করিল কংসাসুর।
রামায়ণে পূজে তোমা শ্রীরামঠাকুর॥
ভারত প্রথম রণে পূজিল অর্জ্জুন।
বিপদ রণেতে তোমার মহিমা দশগুণ॥
কৈলাস পয়ান কর তেজিয়া কাঙুর।
পশ্চিম উদয় পূজা লইবেন ঠাকুর॥

দেবীর সম্মুখে বীর তুলে ধরে মালা।
অন্তরে জানিল তখন শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা ॥
ভাণ্ডরের মালা দেখি চণ্ডিকা আকুল।
শ্যামরূপা বাহির হৈল ভাঙ্গিয়া দেউল ॥
ভাণ্ডর দেখিয়া দেবী লজ্জা পায় মনে।
আপনি চলিলা দেবী কৈলাস ভুবনে ॥
কৈলাস শিখরে চণ্ডী দিল দরশন।
শূন্য হৈল তবে কাঁউর ভুবন ॥
ভঙ্গ দিল দেবীর ভূত প্রেত দানা যত ছিল।
দেবীর দেউলে কালু দরশন দিল ॥
দ্বারে দ্বারে বান্ধিল লয়ে করজপের মালা।
পাছে আরবার আসে শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা ॥
কর জপি দুয়ারে বান্ধিল তৎপর।
তবে যায় বীরকালু লস্কর ভিতর ॥
কালু বলে পলাইল হেমন্তের ঝি।
কোন ছার মনুষ্য ইহারে ভয় কি ॥
একবার লস্করেতে এক যুদ্ধ দিব।
বেঁচে যাই সেন রাজায় সমাচার দিব ॥
বাহির গড়েতে দেখে যত দলবল।
একাকার রাজ্য শূন্য মাতঙ্গ মণ্ডল ॥
ধিয়াং ধিয়াং মাদল বাজিছে পরিপাটি।
কত ঠাঞি নট নাচে কত ঠাঞি নটী ॥
রামদাস গায় গীত সেবিয়ে মায়াধর।
পাষণ্ড জনার মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর ॥

কেহ বা রসুই করে বসে অন্ন খায়।
রামের মহিমা গুণ আনন্দেতে গায় ॥
কেহ বা ঘুমায়ে আছে ঘুমেতে কাতর।
হেনকালে বীর গেল করিতে সমর ॥
কাট কাট শব্দ করে বীর ডাক দেই।
খুব খুব সর্দ্দারেরা হেত্যার ঢাল নেই ॥
ঢাল খাঁড়া হাতে করি করে সিংহনাদ।
আচম্বিতে রাজদুর্গে পড়িল প্রমাদ ॥
ঘুমাইলে লোক হয় জিয়ন্তেতে মরা।
সংগ্রাম মুখেতে ধায় মাতালের পারা ॥
ঢাল খাঁড়া ভূমে কার যায় গড়াগড়ি।
আদড় মাথায় কারো নাহি পাগ টেড়ি ॥
একা ধরে বীর কালু বাইশ হাতীর বল।
কাটাকাটি টাটাটাটি কেহ যায় তল ॥
কারে কাটে কারে বিন্ধে কারো পানে চায়।
ঢালী পাগী কাটিয়ে বন্দুকী তেড়ে যায় ॥
কাট কাট শব্দ করে বীর কালু ডাকে।
অষ্টকুলাচল যেন বসাইল চাকে ॥
সমরে রুষিল কালু বলে মহাতেজা।
এ কালযবন যেন জরাসন্ধ রাজা ॥
কুরুবংশে পাণ্ডব যেমন ভীমসেন।
হাতী ঘোড়া মহাবীর অমনি বলি দেন ॥
দশবিশ ঢালী ধরে দেয় বলিদান।
দানবী সমরে কাটে মোগল পাঠান ॥
মানসিং সম্মুখেতে যুঝিল বিস্তর।
শর বরিষণ করে কালুর উপর ॥
লক্ষ শর পড়িল কালু ডোমের বুকে।
ধাইল কাহণ ঘোড়া যুঝিতে সম্মুখে ॥
সঘনে দামামাধ্বনি বাজে দুরদুর।
সজল জলদ ধ্বনি কাঁপিল কাঙুর ॥
গুলি শরে সংসার ছাইল দিবাকর।
ধুমধাম গুলি গোলা পড়িছে বজ্জর ॥
ধাই ধাই ধর ধর কাঁপিছে মেদিনী।
ঢাল হেত্যারের রব পড়িছে ঝঞ্ঝনি ॥
হাতী সব রণে পড়ে যেন ঐরাবত।
গড়াগড়ি যায় যেন সুমেরু পর্ব্বত ॥
ঢাল খাঁড়া রেখে কালু শরধনু ধরে।
দশবিশ ধানুকী বিন্ধিল একশরে ॥
যার বুকে শর পড়ে মুখে নাহি বাণী।
আপনা আপনি সব করে হানাহানি ॥
ঘর দল পর দল কেহ নাহি চিনে।
পাইলে বেটার দেখা বাপ আসি হানে ॥
পড়িল রাজার বেটা রাজার জামাই।
বাহিনী পড়িয়া গেল লেখাজোকা নাই ॥

রুধিরের ধার বয় তিন ক্রোশ জুড়ে।
ঢালী পাগী সিপাই সর্দ্দার রৈল পড়ে॥
জীয়ন্ত লুকায় কত মরার মিশালে।
এক লক্ষ বাহিনী ডুবিয়া মৈল জলে॥
তরাসে পলায় কেহ জলে ঝাঁপ দেই।
গুড়ি গুড়ি পলায় সব সর্দ্দার সিপাই॥
জামা জোড়া পড়ে রৈল ফিরে নাহি চায়।
প্রাণ ভয়ে ওঁতে ঘাটে কেহ বা লুকায়॥
রণমধ্যে বীর কালু ডাকে মার মার।
পড়িল রাজার সেনা হল একাকার॥
ভঙ্গ দিল রাজসৈন্য জয় হল রণ।
কালু বীর মনে ভাবে ধর্ম্মের চরণ॥
রণ জিনি কালুবীর করিল গমন।
গড়ের দুয়ারে গিয়া দিল দরশন॥
গড়ের দুয়ারে দেখে কপাটেতে খিল।
চলে যেতে নারে তথা দুরন্ত অনিল॥
লাথির চোটে কপাট ভেঙ্গে প্রবেশিল গড়।
দুয়ারী শতেক উঠে দিল উভরড়॥
ভেঙ্গে যায় দুয়ারী সব না বান্ধে চিকুর।
ভুজঙ্গ পলায় যেন দেখিয়া ময়ূর॥
বসে আছে কর্পূরধল মহলে যেখানে।
দাঁড়াইল বীর কালু রুধির নয়নে॥
সুমেরু পর্ব্বত জিনি কালুবীরের দেহ।
রাজরাণীর মহল ভিতরে এল কেহ॥
দাঁড়াইল বীর কালু রাজার গোচর।
ডাক ছেড়ে বলে কালু ডাগর ডাগর॥
কার নাম কর্পূরধল পরিচয় দে।
বেটা যেন জানে নাহি লাউসেন এসেছে॥
এত কেন হয়েছে তোমার অহঙ্কার।
রাজকর না দাও না যাও দরবার॥
রাজরিপু যে বেটা তাহার মাথা কাটি।
এত বলি বীর কালু ধরে গিয়া ঝুঁটি॥
বলিতে কহিতে বীর দ্বিগুণ উথলে।
ধরাধরি রাজাকে ফেলিল ভুমিতলে॥
বুকেতে বসিয়া কালু চেপে ধরে গলা।
রাজকর দেও নাহি জঙ্গলিয়া শালা॥
অনাদ্য-পদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাদ্যমঙ্গল॥

পাগ দিয়ে ঝুটি ধরে ফেলে ভূমিতলে।
রাবণ অঙ্গদে যেন গড়াগড়ি বুলে॥
গলায় ধনুক দিয়া রাখে নরপতি।
দেবতা বিমুখ হ'লে এই হয় গতি॥
ঠেকিলেন কর্পূরধল কালুডোমের হাতে।
পুর্ণিমার চন্দ্র যেন রাহুর গ্রাসেতে॥
রাজাকে বান্ধিল দড় ধনুকের গুণে।
শুকরের বান্ধন সদাই পড়ে মনে॥
রাজাকে বান্ধিয়া লয়ে চলিল তুরিত।
ইন্দ্র লয়ে যেমন চলিল ইন্দ্রজিত॥
যেখানেতে আছেন ময়নার তপোধন।
রাজাকে বান্ধিয়া নিয়া করিল গমন॥
সেনের কাছেতে গিয়া মাথা করে হেঁট।
এই বেটা কর্পূরধল ইহাকে লও ভেট॥
ভাই ভাই বলিয়ে কালুকে করে কোলে।
মহিম করেছ ফতে আমাকে নাক্রি বলে॥
বিশেষ বসকিস্ তায় দিল মনজাই।
সেন বলে কালু রে বাড়ীতে চল যাই॥
কাঙুর হইল জয় চল কুতূহলে।
কান্দে রাজা কর্পূরধল গড়াগড়ি বুলে॥
এতদিন নাক্রি দিলাম কাঙুরের খাজনা।
এখনি গৌড়দেশে হব বন্দীখানা॥
বাঁদা হোয়ে রব তবু বন্দী নাক্রি হব।
কলিঙ্গা আমার কন্যা লাউসেনে দিব॥
হেন কথা কর্পূরধল ভাবি মনে মনে।
কহিবারে লাগিল সেনের বর্ত্তমানে॥
জোড়হাতে কর্পূরধল লাউসেনে কয়।
এক নিবেদন করি শুন মহাশয়॥

আমি কন্যা দিব তুমি আমার জামাই।
অতঃপর আমাকে আর বেঁধো নাঞি॥
কাতর করুণা করি কর্পূরধল বলে।
বীর কালু যজ্ঞের আগুন পারা জ্বলে॥
বুঝিলাম বিশেষ কথার পরিপাটী।
এত বলি বীর কালু ধরে গিয়া ঝুটি॥
কি কথা কহিতেছিলে রাজা লাউসেনে।
সহজে কুমার রাজা কিছু নাঞি জানে॥
যদি সত্য লাউসেনে কন্যা দিবি দান।
গঙ্গাজল তুলসী নিয়ে বল বিদ্যমান॥
অন্যথা করিলে বেটা নাহিক এড়ান।
টাঙ্গী ধরে এখনি করিব খান খান॥
মনে ভাবে কর্পূরধল নাহিক পরিত্রাণ।
সত্য করে গঙ্গাজলে সূর্য্যপানে চান॥
লাউসেনে যদি মোর কন্যা নাহি দিব।
খড়্গেতে কাটিয়া গাভী গঙ্গাতে ভাসাব॥
এত শুনে বীর কালু বন্ধন করে দূর।
সেনরাজা গড় করে ভাবিয়া শ্বশুর॥
একাসনে বসিলেন শ্বশুর জামাই।
সত্রাজিতা গোবিন্দ যেমন এক ঠাঁই॥
কর্পূরধল বলে সেন শুনহ বচন।
আজি চল বিভা দিব গোধূলি লগন॥
এত শুনি বীর কালু অগ্নি হেন জ্বলে।
এত কি গরজ রাজা যাইবে মহলে॥
কন্যা দিয়া আপনার রাখিলে পরাণ।
আনহ তোমার কন্যা সেনের বিদ্যমান॥
বিদেশেতে মহিম বিভার কার্য্য কি।
ঘুচে যাক কোন্দল তোরে বলি দি॥
এত শুনে কর্পূরধল লিখিল লিখন।
স্বস্তি আদি সমাচার করিল জ্ঞাপন॥
লক্ষ্মীরূপা কলিঙ্গের দুলালী দুহিতা।
স্বয়ম্বরেতে তুমি বাপের রাখ মাথা॥
বার দিন মাসের তারিখ দিল তায়।
মনোহর কোটাল রাজার পুর যায়॥

গায় কবি রামদাস সেবিয়া মায়াধর।
পাষণ্ড জনার মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর॥

যেখানে কলিঙ্গা মহলে বসে আছে।
কান্দিতে কান্দিতে দূত গেল তার কাছে॥
দূত বলে কি করগো ভূপতির ঝি।
তোমার বাপ কাটা যায় বসে আছ কি॥
গৌড় হতে এসেছেন লাউসেন বীর।
অবতার মূর্ত্তি যেন দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির॥
তোমাদের রক্ষক যতেক ছিল সেনা।
কালুবীরের এক যুদ্ধে সব হল হানা॥
কামরূপ চণ্ডী তোমায় হয়ে গেল বাম।
অতঃপর গেল তোমার জনকের নাম॥
জনক ধর্ম্মের প্রতি যদি মন থাকে।
জনক হয়েছে বন্দী দেখ গিয়া তাকে॥
এত শুনি কলিঙ্গের কুরঙ্গ-নয়নী।
মৃগাঙ্ক জিনিয়া রূপ মরালগামিনী॥
যেখানে কর্পূরধল বন্ধনেতে আছে।
লক্ষ্মীরূপা কলিঙ্গা গেল তার কাছে॥
দুই ভুজে ধর‍্যা তখন কর্পূরধল লেই।
লও বল্যা লাউসেনের হাতে তুলে দেই॥
সত্য করেছিলাম আমি কন্যা দিলাম দান।
দিবাকর সাক্ষী থেকো ঠাকুর ঈশান॥
গড় কর‍্যা কলিঙ্গা দাঁড়াল গিয়া বামে।
রাধা যেন নিকুঞ্জে ভেটিতে যায় শ্যামে॥
জোড়হাতে কর্পূরধল লাউসেনে কয়।
কালু বলে চল রাজা শ্বশুর আলয়॥
বিধিমতে বিভা কর রাজার দুহিতা।
অবিভায় লয়ে যাবে অসম্ভব কথা॥
অবিভায় রাজকন্যা যদি লয়ে যাবে।
কুলের কলঙ্ক হবে অপযশ পাবে॥
এত শুনি লাউসেন চাপিল ঘোড়ায়।
কন্যা লয়ে মহারাজা চাপিল দোলায়॥

লাউসেন রাজা যান শ্বশুরের পুর।
মিথিলাকে গেলেন যেন শ্রীরাম ঠাকুর॥
লাউসেন রাজা গিয়া বসিল দরবারে।
কন্যারে লইয়া গেল মহল ভিতরে॥
তবে কর্পূরধল রাজা ভাবিল অন্তরে।
আরবার কহিছে সেনের বরাবরে॥
ভাই বন্ধু আমার রণেতে গেল কাটা।
রণেতে পড়িল মোর খুড়া আর জ্যেঠা॥
আর কত মরিল আমার জ্ঞাতির প্রধান।
সপিণ্ডন ভিন্ন কেবা কন্যা করে দান॥
এক সম্বচ্ছর বিলম্ব কর রায়।
কন্যা দান দিয়ে দেশে করিব বিদায়॥
এত শুনি সেন রাজা ধর্ম্মকে ধেয়ান।
হেনকালে বৈকুণ্ঠে জানিল ভগবান॥
কাঙুর ভুবনে ধর্ম্ম দিলেন দরশন।
অমৃত কুণ্ডের মেঘ ডাকায় তখন॥
মেঘ হতে মন্দ মন্দ হয় বরিষণ।
যত সব মরেছিল পাইল জীবন॥
শুকুনি গৃধিনী খেলে যাকে খেলে দানা।
গুন্তির প্রমাণ জিওলো নব লক্ষ সেনা॥
যুবরাজ প্রাণ পাইল মিথুনের রায়।
কালুবীরের ডরে কেহ উঠিয়া পলায়॥
বড় বড় পাট ঘোড়া পাইল জীবন।
কেহ বলে এইতো দ্বিতীয় নারায়ণ॥
রাজা বলে আমার ভাগ্যের সীমা নাঞি।
আমার জামাই যেন ঠাকুর কানাই॥
লাউসেন মনুষ্য নয় সর্ব্বলোকে কয়।
কেহ বলে লাউসেন কেবল ধনঞ্জয়॥
কেহ বলে এমন কথন নাহি দেখি।
রামরূপ অবতার সেইরূপ দেখি॥
কর্পূরধল রায় বলে আমি ভাগ্যবান।
এইদণ্ডে কলিঙ্গাকে লাউসেনে দিব দান॥
পুথি হাতে আইল রাজার পুরোহিত।
গোধূলি লগন স্থির করিল ত্বরিত॥
বড় সুখ আনন্দ সবার ঘরে ঘরে।
কলিঙ্গার বিবাহ হবে ঘোষণা নগরে॥
বিয়াল্লিশ বাজনা বাজে রাজার মন্দিরে।
গায় কবি রামদাস অনাদ্যের বরে॥

গোধূলি লগনে বিভা নাঞি অবহেলা।
আঙ্গিনা উপরে আগে বান্ধিল ছান্দলা॥
অধিবাস নান্দী আদি শাস্ত্রের আচার।
গোধূলি লগনে করে বিবাহ সংস্কার॥
বিধিমত বেশভূষা বরের বরণ।
মাণিক অঙ্গুরি দিল অঙ্গুলিশোভন॥
প্রণাম করেন কন্যা গলে মাল্য দিয়া।
সেন রাজা দিল মালা গলায় তুলিয়া॥
বরকন্যা দু'জনার হস্তের বন্ধন।
গেটেলা বান্ধিল হরগৌরীর লক্ষণ॥
বিধিমত লাজ হোম করিল ব্রাহ্মণে।
হেম তুলাদান রাজা দিল দ্বিজগণে॥
বরকন্যা লয়ে গেল সপ্তম মহলে।
জ্ঞেয়াতি কুটুম্ব রাজা পূজে অন্নজলে॥
ক্ষীর অন্ন লাউসেনে করাল ভোজন।
কর্পূর তাম্বূলে মুখ করাল শোধন॥
বাসঘরে রহিল ময়নার তপোধন।
কলিঙ্গা সুন্দরী বড় পাশায় নিপুণ॥
লাউসেন কলিঙ্গা দোঁহে খেলে পাশাসারি।
দশ দশ বিন্দু বিন্দু ডাকে দুআ চারি॥
খেলিল সমান পাশা কেহ নাঞি জিনে।
পাশা খেলি দুইজনে রহিল শয়নে॥
সুধামুখী কোলে সেন সুখদ শয়নে।
রাধাকৃষ্ণ রয় যেন নিকুঞ্জ ভবনে॥
ঠাকুর বলেন শুন বীর হনুমান।
প্রায় বুঝি পূজা মোর হল সমাধান॥
না গেল আপন ঘরে রঞ্জার তনয়।
বারমতি হইল নাঞি পশ্চিম উদয়॥

হনুমান বলে গোসাঞি বলি উপদেশ।
এইখানে ধর রাজা কর্ণসেনের বেশ॥
বৈসহ সেনের পাশে রজনীর শেষে।
কত নিদ্রা যায় রাজা শ্বশুরের দেশে॥
এত শুনি ঠাকুর হইল ব্রহ্মচারী।
কুশডোর কোমরে হাতেতে কুশাঙ্গুরী॥
লাউসেন নিদ্রা যায় পালঙ্ক উপরে।
নারায়ণ বসিলেন রাজার শিয়রে॥
গা তুল গা তুল রাজা কত নিদ্রা যাও।
ধর্ম্মরাজা ডাকে রে বারতা নাঞি পাও॥
সবে বলে লাউসেন কাঙুরে গিয়া মৈল।
তার পাকে মাহুদিয়া ময়না লুঠি নৈল॥
গোউড় হ'তে তোর মামা লয়ে যত সেনা।
ছারখার করিল তোর দক্ষিণ ময়না॥
অতঃপর জনক বলিয়া মনে থাকে।
দেশে মৈল মা বাপ দেখ গিয়া তাকে॥
এত বলি গোবিন্দ হইল অন্তর্দ্ধান।
গা তুলিল সেন রাজা বড় ভাগ্যবান্॥
স্বপন দেখিল রাজা শেষভাগ রাতি।
কলিঙ্গা বলেন গোসাঞি কিসের দুর্গতি॥
মঙ্গল বিভার রাতি কান্দ কি কারণ।
সেন রাজা বলে প্রিয়ে দেখিলাম স্বপন॥
কিছু নয় জননী মরিল এতদিনে।
রজনী প্রভাত হ'লে না রব এখানে॥
যে হয় উচিত রাজা বিবরিয়া কবে।
যাবে কিংবা আপনি বাপের বাড়ী রবে॥
এত শুনি কলিঙ্গা হইল হেঁটমাথা।
সাপ ছেড়ে শিরোমণি রহিতে পারে কোথা॥
মহাশয় কুলীন পণ্ডিত হও তুমি।
রামায়ণ পুরাণেতে শুনিয়াছি আমি॥
তুমি যাবে মহাশয় আমি কেনে রব।
আজ্ঞা কর তোমার সঙ্গেতে আমি যাব॥
রাজ্যপাট ছাড়ি রাম গেলেন বনবাসে।
সীতা দেবী সঙ্গে গেলা দুখিনীর বেশে॥

এত শুনি হাসেন ময়নার অধিকারী।
বলিতে কহিতে শেষ হইল শর্ব্বরী॥
পাখালে বদন রাজা সুবাসিত বারি।
শ্বশুরের কাছে বিদায় চায় তাড়াতাড়ি॥
সেন কহেন বিদায় মোরে দেহ নরমুনি।
তব আশীর্ব্বাদ লয়ে বাড়ী যাই আমি॥
রাজা বলে তোমাকে বিদায় দিব নাঞি।
রাজ্য দিয়া করিব এ রাজ্যের গোসাঞি॥
সেন বলে যে আজ্ঞা বলিতে পার তুমি।
পরাধীন বিষয়েতে ভয় করি আমি॥
পরাধীন যে জন পরের অন্নে থাকে।
জীয়ন্ত থাকিতে তারে মরা বলি ডাকে॥
পুত্র আছে রাজ্য দিবে মোর কার্য্য নাঞি।
সংসারে বলিবে মোরে রাজার জামাই॥
জামাতার বিদায় রাজা বুঝিলেন মনে।
ভাণ্ডারের কাগজ রাজা বার করে আনে॥
সন সন কাগজ হিসাব করে' দেখি।
তের লাখ বাহান্ন হাজার হ'ল বাকী॥
কন্যা দিলাম আর কেন রাখিব জঞ্জাল।
এত বলি তখনি দিলেন হীরাসাল॥
রাজকর গোউড়েতে দাখিল গিয়া হইল।
কেহ বলে কাঙুরের খাজানা আইল॥
কেহ বলে কাঙুর কেমনে হ'ল জয়।
রাজা বলে লাউসেন কেবল ধনঞ্জয়॥
জামাতার বিদায় রাণী শুনিল মহলে।
দাসী গিয়া ডাকিয়া লাউসেনে কিছু বলে॥
এ দেশে রহিয়ে বাছা ধর্ম্মের কর পূজা।
আমার মেয়ে পাটরাণী তুমি হবে রাজা॥
সেন বলে যে আজ্ঞা বলিতে পার তুমি।
পরাধীন কাজেতে যে ভয় করি আমি॥
বিমলা বলেন বাপু বলিলে বিস্তর।
জানিলাম জামাতা ভাগিনাগুলা পর॥
সেন বলে গালি কেন দাও ঠাকুরাণী।
নয় তোমার ঘরে রাখ আপন নন্দিনী॥

এত বলি গড় করি হইল বিদায়।
কলিঙ্গা বিদায় মাগে জননীর পায়॥
বিমলা কান্দিয়া ধরে ঝিয়ের গলায়।
কেমনে বিদায় দিব মুখে নাঞি রায়॥
কোন দেশে যাবে ঝিয়ে আসিবে কতদিনে।
কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে॥
কলিঙ্গা বলেন মা গো না হবে কাতর।
ভেবে দেখ আপনি করিছ কার ঘর॥
লাউসেন কলিঙ্গা তবে হইলা বিদায়।
সীতা লয়ে রাম যেন অযোধ্যায় যায়॥
সেনরাজা সাজিলেন ঘোড়ার উপর।
আগুপাছু তের ডোম ময়না যায় ঘর॥
গণ্ডকী গঙ্গার জল রহিল কতদূর।
উপনীত হৈল রাজা নীলধ্বজপুর॥
হয়ঘাট হেত্যাল ভসনাপুর গ্রাম।
কল্পতরু কমলা কমলপুর নাম॥
রাজার বাড়ীতে গিয়া করিল মোকাম।
লঙ্কা হ'তে বিদায় যেন হইল শ্রীরাম॥
ভৈরবী গঙ্গার জল তড়ে পার হয়ে।
উচানল দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়ে॥
রাঙ্গামেটে সুরধুনী সম্মুখে নিওড়।
ডাইন দিকে মান্দারণ পিরেশ মেনের গড়॥
চৌবেড়ে প্রতাপপুর হৈল পরবেশ।
মানকর ছাড়াইল কাশজোড়া দেশ॥
ধাওয়াধাই চলে যায় না রহে একতিল।
সেনরাজা হইল এসে কালিনী দাখিল॥
কালিনী গঙ্গার জল নায়ে হ'য়ে পার।
উপনীত হইল সেন ময়না বাজার॥
রাজদেব গুরু দ্বিজ বান্দিল সকল।
ধর্ম্মের বন্দিল যুগ চরণকমল॥
দণ্ডবৎ করিলেন পিতার চরণে।
তবে গিয়া বসিলেন জননী যেখানে॥
কলিঙ্গা প্রণাম করে শ্বশ্রূ পদতলে।
সমাদরে রঞ্জাবতী বধূ নিল কোলে॥
সাকা শুকো চলে যায় আপনার ঘরে।
লাউসেন রহিলেন আপনার পুরে॥
কতদিন আনন্দে বঞ্চিল সদাগর।
চিত্রসেন বেটা হৈল কত দিনান্তর॥
লাউসেন রাজ্য করে ময়না নগরে।
কাঙুর মহিম পালা সাঙ্গ এতদূরে॥
নায়কে করহ দয়া প্রভু কালুরায়।
রামদাস গায় গীত ধর্ম্মের কৃপায়॥

ইতি শ্রীঅনাদি-মঙ্গল নাম ধর্ম্মপুরাণে কাঙুর মহিম নামে পঞ্চদশ কাণ্ড সমাপ্ত।

ষোড়শ কাণ্ড।

ময়না বসান পালা লিখ্যতে।

দশদিন মাসীর বাড়ীতে বিলম্বন।
মায়ের অধিক মাসী করিল যতন॥
এক দিন বিরলে বসিয়া দুটি ভাই।
কর্পূর বলেন দাদা বাড়ী চল যাই॥
আসি বলে গৌউড়েতে করিলাম প্রবাস।
মাতা পিতা মৈল ঘরে শুনিয়া হুতাশ॥
আজি যাব ময়না বিদায় লয়ে চল।
এই দণ্ডে দাদা হে মাসীর তরে বল॥

ভানুমতী রাজরাণী মহলে বসে আছে।
বিদায় হ'তে দুটি ভাই চলে তার কাছে ॥
গলায় বসন দিয়া করি যোড়হাত।
মাসীর চরণে দোঁহে করে প্রণিপাত ॥
সেন বলে বিদায় হইতে এলাম মাসি।
মাতা পিতা মনে হ'ল বাটী হ'তে আসি ॥
এত শুনি ভানুমতীর চক্ষে বহে লো।
কোলে করে তুলিল যুগল বোন-পো ॥
গলা হ'তে খসাইল সরস্বতী হার।
বহু রত্ন ধন দিল মূল্য নাঞি যার ॥
মহামণি মকর কুণ্ডল দিল কানে।
বিদায় করিয়া দিল ভাই দুইজনে ॥
তোমা দোঁহে দেখিয়া পাইনু বড় সুখ।
বিদায় দিতে রে বাপ বিদরয়ে বুক ॥
অম্বিকা বিজয়া যেন দশমীর তিথি।
রথে চেপে যেন যান দেব রঘুপতি ॥
পঞ্চাশ মোহর দিল করিয়া সম্মান।
পথে যেতে দুই ভাই করিবে জলপান ॥
রাণীর মহলে সেন হৈল বিদায়।
যথা আছে নরপতি তথাকারে যায় ॥
বার দিয়া বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর।
অনেক পণ্ডিত বসে দরবার ভিতর ॥
রাজা যথা বসিয়া আছেন সিংহাসনে।
বিদায় হ'তে দুটি ভাই গেল সেইখানে ॥
এস এস বলিয়া ডাকিছে লাউসেনে।
হাতে ধরে' বসাইল আপন আসনে ॥
বসিলেন লাউসেন রাজার সম্মুখে।
বিদায় মাগেন সেন দুটী হাত বুকে ॥
কথার আভাসে হয় মুগ্ধ সর্ব্বজন।
আপনি ভাবিল রাজা কিবা দিব ধন ॥
কি ধন সম্মান দিব হয় গজমাতা।
কিবা রাজ্য ভূমি দিব কি দিব মর্য্যাদা ॥
এত দিনে তোমার ঘুচিল সর্ব্ব দায়।
কেমনে চাকর হবে রাজার সভায় ॥

কীর্ত্তিমণি জয়মুনি জগতে বলে যায়।
সেইমত মোর কুলে হইলে উদয় ॥
সেন বংশে উদয় হ'ল বংশের তিলক।
সমরে পণ্ডিত বীর সাক্ষাৎ পাবক ॥
দ্রবময়ী জাহ্নবী জন্মিল যার পায়।
তাহার ভকত এই কি দিব বিদায় ॥
মনে করি শ্রীহরি বুঝিলাম পরিণাম।
লাউসেনে ময়না দেশ দিলাম ইলাম ॥
সেনের গৌরব যদি বাড়িল দরবারে।
মহাপাত্র সুবিষাদে ভাবেন অন্তরে ॥
মাথায় হাত দিয়া পাত্র করে হায় হায়।
ভাগিনার চাকর হব রাজার সভায় ॥
লক্ষ টাকা লিখে দিই ভাগিনার জায়গীর।
নাম লেখা গেল তার লাউসেন মহাবীর ॥
ধর বলে পরওয়ানা সেনের হাতে দেয়।
তবে লাউসেন তাহা পাগে বেন্ধে নেয় ॥
পাইয়া বকৃসিস তবে দুই সহোদর।
উপনীত হৈল গিয়া ঘোড়াশালার ভিতর ॥
হাজার হাজার বাজি আছে এক ঠাঞি।
কর্পূর বলেন দাদা এর মধ্যে নাঞি ॥
লোহিত ধবল পীত দেখিতে সুরঙ্গ।
পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজী দেখিতে মাতঙ্গ ॥
কর্পূর ডাকিয়া কয় রাজা লাউসেনে ॥
গজে মেপে গজেন্দ্র চিনি ঘোড়া চিনি কানে
বাজী মধ্যে টাটীগুলি তুরগ বলি তায়।
সিন্ধু পার হ'লে নীর নাঞি লাগে পায় ॥
দুরন্ত সমরে যাবে পক্ষীরাজ নাম।
যার বলে শূন্যপথে চলেন মণিরাম ॥
অনুমান করেছিলা ভাই দুইজন।
আগুির পাথর তাজী জুড়িল হ্রেষন ॥
হেনকালে আকাশে হৈল দৈববাণী।
আমাকে লৈয়া চল সেনগুণমণি ॥
সেন বলে কহনা আপন সমাচার।
কোন্ মহাশয় তুমি অশ্ব অবতার ॥

রাজার বচন শুনি কহে হয়বর।
বড় দুঃখ পাই রাজা গৌউড়ের ভিতর॥
পক্ষান্ত হৈলে রাজা তবে দেয় দানা।
তিন কাল বিধাতা গৌড় কৈল থানা॥
তথাপি রাউত নাঞি আসে মোর পাশে।
আকাশে ফেলিয়া দিই নাকের নিশ্বাসে॥
অহঙ্কারে যে জন এসেছে মোর কাছে।
লেখা নাঞি কতেক যমের বাড়ী গেছে॥
শুন লাউসেন রাজা তোমা তরে কই।
আগে পেলে তোমারে ইন্দ্রের পুরী লই॥
আমি তথা পূর্ব্বে ছিলাম সূর্য্যের বাহন।
তোমা তরে আমাকে পাঠালে নারায়ণ॥
শুনিয়া ঘোড়ার মুখে সর্ব্ব সমাচার।
দণ্ডবৎ লাউসেন করে তিন বার॥
ধরিয়া ঘোড়ার রাশ বাহির করিল।
কর্পূর বলেন দাদা খুব অশ্ব হ'ল॥
কর্পূর করেন তবে ঘোড়ার সাজনি।
সুবর্ণের জিন তায় শোভে দিনমণি॥
ঘোড়া দেখে লাউসেনের বাড়িল কৌতুক।
সূর্য্যের অরুণ যেন কৃষ্ণের দারুক॥
দণ্ডবৎ লাউসেন করে তিন বার।
লাফ দিয়া লাউসেন ঘোড়ায় আসোয়ার॥
হানিল চাবুক রাজা ঘোড়ার ডান পাশে।
ছাড়িল মেদিনী ঘোড়া উঠিল আকাশে॥
কাশীপুর সম্মুখে দেখেন নররায়।
হরিদ্বার শিবের কৈলাস দেখা যায়॥
কাশীপুর সুমেরু সম্মুখে চলে দেখি।
যাহাতে নিবাস করে গরুড় নামে পাখী॥
আজ্ঞা কর বৈকুণ্ঠেতে বিষ্ণুর কাছে যাব।
অগ্রে গঙ্গা মন্দাকিনী তার জল খাব॥
লাউসেন রাজা ফিরে শূন্যের উপর।
পাত্র বলে ভাগিনা গেলেন যমঘর॥
শূন্যেতে উড়িল কিম্বা সমুদ্রে ডুবিল।
পর্ব্বত মন্দার কিম্বা কাননে মরিল॥
এই যুক্তি মহাপাত্র করিতেছে বসে।
ঘোড়ার পিঠে সেনরাজা উত্তরিল এসে॥
ঘোড়া হ'তে উলে তবে লাউসেন বীর।
অবতার মূর্ত্তি যেন দ্বিতীয় মিহির॥
এসে লাউসেন বসে রাজার সাক্ষাতে।
পুরন্দর বার যেন দিলেন ঐরাবতে॥
মহারাজ সকাশে বন্দিল দশবার।
বিধিমত মামাকে করিল নমস্কার॥
রায় বসি সভা করে সর্দ্দার সিপাই।
বিদায় দেহ ময়না নগরে আমি যাই॥
এত বলি লাউসেন ঘোড়ায় রাউত।
চেয়ে রৈল বারভূঞে সিপাই রাজপুত॥
লাউসেন ঘোড়ায় যায় ভূঞেতে কর্পূর।
অযোধ্যাতে যান যেন শ্রীরাম ঠাকুর॥
দুই ভাই উত্তরিল ভৈরবীর গণে।
বীর কালু শূকর রাখে দৈবের ঘটনে॥
চাপিয়া উয়ের ঢিপি কালু মহাবীর।
গুলতাই বাঁটুল হাতে প্রকাণ্ড শরীর॥
তেল নাঞি মাথায় জটা পরিধান টেনা।
কাননে শূকর রাখে বাসে বীরপনা॥
প্রথম অঘ্রাণ মাসে পাকিয়াছে ধান।
লোভিত হইয়া শূকর করে জলপান॥
রামদাস গায় গীত সেবিয়া মায়াধর।
পাষণ্ড জনার বুকে পড়ুক বজ্জর॥

যে বনে যে ভক্ষ্য আছে শূকর ভাল জানে।
বীর কত ডাক ছাড়ে না শুনে শ্রবণে॥
ধাউড়ী ধাবড়ী ডাকে হাঁসি আর কালি।
ফের ফের বলে কালু ডাকে উতরলি॥
সহজে শূকর জাতি বাক্য নাহি শুনে।
খাইতে ক্ষেতের ধান্য পরিতোষ মনে॥
বসেছিল উঠে যেতে মনে বড় দুখ।
গুলতাই বাঁটুল তবে দেখিল সম্মুখ॥
গুলতাই জুড়িয়ে দিল বজ্জর বাঁটুল।
কেবল খসিল যেন পাবকের ফুল॥

বাঁটুল ছাড়িয়া কালু ডেকে বলে মার।
ষোল সাঙ্গের পাথর হৈল ছারখার॥
ভেঙ্গে গেল পাষাণ যেন বিজুরির ছটা।
একখান বাজিতে তার শূকর গেল কাটা॥
বাঁটুলে ভাঙ্গিল ষোল সাঙ্গের পাথর।
যেন গিরিশৃঙ্গ ভঙ্গ কৈল বৃকোদর॥
তা দেখিয়া সেন রাজা ঘোড়া হ'তে উলে।
বড় অপরূপ দেখে ভৈরবীর কূলে॥
মহাভারতের কথা পড়ে গেল মনে।
যে কালে অর্জ্জুন ছিল কাম্যক কাননে॥
শিবপূজা করেছিল দ্বাদশ বৎসর।
কিরাতের বেশে দেখা দিল মহেশ্বর॥
কিরীটী করেন পূজা মহা সে হরিষে।
তথা আসিলেন শম্ভু কিরাতের বেশে॥
জিষ্ণু ডাকে বিশ্বম্ভরে না শুনে শ্রবণে।
বাহুযুদ্ধ বেধে গেল পূজা অবসানে॥
ফাল্গুনী ধরিল যেই শঙ্করের হাত।
ফাঁপর হৈল অর্জ্জুন ভাবে বিশ্বনাথ॥
পরাজয় সমরে হৈল শশিকলা।
স্মরণ করিল সেই অর্জ্জুনের মালা॥
অর্জ্জুন করেন পূজা নিত্য পঞ্চাননে।
সেই মালা কিরাতের গলে দেখি কেনে॥
করযোড়ে ধরণীতে লোটায় ধনঞ্জয়।
জানিলাম আপনি নিশ্চয় মহাশয়॥
বাহুযুদ্ধে তুষিল অর্জ্জুন বিশ্বনাথ।
এইরূপে পেয়েছিল বাণ পাশুপত॥
সেইরূপ এই বুঝি সদাশিব বনে।
দৈব হেতু দেখা হ'ল কামঅরি সনে॥
এত বলি কালুকে দিলেন আলিঙ্গন।
সত্য করে বল তুমি কোন্ মহাজন।
কোন্ বংশে উপজিলে বাড়ী কোন্ গ্রাম।
সত্য করে বল দেখি কিবা তোমার নাম॥
এত শুনি বীর কালু হাতজুড়ি কয়।
হীন জাতি ডোম আমি শুন মহাশয়॥
আমার নাম বীরকালু রমতিতে ঘর।
দেখা যায় কুঁড়ে ঐ পাড়ের উপর॥
সপ্ত পুরুষের মাটী রমতিতে বাস।
জনম সর্দ্দার বংশে পুকুর পাড়ে বাস॥
না বুঝিয়া মহাশয় তুমি কোল দিলে।
স্নান করে যাও রাজা মুক্ত হবে জলে॥
সেন বলে তাতে তুমি না ভাবিও ব্যথা।
চণ্ডাল হইল কেন শ্রীরামের মিতা॥
রামচন্দ্র চণ্ডালেরে করেছিলেন কোলে।
গুহকটা হৈল মিতা রামায়ণে বলে॥
বুঝিলাম বীরকালু মায়াধারী তুমি।
মহাজন বলে মনে করেছিলাম আমি॥
একা তুমি হ'তে পার একশত জন।
তবে কেন এমন বেশ কিসের কারণ॥
ছদ্মবেশ করিয়া ভাণ্ডিয়া কেন কহ।
কে তোমার সর্দ্দার বটে কার সঙ্গে রহ॥
কালু বলে এ কথা কহিতে উপহাস।
ডোমিনী সর্দ্দার মোর আমি তার দাস॥
আমার চাহিতে লক্ষ্যা দশগুণে বাড়া।
কেবা আছে তার সঙ্গে ধরে ঢাল খাঁড়া॥
আর মোর সঙ্গে আছে তের ঘর ডোম।
একো জনে রক্ষিতে পারে একশত জন॥
সেন বলে তবে কেন এত দুঃখ ভাই।
কালু বলে দশার গুণেতে দুঃখ পাই॥
দুখ সুখ যত বল সহোদর ভাই।
কখন বা দুঃখ আছে কভু সুখ পাই॥
কোটী জন্মের পাপ খণ্ডে যে নাম স্মরণে।
দেহ ধরি হেন রাম দুঃখ পাইল কেনে॥
সেইরূপ দশার গুণে দুঃখ পাই আমি।
সরকারে মাহিনা পাই আট কুড়া জমি॥
তিন কুড়া জোল জমি দুই কুড়া শুকো।
রাত্রিদিন আপনি খাটি আর দুটী পো॥
সেন বলে আজি হোতে দুঃখ গেল দূর।
আমার সঙ্গে চল ভাই ময়না মধুপুর॥

দুই হাতে তাড় দিব দুই কানে সোনা।
পাঁচশত টাকা দিব তোমার মাহিনা॥
কালু বলে মহাশয় স্বতন্তর নই।
বনিতা আছে যে ঘরে তারে গিয়া কই॥
সেন বলে ডাকি তারে আন গিয়া ভাই।
ত্বরায় আসিও রে ময়না যেতে চাই॥
এত শুনি বীরকালু ধায় উভরড়ে।
লক্ষ্মী ডোমিনী যথা আছে পুকুরপাড়ে॥
তাল চাটা ধুচুনী বুনে লক্ষ্মী ডোমিনী।
সাঁথা শুখো দুই বেটা লুটায় ধরণী॥
মায়ের আঁচল ধরি কান্দে দুটী ভাই।
ক্ষুধা পাইল মাগো অদন দাও খাই॥
কাছাড়িয়া দুই বেটা কপালে মারে হাত।
অভাগ্য করেছ বাছা কোথা পাব ভাত॥
রান্ধিলে অদন নাঞি দেখে অন্নপানি।
ঘরে মাত্র সম্ভাবনা আছয়ে আমানি॥
হাটে বিত্তি বিকাইলে তবে অন্ন হবে।
অন্ন নাহি কপালে মায়ের মাথা খাবে॥
অন্ন বিনা পুত্র কান্দে ভূমে গড়াগড়ি।
কোলে নিল বীরকালু গায়ের ধূলা ঝাড়ি॥
ধূলা ঝাড়ি বীরকালু বেটা কোলে নিল।
কেন্দ না্ঞি বাপধন শনি ছেড়ে গেল॥
অকারণ এইদেশে থেকে দুঃখ পাই।
চল বাপু ময়না নগরে চলে যাই॥
পথে দেখে এলাম আমি লাউসেন বীর।
অবতার মূর্ত্তি যেন দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির।
আমারে দিবেন হার দুই কানে সোনা॥
অতঃপর চল যাই দক্ষিণ ময়না।
লক্ষ্মীকে পরিতে দিবে তসরের ভুনি।
দুই ভুজে সরল শঙ্খ পরিবে ডোমিনী॥
এত শুনি ডোমিনী হইল হেঁটমাথা।
সপ্ত পুরুষের মাটী ছেড়ে যাবে কোথা॥
কালু বলে কি করিবে বাপের মিরাশ।
অন্ন নাহি জুটে মোকে নিত্য উপবাস॥
শতেক বছর বিধি লিখিল প্রমাই।
পঞ্চাশ বছর তার অন্ন জল নাই॥
জঠর চিন্তায় মোর সদাই প্রাণ গেল।
বস্ত্রের চিন্তায় মোর পাঁজর কালী হ'ল॥
তার পাকে যেতে চাই দক্ষিণ ময়না।
ঘরে বসে বদল করিব রূপা সোনা॥
লক্ষ্মী বলে সোনা রূপা থাকুক বালাই।
দুই সাঁঝ পেটভরে যেন খেতে পাই॥
কালু বলে আজ হ'তে দুঃখ গেল দূর।
অতঃপর চল যাই ময়না মধুপুর॥
লোখে বলে খুড়ী জেঠাই মাসী পিসী আছে।
না কহিলে পরিণামে দুঃখ পাই পাছে॥
কালু বলে বান্ধব সঙ্গেতে করে নেব।
খুড়ী জেঠাই ভাই বোন একঠাঞি যাব॥
লক্ষ্মী বলে ডেকে গিয়ে আন জনে জনে।
তা শুনিয়া বীর কালু ভাবে মনে মনে॥
ধর ধর বলিয়া শিঙ্গায় দিল ফুক।
ধাইল ডোমের পাড়া নাঞি বাঁধে বুক॥
বাঘরায় আইল সোহুর কেলেসোনা।
হীরে ডোম বিনে আইল কালুর ভাগিনা॥
রামরামী তিনবার করয়ে সম্মুখ।
এতদিনে আমাদের ঘুচিল সব দুঃখ॥
কালু বলে যেতে চাই কালিন্দীর পার।
সুখে থাকিব তথায় দুঃখ নাঞি আর॥
দুঃখ পাই এদেশেতে অন্ন নাঞি জুড়ে।
অতঃপর যাই চল ময়নার গড়ে॥
পথে দেখ্যা এলাম আমি লাউসেন বীর।
অবতার মূরতি যেন দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির॥
আমাকে দিবেন হার দুই কানে সোনা।
অতঃপর যাই চল দক্ষিণ ময়না॥
সবার প্রধান তুমি গজসিংহ খুড়া।
গ্রামের প্রধান তুমি সবাকার বুড়া॥
তোমারে ছাড়িয়া আমি যাইবারে নারি
এ স্থান ছাড়িয়া চল সেনের চাকুরি॥

বসন ভূষণ পাব আর হেম হার।
ময়নাতে লাউসেন ধর্ম্ম অবতার॥
শুনিয়া ডোমের পাড়া আনন্দ বাধাই।
কেলেসোনা বলে যেন পেটপুরে খাই॥
অনাদ্য-পদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্য-মঙ্গল॥

শুনিয়া আনন্দ হ'ল যত ডোমগণ।
ডোমিনীর নাঞি সব পরিতে বসন॥
ধুচুনি করিয়া কাঁখে মৃত্তিকার ভাঁড়।
সোয়ামী আছে সম্মুখে তথাপি সবে রাঁড়॥
অন্ন বিনা ইজ্জত বেচিয়া খাইল হাটে।
পরিধান বসন মাথায় নাঞি উঠে॥
এইরূপে ডোম যায় ডোমিনী তেরজন।
কিষ্কিন্ধ্যা ছাড়িল যেন যত কপিগণ॥
সেনের সাক্ষাতে গিয়া করিল জোহার।
ডোম সব দাঁড়াইল যম অবতার॥
ডোমিনী দাণ্ডাল গিয়া গাছের ছায়াতে।
লজ্জায় ডোমিনী সব আছে হেঁটমাথে॥
লজ্জায় ডোমিনী সব নাঞি তুলে মুখ।
কর্পূর বলিল দাদা এত পায় দুঃখ॥
নফর পালিতে পারে যে হয় ঠাকুর।
কিছু ধন দাও দাদা দুঃখ হোক দূর॥
ইহকালে দান কৈলে পরকালে পাবে।
কলিযুগে ধর্ম্ম ভাই সাক্ষাতে দেখিবে॥
এত শুনি সেন রাজা বড় উল্লাসিত।
এস বল্যা কালুকে ডাকিল ত্বরান্বিত॥
হাতে করি নিল রাজা পঞ্চাশ মোহর।
ঝাট করে কিনে আন বসন মনোহর॥
ডোমিনী সকল যায় ডোম তেরজন।
মনমত কিনে আনে বসন ভূষণ॥
কালু পেয়ে রাজার টাকা মারে মালসাট।
শনিবারে রশুমিতে বসে গেছে হাট॥
সরাপের দোকানেতে মোহরের নেয় কড়ি।
প্রথমে হেতের কিনে মাথার পাগুড়ি॥
সাঁকা শুকোর হাতে দিল রূপার তোড়র।
পরিবন্দ তরকচ কিনে নিল সর॥
কেহ শঙ্খ সোনা কিনে কেহ কিনে খাড়ু।
ঘটি বাটি থালা কিনে পিত্তলের গাড়ু॥
বেসাতি হইল শেষ কৌড়ি হ'ল শেষ।
চিড়ে ভাজা জলপান কিনিল সন্দেশ॥
আইল যতেক ডোম যতেক ডোমিনী।
লক্ষ্মীকে পরিতে দিল তসরের ভুনি॥
ঢাল তলোয়ার হাতে কালু আগুসার।
সেন রাজা সাজিল শ্রীরাম অবতার॥
হেন কালে বীরকালু ধেয়ে যায় বনে।
সহজে শূকর সব জড় করি আনে॥
রহ রহ ঘন ঘন বীরকালু ডাকে।
সহজে শূকর সব জড় নাঞি থাকে॥
কর্পূর বলেন দাদা বাড়িল জঞ্জাল।
কোথাকারে লবে কালু শূকরের পাল॥
ধর্ম্মের সমান রাজ্য ময়না ভুবন।
শূকর লইয়া যাবে এ কথা কেমন॥
সেন বলে শূকর ছাড়িয়া এস ভাই।
শূকর বদলে দিব একশত গাই॥
এত শুনি বীরকালু হ'ল হেঁটমাথা।
জাত ব্যবসার ধন ছাড়িয়া যাব কোথা॥
রাজার বচন রদ না হবে কোন কালে।
বীরকালু শূকরে ডাকিয়া কিছু বলে॥
জাও তোমরা বনমধ্যে করহ গমন।
ধান্য আলু মান কচু করিবে ভক্ষণ॥
শূকর ছাড়িয়া গেল ডোমের কুমার।
সেই হতে বনবরা হইল সঞ্চার॥
হইল আনন্দ রাজা নিজদেশে ধায়।
তের দলুই সঙ্গে কালু আগে পাছে ধায়॥
পার হ'ল জাহ্নবী কাজলা পাছুয়ান।
কুলচণ্ডী ছাড়াইয়া আইল বর্দ্ধমান॥

সত্যের গঙ্গা দামোদর তড়ে পার হ'য়ে।
উড়ের গড় কামালপুর উত্তরিল গিয়ে॥
দেখাদেখি চলে যায় ময়নার গণে।
উপনীত হৈল রাজা গড় মান্দারণে॥
ধূলডাঙ্গী প্রতাপপুর করিল প্রবেশ।
মানকুর ছাড়াইল কাশজোড়া দেশ॥
কালিনী গঙ্গার জল নায়ে হ'য়ে পার।
দূত গেল বাড়ীতে কহিতে সমাচার॥
ঘরে আইল লাউসেন কর্পূর দুটি ভাই।
শুনে রাণী রঞ্জাবতী আনন্দে বাধাই॥
দুটি ভাই বসিলেন কদম্বের তলা।
চারিদিক্ উজলিল যেন শশিকলা॥
সহর কোটাল সব দিল দরশন।
কহিতে লাগিল রাজা মধুর বচন॥
বিশাশয় বেগারি আনিবে ধাওয়াধাই।
এখনি আনিয়া দেহ না মান দোহাই॥
এত শুনি দিগের সব ধাইল বাজারে।
বড় বড় ডাক পাড়ে বড় উচ্চৈঃস্বরে॥
বারুই বেণেকে ধরে পথিক হেটেলা।
তেলী মালী ধরে কত কৈবর্ত্ত গোয়ালা॥
চারিদিকে আইল বেগার বিশাশয়।
লাউসেনের কাছে সব হাত জুড়ি কয়॥
সেন বলে বাপ সব হইলে বেগার।
ময়নার ঈশানে তুলো ডোমের বাজার॥
মাটি কেটে কাদা করে কেহ দেয়াল দেই।
বাম হাত বাড়ায়ে বই করে কাদা লেই॥
দশদিনে সারিল দেয়াল সাত পাটি।
আড়া কেটে ছুতারে তুলিয়ে দেয় কাঠী॥
কামিল্লা গড়ন গড়ে পেতে কারখানা।
লুট করে খড় আনে কারো নাঞি মানা॥
ছাইল বীরের ঘর পরম সুন্দর।
সুবর্ণের পতাকা দিল তাহার উপর॥
লোখের চালেতে দিল সুবর্ণের ধ্বজা।
এই ঘরে ডুমুনী করিবে ধর্ম্মপূজা॥
এতদিন নাম ছিল লক্ষ্মীয়ে ডুমুনী।
আজি হতে নাম হল ধর্ম্মের আমিনী॥
তের ঘর ডোম বসে রাজার পেয়ে নিশা।
পাঁচশত টাকা দেয় করতে হাঁড়ি বাসা॥
ভৈরবীর তীরে সত্য এড়াইতে চাই।
শূকরের বদলে দিল একশত গাই॥
ডোম সব ঘরে রৈল যতেক ডুমুনী।
সেন রাজা যায় যথা জনক জননী॥
বাজারে চলিল সেন বিধাতার খেলা।
ঘরে ঘরে ভাগ্যবান দেয় বনমালা॥
আম্র পল্লবে ঘট করিল সাজন।
নাচ গীত ঘরে ঘরে বিয়াল্লিশ বাজন॥
ময়নার প্রজা সব আনন্দে বাধাই।
শুভক্ষণে বাড়ীতে পশিল দুটি ভাই॥
দণ্ডবৎ করিলেন পিতার চরণে।
তবে গিয়া বসিলেন জননী যেখানে॥
বাহু পসারিয়া মাতা পুত্র লৈল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদন কমলে॥
ক্ষীর অন্নে দুটি ভাই করিল ভোজন।
কর্পূর তাম্বূলে মুখ করিল শোধন॥
রঞ্জাবতী জিজ্ঞাসিল বচন মধুর।
রামদাস বলে দয়া করহ ঠাকুর॥

দেখে বেটার মুখ মনে বড় সুখ
ছল ছল দুটি আঁখি।
এস যাদুমণি পোহাল রজনী
নয়ন ভরিয়া দেখি॥
পিতার ঠাকুর লাউসেন কর্পূর
মায়ের নয়ন-তারা।
তোমা না দেখিয়ে আছি মুখ চেয়ে
হয়েছি জীয়ন্তে মরা॥
গৌউড় ভুবন ভাই দুই জন
যাত্রা কৈল যেই দিনে।

থাকিয়া থাকিয়া উঠি চমকিয়া
প্রাণ কান্দে তোমা বিনে ॥
ভোজন সময় প্রাণ বাহিরায়
অন্ন পড়ে থাকে থালে।
শয়নে স্বপনে কান্দি রাত্রি দিনে
তুমি বাছা নাঞি কোলে ॥
দারুণ তপনে দুঃখ পাইলে গণে
কতদিনে তথা গেলে।
রাজার গোচর দুই সহোদর
কিবা পরিচয় দিলে।
মায়ের বচন শুনিয়া তখন
রাজা লাউসেন বলে।
জালন্ধা নগরে বধি কামদলে
কুম্ভীর বধিলাম জলে ॥
জামতি নগর পরম সুন্দর
যুবতী বড়ই ঠেটা।
বিধাতার খেলা কামরসে ভোলা
কাছাড়ে মারিল বেটা ॥
দিল বন্দীখানা পেলাম যাতনা
কর্পূর পলায়ে গেল।
দুই পায় বেড়ী ভূমিতলে পড়ি
বসন ভূষণ নিল॥
রাজ দরবার না করে বিচার
বন্দীশালে প্রাণ যায়।
তব আশীর্ব্বাদে অভয় প্রসাদে
রক্ষা কৈল ধর্ম্মরায় ॥
বিষম বিপদে কর্পূর নাঞি সাথে
পলায়ে রহিল দ্বারে।
পূজিয়ে ঠাকুরে আনিয়ে শিশুরে
জীয়ালাম দরবারে ॥
শুনে রঞ্জাবতী সেনের ভারতী
কর্পূর বসিয়া হাসে।
কর্পূরের বাণী শুন গো জননি
গাহিল রামের দাসে ॥

কর্পূর বলেন মাতা কর অবধান।
কহিব দাদার কথা তব বর্ত্তমান ॥
আমি বধ করে গেলাম বাঘ কামদলে।
কুম্ভীর বধিলাম আমি তারা দীঘীর জলে॥
গোলাহাটে জিনিলাম সুরিক্ষে বাণেশ্বর।
হাতী বধে জিয়াইলাম গৌউড় ভিতর ॥
বারুই বোয়ের সনে ভুলে রলে গণে।
কেমন বন্দী হয়েছিলে আঁধারিয়া কোণে॥
গৌড়ে মামার কাছে করিলাম আন্দ্যাস।
লিখন করিয়ে দাদায় করিলাম খালাস॥
আমা হ'তে ঘোড়া পাইল আমা হ'তে জোড়া ॥
মায়ের কাছে এসে দাদার কেবল হাত নাড়া।
সেন বলে সত্য কথা কৈলে ভাই তুমি।
জালন্ধার বাঘ বধে গাছে ছিলাম আমি ॥
এক বোলে দুই বোলে কেবল গণ্ডগোল।
জননী দোঁহার মুখে তুলে দিল জল ॥
প্রাণের দোসর তোমরা লাউসেন-কর্পূর!
আমার জীবন তোমরা বাপের ঠাকুর ॥
দুই ভাই বসিলেন দরবার ভিতর।
কলিঞ্জের রাজ্য লয়ে শুনহ উত্তর ॥
কলিঞ্জের ভাট আসি রাজার তরে কয়।
শিবের সেবক সেই দ্বিজ মহাশয় ॥
শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী করি উপবাস।
নিশি যোগে সেই দ্বিজ পূজে কৃত্তিবাস ॥
পূজা অবশেষে গেলা করিতে ভোজন।
ঘৃত মিশাইয়া নিল অন্ন আর ব্যঞ্জন ॥
কণামাত্র ঘৃত তার নখ মধ্যে ছিল।
খাইয়া শিবের প্রসাদ কুকুর হৈল ॥
বটুয়া তাহার নাম ঠাকুর রাখিল।
সেন রাজা তারে লয়ে পালন করিল।
সারী শুক পক্ষী লয়ে শুনহ বচন ॥
গোলোক নগরে ঘর দ্বিজ হরিহর।
সিন্ধু উপসিন্ধু তার দুইটি কোঙর ॥

এক দিন সেই দ্বিজ সঙ্গে করে নিল।
সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রপুরে ছিল॥
পড়িবারে দিলেন তার ছাত্রের মিশালে।
দৈব হেতু খড়ি তার পড়িল ভূতলে॥
খড়ি তুলে দিতে যদি গুরুকে বলিল।
নিদারুণ হয়ে গুরু অভিশাপ দিল॥
বরিষা বাদল কালে মুছে যায় কালি।
পক্ষীদলে জন্ম লইতে গুরু দিল গালি॥
অলঙ্ঘ্য গুরুর বাক্য না যায় খণ্ডন।
সেই দণ্ডে হ'ল তারা বিহঙ্গ জনম॥
অনেক কাল ছিল তারা ইন্দ্রের ভুবনে।
খাইতে খাজুর আইল ময়না দক্ষিণে॥
আখুটির বন্ধনে ঠেকিল দুই ভাই।
আছাড়ি মারিতে দিল ধর্ম্মের দোহাই॥
হাতে করে রাজার কাছে করিল গমন।
পক্ষী দুটি ধর্ম্ম কথা করে উচ্চারণ॥
শুনিয়া পক্ষীর মুখে ভারত কথন।
মূল্য করে দিল কড়ি পঞ্চাশ কাহণ॥
সারি সুক পেয়ে রাজা আনন্দ অপার।
সহর কোটালে তবে দেন সমাচার॥
একজনা করে প্রজা আনহ সত্বরে।
আজ্ঞা পেয়ে দিগের সব ফিরে ঘরে ঘরে॥
ধাইল যতেক প্রজা হুকুমে রাজার।
যথাযোগ্য সমাদর করেন সবাকার॥
তবে সেন রাজা বলে কর অবধান।
রাজার অর্থেতে হয় প্রজার কল্যাণ॥
যতকাল থাকিবে মোর ময়না বাজারে।
বিঘা প্রতি এক আনা কর দিবে মোরে॥
ইহা দিয়া ময়নায় কর ঠাকুরাল।
দেশে কর পুণ্য পথ দেউল জাঙ্গাল॥
ময়নার রাজা হল লাউসেন নাম।
অযোধ্যার রাজা যেন ঠাকুর শ্রীরাম॥
দেশে দেশে লোক সব করিল ঘোষণা।
বিঘা প্রতি ময়নার কর এক আনা॥
সমাচার পাইল সবে গৌড় নগরে।
ষোল বিঘা ষোল আনায় কালিনীর পাড়ে॥
বিঘা প্রতি এক টাকা খাজনার জঞ্জাল।
রাজার টাকা দিয়া হই ফকীরের হাল॥
শত শত প্রজা জড় হল একঠাঞি।
চল যাব ময়না এদেশে কাজ নাঞি॥
ভাঙ্গিল গৌড়ের রাজ্য বায়ান্ন বাজার।
ময়নায় করে বাস কাতারে কাতার॥
আঠার গণ্ডা বাজার হ'ল বিসাশয় ঘাটি।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ পাড়া সম্মুখে তেলি বাটি॥
দু'সারি দোকান ঘর পরিসর গণ।
সজল কাঞ্চন মণি সূর্য্যের বরণ॥
লাউসেন রাজা হ'ল গৌউড় নগরে।
গৌউড় রাজাকে লয়ে শুনহ উত্তরে॥
একদিন এল রাজা উত্তর গৌউড়ে।
মাঠে দেখে জঙ্গল জমি আছে পড়ে॥
নগরে বাসিন্দা নাঞি পড়ে আছে ঘর।
তত্ত্ব লয়ে দরবারে বসিল গৌড়েশ্বর॥
কিবা অবিচার হ'ল আমার গৌড়েতে।
কহ কহ মহাপাত্র আমার সাক্ষাতে॥
পাত্র বলে মহারাজা নাঞি বুঝ রীত।
বিধাতা বুঝিতে নারে প্রজার চরিত॥
প্রাণপণে প্রজার পালন করি আমি।
খাইআ আমার মাথা কেন বল তুমি॥
কুপিত হইল অতি রাজা গৌড়েশ্বর।
রামদাস গায় গীত সখা মায়াধর॥

রাজা গৌড়েশ্বর পাটের উপর
রুধির নয়নে ভাসে।
যত ভুঞাগণ মন উচাটন
বাক্য নাঞি কারো আসে॥
মাহুদে পাতর হয় যোড়কর
ক্রোধ না করিও তুমি।

লয় তব মনে গৌউড় ভুবনে
লুটিয়া খেয়েছি আমি ॥
বর্ষা কয় মাসে সন্ন্যাসীরা আসে
ধন বিলাই সরবস্ব।
বিলাইলে ধন তোমার কল্যাণ
সকলি তোমার যশ ॥
পিতা বেণুরায় বৈশ্বের সভায়
সর্ব্বত্র আছয়ে মান।
কুটুম্ব হইয়া চাকর রাখিয়া
মোর কৈলে অপমান ॥
পাত্রের ভারতী শুনে নরপতি
মুখ তুলে নাঞি চায়।
বলে অধিকারী ছাড়িয়া চাকরি
যথা ইচ্ছা তথা যাই ॥
লুটিয়ে সকল বাক্যেতে চপল
কথায় কে তারে আঁটে।
রাজ্যি লুটে খেলে প্রজা তেড়ে দিলে
তুমি রাজা হ'লে পাটে ॥
সিন্ধুর নন্দন সিন্ধুর গর্জ্জন
জলদে যেমন থাকে।
ষোল পাত্র করি কাঁপে থরহরি
বাক্য নাঞি কারু মুখে ॥
এতেক শুনিয়া বলে মাহুদিয়া
আজি আমি বাড়ী যাব।
দিন দশের তরে ক্ষমা দেহ মোরে
আসিয়া কাগজ দিব ॥
এতেক বলিয়া চলে মাহুদিয়া
চাপিয়া আপন দোলা।
না মেনে দোহাই মহারাণীর ভাই
মাহুদে রাজার শালা ॥
মনে বড় দুঃখ শুকাইল মুখ
গায়েতে হৈল জ্বর।
রাজসিংহাসনে দোলা আরোহণে
আইল ভাট গঙ্গাধর ॥
রাবণ রায়বার পড়িল কায়বার
পাত্রের চিন্তি মঙ্গল।
ধর্ম্মপদ আশে কহে রামদাসে
নায়কের চিন্তি কুশল ॥

পাত্র বলে মহাশয় কিসেতে মঙ্গল।
বলবুদ্ধি সকল গিয়াছে রসাতল ॥
কহিলাম দশ দিনে কাগজ গিয়া দিব।
কহ দেখি মহাশয় কেমনে বাঁচিব ॥
বলবুদ্ধি বিক্রম সকল হইলাম হারা।
শীর্ণ হৈল অঙ্গ দেখ জিয়স্তেতে মরা ॥
বিঘা প্রতি এক আনা রাজার ঠাঞি গেছে।
সবে জান পনর আনা মকসল আছে ॥
ভাট বলে ইহার উপায় বলি শুন।
রাজার যুদ্ধের সজ্জা বার করে আন ॥
রণভেরী মাদল মন্দিরা করতাল।
শিঙ্গা কাড়া দগড়ি আনআর করনাল ॥
বড় গোলা চাপান করিয়া দেও ডিঙ্গে।
যুদ্ধের সাজন আন আর রণশিঙ্গে ॥
এত শুনি গেল পাত্র রাজার ভাণ্ডারে।
বড় গোলা চাপায় সব ডিঙ্গার উপরে ॥
কেহ নাহি জানে শুনে দেশে হল যা।
দর দর শবদে দামামায় পড়ে ঘা ॥
নায়ে গিয়া চাপে তবে ভাট গঙ্গাধর।
গান কবি রামদাস সাক্ষী মায়াধর ॥

রণভেরী করতাল ফুকরে করনাল
ধাঙ্ ধাঙ্ দামামা বাজে।
গুরু গুরু দগড়ি দনাড়ি চৌঘড়ি
যেমন সাজিল দেবরাজে ॥
বাদ্য কোলাহল বাজিছে ঢাকঢোল
কাড়ায় পড়িলে কাটি।

বাদ্যের শবদে ত্রিভুবন চমকে
তোলপাড় করে মাটি ॥
রণ-বেণু ধ্বনি ডম্বর কাহলধ্বনি
রণশিঙ্গা ধড় ধড় বাজে।
বাজনার রব শুনি ধ্যিয়ান ছাড়িল মুনি
গগনে জলধর গাজে ॥
হুড় হুড় হুড় হুড় পড়িছে চিকুর
গগনে করিয়া আলা।
গৌউড় মণ্ডল হৈল অমঙ্গল
হুড় হুড় পড়িছে গোলা ॥
ডম্বর কাহল বাজে হাতনাল
সজল জলধর ধ্বনি।
বাদ্যের শবদে ত্রিভুবন চমকে
তপস্যা ছাড়িল মুনি ॥
কতক্ষণ ভিতর মাহুদে পাতর
রাজাকে ডাকিয়া বলে।
হোর শুন বাজনা গৌউড়ে দিবে হানা
সাজিল কর্পূরধলে ॥
যুবতী পুরুষে পালায় তরাসে
ভঙ্গ পড়ে গেল দেশে।
আমাদের পরিবার লইয়া হৈল পার
তোমাকে কহিলাম শেষে ॥
তুমি, কুটুম্বের প্রধান করিলে অপমান
তে কারণে কই আমি।
তোমার উপর পড়িল মন্বন্তর
সাবধান হও হে তুমি ॥
এতেক বলিয়া চলে মাহুদিয়া
রাজাকে দেখায়ে ভয়।
ভয়েতে ভূপতি না দেখে পদ্ধতি
মাহুদেকে ডাকি কয় ॥
ধরিয়া ধরণী নৃপতি আপনি
ভয়ে কয় শুন কথা।
এমন বিপাকে ছেড়ে যাবে মোকে
খাইয়া আমার মাথা ॥
এমন বিপাকে ছাড়িয়া আমাকে
কোথা যেতে চাও ভেয়ে।
বিপদের বেলা তুমি মোর শালা
রহিব কার মুখ চেয়ে ॥
এতেক শুনিয়া কহে মাহুদিয়া
সে দিন কোথা গেল ভাই।
যে থাকে সদর বাঁধহ কোমর
আমি সে লুটিয়া খাই ॥
আপনা খাইয়া শুন রে মাহুদিয়া
আমি সে কহিনু তোরে।
লোকের কথায় কহিনু তোমায়
পশ্চাতে ঘাটহ মোরে ॥
আপনা খাইয়া শুন হে মাহুদিয়া
তোমারে কহিলাম আমি।
ভগিনী লইয়া পাটেতে বসিয়া
রাজত্ব করহ তুমি ॥

পাত্র বলে যদি দিলে সকলের ভার।
আমি যে থাকিতে রাজা ভয় নাঞি আর ॥
বিরাট সহরে ছিল বিরাট নামে রাজা।
কীচক তাহার শালা ছিল মহা তেজা ॥
বিরাট রাজা ছিল কীচকের সাথে।
তোমার ভয় নাই রাজা আমি যে থাকিতে ॥
ভয় নাই ভয় নাই মহাপাত্র ডাকে।
নায়ে ছিল ভাট রায় মানা করে তাকে ॥
হায় হায় করিয়া সকল লোক কাঁপে।
ভয় দিয়া ভুবনে ভুলায়ে রাখে ভুপে ॥
এইরূপে রহিল ভূপতি গৌড়েশ্বর।
মনেতে যুকতি করে মাহুদে পাত্তর ॥
পাত্র বলে ভূপতি নিশ্চিন্ত হৈলে তুমি।
কাঙুরের জঞ্জাল ভয়ে মরে গেলাম আমি ॥
এইখানে ময়না-বসান পালা হৈল সায়।
রামদাস গাইল যা গাওয়ালে কালুরায় ॥

ইতি অনাদিমঙ্গল নামে ধর্ম্মপুরাণে ময়নাবসান নাম ষোড়শ কাণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তদশ কাণ্ড।

অথ সম্বন্ধপালা লিখ্যতে

প্রণমহ পরাৎপর প্রভু নিরঞ্জন।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গীত শুন সর্ব্বজন॥
বার দিয়া বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর।
হারাবতী নটিনী নিয়া শুনহ উত্তর॥
গৌউড়নিবাসী নটী নাম হীরারতি।
শুরিক্ষে শুরিক্ষে সঙ্গে আর হারাবতী॥
গৌড়েতে করে ঘর অনেক দিবস।
তাণ্ডবেতে সকল সংসার কৈল বশ॥
পান গুয়া জড়ি রাখে বদনকমলে।
রূপ দেখি যজ্ঞের আগুন হেন জ্বলে॥
অঙ্গের বরণ যেন চাঁপারুচি গায়।
স্থবর্ণ তুলিছে কত নটিনীর খোপায়॥
রাতি পোহাইলে করে সম্বলের চিন্তা।
হীরা বলে তাণ্ডব করিব আজি কোথা॥
গীতনাটে ভুলাব ভূপতি গৌড়েশ্বর।
হীরা বলে হারাবতী সাজ অতঃপর॥
আভরণের পেঁড়া দাসী যোগাইল কাছে।
কত মণি মুকুতামণ্ডিত তায় আছে॥
এত বল্যা পরিল হীরা সাটী পরিসর।
বিনতানন্দন মণি মদন মকর॥
খগমণি দক্ষিণেতে নানা চিত্র লেখা।
অর্জ্জুনের রথে হরি যেন দিল দেখা॥
এক ঠাঞি গোকুল মথুরা বৃন্দাবন।
রাধা কোলে করে নাচে শ্রীনন্দের নন্দন॥
লক্ষের কাঁচুলী নটী অরোপিল গায়।
রূপের সৌরভে কত অলিগণ ধায়॥

সাজ কর‍্যা নটী তবে করিল গমন।
রাজার দরবারে গিয়া দিল দরশন॥
বার দিয়া বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর।
সম্মুখে পণ্ডিত ঘটা বামে মন্ত্রিবর॥
কৃষ্ণ কথা শুনিতে রাজার গেছে মন।
হেনকালে নটী সব দিল দরশন॥
আগু হয়ে বায়েন সরবে দিল ঘা।
নটীদের স্বভাব ধরণে নয় গা॥
মধুর সে গান যেন কোকিলের ধ্বনি।
গীত নাচে ভুলিল গৌড়ের নরমণি॥
পাত্রকে ডাকিয়া কয় রাজা গৌড়েশ্বর।
কোথাকার নটী নাচে দরবার ভিতর॥
ভুলাল আমার মন মনোহর বেশে।
বাড়ী ঘর মহল তুলিয়া দেও দেশে॥
বেবুশ্যা ভুঞ্জিতে চায় রাজা গৌড়েশ্বর।
জোড়হাতে বলে তবে মাহুদে পাতর॥
বেবুশ্যা ভুঞ্জিবে কেন বিভা দিব রায়।
হরিপাল রাজার কন্যা আছে অবিভায়॥
হরিপাল রাজা বটে তোমার রায়ত।
হেথা হইতে সিমুলিয়া বার ক্রোশপথ॥
হরিপাল রাজার কন্যা কানড়া কুমারী।
আজ্ঞে হৈলে সেই কন্যা বিভা দিতে পারি
এত শুনে বুড়া রাজা হেসে হেসে বলে।
কে আমাকে মেয়ে দিবে এত বুড়াকালে॥
তিন ভাগ বয়স গেল এক ভাগ শেষ।
কোন হাটে আমি আর নেড়া দরবেশ॥

পাত্র বলে অবশ্য তোমার বিভা দিব।
তোমার বিভা দিয়া ভাই তবে জল খাব ॥
গোধূলী লগন পণ বসে কর রাজা।
তোমার বিয়ে দিয়া তবে মোর স্নান পূজা ॥
বিনোদ ঘোষাল আইল কিঙ্কর দ্বিজবর।
কহিতে লাগিল তবে মাহুদে পাতর ॥
জরাকালে মহারাজ বিয়ের সাধ করে।
ঘটক হইয়া যাও সিমূল্যা নগরে ॥
সাবধানে কথা কইয়ো হরিপাল সনে।
বলো আজি বিভা হবে গোধূলি লগনে ॥
রাজা পাত্র দুইজনে অনেক মত বলি।
এইবার বুঝিব ভাই তোমার ঘটকালি ॥
এত বল্যা গেল পাত্র রাজার ভাণ্ডারে।
অধিবাসের দ্রব্য সব রাখে থরে থরে ॥
বিচিত্র বসন লেয় আর হেমহার।
আগু পাছু চালাইল শতবোঝা ভার ॥
কিঙ্কর ঘোষাল চাপে ঘোড়ার উপর।
দোলায় চেপে গেল তবে ভাট গঙ্গাধর ॥
ডাহিনে গৌউড় রহে বামে চন্দ্রপুর।
বার ক্রোশ রয়ে যায় রাজার গৌউড় ॥
বিমলার জল তবে নায়ে হল পার।
উপনীত হল গিয়া রাজার দরবার ॥
বার দিয়া বসেছেন হরিপাল শিখর।
সম্মুখে পণ্ডিত ঘটা বামে মন্ত্রিবর ॥
বিশারদ বসেছেন বিপ্রের শিরোমণি।
রাজা বলে কহ দ্বিজ কৃষ্ণ কথা শুনি ॥
কৃষ্ণ কথা শুনিতে রাজার গেছে মন।
যে কালেতে হরি কৈল রুক্মিণী হরণ ॥
ভীষ্মক ভূপতি রায় বিদর্ভ নগর।
শুভদিনে রুক্মিণীর করায় স্বয়ম্বর ॥
এ রাজমণ্ডলী সবে ভীষ্মক দর্শনে।
শিশুপালে কন্যা দিব রাজা করে মনে ॥
রাজার নন্দিনী শুনি পরমা সুন্দরী।
মথুরা হইতে তবে আইলা শ্রীহরি ॥

হাসিয়া ধরিল হরি রুক্মিণীর হাতে।
চলিলেন রাধানাথ মথুরার পথে ॥
জরাসন্ধ আদি করি যত নরমণি।
কেবা বলে কেবা হরে রাজার নন্দিনী ॥
এই অধ্যায় শুন্তেছিল হরিপাল শিখর।
ভাট বামুন যায় তবে দরবার ভিতর ॥
বোঝা ভার বেগারি রাখিছে থরে থরে।
তা দেখিয়া হরিপাল মনে যুক্তি করে ॥
কোথা আগমন এই দ্রব্য সব কেনি।
ভাট বলে ভাগ্যবতী রাজার নন্দিনী ॥
অতঃপর তোমার ভাগ্যের সীমা নাঞি।
বহু ভাগ্যে গৌউড়েশ্বর হবেন জামাই ॥
পাঁচ লক্ষ মরিজাতা তোমার ইরসাল।
অতঃপর গেল তোমার খাজনার জঞ্জাল ॥
এত শুনি হরিপাল হৈল হেঁটমাথা।
আমি না বলিতে পারি এসব বারতা ॥
মানিনী আমার কন্যা কানড়া কুমারী!
নিরবধি পূজা করে শঙ্কর গৌউরী ॥
দণ্ড চারি মহাশয় বিলম্ব কর তুমি।
কানড়ার কাছ হৈতে জিজ্ঞাসিব আমি ॥
এত বল্যা হরিপাল করিল গমন।
কানড়ার কাছে গিয়া দিল দরশন ॥
একমনে কানড়া চণ্ডীর করে পূজা।
দুয়ারে দাঁড়াল গিয়া হরিপাল রাজা ॥
পিতাকে দেখিয়া তখন কানড়া কুমারী।
গলায় বসন দিয়া যোড়হাত করি ॥
বার বৎসর হর গৌউরী পূজা করি আমি।
বড় ভাগ্য পিতা গো আসিয়াছ আপনি ॥
হেদে গো ধুমসী দাসী বাবার তত্ত্ব নেও।
নারায়ণ তৈল এনে বাবার অঙ্গে দেও ॥
হরিপাল বলে মাগো স্নান পূজা হব।
এক কথা জিজ্ঞাসিয়া ত্বরায় আমি যাব ॥
অতঃপর আমার ভাগ্যের সীমা নাঞি।
বড় ভাগ্য গৌউড়েশ্বর হবেন জামাই ॥

পাঁচলক্ষ মরিজাতা আমাকে ইরসাল।
অতঃপর গেল আমার খাজনার জঞ্জাল॥
হাতে সূতা বেন্ধে মা গো রাজা হল বর।
আজ্ঞে হক তাহাকে আপনি স্বয়ম্বর॥
এত শুন্যা কানড়া হৈল হেঁটমাথা।
ধনলোভী হয়েছ গো শুন জন্মদাতা॥
যেখানে বেচিবে গো বিকাব সেইখানে।
পুত্রকন্যা বিকায় নাঞি মা বাপ বিহনে॥
যেখানে বেচিবে রাজা সেখানে বিকাই।
বিধাতার কলম বাবা রদ হবে নাই॥
কালি মোরে স্বপনে কয়েছে ভগবতী।
আমার শাশুড়ীর নাম রাণী রঞ্জাবতী॥
আজি মোরে স্বপনে কহিল দশভুজা।
তোমার কান্তের নাম লাউসেন রাজা॥
এত শুনি হরিপাল করিল গমন।
রাজ দরবারে গিয়ে দিল দরশন॥
হরিপাল রাজা রৈল রাজ দরবারে।
কানড়া ডাকিয়া বলে ধুমসীর তরে॥
হেদে গো ধুমসী দাসী শুনগো বচন।
আজি নাকি মোর বিভা গোধূলি লগন॥
অধিবাসের দ্রব্য আইল রাজ দরবারে।
ধুমসী ডাকিয়া গিয়া আন সভাকারে॥
এত শুন্যা ধুমসী তবে করিল গমন।
রাজ দরবারে গিয়া দিল দরশন॥
ডেকে বলে রাজার ঘটক আইলে কে।
ঠাকুরাণী ডাকে সব দ্রব্যজাত নে॥
ভাট আর ব্রাহ্মণ ভাবিছে মনে মনে।
রাজার হইবে বিভা বুঝিলাম মনে॥
ভাট বলে বেগারী সব ভার বোঝা লাও।
ঠাকুরাণী ডাকিছে সব দ্রব্যজাত দাও॥
তা শুনে বেগারী সব ভার বোঝা লৈল।
কানড়ার কাছে গিয়া সকলি রাখিল॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সব পীড়িত অন্তরে।
তা দেখিয়া কানড়া মনেতে যুক্তি করে॥

হ্যাদে দাসী বেগারের তরে তেল দাও।
যথাযোগ্য বসন ভূষণ আনি দাও॥
কানড়ার কথা শুনে ধুমসী চলিল।
সভাকারে সমুচিত আদরে তুষিল॥
কম্বলেতে বসে আছে ভাট আর ব্রাহ্মণ।
নারায়ণ তৈল সবে করিল লেপন॥
কেহ বলে বিমলাকে কেন যাবে ভাই।
পুকুরেতে স্নান কর্যা জল গিয়া খাই॥
পাড়েতে কাপড় রেখে জলে দিল ডুব।
হরি বলে কাপড় পরে আহ্নিক হ'ল খুব॥
একজনে দিল দাসী এক জোড়া পিড়ি।
চিঁড়ে ভাজা জলপান ঝিলি লাড়ু মুড়ি॥
দেখিলেন কানড়া জলপান হল সায়।
রাজসুতা নতমুখে সম্মুখে দাঁড়ায়॥
কানড়া বলেন বেগারী তোমরা মোর ভাই।
এক কথা জিজ্ঞাসিয়া লব তোদের ঠাঞি॥
এত শুন্যা বেগারী সব করে হায় হায়।
অনাদ্য মঙ্গল কবি রামদাস গায়॥

হাতে লও যতনে তুলসী গঙ্গাজল।
বরের বয়স কত সত্য করে বল॥
যদি মিথ্যা কহিবি তো পাবি প্রতিফল।
যাবৎ-চন্দ্র দিবাকর যাবি রসাতল॥
পাঠ পড়ে পুত্র যদি হয় সুপুরুষ।
গয়া চলে যায় সে ধরিতে তিল কুশ॥
সেই পুণ্য পায় যেবা কয় সত্য বাণী।
পুরাণে লিখেছে সুখ ব্যাসমুখে শুনি॥
যুধিষ্ঠির মিথ্যা কন কৃষ্ণের বচনে।
কাল দেখা দিল তারে গোলোক দক্ষিণে॥
মিথ্যা কয়ে যুধিষ্ঠির সেরে গেছেন কার্য্য।
যে কালেতে গুরুবধ হোল দ্রোণাচার্য্য॥
এত শুন্যা বেগারী সব ভাবে মনে মনে।
জোড়হাতে কহিছে কানড়া বিদ্যমানে॥

তিন সন্ধ্যা আমরা রাজার কাছে থাকি।
নিরবধি আমরা দেবি মহারাজে দেখি ॥
ছেঁচা গুয়া খায় সলিতেয় দুগ্ধ পিয়ে।
বড়জোর মহারাজা বছর দুই জিয়ে ॥
এত শুন্যা কানড়া হাসিছে খল খল।
বেগারিকে এনে দিল জোড়া পাটমল ॥
বিদায় হয়ে বেগারী সব চলে যায় ঘর।
স্নান করে আইল কিঙ্কর দ্বিজবর ॥
জলযোগ সংযোগ করিয়া দিল দাসী।
ভাটের কাছেতে কয় কানড়া রূপসী ॥
ব্রাহ্মণ গোসাঞি শুন ব্রাহ্মণ গোসাঞি।
তুমি তো সবার পর তোমাপর নাঞি ॥
হাতে নাও যতনে তুলসী গঙ্গাজল।
বরের বয়স কত সত্য করে বল ॥
মিথ্যা কহিলে দ্বিজ পাবে প্রতিফল।
বিশেষ পাপের তরে যাবে রসাতল ॥
এত শুন্যা ভাট তবে ভাবে মনে মনে।
কহিবারে লাগিল সবার বর্ত্তমানে ॥
হেঁটমাথা কেন হে কিঙ্কর দ্বিজবর।
বলনা বরের বয়স এগার বৎসর ॥
এগার বৎসর রাজা বড় ভাগ্যবান্।
দিনে পাঁচ লক্ষ লোকে শুনায় পুরাণ ॥
ঘটক হৈয়া যদি মিথ্যা নাহি কবে।
কানা খোঁড়া আতুরের কেমনে বিভা হবে ॥
এত শুন্যা কানড়া ভাবিয়া মনে মনে।
কহিবারে লাগিল ধুমসী বর্ত্তমানে ॥
শতজন বেগারীর কথা মিথ্যা নয়।
কিছু নয় বামনা চাতুরী করে কয় ॥
কিঙ্কর ঘোষালে বেন্দো ঘোড়ার লেজুড়ে।
ভাটের মুড়াও মাথা বিমলার গড়ে ॥
এত শুন্যা ধুমসী চরণে করে ভর।
ডাক দিয়া আনিল নাপিত হরিহর ॥
ভাটের মুড়ায় মাথা বিমলার কূল।
গাধা খচ্চরের মূতে ভিজাইল চুল ॥

বলিতে কহিতে বড় বেড়ে গেল রাগ।
দুটি গালে তুলে দিল নোরূনের দাগ ॥
আকাশের চন্দ্র হল ধুমসীর বশ।
একে কাটা ঘাও তায় জাম্বীরের রস ॥
ডান গালে কালি দিল বাম গালে চুণ।
ভাট বলে ভাত খাব করিয়ে বেরুণ ॥
হরিপাল মহারাজা ভাবে মনে মনে।
মণ্ডল হৈয়া বাদ ভূপতির সনে ॥
দেশ বার করে দিল যত পরদল।
পার করে দিল তবে বিমলার জল ॥
পলাইয়া যায় ভাট ফিরে ফিরে চায়।
দারুণ ধুমসী পাছে আবার গোড়ায় ॥
পাঁচ দিনে সিমূলিয়া গৌড় গতায়াত।
তিন দিনে পাইল গিয়া গোউড়ের সাক্ষাৎ ॥
পাত্র বলে মহারাজা দেখ দৃষ্টি দিয়া।
ওই পারা ভাট আসে সম্বন্ধ করিয়া ॥
সম্বন্ধ করিয়া ভাট আসে ধাওাধাই।
লাল পাগ পেয়েছে ঐ ছিটের কাবাই ॥
বলিতে কহিতে ভাট দরবারে আইল।
মাথায় দুটি হাত দিয়া কহিতে লাগিল ॥
অন্যের কার্য্যেতে গেলে ঘোড়া জোড়া পাই।
তোমার কার্য্যেতে গিয়া চড় লাথি খাই ॥
মিথ্যা করে কয়েছিলাম বয়েসের কথা।
কিল খেয়ে পিঠ গেল মুড়াইল মাথা ॥
রাজা বলে ওরে মাউদে কি কর্ম্ম করিলি।
বিমলার গড়ে আমার নাম ডুবাইলি ॥
এত শুনি মহাপাত্র ভাবে মনে মনে।
কহিবারে লাগিল রাজার বিগুমানে ॥
গ্রামের সম্বন্ধে ভাটেরে বল ভাই।
তার পাকে অপমান আমি দেখতে পাই ॥
এত বলি মাহুদিয়ে দেয় হাত নাড়া।
গ্রাম পক্ষে কি দুর্গতি করেছে কানড়া॥
ইহার পাকে মহারাজ চিন্তা কর তুমি।
তোমার বিভা দিয়া তবে জল খাব আমি ॥

গোধূলি লগন পণ করে বস রাজা।
তোমার বিভা দিয়া হবে আমার স্নান পূজা॥
দেশে দেশে মহাশয় লিখহ পরোনা।
সাজন করিয়া নব নব লক্ষ সেনা॥
পাত্রভেদী রাজা আর নারীর ভেদী নর।
পাত্রের কথায় তবে ভুলিল গৌড়েশ্বর॥
সভা মধ্যে মাহুদে করিল নিবেদন।
পাত্র বলে সাজ সাজ যত সেনাগণ॥
প্রথমে সাজিল মুখ্য হাস্থন হোঁসন।
সৈয়দ ঝাঁকড়া সেখ সাজিল রতন॥
দামামা দাবুমুস কাড়া বাজে রণতুরী।
হাতীর পিঠে দামামা বাজে দুড়দুড়ী॥
রণভেরী থমক ঠমক রণশিঙ্গা।
বার পোন মৃদঙ্গ বাজে ধাতিঙ্গা ধাতিঙ্গা॥
রণভেরী মাদল বাজিছে রয়ে রয়ে।
সরস্বতী হার রৈল চারি পানে চেয়ে॥
মেঘমালা কাদম্বিনী হাতীর চাপান।
আশদের পাতা যেন বরজের পাণ॥
গেজ গেজ গেজরি ফুকারে জগঝাঁপ।
কেহ বলে কেমনে মহিম হবে সাপ্॥
ধাউ ধাউ শবদে বাজিছে বড় দামা।
বহু সৈন্যে সেজে এল মান্ধাতার মামা॥
সংগ্রামে বাসুকী সাজে বর্ণবক শিরে।
রাজার জামাতা সাজে শির খুব চিরে॥
গুড় গুড় দগড়ি দগড় জয়ঢাক।
রণভেরী কল্লোল ফুকারে লাখে লাখ॥
সাজিল হাসান বীর পায়ে দিয়া মোজা।
বার শত গোলাম সঙ্গে তের শত খোজা॥
চাপিয়া হাসান বীর ঘোড়া লয়ে যায়।
দেবতা অসুর নর দেখিয়া ডরায়॥
ঘোড়ার উপরে পান পানি ছেঁড়া রুটী।
বাজিবর চলনে বেজেছে তুনকুটি॥
কুরকুণ্ডি মোগল সাজে রেয়টী মোগল।
লোহা লয়ে মার করে হীরের বদল॥
কাল ধোবো রাঙা টুপি সভাকার মাথে।
রামের ধনুক যথা শোভে গগনেতে॥
বচন বলিতে মিঞা সোঙরে খোদায়।
এক রুটী পায় তো হাজার মিঞা খায়॥
পশ্চিম দিকের রাজা আইল গজপতি।
তৈনাতি করিয়া আনে যত ঘোড়া হাতী॥
বৰ্দ্ধমানের কালিদাস সবাকার আগে।
বিপরীত সাজন দেখিলে ভয় লাগে॥
পাৰ্ব্বতীয়া ঘোড়া যার পাথরিয়া জাত।
লাফ দিয়া পড়ে খানা দশ বিশ হাত॥
আস্তরি সাজিল নামে দক্ষিণ হাজরা।
আশি হাজার ঢালী তার ঢালে বান্ধা হীরা
বেণু রায় কোমর বান্ধে রাজার শ্বশুর।
সাত হাজার ঘোড়া তার লালবান্ধা খুর॥
ভলকীর সাজিল ভবানী মহাশয়।
পাৰ্ব্বতীয়া টাঙ্গনে যাহার কাঁড় বয়॥
সাজিল ভবানী রায় সঙ্গে শত ঢালী।
মদ খেয়ে ইলাম পেয়েছে চূণ থালি॥
সাজিল গোবিন্দ মল্ল পেঁড়োয় যার ঘর।
ধাক্কায় মহিম করে মাহিনে যশর॥
সিপাই সৰ্দ্দার সাজে পৰ্ব্বতের চূড়া।
ভগীরথ কোমর বান্ধে মান্ধাতার খুড়া॥
কাঙুরের সিপাই আইল নরসিংহ রায়।
অনাদ্য মঙ্গল কবি রামদাস গায়॥

ফারাঙ্গা ফারাস সাজে মুখে নাই বোল।
কুশ মেট্যা বাগদি অনেক ভূমে কোল॥
তেঁতুলে বাগদি সাজে যমের দোসর।
হাড়িয়া চামর কত বাঁশের উপর॥
তিন হাজার ঢালী ধায় অনেক ধানুকী।
আগুদলে মারি করে রায় হয় লুকি॥
রাউত মাউত সাজে এসে কানে কান।
খুব খুব তাজির পিঠে খুব খুব পাঠান॥

কামানী কামান দাগে পড়ে বড় গোলা।
চন্দ্রবাণ পড়িছে ধরণী করি আলা॥
ধুমধাম শবদে কামানের ডাক শুনি।
ধাওাধাই ধর ধর কাঁপিছে মেদিনী॥
কাল ধোলো একাকার শূন্য অগণন।
সাগর কল্লোল যেন লাগিলে পবন॥
আপনি সাজিল পাত্র হাতীর উপর।
পিছে সেবা করিছে পামরি মনোহর॥
ঝিঙ্গি মাদল বাজিছে পরিপাটি।
রামজিনি রাজার সম্মুখে নাচে নটী॥
দ্বাদশ নফরে রাজার তুলে ধরে নড়া।
স্বর্গঙ্গায় যায় যেন ভাগ্যবানের মড়া॥
পাঁচ দিনে সিমুলায় গৌড়েতে গতায়াত।
তিন দিনে পাইল গিয়া বিমলা সাক্ষাত॥
থাক থাক শবদে দামামায় পড়ে বাড়ি।
রাউত মাউত নানা করে দড়বড়ি॥
হুড় হুড় শবদে পড়িছে বড় গোলা।
কানড়া কুমারী পূজে সর্ব্বমঙ্গলা॥
হরিপাল বিপাকে পড়িয়া ভাবে মনে।
মণ্ডল হইয়া বাদ ভূপতির সনে॥
এত বলি হরিপাল করিল গমন।
কানড়ার কাছে গিয়া দিল দরশন॥
বার হৈয়া আয় ঝিয়ে বার হৈয়া আয়।
অতঃপর কানড়া আমার জাত যায়॥
কুলপাংশুলা তুমি কুলেতে হইলে।
সগোষ্ঠী আমায় আজ তুমি মজাইলে॥
কানড়া বলেন বাবা বসে থাক তুমি।
নবলক্ষ সেনাপতি বিনাশিব আমি॥
কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার মা।
বিপদ্ কালেতে মোর ভরসা কেবল মা॥
হরিপাল মহারাজা ভাবে মনে মনে।
মণ্ডল হইয়া বাদ ভূপতির সনে॥
প্রণতি করিয়া দেবীর পঙ্কজ চরণে।
অনাদ্য মঙ্গল কবি রামদাসে ভণে॥
এত দূরে সম্বন্ধ পালা হৈল সায়।
হরি হরি বল ভাই হলাম বিদায়॥

ইতি অনাদিমঙ্গল নামক শ্রীধর্ম্মপুরাণে সম্বন্ধ পালা নামে সপ্তদশ কাণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টাদশ কাণ্ড।

গণ্ডাহানা পালা লিখ্যতে।

ভুজঙ্গ হইয়া নাকি জিনিবে সালুর।
কেশরী হইয়া জিনিবে মাতঙ্গ প্রচুর॥
কুক্কুর হইয়া নাকি জিনিবে শৃগাল।
ইন্দুর হইয়া নাকি জিনিবে বিড়াল॥
এত বলি হরিপাল করিল গমন।
আপনার ঘরে গিয়া দিল দরশন॥
দম্পতি সহিত রাজা ভরা দিল নায়ে।
কাল এসে ডাকে বেটি বার হয়ে আয়॥
হরিপাল পলাইল বাসলিয়া নগর।
ধুমসী কানড়া লয়ে শুনহ উত্তর॥
একমনে কানড়া চণ্ডীর করে পূজা।
কৈলাস ছাড়িয়া তবে এলেন দশভুজা॥
দেখা দিয়া ঈশ্বরী কানড়া লৈল কোলে।
মুছিল বদনচাঁদ নেতের অঞ্চলে॥
পদ্ম ফুল দেখি কেন পূজার পরিপাটী।
এত কেনে ডাকাডাকি হরিপালের বেটি

তা শুনিয়া কানড়া ভাবিছে মনে মনে।
জোড়হাতে কহিয়ে ভবানী বর্ত্তমানে ॥
কাল মোরে স্বপনে কয়েছ ভগবতি।
আমার শাশুড়ীর নাম রাণী রঞ্জাবতী ॥
আজি মোর স্বপনে বলেছ দশভুজা।
আমার কান্তের নাম লাউসেন রাজা ॥
তবে কেন বিপরীত দেখিগো ভগবতি।
আমারে লুটিয়া লয় গৌড়ের ভূপতি ॥
বাসলী বলেন বাছা তোমার ভয় নাই।
কোন ছার গৌড়েশ্বর কি তার বড়াই ॥
দন্তামুষ্টি হেনেছি করাল মৈষাসুর।
তাহার সঙ্গের সেনা হেনেছি প্রচুর ॥
শুম্ভ নিশুম্ভ মৈল আর ধূম্রলোচন।
তাহাকে অধিক বীর আছে কোন জন ॥
দণ্ডচারি গিয়াছিলাম পরশুরামের রণে।
সেই রূপ দেখিতে সতত পড়ে মনে ॥
লোহার গণ্ডা পণ করে বসে থাক তুমি।
তোমার বিভা দিয়া গো কৈলাসে যাব আমি ॥
বিশ্বকর্ম্মায় ডাকিয়া আপনি দিল পান।
এইখানে লোহার গণ্ডা করহ নির্ম্মাণ ॥
এত শুনি বিশাই পাতিল ধর্ম্মশাল।
তাহার যাঁতায় বসে নন্দী মহাকাল ॥
লক্ষ মণ লোহা চণ্ডী দিলেন যুগিয়ে।
বিশ্বকর্ম্মা গড়ন গড়ে আজ্ঞা মাত্র পেয়ে ॥
পর্ব্বত সমান গণ্ডা করিল নির্ম্মাণ।
শূন্য যুড়ে দিলেন শিরে খড়্গখান ॥
গণ্ডা লয়ে বন্দিল চণ্ডীর বিগুমানে।
বিদায় হ'য়ে বিশ্বকর্ম্মা গেল নিকেতনে ॥
ভগবতী গণ্ডার গায়ে পদ্মহাত দিয়া।
বলিতে লাগিল চণ্ডী সাক্ষাৎ হাসিয়া ॥
যখন হানিবে তোরে লোহার আতর।
ভাঙ্গিবে সকল অস্ত্র তোমার উপর ॥
তারপর ভগবতী বলিল বিশেষ।
লাউসেন কাটিলে হইও তুলার প্রবেশ ॥

এত বলি গণ্ডারে দিলেন জীব শ্বাস।
জ্বলিয়া উঠিল গণ্ডা সূর্য্যের প্রকাশ ॥
বাশুলী বলেন ধুমসি এই গণ্ডা লেও।
যেখানেতে বর আছে তার কাছে দেও ॥
কানড়া করেছে পণ গড়ের ভিতর।
গণ্ডা হেনে বিভা কর রাজা গৌড়েশ্বর ॥
পাটজাদ পরিল হাতেতে কাল অসি।
আশী মণ গণ্ডায় কাঁখে করিল ধুমসী ॥
বরমাল্য লইল চন্দন গুয়া পান।
গণ্ডা লয়ে দাসী মাগী করিল পয়ান ॥
আকাশের বর্ণ জিনি ধুমসীর দে।
বার ভুঞ্যা রণে বলে হাদে মাগী কে ॥
ডাক ছেড়ে বলে ধুমসী ডাগর ডাগর।
সহজে দাসীর জাতি কারে নাঞি ডর ॥
এই দেখ বরমাল্য বরের বরণ।
যে কাটিবে গণ্ডা তাকে করিব বরণ ॥
উত্তম মধ্যম কিংবা বর্ণভেদ কি।
গণ্ডা হেনে বিয়া কর হরিপালের ঝি ॥
ঘেসেড়া চেল্লাদার কিবা চণ্ডাল যবন।
যে কাটিবে গণ্ডা তাকে করিব বরণ ॥
রাজা বলে ওরে মাউদে কি কর্ম্ম করিলি।
বিমলার গড়ে আমার নাম ডুবাইলি ॥
পাত্র বলে মহাশয় বসে থাক তুমি।
তোমার বিভা দিয়া তবে জল খাব আমি ॥
ধনুক পণ করেছিল জনক দুহিতা।
ভাঙ্গিয়া ধনুক রাম বিয়া কৈল সীতা ॥
দ্রুপদ রাজার কন্যা দ্রুপদ নগরে।
রাধাচক্র অর্জ্জুন বিন্ধেছে এক শরে ॥
এক চোট গণ্ডার উপরে দেও তুমি।
তোমার বিয়া দিয়া তবে জল খাব আমি ॥
এত শুনি বুড়া রাজা বান্ধিল কোমর।
হাতে ধরে তুলে রাজায় দ্বাদশ নফর ॥
তা দেখিয়া ধুমসীর কৌতুক বাড়িল।
গণ্ডার উপরে খড়ির রেখা দিল ॥

এখান ছাড়িয়া চোট পড়ে অন্যস্থানে।
জয়দুর্গা পূজিব তোমার বলিদানে॥
এত শুনি মহারাজ হানে খরসান।
রাজার হেত্যার ভেঙ্গে হৈল খান খান॥
তা দেখিয়া ধূমসী মাগী হেসে লুটি গেল।
অধোমুখ হ'য়ে রাজা অমনি বসিল॥
ধূমসী বলেন ধিক্ গৌড়ের ন্যাবড়।
এই মুখে লুটে খাও গৌউড় সহর॥
গণ্ডা কাটিবারে যায় মাউদে পাত্তর।
খড়ি রেখা দেয় পুনঃ গণ্ডার উপর॥
এইখান ছেড়ে চোট পড়ে অন্য ঠাঞি।
তোমাকে কাটিব আমি যে করে গোসাঞি॥
এত শুনে মাহুদিএ হানে খরসান।
পাত্রের হেত্যার ভেঙ্গে হ'ল খান খান॥
ভেঙ্গে গেল হেত্যার যেন বিজরীর ছটা।
একখান বাজাতে পাত্রের নাক গেল কাটা॥
অঙ্গেতে রুধির ধারা বহি পড়ে যায়।
পাত্র বলে বরমাল্য পেয়েছি গলায়॥
ধূমসী বলেন ধিক্ গোউড়ের ন্যাবড়।
এই মুখে লুটে খাও গোউড় সহর॥
মহাপাত্র অতিশয় পেয়ে অপমান।
রাজাকে কহেন তবে কর অবধান॥
চিন্তা নাঞি মহারাজ বসে থাক তুমি।
লাউসেনে আনিয়া গণ্ডা কাটাইব আমি॥
রাজা বলে তবে লোক দেহ পাঠাইয়া।
মসিপত্র হাতে নিল পাত্র মাউদিয়া॥
স্বস্তি আদি লিখে যত পত্রের বিধান।
আমার ভাগিনা তুমি কর অবধান॥
জরাকালে মেসো তোমার বিয়ের সাধ করে।
নবলক্ষ সেনা পড়ে বিমলার গড়ে॥
বার দিন মাসের তারিখ দিল তায়।
মনে করে ময়না মুলুকে কেবা যায়॥
হেন কালে সম্মুখে দেখিল শিঙ্গাদার।
পাত্র বলে তুমি যাও রে ময়না বাজার॥
পাঁচ দিনে সিমূলে গোউড়ে গতায়াত।
তিন দিনে পাইল গিয়া ভৈরবী সাক্ষাৎ॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্যমঙ্গল॥

ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে পার হ'য়ে।
উচানল দীঘীর পশ্চিম পাড় দিয়ে॥
রাঙ্গামেট্যা সুরধুনী সম্মুখে নিওড়।
ডানদিকে মান্দারণ গিরিসমালীর গড়॥
চউবেড়া প্রতাপপুর করিল প্রবেশ।
মানকুর ছাড়াইল কাশজোড়া দেশ॥
কালিনী গঙ্গার জল নায়ে হ'য়ে পার।
উপনীত হৈল গিয়া ময়না বাজার॥
কর্ণসেন বসে আছে সেনের বরাবর।
হেনকালে শিঙ্গাদার করিছে উত্তর॥
বচন বলিতে বড় বিলম্ব বাড়িল।
পাগে ছিল পরআনা সেনের হাতে দিল॥
মুদো ভেঙ্গে পরআনা পড়িছে ধীরে ধীরে।
রাজার হইব বিভা বুঝিলা অন্তরে॥
পত্র পাঠ করে রাজা হরষিত বদন।
মায়ের কাছেতে গিয়া দিল দরশন॥
জরাকালে মেসো গো বিয়ের সাধ করে।
ষোল পাত্র বার ভূঞ্যা বিমলার গড়ে॥
এত শুনি রঞ্জাবতী দিলেন বিদায়।
গড় করে লাউসেন সিমূলাকে যায়॥
মায়ের কাছেতে বিদায় হইল তপোধন।
কালুকে বলিল ভাই করহ সাজন॥
এত শুনি বীর কালু করিল গমন।
আপনার ঘরে গিয়া দিল দরশন॥
ধর ধর বলিয়া শিঙ্গাতে দিল ফুঁক।
ধাইল ডোমের পাড়া নাঞি বান্ধে বুক॥
বাঘ রায় আইল সর্দ্দার কেলে সোনা।
হীরে ডোম বিনে আইল কালুর ভাগিনা॥

ইত্যাদি যতেক ডোম সাজিয়া আইল।
ঢাল খাঁড়া হাতে কারো নিশান রঙ্গিল॥
এক এক জন যেন যম অবতার।
নয়ন লোহিতবর্ণ বিজলীর তার॥
আর এক বীর সাজে তার নাম তুলো।
রণে প্রবেশিলে যে গগনে উড়ে ধুলো॥
সাজ করে তের ডোম করিল গমন।
সেনের কাছেতে গিয়া দিল দরশন॥
সেনের কাছেতে গিয়া করিল জোহার।
সেন রাজা সাজিল শ্রীরাম অবতার॥
লাউসেন কর্পূর দোঁহে করিল গমন।
পার হোল কালিনী পদ্মা দরশন॥
ধাওাধাই চলিলেন ময়নার তপোধন।
রাজার কাছেতে গিয়া দিল দরশন॥
মহারাজা বলিয়া করিল নমস্কার।
মামা বলে মাউদেকে বন্দে দশবার॥
বার ভূঞ্যা একে একে করিল সম্ভাষণ।
লোক পাঠাইয়াছিলে কিসের কারণ॥
এত শুনি মাউদিয়ে লাউসেনে দিল পান।
এই গণ্ডা কাট বাপু বড় বলবান্॥
জরাকালে মেসো তোমার বিয়ের সাধ করে।
গণ্ডা হেন্যা বিয়া দেও কানড়ার তরে॥
এত শুনি গা তুলিল লাউসেন রায়।
যে আজ্ঞা বলিয়া হাত দিলেন মাথায়॥
গণ্ডা কাটিবারে যায় ময়নার সওদাগর।
খড়ি রেখা দেয় দাসী গণ্ডার উপর॥
এখানে পড়িয়ে চোট পড়ে অন্য স্থানে।
জয়দুর্গা পুজিব তোমাকে বলিদানে॥
কানড়া করেছে পণ গড়ের ভিতর।
যে কাটিবে গণ্ডা তারে আমি স্বয়ম্বর॥
খড়্গ হাতে সেনরাজা করিল গমন।
গণ্ডার নিকটে গিয়া দিল দরশন॥
খড়্গ তুলে সেনরাজা মারিল এক চোট।
পড়িল গণ্ডার মাথা ভূঞে যায় লোট॥
পড়িয়া গণ্ডার মাথা ধূলায় লোটায়।
বরমাল্য দেয় দাসী সেনের গলায়॥
মাণিক অঙ্গুরী দিয়া পায়ে ঢালে দধি।
সেনকে বরণ দাসী কৈল যথাবিধি॥
বরমাল্য দিল যদি সেনের গলায়।
অগ্নি জ্বেলে দেয় যেন মাউদের গায়॥
এক ভাগ কেটে গণ্ডা রেখেছিলে তুমি।
দুই ভাগ কেটে গণ্ডা রেখেছিলাম আমি॥
এক ভাগ কাটিতে লোহার গণ্ডা ছিল।
তাকে কেটে ভাগিনা বরমাল্য পাইল॥
খলবুদ্ধি মাহুদিয়ে নাঞি ভুলে কাজে।
মাসি বিভা ভাগিনা করিবে কোন লাজে॥
সেনের গলা হ'তে তবে বরমাল্য লইল।
বর বল্যা বুড়ো রাজার গলে লয়ে দিল॥
যার মালা তার গলে এখন শোভা হইল।
কুঞ্জরের দলামালা মার্জ্জারের গলে ছিল॥
তবে জানি লাউসেনের ধর্ম্মের আছে বর।
আরবার কাটুক গণ্ডা সভার ভিতর॥
সেন বলে গণ্ডাতে সুসার কর তুমি।
তবে ত লোহার গণ্ডা কেটে দিব আমি॥
এত শুনে মাহুদিয়ে কোপে কম্পবান্।
লাউসেনের তরে পাত্তর যুড়িল বাখান॥
চাকর কুকুর তুল্য একভেদ নাই।
সভা মধ্যে দেখ রাজা চাকরের বড়াই॥
ঘর দুয়ার উহার লিখহ বাজেমাল।
ওগুর পাথর লিখ গুণাগারের তল॥
হেটমাথা রৈল ময়নার তপোধন।
রোষযুত হয়ে উঠে ডোমের নন্দন॥
ধনুকে জুড়িয়া শর ডেকে বলে মার।
এক শরে লোহার গণ্ডা হয়ে গেল ফার॥
তা দেখিয়া ধুমসী মাগি হেসে লুট গেল।
অধোমুখ হ'য়ে পাত্র অমনি বসিল॥
ধুমসী বলেন ধিক গৌউড়ের ন্যাবড়।
এই মুখে লুটে খাও গৌউড় সহর॥

ধুমসী বলেন আমি আর কেনে রই।
কানড়ার কাছে গিয়া সমাচার কই॥
তা দেখিয়া ধুমসী মাগী করিল গমন।
কানড়ার কাছে গিয়া দিল দরশন॥
ধুমসী বলেন সার্থক পূজিলে দশভুজা।
তুমি যেমন সুন্দরী সুন্দর তেমন রাজা॥
ত্রিভুবনে নাই দেখি তেমন পুরুষ।
রামায়ণে যেমন শুনেছি লব কুশ॥
ললাটফলকে তার গুঞ্জরে ভ্রমর।
রাজদণ্ডটীকা তার কপাল উপর॥
তনুরুচি মনোহর সাক্ষাৎ মদন।
কত শশিশোভা জিনি সুন্দর বদন॥
ধুমসী কানড়া রৈল গড়ের ভিতর।
মাহুদে পাত্তর লয়ে শুনহ উত্তর॥
পাত্র বলে সেন রাজা শুন মন দিয়া।
হরিপাল রাজায় বাপু তুমি আন গিয়া॥
হরিপাল রাজা গেছে বাসড়িয়া নগর।
ত্বরায় আনিবে তারে ময়না সদাগর॥
এত শুনি সেন রাজা চাপিল ঘোড়ায়।
সাকাশুকো তের ডোম আগু পিছু ধায়॥
মনে ভাবে মহাপাত্র গৌরব রাখিব।
বলে ছলে রাজার অবশ্য বিভা দিব॥
এত বলি সাজিতে কহিল সেনাগণে।
নানাবিধ বাদ্য বাজে কে করে গণনে॥
ডাকহাঁক শবদে লাগিল ধাওাধাই।
কানড়া সুন্দরী পূজে দেবী মহামায়ী॥
একমনে কানড়া চণ্ডীর করে পূজা।
কৈলাস ছাড়িয়া এলেন দশভুজা॥
মহাবিদ্যা জপ করে দক্ষিণ জড়ুর।
যার যশে পরিপূর্ণ আছয়ে গোউড়॥
গোপাল গোবিন্দ তুমি গয়া গঙ্গা ঋষি।
প্রয়াগে মাধব তুমি তীর্থ বারাণসী॥
হরি ভক্তি গতিমুক্তি তুমি ভাগবত।
তোমার ভজনা বিনা নাঞি স্বর্গ পথ॥

কৃপা কর দনুজদলনী দশভুজা।
সঙ্কটে পড়িয়া মা শঙ্করী করি পূজা॥
ভবানী বলেন বাছা তোমার ভয় নাই।
কোন ছার গৌউড়েশ্বর কি ধরে বড়াই॥
ভয় নাঞি সাজিয়া চলহ রাজবালা।
কটাক্ষে রাজার কটক উড়াইব তূলা॥
উপলক্ষ বিনে আমি রণে যেতে নারি।
এত শুনি উল্লাসিতা কানড়া কুমারী॥
বায়েক হুকুম দিল সাজাইতে বাজি।
ভাল দেখি আনিবে ঘোড়া টাঙ্গনিয়া তাজি॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাদ্য মঙ্গল॥

বিমলায় বাজিবরে করাল জলপান।
সর্ব্ব তনু সজাগ বিমল দুই কান॥
জল খেয়ে ঘোড়া ঝিনিয়ে ফেলে পা।
রূপা মণি পাটীতে মাজিল সর্ব্ব গা॥
জিনকরে প্যাঁচ্‌কসে রসের থোপনা।
কত অপরূপ তায় অরুণ বসনা॥
সাবধানে বামদিকে বান্ধিল কষেস।
তার উপর উরুমাল ঘাগড় গণ্ডাদশ॥
রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু বাজিছে মেখলা।
ঈষৎ লম্বিত ডোর কাঞ্চনের মালা॥
গলে দিল গজকা চামর গঙ্গাজল।
চলিতে চরণে বাজে চারি পায়ে মল॥
চেরাক্ ফাঁদানি চালি চাকের পারা ঘুরে।
খঞ্জন গুঞ্জরি যেন পদ্ম ফুলে ফিরে॥
মুখে দিল লাগাম বিমুখে বাগডোর।
পতঙ্গ আছিল ঘুড়ী হৈল যেন চোর॥
নাচিতে নাচিতে ঘুড়ী করিল গমন।
কানড়ার কাছে গিয়া দিল দরশন॥
তা দেখিয়া উল্লসিত কুমারী কানড়া।
দাসীকে বলিল আন আভরণের পেড়া॥

মাথায় বান্ধিল পাগ করিয়া বলনি।
দপ্ দপ্ জ্বলে কত অজাগর মণি॥
ক্ষীণ তনু অন্ধকার দেখিতে না পাই।
গায়ে তুলে পরে রামা লক্ষের কাবাই॥
সোনা রূপা যাহাতে ঝলকে মন্দ মন্দ।
রত্নের মণিপটুকা করিল কোমর-বন্দ॥
না বলিতে ধুমসী সমরে আগুসার।
ঘন ঘন রাউতে ডাকিছে মার মার॥
ধর্ম্মের মায়া যে কহনে না যায়।
অনাদ্য মঙ্গল কবি রামদাস গায়॥

হান হান ডাকে শব্দ ঝন ঝন অসি।
দড় দড় দু দলে দাঁড়াল মিলামিশি॥
ধাইতে ধরণী টলে ধুমসীর ভরে।
পদ্মপাতে জল যেন টলমল করে॥
ধর ধর ডাক শব্দ শুনিতে বিষম।
অকালে রুষিল যেন কালান্তক যম॥
পিঠে শর বেঁধে যুঝে কুমারী কানড়া।
ভুজঙ্গ বরষা হাতে আর ঢাল খাঁড়া॥
এক চোটে কেটে যায় কুঞ্জর মানব।
ফুটিল কুমুদ কলি কনক কৌরব॥
লটপট রুধিরে কর্দ্দম কেউ তুলে।
মনুষ্যের মুণ্ডগুলা লাফ দিয়া বুলে॥
কড়াকড়ি সংগ্রামে হৈল বলাবলি।
রামদাস বলে রণে উরিলেন বাসলী॥
হাতীর উপর ভগবতী চলিলা তখন।
রাজা গৌড়েশ্বর তবে করে দরশন॥
ধুমসী কানড়া যায় রণ করিবারে।
মহাপাত্র ডেকে বলে যতেক লস্করে॥
পাত্র বলে রাজসৈন্য দেখ দৃষ্টি দিয়ে।
কহিতে লাগিল পাত্র ঈষৎ হাসিয়ে॥
ভয় নাঞি হুসার হইও দলবল।
আলি বেটে বেড় গিয়া পাঠান মোগল॥

এত বলি লস্কর করিল চার ভাগ।
রাউত সকল ধায় ঘোড়া করি বাগ॥
বন্দুকী ধানুকী ঢালী বিজুলির লতা।
নিঃসরিল ঢালী পাগ ঢালে দিয়া মাথা॥
থরে থরে বসে গেল বন্দুকী ধানুকী।
বেণাগাছের ঝোড়ে যেন বসিল জাম্বুকী॥
একা ধরে ধামসী বাইশ হাতীর বল।
কাটাকাটি চাটাচাটি কেহ যায় তল॥
কারে কাটে কারে বিন্ধে কার পানে চায়।
ঢালী পাগী কাটিয়া বন্দুকী তেড়ে যায়॥
তারা যেন তুরগ সিপাই যেন শশী।
হাতী ঘোড়া লস্করে পড়িল মেশামিশি॥
হান হান করিয়া হাতীর শুণ্ড হানে।
গড়াগড়ি যায় চাঁদ চপল বিমানে॥
দেব দানব রণে উরিল তখন।
কানড়া স্মরণ করে মায়ের চরণ॥
ডাক ছাড়ে ডাকিনী দন্ত কড়মড়ি।
কিচা কিচি ঘোর শব্দ কলরব বড়ি॥
ডান হাতে খড়্গ কার বাঁ হাতে খর্পর।
বিপরীত ডাক ছাড়ে ডাগর ডাগর॥
তাল গাছ সমান দানা লাফ দিয়া পড়ে।
দশ বিশ হাতী গিলে গাল নাহি নড়ে॥
কুরঙ্গ তুরঙ্গ কেহ করে ফেলাফেলি।
লাফ দিয়া কারে খায় কারে দেয় ডালি॥
দশনশিখরে বাজী কেউ করে গুঁড়া।
ফুঁক দিয়া ভাঙ্গে কেহ পর্ব্বতের চূড়া॥
ঢালী পাগী বন্দুকীগুলা সেরে যায় গালে।
ছেলে যেন মুড়ি খায় অতি উষাকালে॥
দিকে দিকে দ্বিগুণ দক্ষিণে দানার ঘটা।
লাফ দিয়া পড়ে তার বাইশ হাত জটা॥
দেবতা মনুষ্যে রণ অতি ভয়ঙ্কর।
ভয়ে ভঙ্গ দিল যত রাজার লস্কর॥
গুড়ি গুড়ি কাননে পলায় রাম রায়।
তাড়া করে ডাকিন্যা গিলিয়া ফেলে তায়॥

কুশবনে বসে গেল ব্রাহ্মণ ধানুকী।
আর যত ঢালী পাগী সাক্ষাৎ জাম্বুকী॥
চাষা সজ্জন গোয়ালা রণে ভঙ্গ দিল।
ধেয়ে গিয়ে কলার বনে লুকায়ে রহিল॥
খোদা খোদা ডাকে যত মিঞা পাইকগণ।
তাজি ছেড়ে গৌড়ে গেল হাসন হোসন॥
তাঁতি পাইক হৈল বড় পরাণে কাতর।
তরাসে লুকায় গিয়া উলুর ভিতর॥
ভাদ্রপদ মাসেতে ফুলেছে উলু কেশে।
বাণ বল্যা তাঁতি ভেয়ে হারাইল দিশে॥
উলুবনে সাঁতারিতে বুকে গেল ছড়।
চোর মুড়ো দেখে তাকে শিব বলে গড়॥
প্রাণ রক্ষা করহে ভোলা মহেশ্বর।
ন'কুড়ি ছাগল দিব যদি যাই ঘর॥
শিবকে ছাগল মেনে তাঁতি পলাইতে।
তাড়াতাড়ি ডাকিনী তুলিয়া দিল বেতে॥
এইরূপে মরে গেল যতেক বাহিনী।
রাজা পাত্র পলাইতে না পায় সরণি॥
রাজা পাত্রে লয়ে গিয়ে বান্ধে ঢেঁকিশালে।
ধুমসী কানড়া যায় আপন মহলে॥
অনাদ্য পদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্য মঙ্গল॥

রাজা বলে ওরে মাউদে প্রাণ বাঁচে নাঞি।
কুঁড়ো জড় কর শালা তবে জল খাই॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ভাই বেরাল জীবন।
কানড়া দাসীকে ডেকে বলেন তখন।
কানড়া বলেন দাসী কি কর্ম্ম করিনু।
আপনার নিজ কান্ত স্বহস্তে কাটিনু॥
যার লাগি এতকাল সেবিনু ভগবতী।
অভাগিনী তাহারে কাটিনু নিজ হাতে॥
এত বলি দুইজনে করিল গমন।
রণভূঞে গিয়া তবে দিল দরশন॥

শত শত মড়া পড়ে আছে একঠাঁই।
ধুমসী বলেন ওগো এর মধ্যে নাঞি॥
রূপের তুলনা তার নাহিক ভুবনে।
সাক্ষাৎ মদন যেন আসিয়াছে ভূমে॥
রাজদণ্ড টীকা আছে ললাট উপর।
ধূর্জ্জটি ললাটে যেন নব নিশাকর॥
ধুমসী কানড়া দোঁহে খুঁজিয়া বিকল।
একাকার পড়ে আছে নব লক্ষ দল॥
লাউসেন হরিপাল বাসড়িয়া নগর।
বীর কালু লয়ে কিছু শুনহ উত্তর॥
তোমার মেয়ের বিভা হয়েছে কাল রাতি।
ঐ দেখ আকাশেতে উড়িছে বরাতি॥
এত শুনে সেনরাজা চাপিল ঘোড়ায়।
হরিপাল রাজাকে নিয়া সিমুলাকে যায়॥
হরিপাল রাজা গেল গড়ের ভিতর।
লাউসেন কানড়া লয়ে শুনহ উত্তর॥
ধুমসী কানড়ায় তখন দেখাইয়া দেই।
বলেছিলাম সাক্ষাৎ চিনিয়া লও এই॥
কানড়া বলেন নাথ কোথা ছিলে তুমি।
এতক্ষণ তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াই আমি॥
সত্য বটে আমি হে স্বয়ম্বরা হব।
বাশুলীর আজ্ঞা আছে এক যুদ্ধ দিব॥
এত শুনি বলিছে ময়নার তপোধন।
নারীর সহিত যুদ্ধ না করি কখন॥
এক বোলে দু বোলে দুজনে বোলচাল।
দুইজনে মহাযুদ্ধে আগুন উছাল।
কাট কাট শবদে ডেকেছে যুবরায়।
ঢালে ঢালে কত না আগুন বয়ে যায়॥
ঘোড়ায় ঘুড়ীয়ে কথা কয় মুঞে মুঞে।
ঘোড়া বলে ঘুড়ী লো রাউতী ফেল ভূঞে॥
লাউসেন কানড়ায় যুদ্ধ হয় দিনান্তর।
তোমা আমা বন্ধিব গিয়া ময়না নগর॥
ভূঞে পড়ে' দুজনেতে বাহুযুদ্ধ করে।
পদাঘাতে বসুমতী টলমল করে॥

এ গজ কচ্ছপ যেন গজেন্দ্র মোক্ষণ।
সেইরূপ বিক্রম করিল দুইজন॥
ভীমসেন কীচকে যেমন মন্বন্তর।
সুধন্বা অর্জ্জুন যুদ্ধ অকাল সমর॥
রাম দশাননে যেন বাজিল হানাহানি।
সেই মহা প্রলয় যেন সকল মুখে শুনি॥
চাহিতে চাহিতে চক্ষু জ্বলিয়ে চিকুর।
কৃষ্ণের যুদ্ধেতে যেন মুষ্টিক চানূর॥
লাউসেন কানড়ায় যুদ্ধ দেবগণ দেখে।
রথে বসে কামিল্যা কেবল চিত্র লেখে॥
সিমুলে হইয়া গেল দেবতার হাট।
দেবতা করেন মনে কিন্নরের নাট॥
রণমধ্যে আপনি উরিলা মহেশ্বরী।
লাউসেন কানড়ার যুদ্ধ থামাল হাতে ধরি॥
কানড়ার কর ধরি আপনি লইল।
ধর বলি সেনের করেতে সঁপে দিল॥
আমি কন্যা দিলাম তোরে সাধের জামাই।
অতঃপর উভয়ে বিসম্বাদে কাজ নাই॥
লাউসেনের গলে দেবী তুলে দিল মালা।
আজি হতে কার্ত্তিক গণেশ তোর শালা॥
লাউসেন বলেন মা শুন মন দিয়ে।
নবলক্ষ সেনা তুমি দেহ জিয়াইয়ে॥
এতেক শুনিয়া দেবী সেনের বচন।
অমৃত কুণ্ডের মেঘ ডাকিল তখন॥
অমৃত কুণ্ডের মেঘ মন্দ বরিষণ।
অভিষেক করে যেন দেঘরে ব্রাহ্মণ॥
প্রাণ পেয়ে গা তুলে যতেক ঠাটবাট।
যতগুলা মরে ছিল ডাকে কাট কাট॥
শকুনী গৃধিনী খেলে আর খেলে দানা।
গুন্তির প্রমাণ জিয়ে নবলক্ষ সেনা॥
রাজা বলে আমার ভাগ্যের সীমা নাঞি।
আমার জামাতা যেন ঠাকুর কানাই॥
লাউসেনে লয়ে যায় গড়ের ভিতরে।
সাকা শুকো তের ডোম দোলুজ দুয়ারে॥

ঢেঁকিশালে আছে রাজা গৌড়-ঈশ্বর।
তাহার কাছে গেলেন ময়নার সওদাগর॥
হরিপাল রাজা গিয়া পড়িল লুটায়ে।
রাজা বলেন কি দোষ তোমার দিব ভেয়ে॥
সকলি কর্ম্মের ফের ছাড় পরিতাপ।
হরিপাল বলে ভূপ আমায় কর মাপ॥
যথোচিত সাদরে তোষিল গৌড়েশ্বরে।
অশেষ বিশেষে পাত্রের সমাদর করে॥
পাত্র বলে ভাগিনা যমের বাড়ী জাঅ।
খলবুদ্ধি মনে মনে ভাবিছে উপাঅ॥
ধর্ম্মবুদ্ধি নাঞি দেখি লাউসেনের কাজে।
মাসী বিভা করিবে বোনপো কোন লাজে॥
অপমান পেয়ে পাত্র গেল পলাইয়ে।
গৌড়েশ্বর গেল গৌড়ে বড় লাজ পেয়ে॥
বৃদ্ধ রাজার বিভার সাধ মিটে গেল ভাল।
সিমুলায় উঠে হেথা বিবাহের রোল॥
পুরোহিত করে স্থির গোধূলি লগন।
তৈল হরিদ্রা ঘটা যত আয়োজন॥
বান্ধিল মঙ্গল সূতা লাউসেনের করে।
গায় কবি রামদাস অনাদ্যের বরে॥

বান্ধিল মঙ্গল সূতা লাউসেন বর।
সুবর্ণ মটুকা দিল মাথার উপর॥
পরিল পাটের জোড়া জন-মনোলোভা।
মাণিক অঙ্গুরী দিল করাঙ্গুলিশোভা॥
বিধিমত বরকন্যা করিল সাজন।
লাউসেন কানড়া যেন রতি আর মদন॥
প্রাণনাথে কানড়া করিল নমস্কার।
সেন রাজা গলায় তুলিয়া দিল হার॥
বরকন্যা দুইজনার হস্তের বন্ধন।
গেঁঠেলা বান্ধিল হরগৌরীর লক্ষণ॥
হরিপাল কন্যাদান কৈল লাউসেনে।
হীরা মণি মুক্তা যৌতুক দেয় এনে॥

বরকন্যা লয়ে গেল সপ্তম মহলে।
জ্ঞাতি কুটুম্ব তুষে রাজা অন্ন জলে॥
আনন্দে জাপিল নিশি বাসর শয়নে।
প্রভাতে উঠিয়া সেন পাখালে বদনে॥
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা বসেছে দেয়ানে।
বিদায় লইতে লাউসেন গেল সেইখানে॥
প্রণাম করিয়া সেন বলিছে বচন।
আজ্ঞা হোক যাই এবে ময়না ভুবন॥
এত শুনে মহারাজা দিলেন বিদায়।
কানড়া সুন্দরী তবে চাপিল দোলায়॥
শতেক লস্কর সঙ্গে শত বোঝাভার।
দাসদাসী সঙ্গে ফরিক ফুকারে আগুসার॥
ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে পার হয়ে।
উচালন দীঘীর পশ্চিম পাড় দিয়ে॥
চৌপাড়া প্রতাপপুর হৈল পরবেশ।
মানকুর ছাড়াইল কাশজোড়া দেশ॥
জাল্লালশেখর রাজা সমাচার পেয়ে।
অমলা বিমলা দুই কন্যা দিল লয়ে॥
কর্পূর বলেন দাদা এ বড় কৌতুক।
যেখানে সেখানে মেয়ে পাও হে জৌতুক॥
তিন রাণী লয়ে রাজা কৌতুকেতে যায়।
সাকা শুকো তের দোলুই আগুপাছু ধায়॥
শুরুগতি উপনীত ময়না বাজার।
কর্ণসেন ত্বরিতে পাইল সমাচার॥
রাজগুরু দেব দ্বিজ বন্দিল সকলে।
ধর্ম্মের বন্দিল যুগ-চরণ যুগলে॥
রঞ্জাবতী আনন্দে আইল ধাওাধাই।
ময়না নগরে পড়ে আনন্দ বাধাই॥
পুত্রবধূ বরিয়া লইল নিজপুরে।
গণ্ডাহানা পালা সাঙ্গ হোল এতদূরে॥
এইখানে গণ্ডাহানা পালা হোল সায়।
রামদাস গায় গীত গাআলে কালুরায়॥

ইতি গণ্ডাহানা পালা নামে অষ্টাদশ কাণ্ড।

ঊনবিংশ কাণ্ড।

অনুমৃতা পালা লিখ্যতে।

বার দিয়া বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর।
কৃষ্ণ কথা শুনে রাজা হইয়ে তৎপর॥
যে কালেতে হরি কৈল কালিয় দমন।
সেই কথা পাঠক মুখে শুনেন রাজন॥
বিষ জল খেয়ে মৈল যতেক রাখাল।
যমুনার জলে ঝাঁপ দিলেন গোপাল॥
নন্দ আদি বসুদেব যশোদা রোহিণী।
নূতন কলসী কাঁখে রাধা বিনোদিনী॥
এই অধ্যায় শুনিলে সকল লোক কান্দে।
অধ্যায় হৈল সাঙ্গ পাঠক পুঁথি বান্ধে॥
পুঁথি বেন্ধে পাঠক-রাজ চলে গেল ঘর
মনেতে ভকতি করে মাহুদে পাত্তর॥
ভাগিনার বড়াই দেখিতে আর নারি
কতদিনে মজাব ভাগিনার ঘর বাড়ী॥
ভাগিনাবধূ সকল ভাবন ভাল ধরে।
কত দিনে এয়োতি ঘুচাব তার করে॥
এইবার পাঠাইয়া দিব ঢেকুর নগরে।
ঢেকুরের যুদ্ধে যেন লাউসেন মরে॥
তবে যদি এই কর্ম্ম করিবারে নারি।
বৃথা মহীতলে মহাপাত্র নাম ধরি॥

পাত্র বলে মহারাজা শুন মন দিয়া।
লাউসেন ভাগিনা তুমি আন ডাকাইয়া॥
সোম ঘোষ গোয়ালা ছিল গৌড় নগরে।
তাহাকে মণ্ডল করি পাঠালে ঢেকুরে॥
তার বেটা ইছাই ঘোষ মহাবলধর।
শ্যামরূপা পূজা করে গড়ের ভিতর॥
শ্যামরূপা পূজিয়া ঘটেছে অহঙ্কার।
দ্বিতীয় রাবণ হল গোয়ালা কুমার॥
গতায়াত করিত দরবারে নিরবধি।
পাঠাইয়া দিত রোজ ক্ষীরখণ্ড দধি॥
পার হলে অজয় ওপারে দিবে থানা।
আজি কালি গৌউড়ে যোগাবে রাতি হানা॥
অতঃপর ফুরাইল তোমার রাজত্বি।
রাবণ সমান রাজা হল গোপ-পতি॥
রাজা বলে মহাপাত্র শুন মন দিয়া।
লাউসেন ভাগিনা তব আন ডাকাইয়া॥
এত শুনি মহাপাত্র চারিপানে চায়।
মসীপাত্র কলম এক পাইল তথায়॥
পত্রের বিধান অগ্রে লিখে যত্ন করে।
লাউসেনে আসিতে লিখে ময়না নগরে॥
ত্বরায় আসিবে বাপু পত্র দরশনে।
তোমায় যাইতে হবে ঢেকুরের রণে॥
ইহার অন্যথা যদি কর বাপু তুমি।
অনিষ্ট ঘটিবে তোমার কহিলাম আমি॥
ইত্যাদি অনেক লিখে ত্রাসিত বচন।
তারিখ দিয়া শিরনামা লিখিল তখন॥
হেনকালে দরবারে দেখিল শিঙ্গাদারে।
পাত্র বলে ময়নাতে যাও রে তৎকালে॥
আজ্ঞা পেয়ে রাজদূত বান্ধিল পরঅানা।
ধাবকের বেগে যায় দক্ষিণ ময়না॥
মোকামে মোকামে নিশি করিয়া যাপন।
বারবাকপুর ছেড়ে করিল গমন॥
দিবা নিশি চলে যায় ময়নার গণে।
দেখাদেখি উত্তরিল গড় মান্দারণে॥
ডান দিকে নাড়ুগ্রাম দক্ষিণে বগরী।
আমিনে সরাই দিয়ে এল মোগলমারি॥
ময়না নগরে দূত দিল দরশন।
অযোধ্যা নগর যেন ময়না ভুবন॥
সত্যযুগে যেমন শ্রীরাম অবতার।
সেইরূপ মনে করে লাউসেন কুঙার॥
বার দিয়া বসিয়াছে লাউসেন রায়।
হেনকালে দূত গিয়া পৌছিল তথায়॥
তিন বার সম্মুখে করিল তসলিম্।
পত্র দিয়া দূতের হরিষ হল দিল॥
পত্র পাঠ করে রাজার শুকাল বদন।
কালু বলে মহাশয় কিসের লিখন॥
লিখন পড়িয়া কেন হৈল হেটমাথা।
কেন রাজা বদনে হৈল মলিনতা॥
সেন বলে ওরে কালু কহিতে ডরাই।
ঢেকুরে বেধেছে অতি দুরন্ত লড়াই॥
বলবন্ত গোয়ালা সময়ে বড় বীর।
ধর্ম্মেতে তৎপর বড় যেন যুধিষ্ঠির॥
কালু বলে হোক রাজা মনকথা নাঞি।
মনে মনে জপ ধর্ম্ম অনাদ্য গোসাঞি॥
তার পাকে মহাশয় চিন্তা কর তুমি?
যাবামাত্র ইছায়ে জিনিয়া দিব আমি॥
ভারতমণ্ডলে রাজা কত কাল জী'ব।
কালি যুদ্ধে মরি তবু নাম রেখে যাব॥
যশ কীর্ত্তিবিহীন জীবন অকারণ।
যার যশ নাঞি তার জীবন্তে মরণ॥
যশ লাগি সুধন্বা সুরথ কাটা গেল।
যার মাথা গোবিন্দ প্রয়াগে থুয়ে ছিল॥
যশ লাগি জন্মেছিল রাজা ভগীরথ।
যাহা হতে গঙ্গা আইল পৃথিবীর পথ॥
কুন্তীর জ্যেষ্ঠ বেটা কর্ণ যার নাম।
কুন্ গুণে বিধাতা থুইল তার নাম॥
অক্ষয় কবচ ছিল ইন্দ্র হরে' নিল।
দাতাকর্ণ বলে তার নাম রয়ে গেল॥

এক নিবেদন রাজা করি যোড় কর।
যুদ্ধ না করিয়া কেবা আছয়ে অমর ॥
সেন বলে বীর কালু বলিলে বিস্তর।
সাজন করহ ঘোড়া ওণ্ডির পাখর ॥
বিবিধ ভূষণে ঘোড়া করিয়ে সাজন।
লাউসেনের কাছে গিয়া দিল দরশন ॥
কালুকে কহিল সেন করহ সাজন।
তোমার ভরসা ভাই করি বিলক্ষণ ॥
আজ্ঞা পেয়ে বীর কালু বান্ধিল বোমর।
সিঙ্গে পূরে বীর কালু ডাকে ধড়্ ধড়্ ॥
কালচিতে ধাবড় বেরল বাঘরায়।
রাজ দরবারে যার নাম লেখা যায় ॥
বলজয় বিজয় চাপিল চাপাকলা।
তার কাছে বিনে ডোম বীর কালুর শালা ॥
গজসিং ফতেজঙ্গ বীর কালুর খুড়া।
বাটুলে ঘুচাতে পারে পর্ব্বতের চূড়া ॥
কালুর শ্বশুর সাজে পক্ষীর সাজনি।
ময়না হৈতে ফুকে বর্দ্ধমান হইতে শুনি ॥
সাকা শুকো দুই বীর সাজিল তার কাছে।
লেজে ধরে মাতঙ্গ তুলিয়া রাখে গাছে ॥
ঢাল খাঁড়া বিজরি হাতেতে নিশান কার।
রাজার সম্মুখে গিয়া করিল জোহার ॥
তবে লাউসেন রাজা করিল গমন।
জয়মুনি ভাণ্ডার ঘরে দিল দরশন ॥
মাথায় বান্ধিল পাগ করিয়া টাননি।
দপ্ দপ্ জ্বলে তায় কত মহামণি ॥
সোনারূপা যাহাতে ঝলকে মন্দ মন্দ।
পরিয়া কাবাই খাসা বান্ধে কোমরবন্ধ ॥
আশী মণের ফলা বান্ধে তুলিয়া দক্ষিণে।
বত্রিশ হাজার শর বেন্ধে তুলে তূণে ॥
হেত্যার বান্ধিল রাজা হয়ে সাবধান।
অমরার পতি যেন রাজা মঘবান ॥
ঘর হতে বেরুতে কর্পূর সনে দেখা।
শরতে বসন্ত যেন মদনের সখা ॥

কর্পূর বলেন দাদা শুন মন দিয়া।
কোথা যাবে পরিপাটী হেত্যার বান্ধিয়া ॥
কোথাকারে মহিম করিতে যাবে বল।
এমন কেন হৈলে আজ দাদা তুমি খল ॥
তোমার লাগি জননী মরিল সাত বার।
নিত্য কোথা যাও দাদা বান্ধিয়া হেত্যার ॥
সেন বলে কল্যাণ কুশলে থাক ভাই।
রাজার লিখন আইল ঢেকুরে আমি যাই ॥
লাউসেন বিদায় হয় তব বর্ত্তমানে।
এ সব ভারতী যেন মা তা নাঞি শুনে ॥
কর্পূর বলেন দাদা তু বড় অজ্ঞান।
তবে কেন পড়েছিলে ভারত পুরাণ ॥
মায়ের সমান গুরু নাঞি ত্রিভুবনে।
ষোল তীর্থের ফল আছে পিতার চরণে ॥
মা বাপের চরণে বিদায় মেগে চল।
তবে যে তোমারে ধর্ম্ম হবে পক্ষবল ॥
এত শুনি সেনরাজা করিল গমন।
মা বাপের নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥
বাপের চরণে গিয়া করিল প্রণাম।
দশরথ দেখে যেন দাঁড়ায় শ্রীরাম ॥
প্রণাম করিয়া রাজা করে নিবেদন।
আজ্ঞা কর যাই আমি ঢেকুর ভুবন ॥
কর্ণসেন বলে বাপু আমি নাই জানি।
তোমারে বিদায় দিবে রঞ্জাবতী রাণী ॥
এত শুনি দুই ভাই মায়ের কাছে যায়।
লব কুশ জানকী যেমন শোভা পায় ॥
সেন বলে জননী বিদায় দেহ যাই।
মামার লিখন এলো ঢেকুরে লড়াই ॥
এ কথা শুনিল যদি লাউসেনের তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রঞ্জাবতীর মুণ্ডে ॥
রাজার চাকর হয়ে কি করিবে কাজ।
তোমার বালাই লয়ে ধনে পড়ুক বাজ ॥
সেন বলে জননি গো দেহনা বিদায়।
এত বলি জননীর ধরে দুটী পায় ॥

রঞ্জা বলে বাপধন জান নাঞি তুমি।
ঢেকুরের পূর্ব্ব কথা বলে দিব আমি॥
যে যায় ঢেকুর দেশ ঘরে নাঞি ফিরে।
বধিয়ে ইছাই ঘোষ দেবী পূজা করে॥
বার দশ সেজেছিল নব লক্ষ দল।
পার হতে নারে তবু অজয়ের জল॥
লোহাটা বজ্জর বীর দিল এক হানা।
এক যুদ্ধে গেল তোমার ভাই ছয় জনা॥
পূর্ব্ব কথা সোঙরিয়ে বিদরে যায় বুক।
বহু তপস্যাতে দেখিলাম চাঁদ মুখ॥
না যাও ঢেকুর বাছা এলাহ কোমর।
ঘরে বসে দিব আমি ঢেকুরের কর॥
সেন বলে তুমি তারে না করিহ শঙ্কা।
রাম কেমন করে গেছে রাক্ষসের লঙ্কা॥
রঞ্জাবতী বলে তেন শকতি কাহার।
সিন্ধু বেন্ধে রামচন্দ্র সেনা কৈল পার॥
সেন বলে আমার সারথি সেই জন।
কি করিবে দেবতা অসুর ফণিগণ॥
তবে সুখ দুঃখ মা গো কপালের ফেরে।
ভারতের যুদ্ধে কেন অভিমন্যু মরে॥
কান্দিতে কান্দিতে রঞ্জা দিলেন বিদায়।
যথা আছে চারি রাণী তথাকারে যায়॥
কলিঙ্গা কানড়া আর অমলা বিমলা।
এই চারি রাণী যেন নবশশিকলা॥
চিত্র সেন খেলা করে কলিঙ্গার কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব খান বদন কমলে॥
এতেক শুনিয়া কান্দে সেনের চারি রাণী।
গোবিন্দ গমনে যেন কান্দেন গোপিনী॥
আচম্বিতে অক্রূর আইল কোথা হোতে।
হাতে ধর‍্যা হরিকে তুলিয়া নিল রথে॥
গোকুলে গোপিনী কান্দে শূন্য হোল ধাম।
গোপীকে অনাথ করে ছেড়ে যান শ্যাম॥
রাজ দেব গুরু দ্বিজ বন্দিল সকল।
ধর্ম্মের বন্দিল যুগ চরণ কমল॥

লাফ দিয়া লাউসেন ঘোড়ার পিট নিল।
শিখীরে উড়ায়ে যেন কার্ত্তিক চলিল॥
লাউসেন বিদায় হোল উঠিল ঘোষণা।
মাথায় হাত দিয়া কান্দে দক্ষিণ ময়না॥
রঞ্জাবতী রাণী কান্দে শূন্য হোল ধাম।
কৌশল্যা কান্দেন যেন বনচারী রাম॥
মুণ্ডমালা আমিনে করিল পাছুয়ান।
রাজহাট পার হোয়ে গেল বর্দ্ধমান॥
ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হোয়ে পার।
উপস্থিত হইল সেন রাজ দরবার॥
রাজার সাক্ষাতে গিয়া করিল জোহার।
মামা বলে মাহুদেকে বন্দে দশবার॥
বার ভুঞে সম্ভাষণ করে একে একে।
লাউসেন বসিলেন রাজার সম্মুখে॥
হেনকালে পাত্তর বলে শুন সর্ব্বজন।
লাউসেন ভাগিনা আমার দ্বিতীয় নারায়ণ
লোক মুখে শুনিলে হয় প্রকাশিত গুণ।
রণেতে বিজয়ী ভাগিনা দ্বিতীয় অর্জ্জুন॥
এত বলি মাহুদে লাউসেনে দিল পান।
ঢেকুরে ইছাই ঘোষে বেড়ি দিয়ে আন॥
সেন বলে যদি যাব অজয়ের পার।
মামা গো হও তুমি দলের সর্দ্দার॥
দলের সর্দ্দার হয়ে মামা চল তুমি।
নফর চাকর মত সঙ্গে যাব আমি॥
এত শুনে মাহুদিয়ে কোপে কম্পমান।
লাউসেনের তরে পাত্র জুড়িল বাখান॥
চাকর কুকুর তুল্য এক ভেদ নাঞি।
দরবারে দেখিলে রাজা চাকরের বড়াই॥
হ্যাদেরে কোটালে এরে ধাক্কা মেরে লে।
লাউসেনে এখনি লয়ে বেড়ি তুলে দে॥
হেটমাথা হোয়ে রইল ময়নার তপোধন।
রোষযুক্ত হোয়ে উঠে যমের নন্দন॥
রক্ত বর্ণ করে চক্ষু চায় চারিপানে।
ঢেকুরের মোহিম জানাব এইখানে॥

রাজা পাত্র দুবেটা বিন্ধিব একশরে।
লাউসেনকে করিব রাজা খাটের উপরে॥
রাজাকে বিন্ধিতে শর ঘন দেয় তালি।
রঘুনাথের শরে যেন অচেতন বালি॥
লাফ দিয়া বীর কালু ধনুকে যুড়ে শর।
দাঁতে কুটা করে তখন মাহুদে পাত্তর॥
না মার না মার কালু পেলাম পরিচয়।
বচন অমোঘ কোথা চিরকাল রয়॥
দরবার ভিতর বড় প্রমাদ ঠেকিল।
শরধনু লাউসেন আপনি কেড়ে নিল॥
স্বধর্ম্মে থাকিলে সকল ঠাঞি জয়।
মহামুনি পুরাণে এসব কথা কয়॥
এত বল্যা চাপে রাজা বাজীর উপর।
বামদিকে মণিপুর ভালুকি নগর॥
শসাডাঙ্গা মসাপুর পশ্চাৎ করিয়া।
বিজয় কমলা হাতী গেল ছাড়াইয়া॥
উপনীত হইল গিয়া অজয়ার ধারে।
হেনকালে বীর কালু কহে যোড়করে॥
এই দেখ মহাশয় অজয়ার কুল।
আকাশে ঠেকেছে শ্যামা রূপার দেউল॥
জোয়ার ভাটি হয়েছে অজয় নদী তড়।
এই দণ্ডে চল যাই অজয়ার গড়॥
এত বল্যা ঘোড়াকে চাবুক দুইতিন।
দাবানল সমক্ষে দেখে যেমন হরিণ॥
পার হয়ে যেতে ঘোড়া ঠেকে গেল পা।
আচম্বিতে অজয়ার বিপরীত রা॥
দর দর শবদে জল বাড়ে চারি পানে।
কালু বলে মহাশয় ঘোড়া গেল বানে॥
ফির ফির ফিরহে ময়নার যুবরায়।
অনাদ্য মঙ্গল কবি রামদাস গায়॥

ফিরে এসে মহারাজা করিল মোকাম।
সিন্ধু বান্ধিবার তরে যেমন শ্রীরাম॥
দর দর শবদে জলের ঢেউ বাড়ে।
জলের শবদে গিরি শৃঙ্গ খসে পড়ে॥
আশ্বিনে সমাচার নাঞি বরিষাবাদল।
মাঘ মাসে নদী বাড়ে বিধাতার বল॥
বাড়িল অজয় গুরু না দেখি উপায়।
ঘন ঘন লাউসেন কালুর পানে চায়॥
তখন ডাকিয়া বলে কালুসিংহ বীর।
রাজরিপু হৈল এই অজয়ের নীর॥
তিন দিন মোকাম করহ যুবরায়।
তিন দিনে শুনেছি জোয়ার টুটে যায়॥
যৌবন বসন ধন এইরূপ জানি।
মোকাম করিয়া তবে বৈস নরমণি॥
এপারে রাজার ধাম দেখিব নয়নে।
লাউসেন বলে ভাই যেও সাবধানে॥
এত শুনি বীর কালু করিল গমন।
সংহতি ধাইল তার ডোম তের জন॥
কালচিতে হানে গুআ শাল পিয়াশাল।
কাটিল অনেক বৃক্ষ পলাশ কাঁটাল॥
বড় বড় গাছ কেটে জলেতে ভাসায়।
হুড় বেটা গোয়ালা যেন সমাচার পায়॥
এত বলি জলেতে ভাসায়ে দেয় গাছ।
হেন কালে ঢেউ দেয় বড় বড় মাছ॥
মাছ দেখে বীর কালু ধরিতে নারে মন।
আরবার রাজার সম্মুখে দরশন॥
সর্ব্বকাল প্রবাস কাটিয়া গেল দিন।
আজ্ঞা কর গোটা চার ধরা খাই মীন॥
এত শুনি সেন রাজা কালুকে দিল পান।
মাছ ধর দহেতে হইয়া সাবধান॥
বলবন্ত গোয়ালা সমরে বড় ধীর।
এত শুনি গমন করিল কালু বীর॥
তালগাছ কেটে কৈল বড়শীর ছিপ।
কমলের ফল রাখে জ্বালিয়া প্রদীপ॥
বড়শী রাখিল কালু ধর্ম্মের ধেয়ানে।
বড়শীর চার নাঞি ভাবিছে মনে মনে॥

কালু বলে সাকাগুকো এই পান লে।
বড়শীর চার নাঞি তৎকাল আনি দে॥
বাপের বচন বীর নিল যোড়করে।
তের মোষ নিপাত করিল এক শরে॥
একটা টানিয়ে এনে বাপের কাছে দেই।
পোড়ায়ে তাহার মাংস চার করে লেই॥
বড়শী ডুবিয়া গেল ভাসিল ফাতনা।
বড় বড় মাছ ধরে বীরের বাসনা॥
রুই ধরে বোয়াল ধরে চিতোল বিস্তর।
দর্পেতে ঢেকুর মাটী করে থর থর॥
শ্যামারূপা দেবী ছিল দেউলে বসিয়া।
আচম্বিতে মায়ের ঘট পড়িল খসিয়া॥
ইছাই ইছাই বলে দিল তিন ডাক।
বার হোয়ে আয় গোয়ালা পড়িল বিপাক॥
লোহাটা বজ্জরে ডেকে দেয় পান ফুল।
ভ্রমিয়ে আসুক সেই অজয়ের কূল॥
ঘরদল হয় তো তারে সঙ্গে করে লবে।
পরদল হয় তো সেইখানে বলি দিবে॥
এত শুনে যায় বীর লোহাটা বজ্জর।
বিয়াল্লিশ চণ্ডাল সঙ্গে নৌকার উপর॥
ডিগ ডিগ শবদে বাজিছে জয়ঢোল।
দুই জনে দুই জনে হৈল গণ্ডগোল॥
ডাক ছেড়ে বলে বীর লোহাটা বজ্জর।
কোন বেটা মাছ ধরে দহের উপর॥
দেবতা অসুর জল ছুঁইতে না পারে।
কোন বেটা মাছ ধরে দহের উপরে॥
কালু বলে তোর ভাগ্যে মাছ ধরে খাই।
কাল হানা দিব তোর যেখানে ইছাই॥
লোহাটা বলিছে কালু তোকে আমি জানি।
তোর মাগের নাম বটে লক্ষিয়ে ডুমনি॥
তোর দুটো ঘর ছিল তারা দীঘীর পাড়ে।
ঘরে ভাত নাঞি তোর শিকেয় হাঁড়ি নড়ে॥
গুলতাই বাটুল হাতে পরিধান টেনা।
কাননে শূকর রেখে বাস বীরপনা॥
বনেতে শূকর রেখে মৈল যার বাপ।
তার বেটা বীর কালু দেখহ বীরদাপ॥
কালু বলে চণ্ডাল জানি রে হাতনাড়া।
ক্ষেতে মাঠে দেখেছি সামা ধান ঝাড়া॥
তোর মা কেশুর নিয়ে ছুটে যেত হাটে।
তোর বাপ ইন্দুর ধান কুড়িয়ে মৈল মাঠে॥
তোর বাপ যখন ছিল গৌউড় দরবারে।
ডাকাতি সিন্ধেল কাটিত ঘরে ঘরে॥
আমি তোর বিস্তর জানি রে আদিমূল।
তোর পিতামহ মৈল পরিয়ে ত্রিশূল॥
এক বোলে দুবোলে দু জনে গালাগালি।
আকাশে ফুলিঙ্গ দেয় দুই বীর ঢালী॥
দুজনে হানিছে চোট দুজনা উপর।
কেহ কারে জিনিতে নারে দুবেটা সোসর॥
দুই জন ধরে এসে দুই প্রহরণ।
খাঁড়া ঢাল রেখে দেয় ধরে শরাসন॥
শরাসন হাতে লোহা বলে ডাক দিয়া।
এইবার যমের ঘর দিব পাঠাইয়া॥
কালু বলে ঐ শর বুক পেতে নিব।
ধর্ম্মের দোহাই যদি এক পা পিছুব॥
তোর শর দেখে যদি পিছু সরে পা।
লক্ষী নয় ডুমনি সে হয় আমার মা॥
এত বলি বীর কালু পেতে দিল বুক।
সন্ধান পূরিয়ে লোহা টানিল ধনুক॥
আগুনের পারা ঝরে গগনের পথে।
লাফ দিয়া বীর কালু ধরিল বাম হাতে॥
জানিলাম জানিলাম লোহা তোর কত বল।
এই দেখ তোর শর গেল পায়ের তল॥
এত বলি বীর কালু চারিদিকে চায়।
পাখী মারা গুলতাই এক আছিল মাচায়॥
ধনুকে জুড়িয়া দিল বজ্জর বাটুল।
কেবল খসিল যেন আগুনের ফুল॥
বাঁটুল ছাড়িয়া কালু ডেকে বলে মার।
একই বাঁটুলে তার ডিঙ্গা হোল ফার॥

জল খেয়ে মরে গেল বিয়াল্লিশ চণ্ডাল।
অজয়ার জলে ভাসে তাদের খাঁড়া ঢাল॥
লাফ দিয়া কূলে উঠে লোহাটা বজ্জর।
পাছু হতে বীর কালু ডাকে ধর ধর॥
মার মার বলে কালু দিলেক দাবড়।
প্রাণভয়ে লোহাটা দশনে ধরে খড়॥
প্রাণ রক্ষা কর শুন ডোমের তনয়।
ইছাই ঘোষে বেন্ধে এনে দিব মহাশয়॥
কালু বলে দূর শালা নিমকহারাম।
এত দিনে তোমাকে ভবানী হৈল বাম॥
এত বলি টাঙ্গি লয়ে ওসারিল চোট।
পড়িল লোহার মাথা ভূমে যায় লোট॥
লোহাটার মাথা লয়ে বীরের পয়ান।
অক্ষয়কুমার যেন বধে হনুমান॥
রাজার সাক্ষাতে গিয়া মাথা করে হেট।
এই তো লোহাটার মাথা এই লও ভেট॥
ভাই বলে লাউসেন কালুকে লইল কোলে।
মহিম করেছে ফতে মোরে নাঞি বলে'॥
কালু বলে মোর কথা শুন মন দিয়া।
এই মাথা গৌড় দেশে দেহ পাঠাইয়া॥
রাজার সহায় আছে সভাসদ্‌গণ।
সাবাস পাইবে রাজা যেখানে রাজন্॥
নাম গুণ জাহির হইবে দিগন্তর।
এ মাথা পাঠাইয়া দেহ গৌড় সহর॥
মহাপাত্র মহাশয় করিবে ঘোষণা।
যাবামাত্র লাউসেন ঢেকুরে দিল হানা॥
সুবুদ্ধি রাজাকে আসি কুবুদ্ধি ঘটিল।
শিঙ্গাদারের হাতে মুণ্ড পাঠাইয়া দিল॥
দলেবলে বসে আছে রাজদরবারে।
হেনকালে মুণ্ড লয়ে গেল শিঙ্গাদারে॥
অনাদ্য পদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্য মঙ্গল॥

রাজার সাক্ষাতে গিয়া মাথা করে হেট।
এই বেটা লোহাটা ইহারে লও ভেট॥

লোহাটার মাথা দেখে যত সভাজন।
লাউসেনে ধন্য ধন্য করে সর্ব্বজন॥
রাজা বলে এর হাতে হেরেছি দশ বার।
এই মাথা কেমনে পাইল দরবার॥
কেহ বলে কেমনে লোহাটা হৈল জয়।
রাজা বলে লাউসেন কেবল ধনঞ্জয়॥
সেনের গৌরব যদি বাড়িল বিস্তর।
রাজাকে গঞ্জিয়া বলে মাহুদে পাত্তর॥
লাউসেনে ধন্য ধন্য কর কি কারণ।
শেষকাল হৈলে রাজা হয় কোন জন॥
অনেক দিনের বুড়া হয়েছিল জরা।
তেঞ্রি তো লোহাটা বীরের প্রাণ হৈল হারা॥
বুড়া হলে বল বুদ্ধি যায় রসাতল।
সময়ে পীযূষ হয় সাপের গরল॥
এই মাথা পুঁতে রাখি লয়ে মাঝ পথে।
লোকজন লাথি মারে আসিতে যাইতে॥
গৌড় ঈশান কোণে পুতে রাখিতে চাই।
এ বেটার মাথায় রাখিব দেশের বালাই॥
এত বলি মুণ্ড লয়ে করিল গমন।
মনে মনে মহাপাত্র চিন্তিল তখন॥
পাত্র বলে এখন উপায় করি কি।
এই মুণ্ড ময়নাকে পাঠাইয়া দি॥
এই মুণ্ড পাঠাইব ময়না নগরে।
চারি বেটি বউ যেন অগ্নি খেয়ে মরে॥
তবে যদি এই কর্ম্ম করিবারে নারি।
মহাপাত্র আমার নাম বৃথা ধরি॥
এত বলি মুণ্ড লয়ে করিল গমন।
কর্ম্মকারের ঘরে গিয়া দিল দরশন॥
পাত্র বলে কামিল্যা তুমি মোর ভাই।
সময় পড়েছে তেঞ্রি তোমার মুখ চাই॥
যেই মূর্ত্তি দেখেছিলে রঞ্জার নন্দন।
সেই মূর্ত্তি করে মুণ্ড করহ রচন॥
সেইভাবে মূর্ত্তি তুমি করহ রচনা।
এক শত টাকা দিব মুণ্ডের দক্ষিণা॥

এত শুনি কামিল্যা পাতিল ধর্ম্মশাল।
বার গাছি নারিকেল তের গাছি তাল॥
জোউ রাং দিই তায় হরিতাল হিঙ্গুল।
কাঞ্চন পাবক রুচি সরিষার ফুল॥
ললাট ফলকে তার গুঞ্জরে ভ্রমর।
রাজদণ্ড টীকা দিই কপাল উপর॥
জৌরঙ্গ দিই তায় জাম্বীরের রস।
এক্ষণি কাটিল যেন রক্ত টস্ টস্॥
সিন্দুরে মাজিয়া মাথা কনকে রচিত।
দেখিয়া বিচিত্র হয় মায়ের বৈচিত্র্য॥
পামরি বসনে মুণ্ড রাখিল যতনে।
মুণ্ড লয়ে চলিল পাত্রের দরশনে॥
মুণ্ড লয়ে কর্ম্মকার পাত্রের হাতে দিল।
পাষণ্ডদলনকর এই মুণ্ড হইল॥
এত বলি মুণ্ড লয়ে দিল কর্ম্মকার।
মায়া করে কান্দে পাত্র চক্ষে বহে ধার॥
আঁটকুড়ি হল আমার বোইন রঞ্জারাণী।
মায়া করে কান্দে পাত্র চক্ষে পড়ে পানি॥
এমন বন্ধু নাঞি আমার বসি তার কাছে।
পরিণাম জানিনা কপালে কিবা আছে॥
হেনকালে সম্মুখে দেখিল শিঙ্গাদার।
পাত্র বলে যাও তুমি ময়না বাজার॥
এই মুণ্ড লয়ে যাও ময়না নগরে।
মুণ্ড ফেলাইয়া দিও কর্পূর বরাবরে॥
সাবধানে কথা কবে কর্পূরের তরে।
বিধবা রমণী যেন নাহি রাখে ঘরে॥
কুলেতে কলঙ্ক হবে বিধবা রমণী।
বর্ত্তমানে স্থূর্পণখা রাবণের ভগিনী॥
ভালমন্দ শিঙ্গদার কিছু না জানিল।
মায়া মুণ্ড হাতে করে অমনি ধাইল॥
ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে পার হোয়ে।
উপনীত হৈল দূত ময়নায় গিয়ে॥
বার দিয়ে বসেছিল কর্পূর পাত্তর।
মুণ্ড লয়ে গেল দূত দরবার ভিতর॥
ডেকে বলে দরবারে তোমরা আছ কে।
লাউসেন ঢেকুরে মৈল এইমুণ্ড লে॥
এত বলি কর্পূরের হাতে মুণ্ড দিল।
কান্দিয়া কর্পূর রাজা বিকল হইল॥
সারথি বিহনে যেন নাঞি চলে রথ।
রাম না দেখিয়া যেন আকুল ভরত॥
ঢেকুর যাইতে আমার সাধ ছিল মনে।
কেমনে ভাই মৈল দেখিতাম নয়নে॥
মুণ্ড লয়ে কর্পূর রাজা করিল গমন।
মায়ের কাছেতে গিয়া দিল দরশন॥
কি কর কি কর মা নিশ্চিন্তে বসিয়া।
দাদা লাউসেন মৈল দেখনা আসিয়া॥
এত বলি মায়ের হাতে তুলে দিল মাথা।
রঞ্জা বলে বাপধন ছেড়ে গেলে কোথা॥
রামদাস বলে রক্ষ রক্ষ নারায়ণ।
আকুল হইয়া রঞ্জা করিল গমন॥

কান্দে রঞ্জাবতী ধর‍্যা বসুমতী
কপালে হানিছে ঘা।
এস বাপধন মায়ের জীবন
ডাকে খোলা ডাই মা॥
তোমার কারণ ময়না ভুবন
দিবসে আঁধার হইল।
অন্ধজনের নড়ী কৃপণের কড়ি
কেবা হরে নিয়ে গেল॥
তোমার লাগিয়া চাঁম্পাইতে গিয়া
মরেছিলাম সাত রাতি।
বিধি সঙ্গে বাদ হইল প্রমাদ
বিদরে মায়ের ছাতি॥
কলিঙ্গা কানড়া অমলা বিমলা
অকালে হইল রাঁড়ি।
মুঞি অভাগিনী জনম দুখিনী
বিধি কৈল আঁটকুড়ি॥

এতেক বলিয়া ভূমেতে পড়িয়া
বাছা বাছা বলে কান্দে।
নয়ন যুগল যেন গঙ্গাজল
কেশপাশ নাঞি বান্ধে ॥
মায়ের ক্রন্দন শুনিয়া তখন
কর্পূর তুলিয়া নিল।
শুন গো জননি তুমি কান্দ কেনি
যার ভাগ্যে যেবা ছিল ॥
শুন গো জননি তুমি কান্দ কেনি
সংসার মায়ার জাল।
পুত্র কন্যাধন লয়ে কোন জন
ঘর করে চিরকাল ॥
যত চরাচর সংসার ভিতর
অমর হয়েছে কারা।
ধাতার সৃজন জন্মিলে মরণ
মরিবে চন্দ্র সূর্য্য তারা ॥
অশ্বের কারণ শ্রীরাম লক্ষ্মণ
লবকুশের যুদ্ধে মৈল।
ছিল সীতা সতী রামের সংহতি
অনুমৃতা হতে গেল ॥
আমার বচন সম্বর ক্রন্দন
এই মুণ্ডখানি লেহ।
এ চারি রাউতি বুঝে লব সতী
কলিঙ্গার হাতে দেহ ॥
এতেক শুনিয়া মুণ্ডখানা লইয়া
রঞ্জাবতী রাণী যায়।
অনাদ্য চরণ লইয়া শরণ
রামদাস কবি গায় ॥

মুণ্ড হাতে রঞ্জাবতী করিল গমন।
যথা আছে চারি বধূ করিল গমন ॥
কলিঙ্গা কানড়া আর অমলা বিমলা।
এ চারি রাউতি যেন নব শশিকলা ॥
চিত্রসেন খেলা করে মেজের উপরে।
চারি রাণী খেলা করে আনন্দ শরীরে ॥
রত্ন পালঙ্কে তার রত্ন বিছানা।
দপ দপ মণি জ্বলে মরকত সোনা ॥
তার উপর পাশা খেলে রাউতি চারি জন।
বিরহ বাড়িছে মনে দোহার ঘটন ॥
চারিজন একরূপ একই সমান।
শ্রীরাধিকার বিরহ কলিঙ্গা করে গান ॥
শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণ যবে হারালেন গোপিনী।
সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে বুলে রাধা ঠাকুরাণী ॥
বিরহ বাড়িছে মনে খেলিছেন পাশা।
রঞ্জা বলে কলিঙ্গা হইছে ঐ দশা ॥
রঞ্জা বলে কলিঙ্গে কর্পূরধলের ঝি।
তোমাদের কান্ত মইল গীত গাও কি ॥
এত বলি রাজরাণী মুণ্ড ফেলে দিল।
হরিবোল বলে তখন চারিজন উঠিল ॥
চিত্রসেনকে কলিঙ্গা কোলে করে লেই।
ধর বলে শাশুড়ীর কোলে তুলে দেই ॥
নাতিকে পালন কর হও খোলা ডাই।
প্রাণনাথ মৈল মোরা আগুন গিয়া খাই ॥
এত বলে স্বর্ণ মিশাল যেন রাঙ্গে।
স্নান করে' চারিজন আম্রডাল ভাঙ্গে ॥
হরিগুণ তাণ্ডব করিবে চারিজন।
রাজার বিষাদ গান ভুবনমোহন ॥
সহরে সহরে লোক করে কানাকানি।
কেহ বলে রাজার ঘরে কি সমাচার শুনি ॥
কেহ বলে লাউসেন ঢেকুরে বুঝি মৈল।
চারি রাণী অগ্নি খায় মুণ্ড বুঝি আইল ॥
সভাকার বধূ আসে সই সাঙ্গাৎনি।
কেহ গুয়া পান আনে কেহবা চিরুণী ॥
পান গুয়া আনিয়া সতীর মুখে দেই।
দুটি হাত যুড়ি কেহ আশীর্ব্বাদ লেই ॥
আশীর্ব্বাদ করিছে সতী সভাপানে চেয়ে।
সুখে থাক বধূ সব যাই বিদায় হয়ে ॥

চৌদলে চাপিল রাউতি চারিজন।
বাহির বাজারে গেল বিধাতার ঘটন॥
বাহির বাজারে হল বিধাতার খেলা।
খই কড়ি ফেলে যায় অমলা বিমলা॥
কালিনী গঙ্গার ঘাটে বাঁজি বেণার বন।
সেইখানে চৌদল নামাল সর্ব্বজন॥
নাচিতে খেলিতে সভে চৌদিকেতে চায়।
ছোট দেওর কর্পূরকে দেখিল তথায়॥
হাতে ধরে আশীর্ব্বাদ করিল বিস্তর।
চিরজীবী হয়ে থাক সাধের দেওর॥
শুধিতে নারিনু দেওর তোমার যত গুণ।
আমা সভার দোষ নাঞি প্রভু নিদারুণ॥
কুণ্ড কেটে দেহ মোরা অগ্নি পিএ খাই।
মুখ চেয়ে রয়েছে তোমার বড় ভাই॥
এত বলি চারিজন লাগিল নাচিতে।
কেন্দে বালা কর্পূর কোদালি নিল হাতে॥
নির্ম্মাণ করিল চিতা নানা আয়োজন।
মাণিক রতনে কুণ্ড করিল সাজন॥
চন্দনের গোড়ে দিল চন্দনের কাঠ।
ধূপ ধুনা কর্পূরাদি আর জিনিষ পাট॥
চাঁপাকলার সৌরভ উপরে ঢালে ঘি।
অগ্নি খেতে আসে তবে চারি রাজার ঝি॥
রাজোচিত অলঙ্কার অঙ্গে যত ছিল।
দরিদ্র ভিক্ষুকে সব বিলাইয়া দিল॥
রাঙ্গা সাড়ী শঙ্খ পরিল পাটস্থতি।
স্নান দান করে তবে এ চারি রাউতি॥
আলোচাল কাঁচাদুগ্ধ জবাফুল করে।
যোড় হাতে বলিবে সূর্য্যের বরাবরে॥
ও সূর্য্য শুনহে ও দিবাকর।
শেষকালে আমরা মাগিয়া যাই বর॥
কায়মনোবাক্যে যদি মোরা হব সতী।
অবশ্য পাইব দেখা প্রভুর সংহতি॥
রঙ্গ রসে আপনার কুলে জ্বলে বাতি।
অগ্নিপিণ্ড দেয় তবে চারি রাউতি॥

সাতবার প্রদক্ষিণ শাস্ত্রের বিহিত।
তিনবার কুণ্ড ফিরে দাঁড়াল তুরিত॥
অগ্নি খেতে চলিল যদি রাউতি চারিজন॥
টল টল টলিল তবে ধর্ম্মের আসন॥
ধেয়েছে ধরণীনাথ পথ নাঞি দেখি।
বাল্মীকি ধেয়েছে যেন রাখিতে জানকী॥
রহ রহ বলে' প্রভু ধেয়ে আইল গণে।
তা দেখিয়া দাঁড়াল রাউতি চারিজনে॥
দ্বিজ দেখে চারি জন করিল নমস্কার।
শেষকালে আইলে বাপু ধন নাই আর॥
ঠাকুর বলেন মা গো ধনে কার্য্য নাই।
বড় ভক্তি দেখ্যা তোকে বর দিয়ে যাই॥
কলিঙ্গা কানড়া তোরা হবি বেটার মা।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে বলে ঘরে ফিরে যা॥
এত শুনি কানড়া কোপে কম্পমান।
দ্বিজ বলে' গোবিন্দেরে জুড়িল বাখান॥
সহজে ব্রাহ্মণ জাতি বড়ই চপল।
পাঠ পড়ে' মূর্খ হৈল ব্রাহ্মণ সকল॥
অনুমৃতা হৈতে মোরা করেছি মনন।
পুত্রবতী আশীর্ব্বাদ কর কি কারণ॥
ঠাকুর বলেন ঝিয়ে শুনগো বচন।
আমি জানি মরে নাঞি রঞ্জার নন্দন॥
একবার রূপ দেখ আমা পানে চেয়ে।
ঘর হতে বাহিরালে লাজের মাথা খেয়ে॥
অগ্নি সমান তোমাদের কপালে সিন্দূর।
আমি জানি মরে নাঞি তোমাদের ঠাকুর।
কাল দুফুর বেলা আছিলাম ঢেকুরে।
সারাদিন বসে ছিলাম শুয়ালার দুয়ারে॥
দেখিলাম শুয়ালা বেটা বড়ই কৃপণ।
সারাদিনে কড়ি ভিক্ষা দিল একপণ॥
কৌড়ি পেয়ে অমনি অজয়া হৈলাম পার।
লাউসেন বসে আছে ধর্ম্ম অবতার॥
আমাকে দিলেন ভিক্ষা মাণিক অঙ্গুরি।
হয় নয় চিনে দেখ রাজার সুন্দরি॥

অঙ্গুরি দিলেন হাতে সূর্য্যের উদয়।
কলিঙ্গা বলেন বটে কানড়া বলে নয়॥
অনুমান করিল কানড়া সুধামুখী।
রামের বারতা যেন পাইল জানকী॥
কলিঙ্গা বলেন দিদি যদি ফিরে যাবে।
কুলেতে কলঙ্ক হবে কার বাড়ী পাবে॥
অনুমান করিছে রাউতি চারি জনে।
ঠাকুর ডাকিয়া বলে বীর হনুমানে॥
ভাল বেটা হনুমান রক্ষ দেখ তুমি।
চার বেটা বেটী মরে রাখিতে নারি আমি॥
এত শুনে হনুমান হইল শঙ্কর চিল।
বাতাসে মিলিল বীর সাক্ষাৎ অনিল॥
মায়ামুণ্ড ছিল সেই কলিঙ্গার কোলে।
ছিনাইয়া সেই মুণ্ড ফেলিল অনলে॥
অগ্নি পেয়ে জৌ গলে হিঙ্গুল হরিতাল।
চেনা গেল লোহার মাথা গুহক চণ্ডাল॥
ঠাকুর বলেন ওগো রাজাদের ঝি।
চণ্ডালের মাথা নিয়ে কর্ত্তেছিলে কি॥
কালুব রণেতে মৈল লোহাটা বজ্জর।
সেই মাথা এসেছিল গোউড় সহর॥
চণ্ডালের মাথা দেখায় অনাদ্য ঠাকুর।
এত দুঃখ দিল তোমায় মাতুল শ্বশুব॥
তবু চারি রাণীর প্রত্যয় নয় মনে।
হরি বোলে চারি জনে পড়িল আগুনে॥
ছটফট করে' মরে রাউতি চারি জন।
ব্যস্ত হয়ে চারি পানে চান নারায়ণ॥
ভকত পুড়িয়া মরে ভকতবৎসল।
জলরূপী গোবিন্দ আপনি হৈল জল॥
কলিঙ্গা কানড়া খায় নাকানি চোপানি।
সেইখানে চতুর্ভুজ হন চক্রপাণি॥
চারি জনের ঠাকুর ধরেন চারি হাত।
চারি জনকে কোলেতে তুলেন জগন্নাথ॥
ঠাকুর বলেন শুন রাজাদের মেয়ে।
একবার রূপ দেখ আমাপানে চেয়ে॥
সজল জলধর নবঘন শ্যাম।
চারি জনের সমক্ষে হৈল কৃষ্ণ বলরাম॥
রূপ দেখে চারি জন লুটায় ধরণী।
অনাথের নাথ তুমি দেব চক্রপাণি॥
প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দুষ্ট দৈত্য মারি।
গোকুল রক্ষিলে বাবা গোবর্দ্ধন ধরি॥
পাণ্ডবে করিলে রক্ষা রাজার জৌ ঘরে।
দ্রৌপদীর বস্ত্ররূপী হরি গদাধরে॥
সুধন্বাকে রক্ষা কৈলে পড়ি তপ্ত তৈলে।
গজরাজে রক্ষা তুমি করিলে সলিলে॥
ঠাকুর বলেন ঝিয়ে যাও তুমি ঘরে।
লাউসেনের তরে যাই ঢেকুর ভিতরে॥
এত বল্যা গোবিন্দ হোলেন অন্তর্দ্ধান।
চারি পাট রাণী কৈল ঘরকে পয়ান॥
রাজোচিত অলঙ্কার পরে যেয়ো ঘরে।
আনন্দ দুন্দুভি বাজে ময়না নগরে॥
রঞ্জা বলে মোর সম পুণ্যবতী নাই।
হারা মরা বাহুড়িয়া দিলেন গোসাঞি॥
চারি পাটরাণী রৈল ময়না নগরে।
অনুমৃতা পালা সাঙ্গ হইল এত দূরে॥
এইখানে অনুমৃতা পালা হইল সায়।
রামদাস গায় গীত ধর্ম্মের কৃপায়॥

ইতি অনাদিমঙ্গল নাম ধর্ম্ম পুরাণে অনুমৃতা পালা নামে ঊনবিংশকাণ্ড সমাপ্ত।

বিংশ কাণ্ড।

অথ ইছাইবধ পালা লিক্ষতে।

চারি পাটরাণী রইল ময়না নগর।
সেন কালুকে লয়ে শুনহ উত্তর॥
সেন বলে শুন ওরে কালু সিংহ ভাই।
দূর কর মহিম বাড়ীকে চল যাই॥
বই হৈল পঞ্চ ঋতু বৎসর সম্মুখ।
ঢেকুরের মহিম কতেক পাব দুখ॥
কালু বলে হবু রাজা মনকথা নাই।
মনে মনে জপ ধর্ম্ম অনাদ্য গোসাঞি॥
আগুির পাথর পিঠে পার হও তুমি।
ঢাল খড়্গা বুকে বেন্ধে পার হব আমি॥
এত শুনে লাউসেন কালুকে দিল পান।
গাছ কেটে ভেলা বান্ধে হয়ে সাবধান॥
পরিসর ভেলা কর বিশেশয় হাত।
তাম্বঘর তুলে লও মোর দ্রব্যজাত॥
রাজআজ্ঞা পেয়ে কালু হাতে নিল পান।
গাছ কেটে ভেলা বান্ধে হয়ে সাবধান॥
ভেলা বান্ধে বীর কালু পরম সুন্দর।
রাজ দ্রব্য তুলে সব ভেলার উপর॥
শরাসন সবজাল ভেলায় গমন।
ভেলা ধরে ভেসে যায় ডোম তের জন॥
ভেলা ধরে ভেসে যায় ডোম তের জন।
উপলক্ষ ভেলা তায় ধরেন নারায়ণ॥
ও পারেতে কালু গিয়া করিল মোকাম।
এ পারেতে রহে রাজা ঘোড়াকে বুঝান॥
নারিবি পারিবি ঘোড়া সত্য করে বল।
পার হয়ে যাব আজি অজয়ার জল॥
এত বলি চাবুক হানিল ডান পাশে।
ছাড়িল মেদিনী ঘোড়া উঠিল আকাশে॥
পাতালে অজয় ভাবে কি হবে উপায়।
আমা নিন্দা করে বেটা পার হয়ে যায়॥
ঢেউ দিয়া দক্ষিণে কাটিয়া পাড়ি ধার।
পাতালে করিব বন্দী লাউসেন কুমার॥
তবে আমি সংসারে অজয় নাম ধরি।
এত অহংকার করে আরাধিয়া হরি॥
তড়েতে পড়িল ঘোড়া জুড়িয়ে হাপাল।
অমনি পড়িল জলে ভাঙ্গিয়া পাহাড়॥
জামা জোড়া ডুবিল মাথার মুকুটমণি।
ঘোড়ার পিঠে খায় রাজা নাকানি চোপানি॥
ঘোড়ার পিঠে সেনরাজা জলে ভেসে যায়।
মহারাজা লাউসেন বলে হায় হায়॥
সেন বলে ওরে ঘোড়া কি কর্ম্ম করিলি।
অজয়ার কূলে মোর নাম ডুবাইলি॥
ঘোড়া বলে সেন রাজা না ভাবিহ তুমি।
তোমারে করিয়া পিঠে ভেসে যাব আমি॥
তোমা পিঠে করে রাজা ছমাস ভাসব জলে॥
মোর মৃত্যু নাহি রাজা এই ধরাতলে॥
সেন বলে কহ ঘোড়া একি বিবরণ।
তোমাকে অমর বর দিল কোন্ জন॥
ঘোড়া কহে এই কথা তোমাকে কহিব।
অন্য কেহ শুনেতো এখনি মরে যাব॥
শঙ্খিনী নগরে ছিল জয় ধন্বন্তরি।
প্রকারে মারিল তারে জয় বিষহরি॥
বাসকির সঙ্গেতে আমার বাদ আছে।
ভুজঙ্গ দংশনে রাজা মরে যাই পাছে॥
লাউসেন ঘোড়াতে এতেক কথা হয়।
পাতালে বসিয়া তবে শুনিল অজয়॥

অজয় বলেন শুন বাসকি বচন।
সেনের ঘোড়াকে তুমি করহ নিধন॥
এত শুনি জলেতে ভাসিল অহিরাজ।
দেহ দেখে মন্দার সুমেরু পায় লাজ॥
বিষদন্তে দংশিল ঘোড়ার মধ্যস্থানে।
অমনি পড়িল ঘোড়া ভুজঙ্গ দংশনে॥
বিষেতে জ্বলিল তনু সহস্র অরুণ।
আগুীর পাথর মৈল দেব নিদারুণ॥
কাণা মীন আসিয়া ঘোড়ার লেজ কাটে।
ডুব দিয়া কাঁকড়া বসিল গিয়া ঘাটে॥
চারি পাখা শিকলে কাটিল সরুজাত।
দেবী দিল যার শিরে লোহার করাত॥
হাঙ্গর কুম্ভীর ঘোড়া করিল আহার।
বাহন বিহনে কান্দে লাউসেন কুমার॥
হেনকালে অজয়া দেবী লাউসেনে ধরে।
লাউসেনে বন্দী করে পাতাল ভিতরে॥
পাতালে হৈল বন্দী ময়নার তপোধন।
হেনকালে বৈকুণ্ঠে জানিল নারায়ণ॥
ঠাকুর বলেন শুন বীর হনুমান।
পাতাল ভিতরে সেন হারায় পরাণ॥
অজয়া করেছে বন্দী লাউসেন বীরে।
ঝাট যাহ হনুমান উদ্ধারিতে তারে॥
হনুমান বলে যবে তব আজ্ঞা পাই।
এই দণ্ডে অজয়া গণ্ডূষ করে খাই॥
ঠাকুর বলেন বাপু তোমাকে আমি জানি।
অগস্ত্য মুনির পারা তোমাকে বাখানি॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পবননন্দন।
অজয়ার নিকটে দিলেন দরশন॥
সপ্তম পাতালে বয় অজয়ার বাণ।
গণ্ডূষ করিতে যায় বীর হনুমান॥
কোপে কম্পমান বীর জ্বলন্ত অনল।
লাফ দিয়া পড়িল জলে হৈল উরুতল॥
কোপে কম্পমান বীর চায় চারি পানে।
সাত তাল জলকে পূরিল ডান কানে॥
বাম কানে পূরে বীর দুই তাল বালি।
উপরে কণ্ডনি করে মৃত্তিকার তালি॥
বিশেষ বৈশাখ মাস রবির বড় খর।
অজয়া বলেন প্রাণ হারালাম পারা॥
গুণের সাগর তুমি পবনকুমার।
হনুমান বলে কোথা লাউসেন আমার॥
এত শুনি অজয় নদী লাউসেনে দিল।
এস বলে লাউসেনে কোলে করে নিল॥
ধর্ম্মরাজ আপনি তোমাকে পরিতোষ।
আমার আশীর্ব্বাদে তুমি জিনিবে ইছাই ঘোষ॥
লাউসেন বলে গুরু নিবেদন করি।
বাহন বিহনে প্রভু চলে যেতে নারি॥
হনুমান বলে বাপু কর অবধান।
আগুির পাথর কোথা সেনের বাহন॥
অজয় বলেন তুমি সেনের ঘোড়া লেও।
জলজন্তু মরে গেল জল ছেড়ে দেও॥
এত শুনি হনুমান হাসে খল খল।
দুই তাল বালি ঢালে সাত তাল জল॥
প্রাণ পেয়ে জীবজন্তু উঠিয়া বসিল।
খেয়ে ছিল ঘোড়ার মাংস উগারিয়া দিল॥
তিল তিল করা মাংস লইল হনুমান।
জয়ধর্ম্ম বলি বীর ঘোড়াকে জেয়ান॥
প্রাণ পেয়ে ঘোড়া তখন ছাড়িল হ্রেষাণি।
চল রাজা লাউসেন ঢেকুর অবনী॥
চার দণ্ড অজয় আপনি হোল তড়।
ঘোড়ার পিঠে গেল রাজা ঢেকুরের গড়॥
তের ডোম বীর কালু ওপারে বসিয়া।
কত কথা মনে ভাবে বিলম্ব দেখিয়া॥
এক্ষণি টুটিল জল এক্ষণি বাড়িল।
এতক্ষণ হইল কেন রাজা না আইল॥
মধ্য দহে বীর কালু ঝাঁপ দিতে যায়।
সাকাশুকো দুই বীরে ধরিয়া রগায়॥
হেন কালে সেন আসে বিজরীর লতা।
কালু বলে মহাশয় গিয়াছিলে কোথা॥

ঢেকুরের দক্ষিণেতে সেনের মোকাম।
লঙ্কার নিয়ড়ে যেন বৈসে রঘুরাম॥
গিড় গিড় শবদে কাড়ায় পড়ে কাটি।
কুড়ি হাত কেঁপে উঠে অজয়ার মাটি॥
জোড়া শিঙ্গে ছাড়ে কালু শব্দ যায় দূর।
চমক পড়িল রাজ্যে অজয় ঢেকুর॥
অজয়ার গড়ে হৈল সম্বর সকলি।
ইছাই ঘোষ গোয়ালায় পূজে ভদ্রকালী॥
গোয়াল জুড়ে ইছাই ঘোষ অজা মেষ আনিল।
দেবীর দেউলে ইছাই দরশন দিল॥
ঢোল শিঙ্গা কাড়া বাজে একাকার ময়।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে দেবীর আলয়॥
বীণা বেণী মাদল মন্দিরা করতাল।
ভরঙ্গ ভৈরব জর বাজে বাজে পরসাল॥
বাঁয়ে বাজে আপনি দক্ষিণে বাজে শঙ্খ।
সংকরা সহিত সঘন বাজে দন্ত॥
কুলীন পণ্ডিতগণ পড়ে সপ্তশতী।
সম্মুখে পড়িছে দ্বিজ পূজার পদ্ধতি॥
আশী গণ্ডা মহিষ করিছে বলিদান।
রুধিরের ধারা বহে নদীর সমান॥
মানুষের কাটা মুণ্ড লাফ দিয়া পড়ে।
দল দল জমায়তি গম্ভীরা ভিতরে॥
শতদল বিল্বদল দেখিতে অপার।
ধূপধুনা পরিপাটী ঘোর অন্ধকার॥
সজল সরল মণি চামরের বাও।
ভগবতী দুর্গতি নাশিনী উর মাও॥
মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা।
স্মরণ করিতে চণ্ডী হৈল বরদাতা॥
বর মাগ বর মাগ বলিছেন বাসলী।
তবে কহে ইছাই ঘোষ হোয়ে কৃতাঞ্জলি॥
জয় জয় যশোদানন্দিনী যোগেশ্বরি।
বিপদে পড়েছি বড় রক্ষ মা ঈশ্বরী॥
বাসলী বলেন বাছা মেগে লও বর।
আর কেন স্তব কর ধুলায় ধূসর॥
ইছাই বলেন দয়া কর এইবার।
কংস ভয়ে শ্রীহরি কালিনী কৈলে পার॥
কেবা নাহি আশা করে তোমার চরণ।
অকালে পূজিল রাম বধিতে রাবণ॥
মহাবীর লাউসেন ধর্ম্ম অবতার।
হয়বর বিমানে অজয়া হয় পার॥
প্রথমে পড়িল বীর লোহাটা বজ্জর।
নাম শুনে আমার কাঁপিল কলেবর॥
সপুত্র-বান্ধব প্রজা পলাল সকল।
নিদান ভরসা মায়ের চরণ কমল॥
জ্ঞেয়াতি বান্ধব আর পলাল বাপ মা।
নিদান ভরসা দুর্গা তোমার দুটী পা॥
বাসলী বলেন বাছা তোমার ভয় নাই।
কোন ছার ধর্ম্ম ঠাকুর কি ধরে বড়াই॥
বাসকী বরুণ আদি ইন্দ্র পঞ্চানন।
কেবা আছে আমার সমক্ষে করে রণ॥
সুরপতি আমার সম্মুখে নয় স্থির।
কোন ছার লাউসেন কত বড় বীর॥
জগৎ জননী আমি দেবী শর্ব্বজায়া।
কেবা নাক্তি আশা করে চরণের ছায়া॥
যত বল দেবতা সবাকে আমি জানি।
আমার সহায়ে সবার গুণ মানি॥
অনাদ্য পদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্য মঙ্গল॥

বলিতে বলিতে চণ্ডী কোপে কম্পমান।
মুখ হইতে খসিল মায়ের তিন বাণ॥
তিন বাণ তুলে দিল ইছায়ের করে।
তিন বীর নিপাত করিবে তিন শরে॥
কালুসিংহ বীর আর লাউসেন কুঙার।
এই বাণে সেনের ঘোড়ার বধিবে পরাণ॥
এত শুন্যা ইছাই ঘোষ রৈল হেটমুখে।
নয়ন যুগলে ধারা কলধৌত বুকে॥

ইছাই বলেন মা গো শুন মন দিয়া।
এইভাবে পলাইলে রাবণি রাখিয়া॥
সনাতনী আপনি-সম্পদে পূজা নৈলে।
বিপদ কালেতে তাকে এড়ায়ে পলালে॥
এত শুনি বাসকি রহিল হেটমুখে।
রাবণ রাজার শেল জাগাইলে বুকে॥
যখন দৈবের বশে হইবে সর্ব্বনাশ।
রামকে লিখেছে বিধি গেল বনবাস॥
যখন দৈব ধরে যারে কার বাপে রাখি।
নল নিল জনক দৈইমন্তী রাণী সাক্ষী॥
নলরাজে শনি যথা করেছিল পীড়ে।
বার বৎসর গেল রাজা রাজপাট ছেড়ে॥
কহিতে উচিত তুমি মনে বাস দুখ।
বিষয় সম্পত্তি ধন জলের বিম্বুক॥
সাজ কর্য্যা সত্বরে সমরে চল যাই।
বিলম্বেতে কার্য্য নাহি শুন রে ইছাই॥
এত শুনি ইছাই ঘোষ করিয়া সাজনি।
দপ্ দপ্ জ্বলে কত অজগর মণি॥
দেবতা অসুর কাঁপে দেখিয়া চাহনি।
মাথায় বান্ধিল পাগ করিয়ে টালনি॥
শরত বিজরী ছটা অঙ্গের উপর।
তিন চাঁদ কষানি কাঞ্চন মনোহর॥
সর্ব্বগায় বান্ধিল বসন বীরকালি।
দড় বান্ধে কোমর ঘামের কলকলি॥
কাল অসি হেত্যার দেখিলে প্রাণ উড়ে।
ছুরি যমধরে গুণে কষে বান্ধে কড়ে॥
দ্বিগুণ করিল শোভা কস্তুরী চন্দন।
জরাসন্ধ রণে যেন সাজিল লবণ॥
সুধন্বা সাজিল যেন অর্জ্জুনের রণ।
রামের রণেতে যেন সাজিল রাবণ॥
ঢাল খাড়া হাতে বীর কলঙ্গে লাফ দেই।
জয়দুর্গা বলে বীর তীরকাটী লেই॥
লাউসেন বলে কালু দেখ দৃষ্টি দিয়ে।
ঐ বুঝি গোয়ালা আসে ধনুক ধরিয়ে॥

ধন্য রে ইছাই ঘোষ ধন্য রে গোয়ালা।
ধন্য পূজা করেছিলি রঙ্কিণী বিশালা॥
কালু বলে মহাশয় তুমি কেন যাবে।
গোয়ালা বেটার কাছে অপমান পাবে॥
না জানি গোয়ালা বেটা বলে কুবচন।
জেতের স্বভাব হোড় না ছাড়ে কখন॥
এত শুনি লাউসেন কালুকে দিল পান।
যুদ্ধ কর ঢেকুরে হইয়ে সাবধান॥
কালু বলে মহারাজা মনকথা নাঞি।
মনে মনে জপ ধর্ম্ম অনাদ্য গোসাঞি॥
দেবীর দেউল দেখে দেবীকে প্রণাম।
ইছাই ঘোষ ডেকে বলে আমার রাম রাম॥
কালু বলে ইছাই ঘোষ শুন মন দিয়ে।
ঢেকুরের কর দাও হিসাব করিয়ে॥
ইছাই বলে কালু তোরে আমি ভাল জানি।
তোর তো মেগের নাম লক্ষিয়ে ডুমনী॥
দুটো ঘর ছিল তোর তালপাতার ছাউনি।
বরিষা বাদলে বাইরে না পড়িত পানি॥
কালু বলে ইছাই ঘোষ তোকে আমি বলি।
তোর মা গোউড়ে কেনে মাগিত রাখালি॥
তোর বাপ গরু রাখে মুখে নাই রা।
ঘরে ঘরে ভাড়ুনি ভেনেছে তোর মা॥
কেহ দিত চাউল ক্ষুদ পুরান কলাই।
অকালে অন্নের লাগি মরিল তোর ভাই॥
তোর ছোট ভগিনী সাঙ্গা করিল ধীবর।
কর্জ্জে তোর ঘর বেচা লেখা-জোখা কর॥
একবোলে দুবোলে দুজনে গালাগালি।
আকাশে স্ফুলিঙ্গ দেই দুই জন ঢালী॥
দুই জন সমরে ধরিল মেলা পড়া।
কাট কাট ডাকিছে হাতের ঢাল খাঁড়া॥
স্বর্গে কাঁপে দেবতা পাতালে কাঁপে অহি।
টল টল পদভরে কাঁপিলেক মহী॥
হান হান শবদেতে দুজনে চোট হানে।
দুজনে সমান বীর কেহ নাহি জিনে॥

দুই জন বীর এসে ধরে প্রহরণ।
খাড়া ঢাল রেখে দোহে ধরে শরাসন॥
ভবানীর বাণ ইছাই জুড়িল ধনুকে।
চৌদ্দতাল আগুন জ্বলিল বাণের মুখে॥
ত্রৈলোক্য দাহন করিতে পারে বাণ।
ডেকে বলে ইছাই ঘোষ কালুর বর্ত্তমান॥
মনে কর গোপাল গোবিন্দ নারায়ণ।
এই বাণ ছেড়ে দিলে তোমার মরণ॥
কালু বলে ঐ শর বুক পেতে লব।
দোহাই ধর্ম্মের যদি এক পা পিছাব॥
তবু কদাচিৎ যদি এক পা পিছাই।
দোহাই ধর্ম্মের লাউসেনের রক্ত খাই॥
এত বলি বীর কালু পেতে দিল বুক।
সন্ধান পুরিয়ে ইছাই চালিল ধনুক॥
বাণ ছেড়ে ইছাই ডাকিয়া বলে মার।
বাজিল কালুর বুকে পিঠে হোল ফার॥
বাণ খেয়ে মহাবীর পড়ে ভূমিতলে।
লক্ষ্মণ পড়িল যেন রাবণের শেলে॥
ধেয়ে এসে লাউসেন কালুকে নিল কোলে॥
কালুকে করিয়ে কোলে লাউসেন কয়।
আজি দেখ ইছাই তোমার রণজয়॥
আজি দেখ আমার বীতত্তা বর্ত্তমান।
তোমায় আমায় কালি রণ প্রত্যুষ বিহান॥
এত শুনি ইছাই ঘোষ করিল গমন।
গড়ের ভিতরে গিয়া দিল দরশন॥
ইছাই ঘোষ রহিল গিয়া গড়ের ভিতর।
রামদাস বলে সেন হৈল কাতর॥

করুণারাগ

হরি হরি বংশী হারাল বড়াই গোকুলসমাজে।
হারায়ে গোবিন্দের বাঁশী ঘরে যাব কোন্ লাজে॥
কিবা লয়ে এলাম বীরকালু কিবা লয়ে যাব।
তোমা হেন মহাবীর কোথা গেলে পাব॥
কান্দে রাজা লাউসেন কালুকে নিয়ে কোলে।
রঘুনাথ রাজা যেন কান্দে সিন্ধুকূলে॥
কান্দে রাজা লাউসেন কপালে হানে হাত।
লক্ষ্মণ কোলে করে যেন কান্দে রঘুনাথ॥
আর না যাইব কালু ময়না অবনী।
ঘরে গেলে কি বলিবে লক্ষ্যিয়ে ডুমনী॥
তের দলুই কান্দে তারা কালুকে বেড়িয়া।
আহীর বালক যেন কৃষ্ণ হারাইয়া॥
সাকা শুকো কান্দিয়ে বাপের মুখ চেয়ে।
কোথাকারে যায় যায় অনাথ করিয়ে॥
পিতা মৈল পুত্রের গলায় ছেঁড়া কানি।
পিতার শোকে দুই বেটা লোটায় অবনী॥
হরি হরি বলে বীর শ্রীধর্ম্ম ধেয়ান।
রামদাস বলে বীর ত্যজিল পরাণ॥
মরে গেছে মোর পিতা ভূঁয়ে ফেলে রাথ।
একবার অর্জ্জুনসারথি বলে ডাক॥
সাকার বচনে সেনের ভাঙ্গিল ধেয়ান।
মনে মনে জপে সেন দেব ভগবান॥
জয় জয় জগন্নাথ জগতের পতি।
অনাথের নাথ কৃষ্ণ ভকতের গতি॥
প্রাণ পেয়ে বীর কালু পলাইয়া যায়।
আর মেনে জিন্তে আমি নারিব ইছাই॥
যে বীরের রণে শর খসায় বজ্জর।
হেন বীর নিপাত হৈল এক শর॥
আসিয়া বৈকুণ্ঠনাথ বলে দিল দেখা।
ঠাকুর বলেন আমি অর্জ্জুনের সখা॥
বিস্থাপতি বিদুর সকল সনাতন।
নিরবধি আশা করে যাহার চরণ॥
কেহ নাহি পায় অন্ত তপস্যা করিয়া।
অতেব নারদ বেড়ায় মহিমা গাইয়া॥
ভকত ভাবিলে মোরে নিরবধি পায়।
বাছা হারাইয়া গাভী যেন খুঁজে যায়॥
এত শুনি সেন রাজা লোটায় ধরণী।
দুঃখের সাগরে কৃপা কর চক্রপাণি॥
প্রণমিয়া বীর কালু পালাইয়া যায়।
সমরে জিনিতে আর নারিব ইছাই॥

এত শুনে ঠাকুর হাসেন খল খল।
উঠ ডোম ব'লে প্রভু ফেলে দিলেন জল॥
প্রাণ পেয়ে বীর কালু ডাকে মার মার।
রথ ভরে বৈকুণ্ঠে গেলেন করতার॥
প্রাণ পেয়ে বীর কালু লাফ দিয়ে উঠে।
সিংহনাদ শুনিয়া ইছায়ের বল টুটে॥
কালুর শিঙ্গে শুনে মনে করেছে ইছাই।
লাউসেনের সখা মেনে অনাদ্যগোসাঞি॥
নতুবা এমন ভাগ্য আর কেবা ধরে।
যেই বেটা মরেছিল সেই শিঙ্গা ফুরে॥
এত বল্যা দেবীকে বীর প্রণাম করিল।
আরবার সাজিয়া বীর রণেতে চলিল॥
ডেকে বলে আকাশবাণী যেও নাঞি রণে।
রণমত্ত ইছাই ঘোষ না শুনে শ্রবণে॥
তবু রণে যাত্রা কৈল রণমাতোয়ারা।
গড়ের বেউড় বাঁশে বেধে গেল পাগা॥
আদুড় কেশেতে ভিক্ষা মাগিছে যোগিনী।
মড়া কান্ধে গান করে শকুনি গৃধিনী॥
লাউসেন ইছাই ঢালী সাজে অনুপাম।
ইছাই হলো রাবণ লাউসেন হলো রাম॥
লাউসেন বলে ইছাই শুন মন দিয়ে।
ঢেকুরের কর দেহ কাগজ বুঝিয়ে॥
লাও চাও কাগজ বুঝিয়ে দেও কর।
নতুবা অন্যায় হবে গড়ের ভিতর॥
কর দিয়ে রাজত্ব করহ সর্ব্বকাল।
ঠাকুর হইলে বাজে অনেক জঞ্জাল॥
যেখানে সম্পদ বাড়ে সেখানে বালাই।
কোথা গেল কর্ণ রাজা দুর্য্যোধন রায়॥
যুধিষ্ঠির কোথা গেল সুধন্বা সুরথ।
সগর বংশের রাজা কোথা গেল ভগীরথ॥
তুমি বল অবনীমণ্ডলে কেহ নাঞি।
কোন্ ছার গোয়ালা বেটা কি ধরে বড়াই॥
হুড়পনা তোমার বুঝিব এতদিনে।
রাজকর দাও নাই কাহারু বচনে॥

ইছাই বলেন সেন তোর বুদ্ধি কি।
আঁটকুড়ী হবে পারা বেণুরায়ের ঝি॥
ওরে বেটা লাউসেন পলাইয়ে যাবে কোথা।
বাসলী পূজিব আজি দিয়ে তোর মাথা॥
দুইজনে মত্ত হলো সমরে দারুণ।
ডরে কাঁপে মেঘবান্ বাসকি বরুণ॥
রাম দশাননে যেন বাজিল হানাহানি।
সেই মহাপ্রলয় সকল লোক জানি॥
শরে শরে সংসার ছাইল দুই বীর।
শরধনু ধরণী তপনমালা নীর॥
দুই জন শর এড়ে দোহার উপরে।
মেঘে যেন বৃষ্টি হয় পর্ব্বত শিখরে॥
দুই জন সমরে করিছে হুড়াহুড়ি।
দুইজন সমরে বিঁধিছে ক্ষিতি খুঁড়ি॥
ধনুক শর রেখে বীর ধরে খাঁড়া ঢাল।
রুণু রুণু ডেকেছে যতেক উরু মাল॥
লাউসেন বলে ইছাই ধন্য তোর বল।
অবনীমণ্ডলে তোর জনম সফল॥
রাবণ সমান তোকে অনুমান করি।
কি করিবে সখা ইন্দ্র বিদ্যাহর হরি॥
তথাপি জিনিব রণ কহিনু নিশ্চয়।
হইয়ে যুগলপাণি চাহ পরাজয়॥
খেদাড়িয়ে লাউসেন ইছায়ে দিল চোট।
পড়িল ইছায়ের মুণ্ড ভুঁঞে যায় লোট॥
পড়িয়ে ইছায়ের মুণ্ড ভূঁঞে লোট যায়।
কাটা মুণ্ড ভবানী ভবানী গীত গায়॥
জয় দুর্গা বাসলী রঙ্কিণী বলি বলে।
কৈলাস তেজিয়া চণ্ডী আইলা রণস্থলে॥
দেখিল ইছায়ের মুণ্ড ভুঁয়েতে লোটায়।
বেটা বলে ভগবতী কোলে নিল তায়॥
কাটা মুণ্ড জুড়ে দিল কন্ধের উপর।
ভবানী বলেন বাছা মেগে লও বর॥
ইছাই বলেন মা গো দেহ এইবর।
কাটা মুণ্ড জোড় লাগবে কান্ধের উপর॥

ভবানী বলেন বাপু দিলাম ঐ বর।
শেষ কাল হলে যেও বৈকুণ্ঠ নগর॥
বর দিয়ে কৈলাসে গেলেন দশভুজা।
ইছাই বলে কোথা গেল লাউসেন রাজা॥
বাহুবলে মহামত্ত করে অহঙ্কার।
ধনুকের টঙ্কার দিয়া বলে মার মার॥
ইছাই বলেন সেন বেঁচে যাবে কোথা।
বাসলী পূজিব আজি কেটে তোর মাথা॥
লাউসেন বলে ইছাই তোরে আমি জানি।
কতক্ষণ এসেছিল গণেশের জননী॥
দশমুণ্ড কাটিয়ে রাবণ পূজেছিল।
রাম অবতার হ'তে রাবণ কোথা গেল॥
এত শুনি ইছাই ঘোষ কুপিত অন্তর।
ভবানীর বাণ ধরে বলে বীরবর॥
মনে কর গোপাল গোবিন্দ নারায়ণ।
এই বাণে দেখাব তোমা শমন-সদন॥
ইষ্ট দেবতা গুরু জপ মনে মনে।
আর না যাইবে তুমি ময়না ভুবনে॥
ভবানীর বাণ ইছাই জুড়িল ধনুকে।
বাইশ তাল আগুন জ্বলিল বাণের মুখে॥
বাণ ছেড়ে গোয়ালা বলে তোমার বিপাক।
অর্জ্জুনসারথি হরি এইবার রাখ॥
কাতর করুণা করি লাউসেন ডাকে।
ঘোরতর রণে প্রভু রক্ষা কর মোকে॥
এত বলে সেন রাজা গোবিন্দ ধেয়ান।
সুদর্শন চক্রে হরি হরে সেই বাণ॥
বাণ ব্যর্থ গেল তবে দেখিল ইছাই।
শেষ বাণ ছেড়ে দিল ভেবে মহামাঈ॥
শেষবাণ হরে লয়ে গেল ধর্ম্মরায়।
ইছাই বলে আমাকে ছাড়িল মহামাঈ॥
ধেয়ে গিয়ে লাউসেন ইছায়ে হানে চোট।
পড়িল ইছায়ের মুণ্ডু ভুঁয়ে যায় লোট॥
পড়িল ইছার মুণ্ডু ধূলায় ধূসর।
লাফ দিয়া উঠে মুণ্ড কান্ধের উপর॥

ভীষণ বিক্রমে বীর পুনু করে রণ।
আরবার কাটিল ময়নার তপোধন॥
যতবার কাটে মুণ্ড ততবার উঠে।
সিংহের বিক্রম যেন তারা হেন ছুটে॥
মহারাজা লাউসেন ডাকিছে মার মার।
ইছায়ে কাটিল সেন এক শত বার॥
মরিয়া না মরে ইছাই হইল বিষম।
সেন বলে এই বেটা কালান্তক যম॥
লাউসেন ইছাই যুদ্ধ দেবগণ দেখে।
রথে বসে কামিল্যা কেবল চিত্র লেখে॥
ঢেকুরে হইয়ে গেল দেবতার হাট।
দেবতা করেন মনে কিন্নরের লাট॥
ঠাকুর বলে গা তুলিয়ে এস হনুমান।
প্রায় বুঝি আমার পূজা হয় সমাধান॥
আমার সঙ্গে বাদ করে দেবী দশভুজা।
চোদ্দ যুগ ওয়ালা ঢেকুরে হইল রাজা॥
হনুমান বলে বাপা বসে থাক তুমি।
ব্রহ্মাকে পাঠায়ে দিয়ে দেবীকে আনাব আমি।
এত ব'লে হনুমান চারিপানে চায়।
দেখিলেন পদ্মযোনি বসেছে সভায়॥
কিবা কথা কয় ব্রহ্মা সভার ভিতর।
তিন ভাই এক মাগ তবু স্বতন্তর॥
তোমার বরে ব্রহ্মাণী রয়েছে বলবান।
দেবী কেন যুদ্ধ করে তৎকাল ডেকে আন॥
এত শুনে লজ্জিত হইল পদ্মযোনি।
চলিল ঢেকুরে ব্রহ্মা যেখানে ভবানী॥
ভাশুর দেখিয়ে চণ্ডী হৈইল আকুল।
শ্যামরূপা বাহির হ'ল ভাঙ্গিয়া দেউল॥
দেউল ভেঙ্গে ভগবতী দাঁড়াইল দূরে।
তখন ডাকিয়ে বলে ইছায়ের তরে॥
শুনরে ইছাই বেটা গোয়ালা নন্দন।
তোমার লাগিয়া এল দেব দৈত্যগণ॥
ভাশুর শ্বশুর সব রণে দিল দেখা।
পরিণামে না জানি কপালে কিবা লেখা॥

বসুমতী কাটিয়ে করিব খানি খানি।
দণ্ডধারী কুবের বরুণ কিবা গুণি॥
অসি চর্ম্ম ধরে চণ্ডী ডাকে হান হান।
দেখি পিতামহ দেব পলাইয়ে যান॥
আরবার লাউসেন ইছায়ে বাজে রণ।
দুই মহাবীরে করে বাণ বরিষণ॥
খেদাড়িয়ে লাউসেন ওসারিল চোট।
পড়িল ইছার মুণ্ড ভুঁয়ে যায় লোট॥
ঠাকুর বলে গা তুলিয়ে এস হনুমান।
অজয়ায় ফেলে দাও ইছার মুণ্ডখান॥
এত শুনে হনুমান ধায় বায়ু বেগে।
সুরথের মাথা যেন লইতে প্রয়াগে॥
পড়িল ইছাএর মাথা যোড় দিতে চায়।
চিল হ'য়ে হনুমান ধরে' লয় তায়॥
অজয়াতে ফেলে দিল ভুজঙ্গের ব্যাতে।
পীযূষ বলিয়ে নাগ ছিঁড়ে খায় দাঁতে॥
দেবীর তরাসে পলায় দেবতা অসুর।
ধর্ম্মবলে জয় হ'ল দুর্জ্জয় ঢেকুর॥
জগৎ জননী দেবী জানিল ধেয়ানে।
বরপুত্র ইছাই ঘোষ পড়ে গেল রণে॥
পাতালের পথে চণ্ডী উতরিল গিয়ে।
বাসণী নাগের তরে বলে ডাক দিয়ে॥
যেই মুণ্ড আমার চরণ সেবা করে।
হেন অবতার মুণ্ড তোমার জঠরে॥
আমার বেটার মুণ্ড উগারিয়ে দেও।
গলায় আছে চাঁপার মালা আশীর্ব্বাদ লেও॥
উগারিয়ে দেও মুণ্ড মোর বর্ত্তমান।
নয় আমি নখে ছিঁড়ে করিব খান খান॥
এমন বচন চণ্ডী বলে ডাক দিয়ে।
খেয়েছিল মুণ্ড নাগ দিল উগারিয়ে॥
তিল তিল করি মুণ্ড লইল ভবানী।
বেটা বলে জিয়াইল ব্রহ্মার জননী॥
প্রাণ পেয়ে ইছাই ঘোষ হইল অমর।
বাসিলী বলেন বাছা মেগে লাও বর॥

চল রাজা করে যাব ইন্দ্রের উপর।
রাজত্ব করিবে তুমি অমর নগর॥
ইছাই বলে মা তোমার বরে কাজ নাই।
এই বর দাও মাগো তব সঙ্গে যাই॥
বর দিয়ে কৈলাসে পলাল দশভুজা।
আরবার কাটিবে এসে লাউসেন রাজা॥
বারে বারে চোটগুলো সহিতে আর নারি।
সঙ্গে করে লাও চণ্ডি নিবেদন করি॥
বাসলী বলেন বাছা এখন কোথা যাব।
তোর হিংসা করেছে লাউসেনের রক্ত খাব॥
লাউসেনের রক্ত খেয়ে যদি নাই যাই।
হরিহর কার্ত্তিক গণেশের মাথা খাই॥
ভবানী করিল গড়ে প্রতিজ্ঞা বিশাল।
হায় হায় করি কাঁদে অষ্টলোকপাল॥
হায় হায় দেবতা অসুরে কানাকানি।
কি বাক্য বলিলেন যোগব্রহ্মার জননী॥
কেহ বা ঢেকুরে বসে কেহ ঘর যায়।
ঠাকুর বলে গা তুলিয়া এস হনুরায়॥
না হল আমার পূজা ভারত ভিতর।
অতএব চল যাই বৈকুণ্ঠ নগর॥
হনুমান বলে বাপা বসে থাক তুমি।
অমন প্রতিজ্ঞা কত দেখিয়াছি আমি॥
বিশায়েরে ডাকিয়া আপনি দেহ পান।
এইখানে মায়ামুণ্ড করহ নির্ম্মাণ॥
শোণিত বলিয়া তাতে পুরিবে নায়ের জল।
দেবীর বচন মিথ্যা করিব সকল॥
আজ্ঞা পেয়ে বিশাই রচিল মায়ামুণ্ড।
ভরিল লায়ের জল পরিবদ্ধ কাণ্ড॥
অলক্ষিতে লাউসেনে হরিয়া লইল।
লহ বলে গোবিন্দের কোলে লয়ে দিল॥
চারিদিকে দেবতা বসেছে সুশোভিত।
কাঁন্ধের উপরে মাথা কনক রচিত॥
কেবল রচিল মুণ্ড একা নাই নড়ে।
গোবিন্দ করিল মায়া ঢেকুরের গড়ে॥

হেনকালে বীণা গেয়ে আইল নারদ।
ধর্ম্ম বলে তবে দূর হইল দুরাপদ ॥
ঠাকুর বলেন বাপু ও নারদ মুনি।
তুমি ঢেকুর-ছাড়া কর ব্রহ্মার জননী ॥
কু বচনে গালি দিবে চণ্ডীর বিদ্যমান।
তোমাকে না-জানা নাই দুর্গার পুরাণ ॥
বসিলেন নারদ গিয়া গাছের আড়াল।
দেবতা করেন মনে অমরে অকাল ॥
কেহ বলে নারদ মুনি কদাচিৎ বাঁচে।
রাস মণি মুকুতা মিশাল হয় পাছে ॥
দেবতার কথা শুনে কান্দে লাউসেন।
হাতে ধরি ধর্ম্ম তাকে উপদেশ দেন ॥
তোমার উপর যবে দেবী হানিবে কাল অসি।
অমনি ভুঞেতে পড় ধর্ম্মের তপস্বী ॥
অচেতন হ'য়ে থাক ধরণী বিমানে।
তোমার পাছে আছি আমরা যত দেবগণে ॥
এত বলি পলায় ধর্ম্ম ছ মাসের গণে।
বিপদ পড়িল হেথা রাজা লাউসেনে ॥
রামদাস গায় গীত ভাবিয়া ঠাকুর।
ভক্তের সে বল হরি পাপ যাক দূর ॥

অসম সাহসী বড় লাউসেন বীর।
কাট কাট ডাকে চণ্ডী খাইতে রুধির ॥
ডান হাতে খড়্গ আর বাঁ হাতে খর্পর।
বিপরীত ডাক ছাড়ে ডাগর ডাগর ॥
হান হান শবদে হানিল লাউসেনে।
বাম হাতে খর্পর যোগায় সেইখানে ॥
খর্পরে পুরিয়া রুধির লইল অভয়া।
অচেতন লাউসেন গোবিন্দের মায়া ॥
ভূমিতলে লাউসেন ঢালিলেন গা।
বেটা বলে কোলে নিল বসুমতী মা ॥
খর্পরে পূরিয়া রুধির ইছায়ের পানে চাও।
তোমার রিপু মৈল বাছা এই রক্ত খাও ॥
তোর পাকে কমল কাঞ্চনে কালি দিল।
চারি পানে চেয়ে চণ্ডী রক্তপান কৈল ॥
রক্তপানে ভবানী করিল হেটমাথা।
তখনি ডাকিয়া বলে ইছাই ঘোষ কোথা ॥
এতকাল লাউসেন বেড়েছে রাজভোগে।
তবে কেন উহার শোণিত মিঠা নাই লাগে ॥
ইছাই ঘোষে জিজ্ঞাসেন ব্রহ্মার জননী।
বীণা গেয়ে আইল নারদ মহামুনি ॥
আশীর্ব্বাদ করিতে আসে হেমন্তের ঝি।
নারদ বলে মামী গো খেয়েছিলে কি ॥
ধিক ধিক ওগো মামী তোমার জীবন।
পরম বৈষ্ণবী তুমি এ কার্য্য কেমন ॥
কলি যুগে করে কে এতটা অনুচিত।
বিষ্ণুভক্তি দাতা হোয়ে খাইলে শোণিত ॥
কমল কাঞ্চনে কালি কেন দিলে মামী।
এ কথা মামার কাছে বলে দিব আমি ॥
পরম বৈষ্ণবী মামী জানিনু ঈশ্বরী।
এমন নৈলে মামী হয় অসুরভাতারী ॥
আমি জানি মামী তোমার পূর্ব্বের সমাচার।
এমন নইলে মামি কর আইবুড়ভাতার ॥
লাউসেনের রক্ত যদি মিঠা নাই পাও।
তোমার বেটা ইছাই ঘোষ, ঘাড় ভেঙ্গে খাও ॥
এত শুন্যা বাসলী কোপে কম্পমান।
তোর রক্ত খাব নারদ বধিব পরাণ ॥
কোপে কম্পমান দেবী ডাকে ধর ধর।
ঢেঁকি ফেলে পলাইল নারদ মুনিবর ॥
নারদ লুকাল গিয়া মহাদেবের কোলে।
ভগবতী তথাকারে গেল হেনকালে ॥
নারদ বলেন মামা শুন মন দিয়া।
মামীর কথা কহিব তোমায় বিরলে বসিয়া ॥
তোমাকে সকলে বলে দেবের দেবরাজ।
মামী হ'তে হ'ল তোমার দেশ যুড়ে লাজ ॥
মামী হ'তে গেল তোমার কুলের বড়াই।
আর মেনে তোমার ঘরে জল খাব নাই ॥

মামা তুমি জান নাই মামীর হাত নাড়া।
যার তার সঙ্গে মামী ধরে ঢাল খাঁড়া॥
ভাগ্যে পুত্র আজি রক্ষা হলো মোর প্রাণ।
ঘাড় ভেঙ্গে নয় মামী করিত জলপান॥
লাউসেনের রক্তপান করে এলেন মামী।
মিথ্যা কেন কব মামা মুখ দেখ তুমি॥
এত শুনে মহাদেব কোপে কম্পমান।
দুর্গার তরেতে হর জুড়িল বাখান॥
তেঁই আমি চন্দন দেখিলাম তোমার গায়।
ভিখারীর মাগ হ'য়ে এত সাধ যায়॥
সর্ব্বকাল দুর্গা হলি বুদ্ধে স্বতন্তর।
বৃদ্ধ ভাতার যুবতী মাগ কেমনে হবে ঘর॥
যুবক স্বামীর কথা পীযূষের কণ।
বৃদ্ধ সোআমীর কথা ছেঁচা ঘায় নুন॥
জনম ভিখারী আমি ভিক্ষা মেগে খাই।
রামকৃষ্ণ কেবল বদনে গীত গাই॥
প্রভাতে করিয়া ভিক্ষা আনি নানা ঠাঞি।
মাগ পো বৈকালে বলে ঘরে ভাত নাই॥
কু বচন বলিয়া পাঁজর কৈল কালি।
সকল বচনে দেয় বুড়া বলি গালি॥
বোলচাল বচনগুলা সহিতে নারি আর।
সকল তেজিয়া করি জলাসন সার॥
এত বল্যা শঙ্কর বান্ধিল ঝুলি কাস্থা।
সম্মুখে দাঁড়াইয়া কান্দে জগতের মাতা॥
লাজে হেটমাথা চণ্ডী নারদের বচনে।
দৈব দোষে পাসরিল গোয়ালানন্দনে॥
হর গৌরী রহিলেন কৈলাস নগর।
ইছাই ঘোষের উপর পড়ে মন্বন্তর॥
রণ জয় শব্দ কর‍্যা চলেছে গোয়ালা।
হেনকালে লাউসেন গোবিন্দের পালা॥
লাউসেন বলে ইছাই মরে গেলাম আমি।
ধর্ম্মের তপস্বী হই নাই জান তুমি॥
এত শুন্যা ইছায়ের কাঁপে কলেবর।
শকুনি গৃধিনী উড়ে পাগের উপর॥
পার্ব্বতী পূর্ব্বর দাতা হৈল বিমুখ।
হাত হোতে ইছাই ঘোষের পড়িল ধনুক॥
সম্মুখে মরণ বুঝি হয় বিপরীত।
অকালে বরিষে মেঘ ভীষণ শোণিত॥
কলেবর কাঁপিয়া গায়েতে এল জ্বর।
ইছাই ঘোষকে ডেকে বলে ময়নার সদাগর॥
লাউসেন বলে ইছাই তোর ভয় নাই।
এস আমি মাথার পাগ তোরে দিয়ে যাই॥
কিছু মোরে দেও তুমি ঢেকুরের কর।
আজি হইতে রাজা তুমি ঢেকুর নগর॥
দেখ গিয়া বলিতে বালক নির্য্যাতন।
সংসার খুঁজিয়া দেখ প্রাণ বড় ধন॥
ইছাই বলেন সেন ভঙ্গ নাঞি দিব।
আমি জানি তোর হাতে নিশ্চয় মরিব॥
তোমার হাতে সেন আমার মৃত্যু হয় যদি।
আমি জানি তুমি আমার গোবিন্দ সারথি॥
রামের রণেতে ভঙ্গ দিয়েছে রাবণ।
অপযশ লিখিল বাল্মীকি রামায়ণ॥
ভঙ্গ দিয়া রাবণ পেয়েছে বড় লাজ।
রামের হাতে মরে গেছে সিদ্ধ তার কাজ॥
এত শুনি দুই বীরে হয় মেলা পড়া।
কাট কাট ডাকিছে হাতের ঢাল খাঁড়া॥
পড়িল ইছায়ের মাথা লোটায় ধরণী।
কাটা মুণ্ড গান করে ভবানী ভবানী॥
জয় দুর্গা রঙ্কিনী বাসলী গীত গায়।
কন্ধের উপরে মুণ্ড যোড় নিতে চায়॥
এইরূপে দুই বীরে হয় ঘোর রণ।
স্বর্গেতে কাতর হোল যত দেবগণ॥
ঠাকুর বলে ঝাট এস বীর হনুমান।
ইছাই ঘোষ দুঃখ পায় তৎকাল গিয়ে আন॥
এত শুন্যা মহাবীর ধায় বায়ুবেগে।
সুরথের মাথা যেন ফেলিতে প্রয়াগে॥
আজ্ঞা পেয়ে হনুমান হোল শঙ্কচিল।
বাতাসে মিলিল দেহ সাক্ষাৎ অনিল॥

পড়িল ইছাএর মুণ্ড জোড় নিতে চায়।
চিল হোয়ে হনুমান তুলে নিল তায় ॥
অর্জ্জুনসারথি নাথ রথে আছে চড়ে।
ইছাএর মুণ্ড লয়ে তথা গেল উড়ে ॥
লাও ব'লে গোবিন্দের হাতে তুলে দিল।
এস বলে ঠাকুর কোলেতে তুলে নিল ॥
বাম ভাগে বসালেন দেব নারায়ণ।
চতুর্ভুজ হোয়ে বসে গোয়ালানন্দন ॥
ইছাই ঘোষ রৈল গিয়া বৈকুণ্ঠ নগর।
রামদাস গায় গীত সখা মায়াধর ॥

অতিবেগে ঢেকুরেতে আইল ভগবতী।
দেখিল ইছাএর স্কন্ধ পড়ে বসুমতী ॥
ইছাএর স্কন্ধ দেবী কোলে করে নিল।
আপনার মন্দিরেতে ফুলে শোয়াইল ॥
আকুল হইয়া কান্দে ব্রহ্মার জননী।
•হা পুত্র ইছাই বিনে আঁধার অবনী ॥
ইছাএর মুণ্ড যদি এইবার পাই।
ইন্দ্রের উপর রাজা করিব ইছাই ॥
এত বলি খুঁজেন চণ্ডী অজয়ার গড়।
কাঁদিতে কাঁদিতে খসে অঙ্গের কাপড় ॥
গোদাবরী গোকুল খুঁজেন হরিদ্বার।
খুঁজিলেন লঙ্কাপুরে সমুদ্র উ-পার ॥
পুনরপি ঢেকুরে আইলা নারায়ণী।
হেনকালে পদ্মা সতী জোড় করে পাণি ॥
শোক দূর কর মাগো শুনহ পার্ব্বতি।
তোমা সেবে ইছাই ঘোষ পাইল দিব্যা গতি ॥
ইছাই ঘোষ গোয়ালা পাইল নারায়ণ।
শোক দূর কর‍্যা চল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
এত শুন্যা কান্দিতে লাগিল নারায়ণী।
আর না আসিব পদ্মা ঢেকুর অবনী ॥
চল পদ্মা ইছাএর অগ্নি দিয়ে যাব।
পুনরপি আর আমি ঢেকুরে না আসিব ॥

এত বলি ইছাই স্কন্ধ কোলে করে নিল।
পদ্মা সখী কাষ্ঠগুলি আনি যোগাইল ॥
নির্ম্মাণ করিল চিতা নানা আয়োজন।
মানিক রতনে কুণ্ড করিল সাজন ॥
চন্দনের গড়ে দিল চন্দনের কাঠ।
ধূপ ধুনা কস্তুরী আদি আর জিনিষপাট ॥
চাপা কলা সৌরভ উপরে ঢালে ঘি।
ইছাই ঘোষে অগ্নি দেয় হেমন্তের ঝি ॥
নাড়িয়া চাড়িয়া চণ্ডী পোড়াল ইছাই।
সাগরে ফেলিতে অস্থি যান মহামাঈ ॥
গয়ামধ্যে পিণ্ড দিল ব্রহ্মার জননী।
পুনরপি ঢেকুরে আইল নারায়ণী ॥
বেটা মৈল বল্যা চণ্ডী ছাড়িল নিশ্বাস।
তিনরাত্রি দেউলে করিল উপবাস ॥
পদাঘাত কর‍্যা চণ্ডী ভাঙ্গিল দেহারা।
অজয়াতে টেনে ফেলে অজয়ার বারা ॥
কান্দিতে কান্দিতে মাতা করিল গমন।
ইছাএর ঘরে গিয়া দিল দরশন ॥
প্রাচীরের শোভা দেখে বার গণ্ডা ঘর।
বান বিন্দু বাঙ্গলা সেজেছে মনোহর ॥
প্রাসাদ মাহুরী ঘর অষ্টজার পিড়ে।
চন্দনের স্তম্ভ তায় চন্দনের পিড়ে ॥
অন্তঃপুরের সেজেছে ইন্দ্রের পারিজাত।
চামরে ছেয়েছে চাল বিজুরী সাক্ষাৎ ॥
গঙ্গাজল চামরে ছেয়েছে চারি চাল।
বরণে জড়িত তায় মেজে কাঁচা ঢাল ॥
এই ঘরে ইছাই পুত্র করিত ভোজন।
এই যে পালঙ্কে বাছা করিত শয়ন ॥
এইখানে বঞ্চিত রজনী নাট্যগীতে।
এইখানে দান কৈল আমার পীরিতে ॥
বারেক বাহুড়ে এস গোয়ালাকুমার।
আশ্বিন মাসের পূজা কে দিবে রে আর ॥
কার পূজা দেখিতে সাজিয়া আসিব রথ।
আজি হোতে ঢেকুর হোল ছয় মাসের পথ

কার্ত্তিক গণেশ পুত্র কেন না মরিল।
ইছাই বিনা এই দেশ শূন্যাকার হ'ল ॥
কান্দিতে কান্দিতে মাতা করিল গমন।
পথে দাঁড়াইয়া আছে ময়নার তপোধন ॥
পথে দাঁড়াইয়া আছে লাউসেন রাজা।
লাউসেনে কাটিতে তবে চলে দশভুজা ॥
তুমি বেটা বেঁচে আছ আমি নাই জানি।
তবে কেন গালগুলো দিল নারদ মুনি ॥
তোর রক্ত খাব বেটা বধিব জীবন।
কোথা তোর ধর্ম্ম তাকে ডাকনা এখন ॥
সেন বলে তুমি ধর্ম্ম আর ধর্ম্ম কোথা।
তুমি ধর্ম্ম তুমি ব্রহ্ম তুমি মাতা পিতা ॥
জননী হইলে পুত্র ধরয়ে জঠরে।
মায়ে যদি বেটা খায় কে রাখিতে পারে ॥
আখ্ড়া সালেতে খড়্গা দিয়াছিলি মা।
দয়া নাত্রি হ'ল মোরে কেটে রক্ত খা ॥
এত শুনে লাউসেন খড়্গা ফেলে দিল।
হেঁটমাথা করে তবে বাসলী রহিল ॥
যাও বাছা লাউসেন তোরে কাট্‌ব নাই।
কানড়ার পতি তুমি সাধের জামাই ॥
কানড়ার বিভা কালে তোরে দিলাম মালা।
বলেছিলাম কার্ত্তিক গণেশ তোর শালা ॥
ইছাই মৈল শূন্যকার হোল ঘরবাড়ী।
তুমি মৈলে কানড়া হইবে কড়ে রাঁড়ী ॥
বাঁশ কেটে পুতে যাও গড়ের উপর।
সেন পাহাড় বলে নাম দিলাম সদাগর ॥
এত বল্যা ভগবতী হইল অন্তর্দ্ধান।
যেখানেতে আছেন ভাঙ্গড় ত্রিনয়ন ॥
শঙ্করের কথা শুনে কান্দেন শঙ্করী।
বর পুত্র ইছাই ঘোষ পাসরিতে নারি ॥
যার ভক্তি প্রভাবে দেখিলাম এ জগৎ।
লাউসেনের রণে মৈল এমন ভকত ॥
এত শুনি হাসেন ভাঙ্গড় ত্রিনয়ন।
জানিলাম ভগবতী তোমার অল্পজ্ঞান ॥
ঢেকুরে গোয়ালা বেটা পূজা দিত একা।
আমি পূজা করে দিব ঘরে ঘরে লেখা ॥
রঘুনাথ করে গেল অকাল বোধন।
চণ্ডিকার সৃষ্টি হোল ইছায়ের রণ ॥
হরগৌরী রহিলেন কৈলাস নগরে।
ইছাইবধ পালা সাঙ্গ হোল এতদূরে ॥
এইখানে ইছাই বধ হইল সমাপ্ত।
রামদাস গাইলেন ধর্ম্ম মুখাকৃত ॥

ইতি অনাদিমঙ্গল মহাপুরাণে ইছাইবধ নাম বিংশ কাণ্ড।

একবিংশ কাণ্ড।

অথ অঘোর বাদল পালা লিখ্যতে।

জয় হল ঢেকুর জগতে বলে জয়।
ধর্ম্ম বলে হইল আমার পশ্চিমউদয়॥
লাউসেন বসে গিয়া ইছায়ের ঘরে।
কায়স্থ কার্কুন লিখে কতেক ভাণ্ডারে॥
কাগজে লিখিয়া লইল ইছায়ের কর।
প্রজাকে আশ্বস্ত করে তুলি দুই কর॥
বাঁশ কেটে পুতে রাজা গড়ের উপর।
সেনপাহাড়ী নাম তার দিলেন সওদাগর॥
বেড়ি দিয়া সোম ঘোষে তুলিল দোলায়।
আপনি লাউসেন রাজা চাপিল ঘোড়ায়॥
পাঁচ দিনে ঢেকুরে গৌড়েতে গতায়াত।
তিন দিনে পাইল গিয়া রাজার সাক্ষাৎ॥
রাজার সাক্ষাতে গিয়া মাথা করে হেট।
এই বেটা লাউসেন ইহাকে লাও ভেট॥
গায়ে হোতে ভূপতি উতরে দিল জোড়া।
তখনি বস্‌কিস্‌ হোল টাঙ্গনিয়া ঘোড়া॥
ঘোড়া চেপে লাউসেন হইল বিদায়।
দশ দিনে ময়না নগর গিয়া পায়॥
স্থানে বাঁধা গেল ঘোড়া অণ্ডিরপাথর।
বীর কালু গেল চলে আপনার ঘর॥
ময়নাতে রহিল ময়নার সদাগর।
গোউড়ে রাজাকে লয়ে শুনহ উত্তর॥
সোম ঘোষে ডাকিয়া বলেন নরপতি।
কিছু না ভাবিহ ভাই করহ রাজত্যি॥
এখন আর কি করিবে কহনা উত্তর।
সোম ঘোষ বলে রাজা সকলি তোমার॥
তোমার সহিত বিবাদ কর্য্যাছিল যে।
বিধিমত শাস্তি পেয়ে মরে গেল সে॥
হইলাম আটকুড়া আর যাব কোথা।
সর্ব্বকাল মহাশয় তুমি মাতা পিতা॥
নফর পালিতে পার যে হয় ঠাকুর।
আজি হোতে রহিলাম গৌড় মধুপুর॥
এত শুনি তখন কহিল মহীপাল।
পুনরপি ঢেকুরে করহ ঠাকুরাল॥
যাও বাপু সোম ঘোষ বিদায় দিলাম আমি।
পুনরপি ঢেকুরেতে রাজা হও তুমি॥
সোম ঘোষ গোয়ালা যদি হইল বিদায়।
মাথায় হাত দিয়া পাত্র বলে হায় হায়॥
ভাগিনা বাঁচিয়া এল কি হবে উপায়।
মরিয়া না মরে পাত্র এ তো বড় দায়॥
ধর্ম্মবলে হইয়াছে অতি বলবান্‌।
আমি আজি দিব করি পূজা সমাধান॥
বাম হাতে ফুল দিব ধর্ম্মের দুই পায়।
বোন রঞ্জাবতী যেন বেটার মাথা খায়॥
এই যুক্তি মহাপাত্র করে মনে মনে।
আরবার কহিবে রাজার বর্ত্তমানে॥
আমার বচন রাজা শুন মন দিয়া।
কহিতে লাগিল পাত্র ঈষৎ হাসিয়া॥
লেখা নাক্রি দেউলে জাঙ্গাল পূর্ণ পথ।
বৃদ্ধ হোলে মহাশয়ে শুনে ভাগবত॥
দিনে পাঁচ লক্ষ যায় শুনিতে পুরাণ।
দনেদাতা কল্পতরু কর্ণের সমান॥

মন দিয়া শুনহ ধর্ম্মের কথা কই।
কলিযুগে গতি নাঞি ধর্ম্মপূজা বই॥
পূর্ব্বেতে মরুত্ত রাজা ধর্ম্ম পূজেছিল।
যার ধনে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ কৈল॥
ধর্ম্মপুত্র আছিল নৃপতি যুধিষ্ঠির।
স্বর্গে চলে গেল রাজা লইয়া শরীর॥
ইহকালে দান কৈলে পরকালে পাবে।
কলিযুগে ধর্ম্ম ভাই সাক্ষাতে দেখিবে॥
রাজা বলে অবশ্য ধর্ম্মের পূজা দিব।
চল ভাই ভাণ্ডারের টাকা কিছু লিব॥
রাজার কাছেতে পাত্র যোড়হাতে কয়।
ভাণ্ডারের ধন কেন লবে মহাশয়॥
একবার বদনকমলে আজ্ঞা পাই।
বেগারি করিয়া ঘর দিতে পারি ভাই॥
গ্রামের সহিত রাজা করিব গাজন।
তঞ্চক করিয়া লব যত লাগে ধন॥
গা তুলিল মহাপাত্র হুকুম রাজার।
কোটালে ডাকিয়া বলে ধরগে বেগার॥
ঘর প্রতি একজন কোদাল এক খান।
জন দড়ি কাস্তের সহিত ধর্য়া আন॥
এত শুনে দিগের সব ধাইল রাজার।
ধরাধরি সহরে পড়িল হাহাকার॥
রাজার কাছেতে সব দিল দরশন।
কহিতে লাগিল পাত্র মধুর বচন॥
পাত্র বলে বাপু সব এ নয় বেগার।
দেশেতে গাজন হবে পূজিব কর্ত্তার॥
গগনে হইল তখন দেড় প্রহর বেলা।
ভৈরবী গঙ্গার তীরে মহাপাত্র গেলা॥
ভৈরবী গঙ্গার জলে বাঁজি বেণাবন।
পাত্র বলে ভাল হবে ধর্ম্মের গাজন॥
বেগারিতে বেণা কাটে পরাণ বিকল।
গোয়ালারা বয়ে মরে কান্ধে করে জল॥
মাটি কেটে কাদা করে কেহ দেল দেয়।
বাম হাত বাড়াইয়া কেহ চাই লেয়॥

দশ দিনে সারিল দেয়াল সাত পাট।
আড়া কেটে ছুতার তুলিয়া দিল কাঠ॥
কামিল্যা গড়ন গড়ে পেতে কারখানা।
লুট কর্য়া খড় আনে কারো নাই মানা॥
ছাইল ধর্ম্মের ঘর পরম সুন্দর।
সুবর্ণ পতাকা দিল চালের উপর॥
নাটশাল সারিল গায়েনের গীতনাট।
আমিনী বসিবে যাত্রী হবে বড় হাট॥
রামরম্ভা পুতিয়া দিলেন বনমালা।
আঁটাল ধবল চাঁদা চারিদিক আলা॥
কপিলার গোময়ে পবিত্র কৈল মাটি।
তিনবার চন্দনে দিলেন ছড়া ঝাটি॥
দেশ ভেঙ্গে আইল গাজন হৈল ভারি।
পঞ্চাশ হাজার হোল জড় তামাসাগিরি॥
বিনোদ ঘোষাল আইল ধামাধিকরণী।
মাহুদের বোন হোল ধর্ম্মের আমিনী॥
বার ভূঞা আসিল সবে হইএ থেউর।
গলে পাটা লয় সবে পূজিতে ঠাকুর॥
মহারাজা ধুনোচুর জ্বালিল মাথায়।
একমনে পূজিতে বসিল ধর্ম্মরায়॥
গ্রামের সহিত পুনঃ জুড়ে শুভকাজ।
কল্যাণে রাখিবে আমার বেটা ধ্রুবরাজ॥
এত বলি ভূপতি দিলেন গঙ্গাজল।
অন্তকালে গোবিন্দ চরণে দিবে স্থল॥
এত বলি ভূপতি পিছায়ে গেল ঘর।
মহাপাত্র আইল তবে পূজিতে ঠাকুর॥
মাহুদিএ ধুনাচুর জ্বালিল মাথায়।
বোন রঞ্জাবতী যেন বেটার মাথা খায়॥
তার পাকে গোসাঞি মাথায় ধুনা পুড়ি।
বোন রঞ্জাবতী যেন হয় আঁটকুড়ি॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পাত্র পিছাইল ঘর।
বার ভূঞ্যা এল তবে পূজিতে ঠাকুর॥
কুঠে বলে আমাকে আরোগ্য তুমি কর।
বন্ধ্যা বলে গোঁসাঞি গো বেটা দাও বর॥

দরিদ্র বলেন বাপা কর ধনবান্।
অন্ধ বলে বাপা মোরে দেহ চক্ষুদান ॥
এইরূপ পূজা করে গৌড় ভুবনে।
রথে বসে আছেন ধর্ম্ম শূন্যের বিমানে ॥
ধুনোর সৌরভ যায় ছ'যামের পথে।
অনাদি পুরুষ ধর্ম্ম বসে আছেন রথে ॥
হেনকালে চরণে পড়িল হনুমান।
এখন কোথাকে বাপা করিছ প্রয়াণ ॥
আজ্ঞা হোক মহাশয় আমি আগে যাব।
কেমন ভকিতে রাজা একবার দেখিব ॥
দেখিব ভূপতি যদি পূজে একমনে।
রথে করে তাহাকে আনিবে এইখানে ॥
তবে যদি গাজনেতে হয় দুইমনা।
গৌউড় গাজনে আজি পড়িবে ঝঞ্ঝনা ॥
অষ্ট শত মেঘ লয়ে যান হনুমান।
পিতা পুত্রে দুইজনে একই সমান ॥
কাক পারা মেঘ এসে উরিল গগনে।
হুড় হুড় ডাকে মেঘ উত্তরে পবনে ॥
বড় বড় শিল পড়ে বিদারিয়ে চাল।
ভাদ্রপদ মাসেতে যেমন পড়ে তাল ॥
মঠঘরে মন্দিরে প্রভুর পড়ে গেল বাজ।
দরিয়া মাঝে কাণ্ডারী রাখতে নারে জাহাজ ॥
বড় বড় গাছ হোল কাপাসের বোঁকা।
পর্ব্বত ডুবিল সব বড় বড় ডোঙ্গা ॥
সন্ন্যাসী ভকিতে মরে ঢেউয়ের হিল্লোলে।
কাঁধে ঢাক ডুবে মৈল হরে বাইতি জলে ॥
রাজা পাত্র দুই জনে বসে এক ঠাঞি।
রাজা বলে ওহে পাত্র আর রক্ষা নাঞি ॥
পাত্র বলে বিষাদ না ভাব মহাশয়।
দেবতা করিবে ইহা কে করিবে নয় ॥
এক কালে গোকুলে হইল উল্কাপাত।
গিরি ধরি কপিলা রাখিলা রাধানাথ ॥
রাজা বলে আমার ভাগ্যেতে কেহ নাঞি।
পাত্র বলে মোর ভাগিনা কেবল কানাই ॥
ভাগিনা আনিলে হয় সবার কল্যাণ।
নয় রাজা গৌড় হইল সমাধান ॥
রাজা বলে তবে লোক দেহ পাঠাইয়ে।
মসিপাত্র হাতে লৈল পাত্র মাহুদিয়ে ॥
না জানিয়া গৌড়ে করিলাম ধর্ম্ম পূজা।
আমারে বঞ্চিত মেনে হোল ধর্ম্মরাজা ॥
সন্ন্যাসী ভকিতে মৈল হোয়ে অনাহারী।
মরিল তামাসাগিরি কে গুণিতে পারি ॥
হেনকালে সম্মুখে দেখিল ইন্দ্রজাল।
পাত্র বলে ময়নাতে যাওরে তৎকাল ॥
আজ্ঞা পেয়ে পরওানা বান্ধিল রাজদূত।
উপনীত ময়নাতে হইল ত্বরাযুত ॥
ধর্ম্মের মায়া যে কহনে না যায়।
ধর্ম্ম মঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥

দরবারে বসিয়া আছে ময়নার তপোধন।
হেন কালে রাজদূত দিল দরশন ॥
মুদো ভেঙ্গে পরওানা পড়িছে ধীরে ধীরে।
সন্ন্যাসী ভকিতে মরে ভাবিলে অন্তরে ॥
নিয়মেতে যে জন থাকয়ে অনাহারে।
যমের শকতি তাহার কি করিতে পারে ॥
না যাইলে ভকিতে আজি না বাঁচিবে প্রাণে
না জানি এবার কি করেন ভগবানে ॥
এত বলি সেন রাজা করিল গমন।
মায়ের কাছেতে গিয়া দিল দরশন ॥
আজ্ঞা কর যাই আমি গোউড় ভুবন।
অনাহারে মরিল গৌউড়ের ভকিতেগণ ॥
এত শুনি রঞ্জাবতী দিলেন বিদায়।
গড় বরি লাউসেন গৌড় দেশে যায় ॥
সঙ্গে করি রাজদূত করিল গমন।
পথে যেতে বীর কালুকে ডাকিল তখন ॥
গুরুগতি গমনে করিল গৌড়ে আগমন।
চাপিয়া তরণি রাজা ভাবে নারায়ণ ॥

যেখানে ভকিতে আছে ডিঙ্গা বেয়ে যান।
রাজা পাত্র দুজনারে দেখিবারে পান ॥
দেখিয়া লাউসেনে রাজা কোলে কর্যা নিল।
হের দেখ গোউড় সহর মজে গেল ॥
পৌষ মাসে বাদল হ'ল হের দেখ বান।
ক্ষেতের সরিষা গেল খামারের ধান ॥
না জানিয়া গৌড়ে করিলাম ধর্ম্মপূজা।
আমারে বঞ্চিত কেন হোল ধর্ম্মরাজা ॥
আপনি লাউসেন রাজা পূজহ ঠাকুর।
তোমা হোতে আমার যেন দুঃখ যায় দূর ॥
এত শুনি সেনরাজা করিল গমন।
সেনকে দেখিয়া স্থির হইল পবন ॥
ঘুচিল বাদল উদয় দিবাকর।
মারুতি বিদায় হোয়ে না দেখিয়ে অম্বর ॥
লাউসেনে পূজা দিল ভেবে নারায়ণ।
মরা প্রাণদান পাইল হারা পায় ধন ॥
জয় জয় শব্দ হইল গৌড় ভুবনে।
সেনের গৌরব বড় বাড়িল তখনে ॥
তা দেখিয়া মাহুদের মুণ্ডে পড়ে বাজ।
পাত্র বলে অবধান কর মহারাজ ॥
লাউসেনে ধন্য ধন্য কর কি কারণ ॥
বিষয় তৈগির হোল বিদায় পবন ॥
শনিবারের বাদল পাইল শশীবার।
বিষয় তৈগির হোল কেবা রয় আর ॥
তবে জানি লাউসেন ধর্ম্মের ভকিতা।
পশ্চিম উদয় দিকু দেখিব যোগ্যতা ॥
তাহার বচনে যদি হয় আর লয়।
অবশ্য করিয়া দিবে পশ্চিমউদয় ॥
যেইখানে হোলে পাপ ঘুচে সেইখানে।
পরকালে স্বর্গে যাবে চাপিয়ে বিমানে ॥
এই কথা হৈল মোর শুন বাপধন।
পশ্চিমে উদয় দাও পূজি নারায়ণ ॥
এত শুনি মহাপাত্র হেসে হেসে কয়।
রাজবাক্য কোনকালে মিথ্যা নাহি হয় ॥

রাজার কথা অন্যথা করিবে কোনজন।
পশ্চিম উদয় দিতে করহ গমন ॥
সেন বলে কলিতে নিদ্রিত দেবগণ।
অস্তগিরি উদয়গিরি এ কথা কেমন ॥
ব্রহ্মার শকতি নাহি পশ্চিম উদয় দিতে।
আমাকে করিলে আজ্ঞা হাকণ্ড যাইতে ॥
চারি মাস ময়না নগরে আমি যাই।
পূজার কারণ জানি লব মায়ের ঠাঞি ॥
পাত্র বলে তোমার জননী যদি জানে।
লোক দিয়া তাহাকে আনাব এইখানে ॥
সেন বলে জননী আনিবেন হেথা।
প্রায় বুঝি বন্দী করি যাব মাতাপিতা ॥
পাত্র বলে প্রমাণ থাকহ সর্ব্বজনা।
ভেয়ের বাড়ী বোন এলে হয় বন্দীখানা ॥
আমি বাসি ভাগিনা ভাগিনা বাসে পর।
ভাগিনার সম্বন্ধ ঘুচিল অতঃপর ॥
হেদে রে কোটাল এরে ধাক্কা মেরে লে।
লাউসেনে লইয়া এখনি বেড়ি দে ॥
বেড়ি দিল লাউসেনে রাখিল কারাগারে।
সেন বলে বীর কালু তুমি যাও ঘরে ॥
মায়ে গিয়া কহিবে এ সব বিবরণ।
ঘোরতর বিপদে ফেলিল নারায়ণ ॥
অবোধ ভূপতি কিছুই নাহি বুঝে।
মামার বচনে মেসো পশ্চিমউদয় খুঁজে ॥
সেনের পাইয়া আজ্ঞা চলে মহাবল।
নৌকায় হৈল পার ভৈরবীর জল ॥
ধাওাধাই চলে জায় না রহে একতিল।
বীর কালু হোল গিয়া ময়না দাখিল ॥
না গেল আপন ঘরে কালু মহাশয়।
কান্দিয়া চলিল যথা রাজার আলয় ॥
রঞ্জাবতী রাজরাণী অন্দরে বসে আছে।
হাত যুড়ি কয় বীর রঞ্জাবতীর কাছে ॥
রাজার হুকুম দিতে পশ্চিম উদয়।
সেই পাকে দুই ভাই বন্দী হ'য়ে রয় ॥

তোমারে লইতে সেন পাঠাল আমায়।
এত শুনি রঞ্জাবতী কান্দে উভরায় ॥
কান্দিতে কান্দিতে রঞ্জা করিল গমন।
রাজাকে ডাকিয়া তবে বলেন বচন ॥
কি কর কি কর রাজা নিশ্চিন্ত বসিয়া।
লাউসেনের পায়ে বেড়ি দেখে এস গিয়া ॥
যাবে কিনা যাবে রাজা বল ত্বরা করি।
বাছা বিনে তিলেক রহিতে আমি নারি ॥
এত শুনি বুড়া রাজা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
বসুদেবের দশা হরি করিল আমারে ॥
রাজা রাণী দুইজনে চলিল বন্দীখানা।
হাহাকার শব্দ উঠে দক্ষিণ ময়না ॥
রঞ্জাবতী ডেকে বলে লক্ষ্মীয়ার তরে।
চারি বধূ সঁপিয়া দিলাম তোমার করে ॥
কলিঙ্গা কানড়ার তুমি কেবল জননী।
ভিতর মহলে থানা করলো ডুমুনি ॥
চিত্রসেন নাতির বদনে চুম্ব দিয়ে।
কান্দিতে লাগিল রাণী বধূপানে চেয়ে ॥
দোলায় চাপিল রাণী শুনিয়া হুতাশ।
এ শোক সাগরে হরি করিলে নিরাশ ॥
কারু পানে রাজরাণী ফিরে নাঞি চায়।
বড় দুঃখ বেড়ি হোল লাউসেনের পায় ॥
সঙ্গে লয়ে বীর কালু করিল গমন।
পার হোল কালিনী পদুমা দরশন ॥
দিবানিশি চলে যায় ময়নার গণে।
উপনীত হোল গিয়া ভৈরবী যেইখানে ॥
ভৈরবী গঙ্গার জল পার হোল নায়।
হেনকালে মহাপাত্র সমাচার পায় ॥
দিগের ডাকিয়া পাত্র বলে দড়বড়ি।
লাউসেন কর্পূরের পায়ে উতারহ বেড়ি ॥
লাউসেন কর্পূর যথা কারাগার ভিতরে।
রঞ্জাবতী কর্ণসেন গেল তথাকারে ॥
বাহু প্রসারিয়া মাতা পুত্র কোলে নিল।
বদনকমলে লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল ॥

কিসের কারণ বন্দী কহ বাপধন।
সেনেরে চাহিয়া মাতা বলিছে বচন ॥
সেন বলে জননি আর কিসের কুশল।
আপনি জানহ তোমার ভাই যেমন খল।
রাজার কাছেতে মামা ঠক্ কথা কয়।
হাকণ্ডে যাইতে বলে পশ্চিমউদয় ॥
করিব ধর্ম্মের পূজা মেগে নিব বর।
পশ্চিমউদয় হোলে আসিব তবে ঘর ॥
যদি ধর্ম্ম ঠাকুর আমার হয় সখা।
পশ্চিমউদয় হোলে মায়ে পোয়ে দেখা ॥
কর্পূর পাতর থাক মায়ের সেবনে।
আমি যাই হাকণ্ডে পূজিতে নারায়ণে ॥
এত বলি গড় করি হৈল বিদায়।
রঞ্জাবতী কর্ণসেন কান্দে উভরায় ॥
কারুপানে সেন রাজা ফিরে নাহি চায়।
বড় দুঃখ বেড়ি হোল মা বাপের পায় ॥
সঙ্গে কালু বীর তার করিল গমন।
ময়না নগরে গিয়া দিল দরশন ॥
পাত্র বলে ভাগিনা চলিয়া গেল বাড়ী।
রঞ্জাবতী কর্ণসেনের পায় দেও বেড়ি ॥
পশ্চিমউদয় নাঞি হয় যতকালে।
রঞ্জাবতী কর্ণসেন রহিল বন্দীশালে ॥
না গেল আপন ঘর সেন মহাশয়।
কান্দিয়া চলিল যথা দ্বিজের আলয় ॥
ভৃকুদেব ব্রাহ্মণ রাজার পুরোহিত।
তাঁহার নিকট সেন চলিল ত্বরিত ॥
নবখণ্ডে হাকণ্ডে হইবে ধর্ম্মপূজা।
পশ্চিমউদয় দিতে আজ্ঞা দিল রাজা ॥
না জানি হাকণ্ড দেশ কোন্ পথে যাব।
আজ্ঞা পেলে সেইমত দ্রব্য যত লব ॥
দ্বিজ বলে তুমি যাবে ধর্ম্মপূজা দিতে।
করিব ধর্ম্মের পূজা আমি যাব সাথে ॥
না পাই ধর্ম্মের দেখা ব্রহ্মহত্যা দিব।
তোমার যে দশা বাছা সে দশা ভুঞ্জিব।

দ্বিজ বলে সেন রাজা যদি থাকে ত্বরা।
ধূপ ধুনা সিন্দুর নায়েতে দাও ভরা॥
উড়ির তণ্ডুল লাও কেশুর পানিফল।
সুবর্ণ কলসে ভরি লও গঙ্গাজল॥
সাণ্ডু মুণ্ডু রথ লাও কপিলা নামে গাই।
আতপ তণ্ডুল হাণ্ডি নিরামিষ চাঁঞি॥
শারি শুখ পক্ষী লাও পিঞ্জর ভিতর।
দেশের বারতা পাব কত দিনান্তর॥
এত শুন্যা সেনরাজা সাজায় তরণী।
বারটা ভকিতে চাপে সামুলা আমিনী॥
কান্ধে ঢাক বাজায় বাইতি হরিহর।
ইছা রাণা হাঁড়ি চাপে নৌকার উপর॥
ফলমূল নিল কত চিনি চাঁপাকলা।
নারিকেল গুবাক নিল ধুনার পাজলা॥
সুবর্ণের হাঁড়িতে ভরিল ঘৃত মধু।
বাণিজ্য বেপারে যেন জায় বেণে সাধু॥
পূজার যতেক দ্রব্য ভরা দিল লায়।
ঘর যায় সেনরাজা হইতে বিদায়॥
সেন বলে এস এস বীর কালু ভাই।
তুমি দেশে হও রাজা আমি বনে যাই॥
প্রজার পালন কর দেশে থাক তুমি।
নলদশা হোল ভাই বনে যাই আমি॥
ভাণ্ডার সাবধান হবে দক্ষিণ ময়না।
বিঘে প্রতি বৎসরে লইবে একআনা॥
রাত্রিতে কোটাল হবে দিনে হবে রাজা।
বেটার অধিক স্নেহে পালিবেক প্রজা॥
কালু বীরে রাজ্য দিয়া কৈল সমর্পণ।
জয়পতি পাত্রেরে ডেকে বলিছে তখন॥
আমার ময়না রাজ্য অবনীর সার।
রাজ্য ত্যাগ আমাকে করালে নৈরাকার॥
পাত্র নও রাজা হও করহ পালন।
আমার বদলে দেশে পূজ নারায়ণ॥
জয়পতি পাত্রেরে রাজা মাগিল মেলানি।
তবে গেল সেনরাজা যথা চারি রাণী॥

চিত্রসেন খেলা করে বসিয়া মেজায়।
বেটা বল্যা লাউসেন কোলে নিল তায়॥
সাতবার চুম্ব খায় বদনকমলে।
'ধর' বলে ফেল্যা দিল কলিঙ্গার কোলে॥
যাইব হাকণ্ড দেশ আসি বা না আসি।
কলিঙ্গে বলেন আমি সঙ্গে যাব দাসী॥
সেন বলে তপস্যাতে বড় দুঃখ হবে।
চিত্রসেনে চোখে চোখে সর্ব্বদা রাখিবে॥
এত শুন্যা কান্দিল সেনের চারি রাণী।
গোবিন্দ গমনে যেন কান্দেন গোপিনী॥
কাকুপানে সেনরাজা ফিরে নাঞি চায়।
বড় দুঃখ বেড়ি হোল মা বাপের পায়॥
পাসরিল মায়া মোহ সংসার বাসনা।
ছাড়াইয়া গেল রাজা দক্ষিণ ময়না॥
আকুল হইয়া কান্দে ময়নার প্রজা।
কেহ বলে কোথাকে চলিলে রামরাজা॥
রমণী পুরুষ কান্দে বলে হায় হায়।
জয় ধর্ম্ম বল্যা রাজা চাপিল ডিঙ্গায়॥
দণ্ডধারী কাণ্ডারী বসিল বিশাশয়।
রাজার চাকর তারা সর্ব্বকাল রয়॥
বাহ বাহ বলিয়া ডিঙ্গেয় হুল ত্বরা।
ছুটিয়া বহিল যেন গগনের তারা॥
কালিনী বাহিয়া সরস্বতীতে মিলিল।
সলিল সরণি সেন সদাই চলিল॥
ডাইনে নীলাচল রহে যেথা জগন্নাথ।
জয় জগন্নাথ বল্যা জোড় করে হাত॥
বর মাগি প্রণিপাত করিল তথায়।
পূজা দিয়া লাউসেন চাপিল ডিঙ্গায়॥
হরিবোল বলিয়ে ভাসিয়ে চলে ডিঙ্গা।
তরঙ্গে তরণী যেন চড়াই আর ফিঙ্গা॥
বাহ বাহ ডাকিছে যতেক বাহিত্রাল।
দেখিতে পাইল গিয়া রামের জাঙ্গাল॥
ছাড়াইল চড়ুয়ে নামেতে কান্তিপুর।
দরিয়ায় ভাসিল রাজা ভাবিয়া ঠাকুর॥

কলিযুগে কল্পনা করুণাময় জানে।
ছলিতে আইল ধর্ম্ম রাজা লাউসেনে॥
পশ্চিমউদয় হবে জানিয়া পরতেক।
ফকির হৈল ধর্ম্ম আপনি আলেক॥
জলেতে মস্‌জিদ ভাসায় আর বনবাজার।
ধর্ম্ম কর‍্যা ধন্ধমায়া সব অন্ধকার॥
ফকির ফুকরে সব কারে নাঞি দেখি।
মস্‌জিদ পিঞ্জরে জ্বলে তায় শুক পাখী॥
সেন বিনা আর কেউ অন্যে নাঞি দেখে।
দামসত্তি দেদার বলে ফকির সব ডাকে॥
দামসতি দেদার আমলা নাদামসতি দেদার।
ফকির বলেন বাপা হোদাম আল্লার॥
জয়ধর্ম্ম ডাকিছে ভকিতে বার জন।
ফকির বলেন জয় মানে কোন্‌জন॥
জয় জগন্নাথ হরি জয় জগদীশে।
আমার সেলাম গুরু তারে কোন্ দিশে॥
বুঝিলেন ফকির ভকত বটে এই।
ফুকারিএ ফকির লাউসেনে ফের দেই॥
শুন শুন পরমহংস হন কোন্‌জন।
সেন বলে সেই আল্লা শূন্যের সৃজন॥
ফকির বলেন বাপা নিষেধ কিএ মেরা।
এক বাত কহি যদি মন মিলেগা তেরা॥
পঞ্চ বর্ণের গাভী এক দুগ্ধ কেন।
সেন বলে এক রাহা এই তত্ত্ব জান॥
ফকির বলেন বাপা খুব খবরদার।
হাম জানে দোয়া তোরে তবে কেবা করতার॥
লুকাইল মসজিদ বাজার গেল তল।
কাল ধূলো উথলিল চতুর্দ্দিকে জল॥
দেখিতে পাইল রাজা ভরদ্বাজপুর।
যার বাড়ী অতিথ হোলেন শ্রীরামঠাকুর॥
শালগ্রাম নামে স্থান মহানদী তীর।
সনকের বনে গেল সেন মহাবীর॥
ছাড়াইয়া গেল রাজা শৃঙ্গবের বন।
দুর্ব্বাসার তপোবন পাইল দরশন॥

ভেক ভুজঙ্গম নিদ্রা যায় এক ঠাঞি।
এমনি মুনির আজ্ঞা কোন হিংসা নাঞি॥
বাহিল যুগল দহ ময়নার রাজা।
দেখিল বিমলাপুরে যথা দশভুজা॥
স্বর্গে মন্দাকিনী পাতালে ভোগবতী।
ভোগবতী হোতে গঙ্গা নেবেছে বসুমতী॥
কোন গিরি হোতে গঙ্গা নেবেছে মোহিতে।
সেই পথে গেল সেন পশ্চিমউদয় দিতে॥
যেই দেশে নৃপতি কপোতসুত রাজা।
সেই পথে গেল সেন করিতে ধর্ম্মপূজা॥
দেখিল হাকণ্ড নদী বয়েছে উজান।
সলিল রয়েছে পূর্ণ শোণিত সমান॥
সামুলা আমিনী সব দেখাইয়া দেই।
চেয়ে দেখ বাপুরে হাকণ্ড নদী এই॥
এই নদী হাকণ্ড সর্ব্ব শাস্ত্রেতে কয়।
সন্ধ্যাকাল হোলে সূর্য্য এইখানে নায়॥
এই গিরি দেখা যায় বড়ই বিস্তার।
তরণী আড়াল হোলে হয় অন্ধকার॥
এইখানে পূজিলে ধর্ম্মের দেখা পাবে।
বন কাট এইখানে ধর্ম্মের পূজা দিবে॥
এত শুনি তরণী বান্ধিল লয়ে ঘাটে।
জয় দিয়া ভকিতে কূলেতে গিয়া উঠে॥
ইছা রাণা হাড়িকে ডাকিয়া দিল পান।
বন কেটে কর তুমি ঘাটের নির্ম্মাণ॥
আজ্ঞা পেয়ে ইছা রাণা কুঠারি নিল করে।
নানা জাতি বন কাটে ঘাটের উপরে॥
সেওড়া সেঁকুল কাটে তাল তেঁতুল সোনা।
শুক্‌না কাঠ বেছে রাখে জ্বালাইতে ধুনা॥
নানা জাতি বন কাটে হাকণ্ডের ঘাটে।
কদম্ব বকুল রেখে আর সব কাটে॥
রামরম্ভা পুতিয়া করিল পরিসর।
আশথের গোড়া বান্ধে আনিয়া পাথর॥
কপিলার গোময়ে পবিত্র হইল মাটি।
উঁচু করি জগ্‌দি বান্ধে করে পরিপাটী॥

এইখানে অঘোর বাদল পালা সায়। শুনিলে এ কাণ্ড চিতে পূর্ণ অভিলাষ।
হরি হরি বল সবে ধর্ম্মের সভায় ॥ অনাদ্য মঙ্গল গায় কবি রামদাস ॥

ইতি অনাদি মঙ্গল নামক মহাপুরাণে অঘোরবাদল পালা নামে একবিংশ কাণ্ড সমাপ্ত ॥

দ্বাবিংশ কাণ্ড।

জাগরণ পালা লিখ্যতে।

বন কেটে ইছারাণা বান্ধিল বসতি।
তাহাতে পূজিবে রাজা ধর্ম্ম গুণনিধি ॥
পূজার যতেক দ্রব্য এনেছিল নায়।
আজ্ঞা পেয়ে ভক্তিতে তুলিয়া নিল তায় ॥
দ্রব্য যত গাজনে রাখিল সারি সারি।
সুবর্ণের কলসে রাখিল গঙ্গাবারি ॥
কান্ধে ঢাক বাজায় বাইতি হরিহর।
বেত হাতে নাচিছে দুর্ল্লভ সদাগর ॥
জয় ধর্ম্ম বল্যা রাজা মুক্ত কৈল কেশ।
রাজপাট্টা ঘুচাইয়া হোল সন্ন্যাসীর বেশ ॥
জয় ধর্ম্ম ডাকিল ভক্তিতে সওদাগর।
হাকণ্ডের জলে চান আনন্দ অন্তর ॥
তিনবার কুশজলে করিল বন্দনা।
জলে ডুব দিতে হোল পাবকের সোনা ॥
স্নান কর্য্যা মহারাজ আইল গাজনে।
করিতে ধর্ম্মের পূজা বৈসে সাবধানে ॥
অঙ্গন্যাস কায়শুদ্ধি ভূতশুদ্ধি হোয়ে।
আসন করিল শুদ্ধি পূজার লাগিয়ে ॥
ধর্ম্ম পূজে লাউসেন উপবাসী হোয়ে।
দিনে লক্ষ তুলসী দেয় গঙ্গাজল দিয়ে ॥
আশী মণ ধুনা জ্বলে বুকের উপর।
তবু দয়া না করিল নিঠুর মায়াধর ॥
জিহ্বা কেটে দশবার দিল কলাপাতে।
তবু দেখা না হইল ঠাকুর জগন্নাথে ॥

হে ধর্ম্মঠাকুর দিনের দিবাকর।
কপট তেজিয়ে দেহ পশ্চিমউদয় বর ॥
ভক্তবৎসল তুমি ভকতের কাজে।
সুধন্বায় রক্ষা কৈলে তপ্তটৈলমাঝে ॥
ভকতবৎসল তুমি ভকতের গতি।
পুরাণে শুনেছি তুমি পাণ্ডবসারথি ॥
যতুগৃহে সেকালে পাণ্ডব পঞ্চজন।
তোমার নামে নিস্তার পেয়েছে তৎক্ষণ ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নৃপতির সাথ।
অর্জ্জুনের অনুগত আপনি রাধানাথ ॥
আপনার বন্ধন মা বাপের পায়ে দিয়া।
হাকণ্ডে এসেছি প্রভু আমি অভাগিয়া ॥
হলো বন্দী জনক জননী দুইজন।
এ বারো বৎসর হোল নাহি দরশন ॥
এত বল্যা লাউসেন ধর্ম্ম পূজা করে।
হোথা বাজ পড়ে গিয়া মাহুদিয়ের শিরে ॥
লাউসেন রাজা রৈল হাকণ্ড ভিতর।
মাহুদে পাতর নিয়ে শুনহ উত্তর ॥
বার দিয়ে বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর।
অনেক পণ্ডিত বৈসে দরবার ভিতর ॥
বিশারদ বসেছে বৃদ্ধের শিরোমণি।
রাজা বলে কহ দ্বিজ কৃষ্ণকথা শুনি ॥
কৃষ্ণকথা শুনিতে রাজার গেল মন।
নলরাজা বনে গেল দৈবের কারণ ॥

কলি আর দ্বাপর নলের কৈল পীড়া।
দ্বাদশ বৎসর গেল রাজপাট ছেড়্যা॥
নল আর দময়ন্তী ফিরে বনে বনে।
শোলমাছ পড়েছিল কুড়াইল গণে॥
দাহন করিতে দিল দময়ন্তীর হাতে।
বলিতে লাগিল রাজারাণীর সাক্ষাতে॥
পোড়াইয়া আন মীন করিব ভক্ষণ।
এত বল্যা গেল নল করিতে তর্পণ॥
গগনে চাহিয়া দেখে অবসান দিন।
দাবানলে পাটরাণী পোড়াইল মীন॥
পাখালিতে পোড়া মৎস্য যায় পলাইয়া।
পরম আনন্দ রাজা একথা শুনিয়া॥
মাহুদিয়ে সমস্ত শুনেন মনে মনে।
নলদশা ভাগিনার ঘটিল এতদিনে॥
পাত্র বলে এখন কি করিব উপায়।
কোন্ বুদ্ধে ভাগিনা যমের বাড়ী যায়॥
পশ্চিমউদয় দিতে গিয়াছে ভাগিনা।
আমি আজ লুটে নিব দক্ষিণ ময়না॥
লুট কর্য়া আনিব সেনের মালমাত্তা।
রামমণি মুকুতা পরেশ হীরে গাঁথা॥
ভাঙ্গিব সেনের বাড়ী না রাখিব দেশে।
সেনের ভিটার মাঝে বুনিব সরিষে॥
মনে মনে যুকতি করিল মতিমো।
মোগল পাঠানে দিব চারি ভাগ্না বো॥
কলিঙ্গা কানড়া দিব হাসান হোসেনে।
সিমুল্যার বিবাদ ঘুচাব এতদিনে॥
ভাগিনার বংশে যেন নাহি দেয় বাতি।
হাতীর পায়ে ফেল্যা দিব চিত্রসেন নাতি॥
আমি আজ লুটে নিব ময়না মধুপুর।
তবে ত আমার বুকে ঘুচিবেক দুখ॥
তবে যদি এই কর্ম্ম করিবারে নারি।
তবে আমি মহাপাত্র নাম বৃথা ধরি॥
এই যুক্তি মহাপাত্র ভাবে মনে মনে।
আরবার কহিছে রাজার বিদ্যমানে॥
আমার বচন রাজা শুন মন দিয়া।
লাউসেন ভাগিনা কোথা দিলে পাঠাইয়া॥
পশ্চিমউদয় দিতে গিয়াছে ভাগিনা।
কোথাকার গণ্ডা লুটে দক্ষিণ ময়না॥
দিবস দুপুরে গণ্ডা উজানির মাঠে।
তিন সন্ধ্যে পড়েছে ময়নায় আগর হাটে॥
রাত্রির ভিতরে গণ্ডা বার ক্রোশ যায়।
লোকের ঘর দুয়ার ভেঙ্গে কলিচুণ খায়॥
গণ্ডায় লুটিল রাজ্য হৈল বাথান।
অতঃপর ময়নায় হবে সমাধান॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হোল চারি বেদ ছাড়া।
কায়স্থ পলায় ফেলে কাগজের তাড়া॥
অনাদ্য পদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্য মঙ্গল॥

চারি রাণী পলাইল চারি রাজার ঝি।
পলাইল বীর কালু দোষ দিব কি॥
যুবতী পলায় কারো হাতে কাঁখে পো।
মেঘেতে বিজলী যেন নেপনের লো॥
পড়িলে উঠিতে নারে কেশ নাহি বান্ধে।
কোথা ছিল পাপ রাহু গরাসিল চাঁদে॥
তাম্বুলী পলায় পথে গোয়ালা কত ছড়।
মোদক পলায় কত ভূমে ফেল্যা গুড়॥
ভাঙ্গিল ময়না রাজ্য হৈল বিথান।
রাজা বলে কর ভাই যা হয় বিধান॥
সাজ পাত্র যতেক লইয়া দলবল।
আজি পার হোয়ে যাবে ভৈরবীর জল॥
কালি গিয়া গণ্ডার উপরে দিবে হানা।
অতঃপর সাজ পাত্র লয়ে রাজসেনা॥
গণ্ডা বধি আনিব গণ্ডার লেজকান।
রামমণি মুকুতা মাথার খড়্গাখান॥
গণ্ডা বধি দেখিব দক্ষিণে জগন্নাথ।
ব্রহ্মাণ্ডের রাজার বাজারে খাব ভাত॥

আপনি সাজিতে যায় রাজা গৌড়েশ্বর।
পাত্র বলে মোর মুণ্ডে পড়িল বজ্জর॥
বুদ্ধির সাগর পাত্র ভাবে মনে মনে।
রাজাকে সান্ত্বনা করে মধুর বচনে॥
তুমি যাবে শিকারেতে রাজ্যে সর্ব্বনাশ।
অরাজকে গৌড়দেশ মজিবে নরেশ॥
দিবসে লুটিবে রাজ্য সকল ডাকাত।
কদাচিৎ সজ্জনের রক্ষা হয় জাত॥
রাজা সত্রাজিৎ মৈল আপন সাধনে।
রাজপাট ছাড়ি মৈল লঙ্কার রাবণে॥
নফর হইতে যদি কার্য্য সিদ্ধ হয়।
তবে কেন আপনি সাজিবে মহাশয়॥
হাতে অন্ন পাইলে ত মুখে নাহি যায়।
কি কাজ আকুষি যদি হাতে ফল পাই॥
তুমি আমার ঠাকুর কেবল জগন্নাথ।
আমি তোমার নফর কেবল খানে জাত॥
প্রজার পালন কর দেশে থাক তুমি।
গণ্ডার শিকার করি আনি গিয়া আমি॥
আমি পাত্র জোরাজুরি না করি নগরে।
কাষ্ঠ হাতে চাহিয়া আনিব ঘরে ঘরে॥
কালিনী গঙ্গার জলে রেঁধে খাব ভাত।
সবে মাত্র ভাগিনার কাটিব কলাপাত॥
এতে যদি কিছু বলে কালুসিংহ ধল।
সহিতে নারিবে তোমার নব লক্ষ দল॥
ডোম জাতি যদি বলে কদর্থিত বাণী।
তবে রাজা পশ্চাৎ হইবে হানাহানি॥
সভামধ্যে মাহুদে করিল নিবেদন।
অনাদ্য মঙ্গল রামদাস বিরচন॥

প্রথমে সাজিল মুখ্য হাসান হোসন।
মীরমিঞা মোগল পাঠান অগণন॥
কাঙুরের সিপাই আইল নরসিংহ রায়।
পাণ্ডবের রণে যেন ভীম মহাশয়॥
সাজিল মুকুন্দ মল্ল তাহার দোসর।
ভীম পরাজয় মানে যাহার সমর॥
রাজার জামাতা সাজে ছুবকরাজ সা।
হাতী ক'রে বোহে আনে হিজনের কা॥
পরশপাথর ভাসে সাগরের ফেন।
পাত্রের ভাগিনা সাজে নামে রূপসেন॥
রাম রায় রূপসেন যম অবতার।
তার সঙ্গে ঘোড়া সাজে বাহান্ন হাজার॥
উভদলে কোমর বান্ধে সেখ বাহাদুর খাঁ।
যার পান যোগায় তাম্বলী হরি দাঁ॥
সাকি বাকি সাজিল যমজ দুই ভাই।
গৌড়ে যেবা নাহি মানে রাজার দোহাই॥
চূড়া নামে ঢালী সাজে জাতিতে তাম্বলী।
হাজার ধানুকী তার তিন হাজার ঢালী॥
ইন্দে মেটে কোমর বান্ধে ভাট গঙ্গাধর।
লাফ দিয়া চাপে গিয়া হাতীর উপর॥
কুজোড় কাবাড়ি আর হালনিয়া ঘোর।
ভেকধারী সন্ন্যাসী অনেক জুয়াচোর॥
উভদলে কোমর বাঁধে রমতির ডোম।
যার স্কন্ধে সদাই বসয়ে কাল যম॥
ফরিকাল পাগ সাজে যজ্ঞের আগুন।
ধাইল চন্দনে পাগ মাথায় চন্দন॥
ফারাসা ফারাস সাজে নাহি বুঝে বোল।
কুশমেট্যা বাগ্দী অনেক ভুঞে কোল॥
তেঁতুলে বাগ্দী সাজে যমের দোসর।
হাড়িয়ে চামর কত বাঁশের উপর॥
তিন হাজার ঢালী তার অনেক ধানুকী।
আগু দলে মারি করি বামে হয় ঝুকি॥
রাউত মাউত সেজে আসে কানেকান।
খুব খুব তাজির পিঠে খুব খুব পাঠান॥
কামানী কামান দাগে পড়ে বড় গোলা।
চন্দ্র বাণ পড়েছে ধরণী করে আলা॥
ধুম ধাম শবদে কামান ধ্বনি শুনি।
ধাওয়াধাই ধর ধর কাঁপিছে মেদিনী॥

কালোধলো একাকার যেন কেশেবেণা।
শুস্তির প্রমাণ সাজে নবলক্ষ সেনা ॥
আপনি সাজিল পাত্র হাতীর উপর।
পিঠে শোভা করেছে পামারি মনোহর ॥
ঝলমল মাথায় সুবর্ণ দণ্ড ছাতি।
ভাগিনা বিনাশে যায় ময়না বসতি ॥
উঠ গারি বেগারি কামানী শল্যধার।
রায়বেশে সিফাই ডাকিছে মার মার ॥
বার হোল ঢালী পাগী ঢালে দিয়া মাথা।
দশবিশ বন্দুকী এক এক ঢালে গাঁথা ॥
ঢাল পাগ দিয়া উঠে গগনে স্ফুলিঙ্গ।
সদাগতি শর যেন সঞ্চরে কুরঙ্গ ॥
পাত্র বলে রাজ সৈন্য শুন মন দিয়া।
ময়না নগর চল ভৈরবী পার হৈয়া ॥
পার হোল বড় গঙ্গা নায়ে করে ভর।
দিবানিশি চলে যায় রাজার লস্কর ॥
অনাদ্য পদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস গায় গীত অনাদ্যমঙ্গল ॥

দিবানিশি চলে যায় ময়নার গণে।
সৈন্যের পায়ের ধূলা উঠিল গগনে ॥
আগুকার লস্কর যত ঘিয়া জল খায়।
পিছুকার লস্কর রাঁধুনি নাহি পায় ॥
কেহ বলে কি হলো মাহিনে জমকাল।
সৈন্যের চাপানে কত মরিল ফরিকাল ॥
বেগারের জঞ্জাল বচন নয় সোজা।
মহাজন জানে নাই ঘাড়ে দেয় বোঝা ॥
বামদিকে তারাদীঘী বেশুার শ্মশান।
তের ঘর লোক যার বার ঘর ঢেমন ॥
দেখাদেখি কজনা করিল পাছুয়ান।
কুলচণ্ডী ছাড়াইয়া আইল বর্দ্ধমান ॥
সত্যের গঙ্গা দামুদর তড়ে পার হোয়ে।
উড়ের গড় কামালপুরে উত্তরিল গিয়ে ॥
বন্দিয়া দবির পীর সম্মুখে প্রণাম।
বারাকপুর বামে রইল সৈদের মোকাম ॥
ডান দিকে নারুগ্রাম দক্ষিণে নগরী।
আমিনে সরাই দিয়ে এল মোগলমারি ॥
দিবানিশি চলে যায় ময়নার গণে।
দেখাদেখি উত্তরিল গড় মান্দারণে ॥
ধূল ডাঙ্গা প্রতাপপুর হইল পরবেশ।
মানকর ছাড়াইল কাসজোড়াদেশ ॥
উভে ষোল ক্রোশ দেখে পদুমার বিল।
অমঙ্গল মাথায় উড়িছে ডোমচিল ॥
পাড়েতে ময়না দেখে দিবসে আঁধার।
পাথরে কন্দর নদী বনে ঝোড় ঝাড় ॥
দেখিল কালিনী গঙ্গা দুকূল গভীর।
রাজহংস চরে কোথা কোথা মন্দ নীর ॥
পাত্র বলে রাজসৈন্য দেখ দৃষ্টি দিয়া।
এই তো ময়না গড়ে উত্তরিলে আসিয়া ॥
দিনে কেহ না যেও রে ময়নার গড়।
ছয় দণ্ড বেলা আছে দেখি দিবাকর ॥
ময়না নগরে আছে কালুসিংহ ধল।
দেখা দিলে হানিবে যতেক দলবল ॥
তাদিকে চাহিয়া লক্ষ্যা চার গুণ বাড়া।
কেবা আছে তার সঙ্গে ধরে ঢাল খাড়া ॥
সাকা শুকা নাম শুনে প্রাণ উড়ে যায়।
তের ডোমের নামে যম জল নাহি খায় ॥
দূর কর বচন বিরস গণ্ডগোল।
কাপড় চাপা দিয়া ফেলে রাখ কাড়া ঢোল ॥
নিশানদারের বেটা যদি দেখায় নিশান।
চাকু ছুরি দিয়া তার কাটিব নাককান ॥
শিঙ্গাদারের বেটা যদি শিঙ্গেয় দেয় ফুঁক।
মশাল জ্বালায়ে তার পোড়াইব মুখ ॥
দামামাদার যদি দামামায় দেয় ঘা।
আপনার হুকুমে ভাঙ্গিব হাত পা ॥
কাড়াদার যদি বা কাড়ায় দেয় কাটী।
এইখানে গর্ত্ত খুঁড়ে বুকে দিব মাটী ॥

এত যদি বলে পাত্র সভার ভিতরে।
মনুষ্যের দায় থাকুক ঘোড়া নাই সরে॥
বীরদাপে বসে গেল নব লক্ষ সেনা।
একাকার জঙ্গলে জঙ্গলে করে থানা॥
কালো ধলো একাকার পড়ে কত তাম্বু।
মধ্যদলে উত্তরিল হোসেনের মামু॥
সিপাই কানাৎ থানা করে সারি সারি।
বেচা কেনা আরম্ভিল বলদে বেপারি॥
হুকুমেতে বেগারি বেগার সব খাটে।
হাতে করে কোদাল চৌদিকে গড় কাটে॥
কাদা করে চৌদিকে দিলেক আড়কাঁদি।
পাছে লোকে হানা দেয় শেষ ভাগ রাতি॥
হিমালয় প্রমাণ রহিল হাতী ঘোড়া।
আগু চৌকি বসিল ধনুকে দিয়া চড়া॥
পাত্র বলে হের এস ভাট গঙ্গাধর।
কালুকে ভুলাতে যাও ময়না নগর॥
পাট হাতী সাজি লও আর পাট ঘোড়া।
কালুর তরে নিয়ে যাও জামা আর জোড়া॥
লোখের তরে লয়ে যাও তসরের সাড়ী।
তার বৌএর হাতে দিও সুবর্ণের চুড়ী॥
কালুকে এ সব কথা কবে কাণে কাণে।
রাম যেন রাজত্ব দিয়েছে বিভীষণে॥
বলো তায় ঘুচাব চুপড়িবেচা নাম।
কলিকালে বিস্তর শুনেছ কলিরাম॥
আপনার দুহিতা কালুকে দান দিব।
গৌরব করিয়া কথা দরবারে কহিব॥
কায়স্থ ব্রাহ্মণ ডেকে করাব যজ্ঞ হোম।
বল তারে ঘুচাব চুপড়িবেচা ডোম॥
ভাট বলে যেতে নারি দক্ষিণ ময়না।
কাজ নাহি খেদ্মতে সামান্য মাহিনা॥
মিছা কাজে খেটে মরি রাজার বেগার।
বিদেশে হারাব প্রাণ কি কাজ আমার॥
মিছে কাজে খেটে মরি নিতুই নিতুই।
আজ হইতে ঢাল খাণ্ডা তুলিয়া থেতুই॥

দশ গণ্ডা কড়ি দেহ খরচ লাগিয়া।
তাহার অর্দ্ধেক লয় কসুর কাটিয়া॥
এত বল্যা ঢাল ফেল্যা বসে গঙ্গাধর।
হেঁটমাতা হইয়া রইল মাহুদে পাত্তর॥
আদেশ করিনু আমি কোন্ ছার কথা।
এর তরে ভাট বেটা হেঁট করে মাথা॥
যে জন আনিবে কালু ডোমের বারতা।
তারে আমি ধরাইব ভাগিনার ছাতা॥
আর ইলাম করিব ভাগিনার চারি রাণী।
খসাব কাবাই তারে পরাইব ভুণি॥
এত শুনে প্রাণ উড়ে গেল সবাকার।
কেহ বলে বাপ রে বিপাক হোল আর॥
রাউত মাথার পাগ খসাইয়া রাখে।
জোড়া ঘোড়া কাবাই বিমন হোয়ে থাকে॥
হাজারি হাজারি চোর রাজার চাকর।
খসায় কানের সোনা কানের তোড়র॥
চোর বলে বেরুন করিয়া ভাত খাব।
মাথা কাট যদি তো ময়না নাত্রি যাব॥
না নিল রাজার পান যায় গড়াগড়ি।
পাত্র বলে মিছা খাও নৃপতির কড়ি॥
নবলক্ষ সেনা যদি হইল হেঁটমাথা।
পাছে ছিল নিদে চোর এসে দিল দেখা॥
জোহার করিয়া নিদে উঠাইল পান।
রামরামী করিছে পাত্রের বিদ্যমান॥
আমার সারথি বটে দেবী দশভুজা।
পাত্র বলে তোকে করব ময়নার রাজা॥
তোর রাণী করে দিব কানড়া কুমারী।
রাজাকে করিয়া দিব তোর আজ্ঞাকারী॥
তোর মাথায় ধবল ছাতা ধরিব আপনি।
তোরে করিব শচীপতি ময়না অবনী॥
চোর বলে জানি সব কুলের বড়াই।
মাস ছয় খেটেছি মাহিনার দেখা নাই॥
বচনে পাইলাম ঘোড়া মদমত্ত হাতী।
তোমার কাজেতে গেলে চড় আর লাথি॥

আমার আজ্ঞায় বয় বসন্ত বাতাস।
আজ্ঞা পেলে ব্রহ্মার গলায় দিই ফাঁস॥
এত বলি বেন্ধে নিল রাজার কাপড়।
আজ্ঞা মাত্র চলিল ময়নার সাত গড়॥
নিদে বিদে সিদে চোর মনেতে আরতি।
আজ্ঞা পেলে ব্রহ্মার আনিতে পারি নাতি॥
এত বলি চার চোর করিল গমন।
কালিনী গঙ্গার ঘাটে দিল দরশন॥
দেখিল কালিনীর জল কাজল বরণ।
তক্ষণি পড়িল মনে দুর্গার চরণ॥
নিদে বলে মিটে দাদা আর যাব কোথা।
এইখানে পূজা কর কালিকা দেবতা॥
মহীরাবণের কথা পড়ে গেল মনে।
চুরি করে লয়েছিল শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
সেই মহাবিদ্যা আছে কালিকার ঠাঁঞি।
দেবীপূজা বিনে গো চোরের গতি নাহি॥
মারীচ সমান যুদ্ধ করিল আরম্ভ।
কালিনী গঙ্গার ঘাটে চোরেদের দম্ভ॥
কাল ধলো ছাগল করিছে বলিদান।
মহাবিদ্যা জপ করে হোয়ে সাবধান॥
মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা।
স্মরণ মাত্রে ভগবতী হইলা উপনীতা॥
মনুষ্যের মালা গলে চঞ্চল নয়ন।
টস্ টস্ জবা জ্যোতি বিকট রসন॥
দশন মকরমুলা বদন বিশাল।
রুধির ভক্ষয়ে কালী হাতে কর্যা থাল॥
পরিসর মড়ার উপরে দুটি পা।
নিকটে শিবার শব্দ বিপরীত রা॥
বর মাগ বর মাগ বলিছে বাসুলী।
বর মাগে নিদে মেটে হোয়ে কৃতাঞ্জলী॥
মনে মনে জপে জয় যশোদানন্দিনী।
কংসের বিনাশ কালে কৃষ্ণের ভগিনী॥
গোপাল গোবিন্দ তুমি গঙ্গা নারায়ণ।
অকালে বিধাতা লৈল তোমার শরণ॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি সে পাতাল।
ঐরাবতে ইন্দ্র তুমি গরুড়ে গোপাল॥
কৃপা কর দনুজদলনি দশভুজা।
শঙ্করের শঙ্করি সঙ্কটে কর কৃপা॥
হরিভক্তি প্রদায়িনী তুমি ভগবতী।
তোমার ভজনা বিনা নাহি স্বর্গগতি॥
বাসলী বলেন বাছা মেগে লও বর।
আর কেন স্তব কর ধূলায় ধূসর॥
নিন্দা মেটে বলে দয়া কর এইবার।
কংস ভয়ে শ্রীকৃষ্ণে কালিন্দী কৈলে পার॥
কেবা নাহি আশা করে তোমার চরণ।
অকালে পূজিল রাম বধিতে রাবণ॥
পাষাণের রেখা মহাপাত্রের ভারতী।
নিন্দাটী ফেলিতে বলে ময়নার বসতি॥
বাসলী বলেন বাছা দিলাম এই বর।
পক্ষবল হব তোর নিদ্রার উপর॥
নিন্দাটীর উপায় তোমাকে যাই কয়ে।
ময়নার নিন্দাটী ফেল ইন্দুর মাটি লয়ে॥
এত বলি ভবানী হইল অন্তর্দ্ধান।
রামদাস বলে কর নায়কের কল্যাণ॥

এত বলি ভগবতী হল অন্তর্দ্ধান।
চোর সব করিলেক ময়না পয়ান॥
বালুচর সম্মুখে কমল অবতার।
একহাঁটু জলেতে কালিনী হল পার॥
দুরন্ত ময়না গড় দেখে লাগে ভয়।
ভাত ঘুমে চোরের চরিত্র অতিশয়॥
একে বুধবার রাতি অমাবস্যা তায়।
চোরেদের স্বভাব চলন পায় পায়॥
নিদে বলে ময়নায় নিন্দাটী ফেলিব।
তবে গিয়া ডোমেদের বারতা জানিব॥
বামহাতে তুলে নিল ইন্দুরের মাটি।
তিনবার তাহাতে ছুঁয়ায় সিঁদকাটি॥

ইন্দুর মৃত্তিকা বাছা আমি নিদে চোর।
ময়না নগরেতে লাগাও নিন্দ ঘোর॥
শয়নে যেজন থাকে বসে যেবা খায়।
কালীর দোহাই আছে আগে ধর তায়॥
দোকানী পসারী যেবা পথে ফেরী যায়।
দোহাই ভবানীর আছে আগু পাড় তায়॥
যুবতীর দুই চক্ষু ধর দৃঢ় করি।
মনের আগুনে রাতি জাগে প্রহর চারি॥
ছয় মাসের নিন্দে যদি না লাগে তাহায়।
ভোজরাজের আজ্ঞা কুম্ভকর্ণের দোহাই॥
এত বলি ফুঁক দিয়া উড়াইল মাটি।
ছয় মাসের তরে ময়নায় পড়িল নিন্দাটী॥
নির্ব্বাত করিয়া যায় ময়না নগর।
চৌকিতে ঢলিয়া পড়ে কালুসিংহ বর॥
সাকা শুকো তের বীর ভুঁয়ে গড়াগড়ি।
এক ঠাঁই ঢাল পড়ে অন্তরে পাগড়ী॥
তৈল লবণ নগরে বেচে যেই জন।
সেইখানে নিদ্রা যায় পাতিয়া বসন॥
যুবতী ঘুমায় যত যুবকের কোলে।
রান্ধুনী ঢলিয়া পড়ে রন্ধনের শালে॥
খসিল বসন তার চাঁপা রুচি গা।
সাধ করে খোঁপা বান্ধে তিন ছায়ালের মা॥
গড়াগড়ি গেল সব সাধের ভাবন।
বালক রহিল কোলে না করে রোদন॥
রসিক করিয়া রস খেতে ছিল চুম।
কাল হল রতিসুখে দুজনার ঘুম॥
ঘরেতে মার্জার ঘুমায় নাচেতে কুক্কুর।
ফুলবনে পড়ে রহিল ভুজঙ্গ ময়ূর॥
ভুকল ভুজঙ্গ নিদ্রা যায় এক ঠাঁই।
যেমন মুনির আগে কোন হিংসা নাই॥
সিন্দেল চোর সিঁদ কাটে গৃহস্থের বাড়ী।
যাকে পায় নিন্দাটী সেইখানে গড়াগড়ি॥
তাঁতী ভায়া তাঁত বুনে ঘন মাথা নাড়ে।
নিন্দাটী পড়িল তাঁতী পড়ে তাঁত গাড়ে॥
নিন্দাটী পড়িল যে ময়নার সাত গড়।
সবে মাত্র জেগে রৈল সামন্ত জাকড়॥
ধর্ম্মমন্ত্র ডুমুনী জপিছে রাত্রিদিনে।
অতেব নিন্দাটী নাই লক্ষ্যার নয়নে॥
শুয়ে আছে ডোমের বেটী ভুঁয়ে আছে পা।
অতেব চৌপ্রহর জাগে সাকা শুকোর মা॥
ভেলকী ভোজের বাজী বাড়িল বাজারে।
গায় কবি রামদাস অনাদ্যের বরে॥

ঘন ঘন বারতা জানে কালুর ঘরবার।
নিঃশব্দে সকল চোর দেখে সব বাজার॥
আট গণ্ডা বাজার দেখে বিশাশয় ঘাটি।
কায়স্থ পাড়া দেখে সম্মুখে তেলী বাটী॥
দুসারি দোকান ঘর পরিসর বন।
সজল কাঞ্চন মণি সূর্য্যের বরণ॥
ঘরেতে প্রদীপ বাহিরে দেখে আলা।
গৃহস্থের ধনধান ঘটীবাটী থালা॥
ধন দেখে পরের ধরিতে নারে হিয়ে।
কেন চাকরি করিলাম আপনার মাথা খেয়ে॥
হায় হায় করিয়া কপালে হানে হাত।
রাজার চাকুরি কর্য্যা ঘরে নাই ভাত॥
ধিক থাকুক যেজন পরের আশা করে।
নদীকূল থাক্‌তে কেন ঘরে বসে মরে॥
পরধন অন্নগত অসার জীবন।
পরের আশা করে তার জীবন্তে মরণ॥
এত বলি চোর ভাসে নয়নের জলে।
বৃথায় জনম মোর হল কলিকালে॥
দক্ষিণ পশ্চিম পূর্ব্ব দেখয়ে উত্তর।
পথ ঘাট থানা আদি দেখে পরিসর॥
পাঁদাড়ে অনেক দেখে সুবর্ণ কুমড়া।
উপনীত হল গিয়া ডোমেদের পাড়া॥
বেড়া পাঁচীর ডোমেদের চৌচালা ঘর।
সুবর্ণ কুমড়া দেখে চালের উপর॥

ধর্ম্ম পূজা করিতেছিল লক্ষ্মিয়া ডুমুনী।
চোরের শুনিতে পায় চরণের ধ্বনি॥
পূজা রেখে ডোমের বেটী মনে যুক্তি করে।
যম ইচ্ছা কর‍্যা না আসে ময়না নগরে॥
এ দেশে লক্ষের ঘোর কেবা নাহি জানে।
কেন বেটা এসেছ রে ময়না ভুবনে॥
আপনার কানে পেয়ে মনুষ্যের সাড়া।
চুপে চুপে ডুমুনী ধরিল ঢাল খাঁড়া॥
কাট কাট বলিয়া তক্ষণি হল বারি।
চোর বলে বাপ রে পড়িল মহামারি॥
পাছু হতে ডুমুনী ডাকিছে ধর ধর।
নিদে মিটে চোর কৈল চরণেতে ভর॥
চুপি চুপি চোর সব পলায় চঞ্চল।
কালীর বরে পার হল কালিনীর জল॥
পাছু হতে ডুমুনী ফিরিয়া এল ঘরে।
নিদে মেটে চোর গেল লস্কর ভিতরে॥
পাত্র বলে চোর সব এস ধাই দিয়ে।
খসাই কাবাই আমি তোমাদের দেখিয়ে॥
কহ দেখি রাজার কুশল সমাচার।
কোন্ ঘাটে কালিনী গঙ্গায় হলে পার॥
কহ দেখি কালু বীর কার্য্য করে কি।
কোন্ কক্ষে আছে লক্ষে সানা ডোমের ঝি॥
চোর বলে জানা গেল চতুরালিপনা।
আজ্ঞা কর রাজসেনা বেড়ুক ময়না॥
এগার বৎসর হল রাজা নাই পাটে।
ধর্ম্ম পূজা করিতে গেছে হাকণ্ডের ঘাটে॥
এত শুনে মহাপাত্র হাসে খল খল।
গা তোল কোমর বাঁধ পাঠান মোগল॥
আজ চল ময়না রাজ্য হানা দিবে।
যে যত লুটিতে পার সেই লয়ে যাবে॥
বার ভূঁঞা লুটে লও লাউসেনের ধন।
কলিঙ্গেকে লও মীর হাসান হোসন॥
এত বলি জিন সব বান্ধিল ঘোড়ার।
হুসেন বলে বাবা জাফর খোদার॥

একবারে ঘোড়া সাজে বাহাত্তর হাজার।
ঘর ঘর শবদে কালিনী হোল পার॥
হস্তী ঘোড়া পার হল মানুষ প্রবীণ।
কাদাপারা জল হল মরে গেল মীন॥
পাথর ফেলিলে যায় এক পক্ষে তল।
ঘোড়ার চাপানে হল একহাঁটু জল॥
হাজার হাজার আগে চলে বেলদার।
ঝোড় ঝাড় কন্দর কাটিয়া একাকার॥
মানা কেটে হানা বান্ধে গাড়ী যেতে চায়।
হাতী ঘোড়া রাউত মাহুত পায় পায়॥
চৌদিকে বেড়িল গিয়া দক্ষিণ ময়না।
ফাল্গুনে আগুন যেন উথলিল সেনা॥
দিনকর চকোরে হইল যেন চালি।
ফিরিঙ্গি আগুলে বৈসে নব্বই কাহন ঢালী
ফেলিলে সরিষা মুঠা নাহি যায় তল।
চৌভিতে বেড়িল গিয়া পাঠান মোগল॥
বেড়িল রাজার সেনা অকালে অনিল।
পায় পায় লস্কর রাখিতে নাহি তিল॥
গড় ভাঙ্গে হস্তীগুলা করয়ে শবদ।
আঁধার যামিনে যেন গরজে জলদ॥
বড় বড় ঘর ভাঙ্গে বড় বড় কাঁত।
রেইটি পাথরে হাতী বসাইল দাঁত॥
বড় বড় গাছ ভাঙ্গে তার পালা খায়।
হাতী ঘোড়ার মলমূত্রে নদী বয়ে যায়॥
টলমল করে ময়না পদ্মপত্রে জল।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানিল সকল॥
ধাওয়াধাই কালুর শিওরে দরশন।
স্বপনে সকল কথা জানাল তখন॥
গৌড় হতে মহাপাত্র লয়ে যত সেনা।
ছারখার কৈল রাজ্য দক্ষিণ ময়না॥
লাউসেন রাজার দেখ জাতি কুল যায়।
গা তুলিয়া দেখ কালু আমি ধর্ম্মরায়॥
কালরাত্রি নিশিঘোর হইয়া নির্ভয়।
দুর্গা পূজা কর বাপু রণ হবে জয়॥

দুঃখ বিনাশিনীকে পূজহ একমনে।
অর্জ্জুন পূজিল যেমন কৃষ্ণের চরণে॥
তবে যদি এই কথা না শুনিবে তুমি।
পরিণামে পরিতাপে দুঃখ পাবে তুমি॥
এত বল্যা ঠাকুর হৈল অন্তর্দ্ধান।
রামদাস বলে কর নায়কের কল্যাণ॥

স্বপন দেখিয়া উঠিয়া বসিয়া
চেয়ে দেখে চারি পানে।
শুনে বিপরীত ভয়ে চমকিত
বিচারিল মনে মনে॥
ভয়ে কাঁপে গা মুখে নাঞি রা
রাত্রে কেন বাজে ভেরি।
চাহি এইবার ধরিব হেত্যার
দেবী পূজা গিয়া করি॥
ডোম তের জন যেথা অচেতন
বীর কালু গেল তথা।
ডাকে জনে জনে বলে কানে কানে
শুন রে স্বপন কথা॥
রাত্রি একপ্রহরে বসিয়া শিওরে
কয়ে গেলা জগন্নাথ।
দেখেছি স্বপনে প্রত্যক্ষ নয়নে
শঙ্খচক্র চারি হাত॥
শুন কেলেসোনা ডোম তের জনা
যোল কাহণ লহ কড়ি।
আমি সঙ্গে যাব বাসলী পূজিব
মধু আন সাত গাড়ী॥
রাত্রি এক প্রহরে বাজার ভিতরে
মনুষ্যের নাহিক সাড়া।
ডোম তের জন মধুর কারণ
চলিল শুঁড়ির পাড়া॥
হোয়ে উতরলি শুঁড়ি শুঁড়ি বলি
বীর কালু দিল ডাক।
উঠ সুরো শুঁড়ি জাগ দড়বড়ি
আমার শবদ রাখ॥
শবদ পাইয়ে আইল ধাইয়ে
কহ কালু সমাচার।
ডোম তের জন কিসের কারণ
আইল ঘরে আমার॥
কালু কহে ভাই কিছু মধু চাই
এসেছি তোমার বাসে।
রঘুর নন্দন গীত বিরচন
গাইল রামের দাসে॥

দুর্গাপূজা করিব হরিষ মনোরথে।
মধু ঘরে নাহি শুঁড়ি কয় যোড়হাতে॥
এ বার বছর হল নাঞি ছাঁদা বাঁদা।
যত ছিল রূপা সোনা সব দিলেম বাঁধা॥
আপনার বৃত্তি ছাড়ি পরবৃত্তি করি।
অন্নবিনা দুঃখ পাই ধান্য কুটে মরি॥
যেইদিন রাজা গেছে পশ্চিমউদয় দিতে।
গঙ্গাজল তুলসী দিয়েছে তোর হাতে॥
রাজার হুকুম নড়ে দেশের আপদ।
পশ্চিমউদয় সাঙ্গ হলে খাওয়াইব মদ॥
এত শুনি বীর কালু কোপে কম্পমান।
বলে বেটা শুঁড়ির কাটিব নাক কান॥
লুকাইয়া মদ বেচে বাজার ভিতর।
মোরে বলে ছাঁদা নাই এ বার বছর॥
লুটিবারে আজ্ঞা দিল যত ধনজন।
জোড় হাতে সুরো শুঁড়ি করে নিবেদন॥
অনেক দিনের মধু আছে মহাশয়।
আজ্ঞা কর এনে দিই তব যোগ্য নয়॥
কালু বলে হক বেগে সেই মধু আন।
অবিলম্বে আনে শুঁড়ি বীরের সন্নিধান॥
মধু দেখি বীর কালু মনে বড় নিসে।
মূল্যের দ্বিগুণ দিল সোনারূপা মিশে॥

সাত ঘড়া মধু লয় ডোম তের জন।
সাটি দিঘীর ঘাটে গিয়া দিল দরশন॥
হাব্রু ডোম স্নান করে বীর কালুর শালা।
ক্ষীর খণ্ড রাখে কত চিনি চাঁপা কলা॥
মধু পিঠে মিলনে সৌরভ বয়ে যায়।
ওদন ব্যঞ্জন পিঠে পরিপূর্ণ তায়॥
বীর কালু গড়ে কালী মূর্ত্তি দশভুজা।
মধু মাংস মিশায়ে চণ্ডীর করে পূজা॥
পদ্মহার গাঁথি কালু দেয় কালীর পায়।
ব্রহ্মার জননী মা আয়গো হেথায়॥
উরুমাল ঝাঁঝর ঘণ্টা বেয়াল্লিশ বাজনা।
কেহ বলে পূর্ণ হল ব্রহ্মার বাসনা॥
জয় দুর্গা বলে পদ্মা দেখ দৃষ্টি দিয়ে।
বীর কালু পূজা করে আমার লাগিয়ে॥
ধন্য বাছা বীর কালু আমার পূজা করে।
অধিকার দিব আজি ব্রহ্মার উপরে॥
সুবুদ্ধি কালুকে আজি কুবুদ্ধি ধরিল।
ভবানীর নামে মধু নাঞি নিবেদিল॥
উৎসর্গিয়া নাহি দিল সাক্ষাতে ভবানী।
পাসরিয়া ডোমের বেটা খাইল আপনি॥
ধরিতে নারিল মন, এ বড় অপায়।
ডাকাডাকি ডোম সব মদ বেঁটে খায়॥
মদ খেয়ে হান কাট গভীর শবদে।
হাজার হাতীর বল রাখে বাম হাতে॥
ছোট ভাই তুলে দেয় বড় ভেয়ের মুখে।
কেহ বলে সর্ব্বকাল যাক এই সুখে॥
কেহ বলে লাউসেনের ভাণ্ডার ভাঙ্গ সব।
কাল হইতে শুঁড়ির বাড়ীতে মদ খাব॥
বিনে ডোম কহিছে কালুর বর্ত্তমানে।
বেটি বেচে সোনা দিব সুরো শুঁড়ির কানে॥
জয় দুর্গা বলে পদ্মা দেখ দৃষ্টি দিয়ে।
এমন কেন হল কালু সাধক হইয়ে॥
পুরুষে পুরুষে বেটা মোর পূজা করে।
তবে কেন ডোমের বেটা আমাকে পাসরে॥

নিমন্ত্রণ করে আনি করাল উপবাস।
যারে বেটা কালু তোর হবে সর্ব্ব নাশ॥
সাকাশুকো কাটা যাবে ডোম তের জন।
বীর কালু কাটা যাবে সত্যের কারণ॥
কালুকে শাঁপিয়ে চণ্ডী চলিল ত্বরিত।
অহঙ্কারে নষ্ট যেন গেল পরীক্ষিত॥
অর্জ্জুনের শক্তি যেন হরে নারায়ণ।
আরবার মদ খেতে করিল গমন॥
মদ খেয়ে মাতাল মুখেতে নাই বোল।
শুঁড়িদের ঝি বউ দেখে দিতে চায় কোল॥
আজি কেন হেথা দেখি সাকাশুকোর মা।
তোর রূপ দেখিয়ে ধরিতে নারি গা॥
আই মরি মদমাতালে বলিতে বলে কি?
জাত নিয়ে পলাইল শুঁড়ির বউ ঝি॥
ছুটে যেথা পূজে ধর্ম্ম লক্ষীয়া ডুমুনী।
ডাকাডাকি করে দোহাই দিতেছে শুঁড়িনী।
রাজা নাই পাটে আজি হৈল অকারণ।
আজি কেন তোর পতি লঙ্কার রাবণ॥
আর দিন বীর কালু মাসী বলে যায়।
আজ কেন ডোমের বেটা আলিঙ্গন চায়॥
এত শুনি ডুমুনী চরণে করে ভর।
গেল যথা কালু বীর ধূলায় ধূসর॥
বাহু পাসরিয়ে লক্ষী কোলে নিল তায়।
অজ্ঞান হয়েছে কালু জ্ঞান নাহি পায়॥
সুরা পানে মত্ততা মনেতে করে হেলা।
গড় করে মেগের পায় আর লয় ধূলা॥
হেদেগো ডুমুনী তোরে দণ্ডবৎ করি।
তোর হাতে সঁপি রাজ্য ময়না নগরী॥
আজি মত্তমাতাল হইয়া আছি আমি।
আমার বদলে দেশে চৌকি দাও তুমি॥
আজি যদি রাখিতে পার রাজার ময়না।
রাতি পোহাইলে দিব হীরে মতি সোনা॥
আমি জানি ডুমুনী তোমার যত বল।
লাফে পার হতে পার সরস্বতীর জল॥

যে কালে কুমারী ছিলে মা বাপের ঘরে।
তোমার শর পড়েছিল লঙ্কার দুয়ারে॥
এইবার ডোমের নাম রাখলো ডুমুনী।
হেত্যার ধরিয়া রাখ ময়না অবনী॥
লক্ষ্মী বলে প্রাণনাথ শুন মন দিয়া।
কি বলে রাখিব ময়না নারী জাতি হৈয়া॥
খেলাভূমে যেতাম আমি লইয়ে ছাবাল।
নিশান পুতে বিন্ধিতাম্ সাতাশ বিড়ে ফাল॥
তখন গৌড়ে না ছিল আমার তুল্য ঢালী।
পূর্ণিমার চাঁদে গোসাঞি কোন্ দোষে কালী॥
সাধ করে চন্দন সদাই পরি চুয়া।
চাপড়ে ভাঙ্গিয়া খেতাম আড়াই বুড়ি গুয়া॥
যৌবনের ভরে ভূঞে না পড়িত পা।
এখন হ'য়েছি আমি তের ছেলের মা॥
পাকিল মাথার কেশ শঙ্খের বরণ।
ভূমি ধরি উঠি বসি কতই যাতন॥
বুড়াকালে বলবুদ্ধি যায় রসাতল।
উঠিতে বসিতে নারি দেহ টলমল॥
এখন বয়স নাহি সেকালের পারা।
আকন্দের বদলে মাকন্দ হ'ল হারা॥
একথা শুনিয়া বীর করে হায় হায়।
মাগ পোয়ের কথাগুলো সহ্য নাহি যায়॥
বেটা হ'ল শত্রু আর মাগ হ'ল আন।
আমি কত সহিব পূর্ব্বের অপমান॥
মাথা বেচে তকবা রাখিব বাড়ীঘর।
খাবার বেলা সবাই খাবে এখন স্বতন্তর॥
এত শুনি বীর কালু গণিল প্রমাদ।
হেনকালে ডুমুনী ছাড়িল সিংহনাদ॥
তুমি সিংহ রায় আমি তোমার বনিতা।
লাউসেনে ধরাতে পারিব গৌড়ের ছাতা॥
ইন্দ্র এসে রণ দেয় আমি দিব হানা।
তিন লোকে শুনাব সমরে ঝনঝনা॥
প্রজাপতি পুরন্দর বধিব তাহারে।
যম এলে বলি দিব দুর্গার খর্পরে॥

ছয় বেটা সাত বেটী তের ছেলের মা।
থাকে বীর সয়ে জাঙ্কু নখের সেনার ঘা॥
তের ছেলের মা বটি তবু নহি বুড়া।
বাটুলে উড়াতে পারি পর্ব্বতের চূড়া॥
হয়-নয় চিনিয়ে দেখ মাথার ছত্তর।
তোমার বামে ধুনো পোড়াই বাসর ভিতর॥
তের ডোমে তোমার বাঁশে দিতে নারে ভরা।
সেই বাঁশ কেবল লখের ধনু খাড়া॥
কালু বলে ও কথায় প্রত্যয় নয় মনে।
মৈল সত্রাজিৎ রাজা ভুবন বাখানে॥
এক শরে পাথর করিতে পার ফাঁড়।
তবেত তোমাকে দিব ময়নার ভার॥
এত শুনি ডুমুনী চরণে করে ভর।
অবিলম্বে চলে গেল বাসর ভিতর॥
সিকার উপরে বাঁশ আনিল পাড়িয়ে।
নেতের আঁচলে ধূলা দিল উড়াইয়ে॥
বসুর উপরে বাঁশ বুকে দেয় পা।
আচম্বিতে বসুমতীর বিপরীত রা॥
হ্যাদেগো ডোমেদের বেটী তুলি লও ধনু।
তোমার গণ্ডীর ভরে কাঁপে মোর তনু॥
লক্ষ্মে বলে বসু তোর মুণ্ডে পড়ুক বাজ।
এমন কথা কহিলি তোর মুখে নাই লাজ॥
যেকালে হৈল মহাভারতের রণ।
যুধিষ্ঠির রণেতে সাজিল দুর্য্যোধন॥
রঘুবংশ সুরবংশ সূর্য্যবংশ বল।
তারচেয়ে চন্দ্রবংশ রণে বলবান্॥
গঙ্গার নন্দন ভীষ্ম সবাকার মুল।
কেমনে সহিলে তার ধনুকের হুল॥
এত বলি বাঁশ তুলে রাখিল অঙ্গুলে।
জয় দুর্গা দুর্গা বল ডেকে ডেকে বলে॥
কালজাম বাঁশখানি গেটে গেটে মণি।
কালামুখী কালিকে কেবল কাদম্বিনী॥
তিন গোটা বাণ লয়ে করিল গমন।
বীরের নিকটে গিয়া দিল দরশন॥

অনাছ্যপদরাবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাছ্য মঙ্গল ॥

লখে লয়ে ধনুশর বীরে বলে জোড়কর
কর বীর সত্বরে গমন।
কেমন পাষাণ খান দেখাইবে বর্ত্তমান
চল যাব আখড়া ভবন ॥
আমি লক্ষ্মে মেয়ে ছার সঁপিলে ময়নাভার
বিন্ধিবারে দারুণ পাথর।
কেবা হেন বীর আছে আসিবে আমার কাছে
মরিবারে ময়না নগর ॥
কালরাত্রি নিশাঘোর এসেছিল একচোর
কালিনী করিয়ে দিলাম পার।
সেই হ'তে সন্ধাগেতে ধর্ম্ম পূজি একচিতে
তোমা লয়ে হ'ল মহামার ॥
শুঁড়ির বাড়ীতে গিয়ে সুরাপানে মত্ত হয়ে
করেছিলে অকাল প্রলয়।
রাজা নাই রাজপাটে হাকণ্ড নদীর ঘাটে
দিতে গেছে পশ্চিমউদয় ॥
লক্ষ্মিয়ে যতেক ভাষে কালু মহাবীর হাসে
ডুমুনীরে মাগে আলিঙ্গন।
রচিয়ে ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়ে বন্দ
রামদাস করিল রচন ॥

তুলে দাও পাষাণ সুসার কর তুমি।
তবে ত পাষাণখান বিঁধ্‌তে পারি আমি ॥
এত শুনি বীর গেল পাষাণ তুলিতে।
সুমেরু পর্ব্বত যেন লাগে বীরের হাতে ॥
গুরুগিরি গোবর্দ্ধন কিবা হিমালয়।
তুলিতে না পারি বীর মাগে পরাজয় ॥
তা দেখিয়ে ডোমের বেটি ধিক্ ধিক্ বলে।
বাম হাতে পাষাণ তুলে ধনুকের হুলে ॥
ধনুকের হুলে তুলে ঘন দেয় পাক।
আকাশে ফিরায় যেন কুমারের চাক ॥
আজ্ঞা হোক পাষাণ বিন্ধিয়ে কাজ কি।
এই পাষাণ রাবণের গড়ে ফেলে দিই ॥
নয় আজ্ঞা কর ফেলি দক্ষিণ সাগরে।
নয় আজ্ঞা কর ফেলি কামাখ্যা দুয়ারে ॥
বলিতে কহিতে পাষাণ ফেলে ভূমিতলে।
জয় দুর্গা রঙ্কিনী বিশালা বলে চলে ॥
শরজুড়ে ধনুকেতে ডেকে বলে মার।
ষোল সাঙ্গের পাষাণ শরেতে হ'ল ফার ॥
পাষাণ বিন্ধিয়ে শর তারা হেন ছুটে।
গগন মণ্ডলে শর তালি হেন উঠে ॥
সেই শর পড়ে গিয়া লঙ্কার ভিতর।
বিভীষণ তরাসেতে কাঁপে থর থর ॥
উল্কাপাত সম শর ঘুরে ঘুরে বুলে।
পাতালে ঠেকিল বরুণের রসাতলে ॥
বলি রাজা অনন্ত বাসুকী কৈল ডর।
কূর্ম্মপৃষ্ঠে রহিল গিয়া ডুমুনীর শর ॥
মন্থনেতে মন্দর ধরিয়ে ছিল যে।
ডুমুনীর শর লয়ে পৃষ্ঠে থুইল সে ॥
পাষাণ বিন্ধিল লক্ষে সামন্ত ঝাকড়।
কালু বলে রাখ লক্ষ্মে ময়নার গড় ॥
এত বলি বীর কালু পড়িল ধরায়।
বিল্ব তলে সন্ধ্যাকালে শনিবার তায় ॥
তা দেখিয়ে ডুমুনী কপালে মারে হাত।
না জানি এবার কি করেন রাধানাথ ॥
এত বলি প্রাণনাথে কোলে করি নিল।
আপনার শয়ন মন্দিরে চলি গেল ॥
প্রাণনাথে শোয়াইল খাটের উপর।
তুলিচা বিছানা তায় উড়নি চাদর ॥
এক্ষণে পরাণনাথ নিদ্রা যাও তুমি।
যা কর গোবিন্দ আজ চৌকি দিব আমি।
অন্ধকার রাত্রে বুড়ি নাহি দেখে বাট।
রেউটি পাষাণ বান্ধা কালিনীর ঘাট ॥

অন্ধকার রাত্রে বুড়ি চারি পানে চায়।
ভাতকাটী ফেলে হাঁড়ি জলে ভেসে যায়॥
ভাতকাটী ভেসে যায় আর কলাপাত।
লক্ষ্মে ভাবে ময়নাতে কেবা খেলে ভাত॥
লাফ দিয়ে উঠে বুড়ি গড়ের প্রাচীরে।
দেখিল রাজার দল গড়ের বাহিরে॥
ডাক ছেড়ে বলে লক্ষ্মে ডাগর ডাগর।
কোন্ বেটা এসেছেরে ময়নার গড়॥
ঘরদল কি পরদল পরিচয় দে।
এত রাত্রে ময়নার গড়ে এলি কে॥
সত্য করে বল তোরা কাহার নফর।
নতুবা সবাকে আমি পাঠাব যমঘর॥
থরে থরে দেখি তোমা নবলক্ষ দল।
সবাকারে দেখি যেন আশ্বিনের ছাগল॥
নামজাদা রাউত মাথায় যার টীঁয়ে।
আগু বলিদান দিব ঐসব ভেয়ে॥
সিপাই সর্দ্দার কাটিব যেন কলার গাছ।
পুকুর গাবানে যেন চিলে খায় মাছ॥
হস্তী ঘোড়া কাটিয়া করিব খানি খানি।
মাছকুটে বাঁটে যেন ঘরের ঘরণী॥
আমার নাম বটে লক্ষ্মে সামন্ত ঝকড়।
হাতী ঘোড়া কেড়ে নিব গালে দিব চড়॥
লক্ষ্মের বচনে পাত্র বড় ভয় পেয়ে।
লক্ষ্মের কাছেতে গেল হাসিয়ে হাসিয়ে॥
হেসে হেসে কথা কয় মাহুদে পাত্তর।
রামদাস বলে পাত্র কাটালি লস্কর॥

পাত্র কহে বাণী শুনগো ডুমুনি
ক্রোধ না করিহ তুমি।
মিথ্যা নাহি কই গৌড় দেশে রই
গৌড়ের পাতর আমি॥
রাজা গৌড়েশ্বর রাজ্যের ঈশ্বর
তাহারি যতেক সেনা।
রাজা আজ্ঞা দিল হেত্যার লইল
ইন্দ্রের উপর দিতে হানা॥
যে করিলে আশা সে হল নিরাশা
তোর লাউসেন মৈল।
নহিল উদয় সর্ব্বলোকে কয়
বহিত্রে ফিরিয়ে এল॥
বিষম আরতি দিল নরপতি
পশ্চিমউদয় রাতি।
নহিল উদয় সর্ব্বলোকে কয়
বিষ খাইল রঞ্জাবতী॥
রাজা কর্ণসেন পুত্রের কারণ
মরে গেল বন্দীশালে।
ছাড়িল ঠাকুর জানিল কর্পূর
ঝাঁপ দিল গঙ্গাজলে॥
অরাজক রাজ্য বুঝে নিজ কার্য্য
মোরে পাঠাইল রাজা।
সেনের যত ধন তোরে সমর্পণ
আনন্দে পালহ প্রজা॥
খসাইয়ে জোড়া চড়নের ঘোড়া
কালু বীরে দান দিল।
কালুর কপালে সেটেরের শালে
বিধাতা লিখিয়ে ছিল॥
তসরের ভুণি পরগো ডুমুনি
আর যত অলঙ্কার।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শঙ্খ বিচক্ষণ,
গলে পর স্বর্ণহার॥
রতন মন্দিরে থাকিবে আদরে
পালঙ্কে ঢালিবে গা।
গৌরব বাড়াব দাসী সঙ্গে দিব
করিবে চামরের বা॥
কহি হিতবাণী শুনগো ডুমুনি
তোমার হইবে কার্য্য।
যেন রঘুনাথ বালি করে বধ
সুগ্রীবে দিলেন রাজ্য॥

আমার বচন করহ পালন
পাছে করে থাক শঙ্কা।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বধে দশানন
বিভীষণে দিল লঙ্কা॥
হস্তিনা ভুবন রাজা দুর্য্যোধন
কৌরব গৌরব কুরু।
গঙ্গার তনয় ভীষ্ম মহাশয়
যার সঙ্গে দ্রোণগুরু॥
পাণ্ডব নন্দন ভাই পঞ্চজন
ভীম অর্জ্জুন মহাবীর।
ভারতের রণে জিনি দুর্য্যোধনে
রাজা হল যুধিষ্ঠির॥
তেমতি সন্ধান তোমার সম্মান
তোরে রাজ্য দিলাম আমি।
একরাত্রি তরে পলাইবে দূরে
গড় ছেড়ে দেহ তুমি॥
কলিঙ্গে কানড়া ধরে ঢাল খাঁড়া
বিলাব হাসান হোসনে।
ভাগিনা মরিল নাতিটী রহিল
কেটে যাব চিত্রসেনে॥

জাগরণ পালা

একথা শুনিয়া কাঁপিল লক্ষ্মিয়া
শেল মাইল যেন গায়।
জলন্ত আগুনে যেমত ব্রাহ্মণে
ঘৃত ঢেলে দিল তায়॥
ভাবে মনে মনে শুধিব লবণে
কাটিব সকল সেনা।
রাউত মাউত যত রাজপুত
রক্তে বহাইব হানা।
এতেক ভাবিয়ে পাত্ররে ছলিয়ে
কহিছে মধুর ভাষ।
রঘুর নন্দন গীত বিরচন
গাইল রামের দাস॥

॥ পয়ার ॥

লক্ষ্মী বলে ওহে পাত্র স্বতন্তর নই।
বীর ঘরে আছে আগে তাকে গিয়া কই॥
দণ্ডচারি এখানে বিলম্ব কর তুমি।
বীরকে সংবাদ করে আসিতেছি আমি॥
সাকাশুকো দুই পুত্র মহা ধনুর্দ্ধর।
তের ঘর ডোম আছে যমের দোসর॥
সবা সঙ্গে পরামর্শ করে আসি আমি।
নিষ্কণ্টক করে রাজ্য দিয়ে যাবে তুমি॥
এত বলি কথায় পাত্রে সন্তুষ্ট করিয়ে।
গড়ের দুয়ারে লক্ষ্মী উত্তরিল গিয়ে।
গড়ের দুয়ারে লক্ষ্মী চারিপানে চায়।
কপাটে নাহিক খিল করে হায় হায়॥
উত্তর দুয়ারে লক্ষ্মী দিলেক মহলা।
এই দুয়ারে দুয়ারী আজি সর্ব্বমঙ্গলা॥
জাগায়ে উত্তর দুয়ার করিল গমন।
পশ্চিম দুয়ারে লক্ষ্মী দিল দরশন॥
পশ্চিম দুয়ারে দিল দুরন্ত কপাট।
পবন গমনে যার নাই পায় বাট॥
দক্ষিণ দুয়ারে দিল পাথরের তালা।
এই দুয়ারে দুয়ারী আজি সর্ব্বমঙ্গলা॥
পূর্ব্ব দুয়ারে জাগাইয়ে ভেবে ভদ্রকালী।
পাথরের তালা দিল ভাবিয়ে বাসলী॥
চারি দুয়ার জাগাইয়ে করিল বাসনা।
মনে করে একলা যাইব এক হানা॥
এক যুদ্ধ দিয়ে আগে সত্যে হব পার।
বেঁচে আসি প্রাণনাথে দিব সমাচার॥
আপনার শয়ন মন্দিরে দরশন।
আনিল হেত্যার যত ভেবে নারায়ণ॥

মাথায় বান্ধিল পাগ তাতে জর কসি।
শিখরে উদয় যেন দুযামের শশী॥
বান্ধিল বিনোদ পাগ টেয়ে দিয়ে তায়।
শিখীর পালক রাখে উড়ে যেতে চায়॥
সাজ করে ডোমের বেটি গায় আঙারখী।
পয়োধর যুগল কাঁচুলে করে লুকি॥
দারুণ মহিমে ঢালে ছেয়ে তুলে গা।
বত্রিস হেতের বান্ধে তের ছেলের মা॥
গুণে গেঁথে বান্ধিল বাইশ হাজার শর।
দুদিগে বান্ধিল খাড়া ছুরি যমধর॥
মেল্লা টাঙ্গি সম্মুখে রাখিল চারিপাঁচ।
যার মুখে হীরা জ্বলে নীরে বিন্দা মাছ॥
সাঙ্গি শেল পাটল দেখিলে প্রাণ উড়ে।
ছুরি যমধরগুলো কসে বাঁধে বেড়ে॥
ধনুক শর হাতে করে বেরাল ডুমুনী।
দনুজ নাশিতে যেন বিশাললোচনী॥
হান হান করিয়ে লস্করে দিল হানা।
উড়পাকে পার হ'ল নব্বই গজ খানা॥
রণভূমে গেল লক্ষ্মে সামন্ত ঝকড়।
চমকে উঠিল পাত্র গৌড়ের হ্যাবড়॥
পাত্র বলে রাজসুত দেখ দৃষ্টি দিয়ে।
বুড়া মাগি লক্ষ্মে আইল ধনুক ধরিয়ে॥
ভয় নাঞি হুসিয়ার হইয়া সব দল।
সবে গিয়ে বেড় বেটিকে পাঠান মোগল॥
এত বলে লস্করে করিল চারি ভাগ।
রাউত সকল ধায় ঘোড়া করি বাগ॥
বন্দুকী ধনুকী ঢালী বিজরির লতা।
বারি হইল ঢালী সব ঢালে দিয়ে মাথা॥
ডাকাডাকি মোগল পাঠানে রণ লেই।
হারামজাদি গয়বানি বলিয়ে গালি দেই॥
থরে থরে বসে গেল বন্দুকী ধানুকী।
বেণাগাছ আড়ে যেন লুকায় জম্বুকী॥
তিন লক্ষ ধানুকী ধরিল কলি চাপ।
লক্ষ্মের উপর গুলি পড়ে ঝুপ ঝাপ॥

লক্ষ্মে বলে সাক্ষী থাক অনাদ্য গোসাঞি।
মেয়ে হ'য়ে পুরুষ কাটি মোর দোষ নাই॥
ঘুরুলে বাতাসে বুড়ী ঘুরে ঘুরে বুলে।
দশবিশ হাতী কেটে উভে অসি তুলে॥
এক চোটে কেটে যায় দশবিশ ঘোড়া।
অমনি রাউতে হানে বাঘে যেন মেড়া॥
সিংহের সমান সম্মুখে ভাক ছাড়ে।
শরতের মেঘ যেন পর্ব্বতের আড়ে॥
পদাতিক পাইয়ে হানিছে দশবিশ।
মহাপূজার কালে যেন ছাগল মহিষ॥
কারে কাটে কারে বিন্ধে কারো পানে চায়।
ঘুরুলে বাতাসে যেন তৃণ উড়ে যায়॥
বিপাক পড়িল আজি অষ্টমীর দিনে।
খুব খুব সর্দ্দার পড়িছে বলিদানে॥
হান হান শবদে হাতীর শুঁড় হানে।
গড়াগড়ি যায় কুম্ভ ময়না মশানে॥
জিয়ন্ত লুকায় কত মড়ার মিশালে।
একলক্ষ বাহিনী ডুবিয়া মৈল জলে॥
পড়িল রাজার বেটা রাজার জামাই।
বাহিনী পড়িয়া গেল লেখা জোখা নাই॥
রুধিরের ধারা বয় তিন ক্রোশ জুড়ে।
হাতী ঘোড়া ভেসে যায় যেবা গেল পড়ে॥
মানুষের মাথা ভাসে যেন শতদল।
ঘোড়াগুলা ভেসে যায় কুমুদের দল॥
পাগ বান্ধা পাঠান মোগল রক্তজবা।
বিপাকে পড়িয়া তখন করে তোবা তোবা॥
শকুনি গৃধিনী সব করে রক্ত পান।
জবা ফুল দেখিয়া রাক্ষসী ধরে গান॥
এক শিবা ডাকে তো হাজার শিবা ডাকে।
কত পাগী তরন্ত মড়ায় মাথা ঢাকে॥
শৃগাল কুক্কুর হল রণে অবতার।
দশবিশ মড়া টানে সঘনে চীৎকার॥
তীরগুলি ফুরাইল সাঙ্গ হোল রণ।
ভঙ্গ দিয়া পলায় যতেক সেনাগণ॥

প্রথম রণেতে হ'ল মাউদের ভঙ্গ।
রামদাস বিরচিল অনাদির রঙ্গ ॥

॥ "একাবলী" ॥

সেনাভঙ্গ দিল রণে।
দিশা লাগে জনে জনে ॥
কেহ পড়ে ভূমিতলে।
কেহ ঝাঁপ দেয় জলে ॥
কেহ দশনেতে খড়।
কেহ লম্বেয় করে গড় ॥
কেহ ধরে ছুটী পাও।
প্রাণরক্ষা কর মাও ॥
ঢাল খড়্গ মোর লেহ।
ধর্ম্মপথ ছেড়ে দেহ ॥
বাহিনী কাতর দেখে।
ধর্ম্মপথ ছাড়ে লখে ॥
ভঙ্গ দিয়া গেল সেনা।
পতুয়া করিল থানা ॥
একাবলী পদ মনে।
কবি রামদাস ভণে ॥

পাত্র মাহুদিয়ে লস্কর লইয়ে
পতুয়া করিল থানা।
নবলক্ষ ছিল তিন লক্ষ মৈল
গুণে দেখে সর্ব্ব জনা ॥
কেহ বলে জ্যেঠা রণে গেল কাটা
কেহ বলে মৈল ভাই।
কান্দে খানসামা রণে মৈল মামা
হায় চল ঘরে যাই ॥
এতেক শুনিয়ে কহে মাহুদিয়ে
যে জন পালাবে ঘরে।
যত ঘোড়া হাতী লবে খেসারতি
গুণাগার সরকারে ॥
পাত্র বলে ভাই যতেক সিপাই
আরবার দিব হানা।
হুকুম রাজার দিবে গুণাগার
পলাইবে যেই জনা ॥
এতেক উত্তর শুনিয়ে লস্কর
সবে বসে চারিপানে।
সর্দ্দার সিপাই বসে ঠাঁই ঠাঁই
বিচারিল মনে মনে ॥
কাতর বাহিনী দেখিল ডুমুনী
বুঝিল রণের কলা।
রাউতের মুণ্ড মাতঙ্গের শুণ্ড
গলে দিল গণ্ডমালা ॥
সমর জিনিয়া কালুর পাশে গিয়া
কহে কত নিদ্রা যাও।
বিপদের বেলা সুরা পানে ভোলা
লখের মাথাটী খাও ॥
দেশে নাই রাজা লুটে গেল প্রজা
মাহুদে পাতর এল।
এসেছিল সেনা আমি দিনু হানা
পতুয়া পালায়ে গেল ॥
দিনু খেদাড়িয়ে গেছে পলাইয়ে
পতুয়া করিল থানা।
গা তুল সত্বর বান্ধহ কোমর
ডোম বীর তের জনা ॥
কহিছে ডুমুনী বীর শিরোমণি
বীর কালু নাই শুনে।
অনাদি মঙ্গল শ্রবণ মঙ্গল
রামদাস রস ভণে ॥

গা তোল পরাণনাথ কত নিদ্রা যাও।
জেগে যদি ঘুমাও লম্বের মাথা খাও ॥
এত বলি গায় দিল শীতল চন্দন।
তথাপি না নিদ্রা ভাঙ্গে ডোমের নন্দন ॥

শীতল চন্দন তায় যুবতীর হাত।
বৃন্দাবনে নিদ্রা যেন যায় রাধানাথ॥
লক্ষ্মে বলে সাক্ষী থাক অনাদ্য গোসাঁই।
চাপড়ে জিয়াব পতি মোর দোষ নাই॥
চাপড়ের ঘায় যদি মোর পতি মরে।
এই হত্যা লাগুক গিয়া ধর্ম্মের উপরে॥
তিনবার অনাদ্য চরণে করি গড়।
উঠ বলি হেন্যা দিল ভীষণ চাপড়॥
চাপড় খাইয়া বীর জ্বলে কোপানলে।
ক্রোধ ভরে ধরে গিয়া ডুমুনীর চুলে॥
ধর্ম্মপাল ডোমের বেটি জানে ধাউতান।*
তের ছেলের মা হলি তবু খোপা টান॥
কোথা গেলি শাকা সুকো শুন্ মোর কথা।
এক চোটে কেটে ফেল্ তোর মায়ের মাথা॥
জমদগ্নির পুত্র যেই পরশুরাম ছিল।
বাপের বচনে মার মাথা কেটে নিল॥
লক্ষ্মী বলে জানিবে ধাউতান পণা।
চক্ষের মাথা খেয়ে দেখ ঘিরেছে ময়না॥
শুঁড়িবাড়ী সুরা পানে শুয়ে রৈলে তুমি।
মেয়ে হ'য়ে রাজলস্করে হানা দিই আমি॥
একথা শুনিল যদি লক্ষ্মীয়ার তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে কালু বীরের মুণ্ডে॥
কি বোল বলিলে লোখে বল বিবরিয়া।
তবে চল সিঙ্গের বনে যাই পলাইয়া॥
বুনিব বাঁশের পেতে বেচিব তাল চাটা।
মার্জ্জারের গলে নাকি কুঞ্জরের ঘাঁটা॥
এত শুনি ডুমুনী কপালে হানে হাত।
ধর্ম্মের মাথা খেয়ে বুঝি যাবে অধঃপাত॥
ভোজনের পাত্র আগে কৈলে কলাপাত।
এখন বড় দুঃখ যে সোনার থালে ভাত॥
কর্ণসেন দাতা মৈল লবণের গুণে।
তুমি পলাইতে চাও সিঙ্গেবের বনে॥
কালু বলে গালি দাও করিয়া গঞ্জনা।
যা শালী রাখগে যা তোর বাপের ময়না॥

এত বলি বীর কালু করিল শয়ন।
আরবার ধরে লক্ষ্মী কান্তের চরণ॥
বারে বারে প্রাণনাথ নিদ্রা যাও তুমি।
নিশ্চয় ময়না গেল নিবেদিলাম আমি॥
কালু বলে বারে বারে করহ জঞ্জাল।
সতীনে ডাকিয়া তোর ধর খাণ্ডা ঢাল॥
তবে যদি সনকা সমরে নাঞি যায়।
বড় বেটা সুখে আছে ডাক গিয়া তায়॥
এত শুনি ডুমুনী চরণে করে ভর।
অবিলম্বে চলে গেল সতীনের ঘর॥
লক্ষ্মী বলে উঠ উঠ ওগো বড় দিদি।
এতদিনে বাম হ'ল ধর্ম্ম গুণনিধি॥
প্রাণনাথ মদ্য পিয়া হয়েছে কাতর।
মাহুদিয়া লুটে নিল রাজাদের ঘর॥
তিন লক্ষ হাতী ঘোড়া কেটে এলাম আমি।
গড় করি বড় দিদি এবার চল তুমি॥
সনকা বলে বড় না কথার পরিপাটী।
লাজের মাথা খেয়ে এলি সানা ডোমের বেটী॥
আমার বাড়ী ছুটে এলি লাজের মাথা খেয়ে।
তখন আমারে তুমি দিলে খেদাড়িয়ে॥
ফুলের বিছানায় শোও খাও বিড়িপান।
আমাকারে নাঞি দিলে চাটা অর্দ্ধখান॥
হাতে পর সোনার বাউটি কানে মদনকড়ি।
তুমি পারা ঠাকুরাণী আমি পারা চেড়ী॥
যে ঘরে সতিনী থাকে সেই ঘর তিতে।
এই দোষে রামচন্দ্র হারালেন সীতে॥
তোমার কুবচনের জ্বালায় মুঞি মৈনু পুড়ে।
মোরে সার করে দিলে শ্রীরামের কুঁড়ে॥
কুলো পেতে বুনিতে পচিয়া গেল হাত।
এক রাত আঁত পূরে নাহি দিলে ভাত॥
যদি মরে পোড়ামুখো সমাচার পাই।
মৎস্য এনে রেখেছি পোড়ায়ে ভাত খাই॥
এত যদি গাল দিল নিদারুণ সতা।
কাঁদিয়া চলিল লক্ষ্মী বড় বেটা যথা॥

* 'কত ছলা জান'—পাঠান্তর।

সাকার কোলেতে জাগে মহুয়া ডুমুনী।
গা তুল কোলের চাঁদ ডাকে ঠাকুরাণী॥
এত শুনি বীর উঠে নিদ্রা তেয়াগিয়া।
মায়ের চরণ ধরে ধরণী লোটাইয়া॥
কেন মা কান্দিয়া আইলে ঘোর দুপর রাতি।
তোমার বুকের মাঝে কে জ্বেলেছে বাতি॥
মুখে চুম্ব দিয়া বলে লক্ষ্মিয়া ডুমুনী।
চল বাপু সংগ্রামে করিতে হানাহানি॥
সাকা বলে বল মাতা বান্ধিতে কোমর।
কাল হ'তে মাথা ব্যথা কাল হ'তে জ্বর॥
খেতে শুতে দিন চার সুখ নাঞি পাই।
শুয়ে থেকে স্বপনেতে গাধায় চেপে যাই॥
কি জানি কপালে আজি মৃত্যুকাল লেখা।
ঐ দেখ কালপেচা চালে দিল দেখা॥
এত শুনি ডুমুনী কপালে হানে হাত।
দূর দূর ওরে বেটা দূর গাধার জাত॥
লক্ষ্মী বলে ওরে সাকা হ'য়ে না মরিলি।
হেন ছার কথা কেন বদনে আনিলি॥
জন্মিলে মরিতে হবে কে করে অন্যথা।
তবে কেন মরিতে মনেতে পাও ব্যথা॥
যত কিছু দেখ বাছা সব দিন দোষ।
যায় যাকু জীবন জগতে থাক্ যশ॥
যশকীর্ত্তি বিহীন জীবন অকারণ।
যশ যার নাই তার জীবন্তে মরণ॥
যশ লাগি সুধন্বা সুরথ কাটা গেল।
যার মাথা গোবিন্দ প্রয়াগে ফেলেছিল॥
মরে যারে সাকা কাল ফেলে দিব হাঁড়ি।
এই বউ মহুয়া হউক কড়ে রাঁড়ি॥
সাকা বলে গাল কেন দাওগো জননি।
জন্মিলে মরিতে হবে আমি তাহা জানি॥
যাইগো মা রণে, ফিরে আসি বা না আসি।
মহুয়া রহিল মা তোমার সেবাদাসী॥
মহুয়া বলে প্রাণনাথ করি নিবেদন।
রামের রণেতে ভঙ্গ দিয়েছে রাবণ॥
ভঙ্গ দিয়া রাবণ পেয়েছে বড় লাজ।
রামের হাতে মরে গেছে সিদ্ধ তার কাজ॥
এত শুনি সাকা বীর বান্ধিল কোমর।
সুবর্ণ টোপর লয় মাথার উপর॥
মাথায় টোপর লয় চরণে নূপুর।
ঢাল খাণ্ডা হাতে নিল ভাবিয়া ঠাকুর॥
বিদায় হইল সাকা মায়ের চরণে।
অভিমন্যু যায় যেন ভারতের রণে॥
কত দূর গিয়া বীর দেখিল লস্কর।
জয় ধর্ম্ম বলিয়া ধনুকে যুড়ে শর॥
এক শর ছুড়ে দিতে বাইশ ঘোড়া পড়ে।
কদলী বিছায় যেন বৈশাখের ঝড়ে॥
আচম্বিতে লস্করে পড়িয়া গেল রঙ্গ।
গরুড়ের রণে যেন পড়িল মাতঙ্গ॥
পাত্র বলে রাজ সৈন্য দেখ দৃষ্টি দিয়া।
কালুর বেটা সাকা এল ধনুক ধরিয়া॥
পাত্র বলে যে আনিবে সাকা ডোমের মাথা।
তাকে আমি ধরাইব ভাগিনার ছাতা॥
আরো ইলাম করিব ভাগিনার চারি রাণী।
সালের কাবাই তারে পরাব এখনি॥
এত শুনি চুড়ো তামলি উঠাইল পান।
সাকার সম্মুখে গেল যমের সমান॥
মহাবলবান্ বীর বড় বল ধরে।
আশী মণের ঢাল ধরে তার বাম করে॥
বাহুবলে মহামত্ত করে অহঙ্কার।
ডাক দিয়ে সাকায় বলে রামরামী আমার॥
এক কড়া কড়ি ভাই দুজনে রাখিব।
চণ্ডী যার সহায় হবে সেই ফিরে যাব॥
সাকা বলে সত্য কথা বল্লি চুড়ো ভাই।
এক পা পিছাও যদি কালীর দোহাই॥
চুড়ো বলে ওরে ডোম দিব্যি দিলি মোরে।
পাছে তুই প্রাণভয়ে পলাইবি ঘরে॥
সাকা বলে রণে ভঙ্গ নাহি আমি দিব।
মা দিয়েছে গালি আজি নিশ্চয় মরিব॥

আগু হ'তে পিছু দিকে ফেলি এক পা।
মহুয়া ডুমুনী নয় সে আমার মা॥
তবু কদাচিত যদি এক পা পিছাই।
দোহাই ধর্ম্মের লাউসেনের রক্ত খাই॥
এত বলি দুই জনে হানে পরস্পর।
কেহ কারে জিনিতে নারে দুজনে সোসর॥
দুই সিংহে যুঝে যেন দুই মত্ত হাতী।
পদাঘাতে টলমল করে বসুমতী॥
ফলঙ্গ মারিল চুড়ো সাকার উদরে।
বাহির হইল আঁত দেখে ভয় করে॥
পাগ ছেড়ে কোমর করিল সাবধান।
খেদাড়িয়া চুড়োকে করিল দুইখান॥
চুড়ো তামলী সমরে গেলেন যমঘর।
সাকা বীর পড়ে ঢ'লে ধূলায় ধূসর॥
মা মা বলিয়া বীর পড়ে বেণাবনে।
কালিনী মায়ের প্রাণ জানিল ধেয়ানে॥
অবোধ মায়ের প্রাণ বাছা পাঠাইয়া।
ঘরে মন স্থির নয় দেখে বাহির হইয়া॥
আচম্বিতে রক্তপাত লক্ষ্মের দুই স্তনে।
লখে বলে কিছু নয় বেটা মৈল রণে॥
শুন সিঙ্গাদার ছোট বোনের জামাই।
সন্ধ্যাকালে বাছা গেল কেন এল নাই॥
ভাল মন্দ নাহি জানি সাকার সমাচার।
মোর পোকে ডেকে আন যাও সিঙ্গাদার॥
এত শুনি সিঙ্গাদার করিল গমন।
সাকার সম্মুখে গিয়া দিল দরশন॥
উচ্চস্বরে সাকা বীর হরি বলে ডাকে।
হেনকালে সিঙ্গাদার গেল তার সম্মুখে॥
সিঙ্গাদার দেখিয়ে করুণা করে বলে।
গায় কবি রামদাস করুণার ফলে॥

অথ করুণা রাগ।

ওরে সিঙ্গাদার ভাই কহিও মায়েরে।
বড় বেটা তোমার আজি পড়িল সমরে॥
তরকচের সর দিও ডোম তের জনে।
দুঃখ বড় দেখা না হইল কারো সনে॥
মোর হাতের ধনুকখানি দিও বাপের তরে।
পাটের পাছড়ি দিও শুকো ভায়ের করে॥
সুবর্ণ টোপর দিও মহুয়া ডুমুনী।
মুণ্ড দিও যথা আমার মাতা অভাগিনী॥
মরে যাই সিঙ্গাদার কপালের লেখা।
দুঃখ বড় বাপের সঙ্গেতে নৈল দেখা॥
মাকে বলো পাঁচীরে রাখিতে মোর মাথা।
ঢাকা দিতে বলো মাকে অশ্বত্থের পাতা॥
যদি লাউসেন আসে পশ্চিমউদয় দিয়া।
ধর্ম্মের কৃপায় মোরে দিবে জিয়াইয়া॥
হরি বলে সাকা বীর তেজিল পরাণ।
মুণ্ড কাটি সিঙ্গাদার করিল পয়ান॥
দূর হতে দেখে লক্ষ্মে সিঙ্গারে একেশ্বর।
অমনি আছাড় খায় ধরণী উপর॥
তুমি এলে ঘরে মোর বাছা রৈল কোথা।
সিঙ্গাদার বলে মাগো এই লও মাথা॥
পরাণ বিকল মাতা করে পরিতাপ।
সাকাই সুন্দর বাছা কোথা মোর বাপ॥
শাবক হারায়ে যেন বাঘিনী ফুকারে।
ভূমিতলে পড়ে লক্ষ্মে কান্দে উচ্চস্বরে॥
খুড়ি জেঠাই বোন কান্দে মাসী আর পিসী।
ফুকারি ফুকারি কান্দে কাছের পড়িসী॥
মহুয়া সুন্দরী কান্দে সোঙরিয়ে গুণ।
এমন বয়সে দাগা দিলে ধর্ম্ম নিদারুণ॥
লক্ষ্মে বলে আমার জীবনে কাজ নাই।
পরিবোধ দেয় ছোট বোনের জমাই॥
শুন শুন ঠাকুরাণি আমার বচন।
সকল তেজিয়ে সার কর নারায়ণ॥
ধন বল পুত্র বল কেহ কার নয়।
হাটের হাটুয়া সঙ্গে যেন পরিচয়॥
অভিমন্যু মৈল কেন ভারতের রণে।
শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী প্রাণ ধরিল কেমনে॥

আপনি সারথি যার দেবগদাধর।
তার পুত্র মরিল কেন সমর ভিতর॥
কান্দিতে কান্দিতে লক্ষ্মী ভাবে মনে মনে।
দয়ায় সাগর ধর্ম্ম কত মায়া জানে॥
এতেক বলিল যদি বোনের জামাতা।
উঠিয়া বসিল লক্ষ্মে নাহি কয় কথা॥
লক্ষ্মে বলে ভাল নয় শোকে দিলে মন।
কোন বুদ্ধিতে রাজার রাখিব ধনজন॥
পড়িল অগাধ চিন্তা লক্ষ্মীর উপর।
কান্দিতে কান্দিতে গেল ছোট বেটার ঘর॥
শুকো শুকো বলে লক্ষ্মী তিন ডাক দিল।
বাহির হয়ে আয় শুকো তোর ভাই মলো॥
এত শুনি শুকো বীরের শুকাইল মুখ।
কান্দিয়া দাঁড়াল গিয়া মায়ের সম্মুখ॥
শুকো বলে জননি গো আর কেন্দ নাই।
যেই পথে গেছে দাদা আমি এই যাই॥
লক্ষ্মে বলে যাও বাপু কোন্ কালকে আর।
রাজার লবণ তোরা শোধ এইবার॥
মায়ে প্রণমিয়া বীর বান্ধিল কোমর।
সিঙ্গে পুরে শুকো বীর ডাকে ধর ধর॥
তের বীর সাজিল সিঙ্গার পেয়ে সাড়া।
অমনি বাহির হল লয়ে ঢাল খাঁড়া॥
উলটিয়া নাহি চায় স্ত্রীপুত্রের মুখ।
ডুমুনী সকল কান্দে মনে পেয়ে দুখ॥
নদী পার হয়ে যায় যথা রাজসেনা।
পার না হতে তের দলুই পথে দিল হানা॥
কাট কাট শবদে বাজিয়ে গেল ঠায়।
সমরে পশিল ডোম ফিরে নাহি চায়॥
ভেয়ের শোকে শুকো হল আসল মাতাল।
খেদাড়িয়ে হাতী পাড়ে যেন মেষপাল॥
হানে কাটে ডোম সব নাহি করে ভয়।
ভঙ্গ দিল রাজসেনা রণ হল জয়॥
রণ জিনে তের ডোম করিল গমন।
কালিনীর ঘাটে করে স্নান তর্পণ॥
নরহত্যা মহাপাপ খণ্ডাইব জলে।
স্নান করে ঝাট যাব শুকো বীর বলে॥
ঘাটে রেখে হেত্যার যতেক কোমরবন্ধ।
স্নান করে ডোম সব পরম আনন্দ॥
নদীকূলে গদা পাইক ছিল লুকাইয়া।
গুঁড়ি গুঁড়ি ডোমেদের হেত্যার নিল গিয়া॥
হেনকালে মহাপাত্র পেয়ে স্বর্ণ খাঁড়া।
মার মার বলিয়ে বিঘোরে দিল তাড়া॥
মার মার ডাক ছাড়ে গৌড়ের স্থাবড়।
শুকার উপরে গুলি যেন বহে ঝড়॥
ঝুপঝাপ শুকোর উপরে গুলি পড়ে।
একে একে তের দলুই গেল যমঘরে॥
গড়ের ভিতরে লক্ষ্মী সমাচার পায়।
পাষাণে কুটিয়া মাথা করে হায় হায়॥
দুই বেটা কাটা গেল সাধের জামাই।
তের ঘর ডোমের কেউ বাতি দিতে নাই॥
কেমনে রাখিব আর ময়নার গড়।
বীরের নিকটে লক্ষ্মী গেল দড়বড়॥
গা তুল পরাণনাথ মোর মাথা খাও।
কি হল বিপদ আজ দিশে নাজ্ঞি পাও॥
ময়না রাখিতে বীর হও ত্বরান্বিত।
রাবণ সাজিল যেন মৈলে ইন্দ্রজিত॥
কৃষ্ণের ভাগিনা মৈল সুভদ্রা নন্দন।
তার পিতা ধনঞ্জয় করিল প্রাণপণ॥
সাকা শুকো প্রাণে মৈল আর দুই পো।
কিসের কারণে কান্ত কর মায়া মো॥
এত শুনি বীর কালু মুখে দিল জল।
দেবীর শাপ পুত্রশোক গায়ে নাই বল॥
মেনা টাঙ্গী হাতে কালু করিল গমন।
রাজার বাহিনী যথা দিল দরশন॥
দূর হতে কালু বীর করে অনুমান।
থাকরে যাইয়া এই দিব বলিদান॥
কালু বীরে তখন দেখিয়া নদীকূলে।
ধানুকী ধনুক ফেলে উভরড়ে চলে॥

ওতে থাতে লুকায় বলে কালু হল কাল।
মাথায় হাত দিয়া ভাবে নবলক্ষ দল ॥
থানা ভেঙ্গে পলাইল সদর চউকী।
রামরায় রূপসেনে লাগিল ভেলুকি ॥
পাত্র বলে যে আনিবে বীর কালুর মাথা।
তাকে আমি ধরাইব ভাগিনার ছাতা ॥
এন শুনে প্রাণ উড়ে গেল সবাকার।
কেহ বলে বাপরে বিপাক হল আর ॥
পতঙ্গ হইয়া বাদ মাতঙ্গের সনে।
পিপীলিকা করে গিরি ধরিবে কেমনে ॥
শশকে মশকে কোথা শার্দ্দূল শৃগাল।
মরকত মণি কোথা তিমির মিশাল ॥
পাঁচ লক্ষ সেনা যদি হোল হেটমাথা।
পাছু ছিল কেমো ডোম আশু কয় কথা ॥
পান উঠাইল কামু কালু বীরের ভাই।
কালুর আনিতে মাথা কামু বলে যাই ॥
এখনি আনিব মাথা প্রবন্ধ করিয়া।
সবে মাত্র মোর মাথা দিও মুড়াইয়া ॥
ঈঙ্গিত বুঝিয়া পাত্র (তার) মাথা মুড়াইল।
গাধার পিঠেতে তারে চাপাইয়া দিল ॥
যেন কত অপমানে তাড়াল তাহারে।
দূর হোতে কালু ডোম পায় দেখিবারে ॥
ভেয়ের কাছে কেমো গেল কান্দিয়া কান্দিয়া।
এত দুঃখ পাই দাদা তোমার লাগিয়া ॥
মরণ অধিক লজ্জা মস্তক মুণ্ডন।
তোমার কাছেতে তাই লইনু শরণ ॥
আশ্বাস করিল কালু দিব ঘরবাড়ী।
রাজা এলে মাহিনা বাড়াব সরকারী ॥
কামু বলে কালু ভাই তু বড় চণ্ডাল।
ঘর ভেঙ্গে পলাইলি বুকে মেরে শাল ॥
এত বলি কুঞ্জর উপরে তারা থসে।
সুখদুঃখ কহিবারে নদীকূলে বসে ॥
হেনকালে লক্ষ্মী ডুমুনী করে নিবেদন।
ঘর ভেদি মরে গেছে লঙ্কার রাবণ ॥
বালি বধে সুগ্রীব রাজত্ব কেন করে।
বাড়ী ঘর বনিতা সকল লইল পরে ॥
রাবণ বধিয়া রাজ্য করে বিভীষণ।
তারা সতী দেবর লইয়া ঘর করে কেমন ॥
আমি হব অনাথ স্বদেশ হবে ভেল।
কালু বলে তোর কথা বাজে যেন শেল ॥
কুন্তল ধরিয়া কালু দেয় ঝুটিনাড়া।
বান্ধিল লক্ষ্মীকে লয়ে কদম্বের গোড়া ॥
নিভৃতে বসিল তখন ভাই দুইজন।
হেনকালে কেমু ডোম করে নিবেদন ॥
কেমু বলে বড় দাদা আগে সত্য কর।
তবে চিরকাল হব দাদার নফর ॥
কালু বলে যেবা চাবে সেই ধন দিব।
প্রাণতুল্য ছোট ভাই কোথা গেলে পাব ॥
এত শুনি বীর কালু ভুলেতে ভুলিল।
গঙ্গাজল তুলসী তখনি হাতে নিল ॥
সত্য সত্য ব্রহ্মসত্য যদি করি আন।
এই সত্য লঙ্ঘি করি নরকে পয়ান ॥
বসুমতী শস্য হরে কপিলা হরে ক্ষীর।
ব্রাহ্মণেতে বেদ হরে ইন্দ্র হরে নীর ॥
তবে কেমো ডোম বলে কহি শুন দাদা।
টাঙ্গী করে কেটে দাও আপনার মাথা ॥
কালু বলে ওরে কেমো কি কর্ম্ম করিলি।
তার পাকে মায়া করে গঙ্গাজল দিলি ॥
এখনি করেছি সত্য যদি করি নয়।
এই পাপে হবে নাকি পশ্চিমউদয় ॥
অবশ্য মস্তক দিব তায় দুঃখ নাই।
বড় দুঃখ হেত্যার ধরিতে পাইনু নাই ॥
কেন হল বিধাতা মলিন এতদিন।
কেন ধর্ম্ম ঠাকুর মোর দশা কৈলে হীন ॥
ছোট ভাই হয়ে রে চণ্ডাল হোলে তুমি।
এক চোটে কাট ভাই মুণ্ড দিলাম আমি ॥
এক চোট বিনে ভাই না কর দোসর।
এক চোটে কেটে ভাই সত্যে কর পার ॥

এত বলি ভেয়ের হাতে তুলে দিল টাঙ্গী।
বসিল উত্তর মুখে খসাইল রাঙ্গী ॥
তুলসীর মালা নিয়া রাম রাম বলে।
কেমো ডোম টাঙ্গী তবে হাতে লইল তুলে ॥
দু হাতে ধরিয়া টাঙ্গী ওসারিল চোট।
পড়িল কালুর মুণ্ড ভূমে যায় লোট ॥
কাটিয়ে ভায়ের মুণ্ড বাহনে কৈল ভর।
লাফ দিয়া চাপে গিয়া হাতীর উপর ॥
চালাইয়া দিল হাতী নাহি দেখে পথ।
ইন্দ্রকে লইয়া যেন চলে ঐরাবত ॥
হেনকালে লক্ষ্মে ডুমুনী দেখিবারে পায়।
দেওর হোয়ে মোর কান্তের মুণ্ড নিয়ে যায় ॥
তিন বার ডুমুনী সোঙরিল ভগবান্।
ভাঙ্গিল কদম্ব গাছ দিয়া ঝুঁটি টান ॥
দূর হতে মারে টাঙ্গী কিবা তার কথা।
এক চোটে কেটে ফেলে দেওরের মাথা ॥
হস্তী কেটে কেমোর মুণ্ড ফেলে দিল জলে।
কুড়ায়ে কান্তের মাথা কোলে নিল তুলে ॥
কান্দিতে কান্দিতে লক্ষ্মে চলে গেল ঘরে।
বিপাক বাড়িল বড় ডোমেদের তরে ॥
আই মা বলিয়া কান্দে ডোমেদের মেয়ে।
কেহ শঙ্খসোনা ফেলে গড়াগড়ি দিয়ে ॥
কেহ বলে কোথা গেল গোসাঞি গোসাঞি।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য গতি নাই ॥
কেহ বলে বিধাতা হইল নিদারুণ।
ময়নার গড়ে পাত্র জ্বালিল আগুন ॥
ডোমেদের রামা কান্দে উঘারিয়া শোক।
দেখিয়া চপল হল ময়নার লোক ॥
কান্দিতে কান্দিতে লক্ষ্মে করিল গমন।
কলিঙ্গার কাছে গিয়া দিল দরশন ॥
করপুটে কান্দিয়া কহিল সব রামা।
রাত্রি হানা দিতে আইল লাউসেনের মামা ॥
সাকা শুকো কাটা গেল ডোম তের জন।
মোর কান্ত কাটা গেল সত্যের কারণ ॥

এত শুনি পাটরাণী করে হায় হায়।
দুই চক্ষু বহিয়া যেন মন্দাকিনী বায় ॥
সকল সংসার শূন্য একজন বিনে।
কেবা আছে সারথি আপনি যাব রণে ॥
বিষাদে বিক্রম টুটে ভাল কথা নয়।
সবাকারের ভাল হয় পশ্চিমউদয় ॥
লক্ষ্মেকে পরিতে দিল তসরের ভুনি।
তবে ঘরে চলে গেল যতেক ডুমুনী ॥
সমরে সাজিতে রাণী করে লাস বেশ।
সুবর্ণ চিরুণি দিয়া আঁচড়িল কেশ ॥
চরণে নূপুর দিল গায়ে সুধাকর।
বিদায় হতে চলে গেলেন সতীনের ঘর ॥
কি কর কি কর ঘরে কুমারী কানড়া।
বলিতে লাগিল রামা দিয়ে বাহুনাড়া ॥
মামা শ্বশুরের কথা লোক মুখে শুনি।
চৌদিকে বেড়িল সেনা ময়না অবনী ॥
ঘরে থাক সতিনী গো হোয়ে সাবধান।
আমি যাব সমরে যা করেন ভগবান ॥
এত শুনি কানড়া হাসেন খল খল।
কে জানে বড় দিদি তোমার এত বল ॥
সহজে সুন্দরী তুমি পূর্ণচন্দ্রমুখী।
এমন বেশ করিয়াছ ভাল নাই দেখি ॥
সোনা মণি অলঙ্কারে সেজেছ পরিপাটি।
পাছে তোমায় লোকে বলে গোলা হাটের নটী ॥
তোমা হতে লোকমুখে হবে উপহাস।
কুখ্যাতি ঘটিবে কান্তের হবে জাতিনাশ ॥
তবে যদি মামা শ্বশুর করেছে সাজনি।
আমি যাব সমরে করিতে হানাহানি ॥
কলিঙ্গা বলেন না গো তুমি থাক ঘরে।
বড় থাকিতে ছোট যাবে যুদ্ধ করিবারে ॥
চিত্রসেন বাছায় লয়ে ঘরে থাক তুমি।
রাজার লস্কর আগে দেখে আসি আমি ॥
তা শুনিয়া কানড়া করেন নিবেদন।
তোমারে রণে যেন না চিনে কোনোজন ॥

পুরুষের কাছে গো পুরুষ বেশ চাই।
রাজার হেত্যার লও রাজার কাবাই॥
মাথায় মকুট পরো অঙ্গে জামা জোড়া।
বাবাদ্‌কে আজ্ঞা দাও সেজে দিকু ঘোড়া॥
এত শুনি রাজরাণী ঈষৎ হাসিয়া।
অঙ্গ হতে আভরণ ফেলে খসাইয়া॥
অঙ্গের যতেক সাজ আর আভরণ।
কেবল না খসে শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
দক্ষিণে ধনুক ফেলে বামে ফেলে তূণ।
পৈতা গলে দিয়া যেন সাজিল বামুন॥
সমরে সাজিতে রাণী সত্বরিল সেনা।
খোপাতে তিলক লইল এওতে যাবে চেনা॥
ঘর হতে কলিঙ্গা বাহিরে দিল পা।
চিত্রসেন বাছা ডাকে কোথা যাও মা॥
আসি বলে গেল পিতা পশ্চিমউদয় দিতে।
এত বলি চিত্রসেন লাগিল কান্দিতে॥
দু হাতে ধরিয়া কোলে লইল সুন্দরী।
মরি বাছা তোমার বালাই লয়ে মরি॥
মরি বাছা কেঁদো নাঞি ওরে বাপধন।
এত বলি সতীনে করিল সমর্পণ॥
হাতে হাতে সঁপে দিতে ভেসে গেল লো।
পাছে দিদি মনে কর সতীনের পো॥
কানড়া বলেন দিদি আমি তোমার দাসী।
তোমাকে সতীন বলে কভু নাঞি বাসি॥
পাসরিছি মা বাপ তোমার মুখ দেখি।
এমন সময়ে ওরূপ কথা কেন বল দেখি॥
এত বলি দুসতীনে করে কোলাকুলি।
এই রণ জিনিলে ঘুচিবে চুণ কালি॥
লাফ দিয়া কলিঙ্গা ঘোড়ার পিঠ নিল।
নূতন নটুয়া যেন নাচিতে লাগিল॥
পসারিতে চরণ মাথায় ঠেকে চাল।
কালপেঁচা চালে বসে ঘন ডাকে কাল॥
গুরুতর কোন্দল করিছে খাওয়াখায়ি।
সজারু সজারু মনে পড়িল সদাই॥

অযাত্রিক মহাপাপ হতেছে স্মরণ।
তিনবার স্মঙরণ করিল নারায়ণ॥
খর চলে বাজী যথা রাজার বাহিনী।
দূর হতে দেখে সবে করে কানাকানি॥
পাত্র বলে রাজসৈন্য দেখ দৃষ্টি দিয়া।
লাউসেন ভাগিনা এল যুদ্ধের লাগিয়া॥
সেই আভরণ আছে সেই ঢাল খাঁড়া।
বর্ত্তমানে দেখ সেই সরফরায়ে ঘোড়া॥
সবে দেখ প্রমাণ ভাগিনা থাকে ঘরে।
যেমত অর্জ্জুন ছিল বিরাট নগরে॥
ভাগিনার চরিত্র সবাই দেখ চেয়ে।
কেবল সেজেছে বার বছরের মেয়ে॥
ধিক্ থাকে ভাগিনা মেয়ের থাকে কাছে।
ইহার অধিক লজ্জা আর কি যে আছে॥
পুরুষ হৈয়া পরে কপালে সিন্দূর।
চণ্ডালের লাছে রবে হইয়া কুকুর॥
যুবতীর পারা দেয় বদনে অর্দ্ধসূত।
পায় পায় পাতক দেখিলে তার মুখ॥
ফাটা শঙ্খ করে দিলে হয় সর্ব্বনাশ।
পতিনিন্দা শুনি সতী ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস॥
পরিচয় করিছে কলিঙ্গা পরদলে।
ধিক্ থাক শ্বশুর গো বাজ পড়ুক কপালে॥
কর্পূরধলের কন্যা আমি কলিঙ্গা কুমারী।
কদাচিৎ নই হে আমি ময়নার অধিকারী॥
পাত্র বলে হ্যাদে বেটি নটিনীর চেড়ী।
হুসেনের হোয়ে থাক্ বেগমের নড়ি॥
হুসেন দুয়াজি যদি পাত্রের আজ্ঞা পায়।
হুসেন বলেন বাবা যা করেন খোদায়॥
বাহু নেড়ে আসে পাত্র হাসান হুসন।
হরি প্রতিকূল যেন এ কাল যবন॥
হেনকালে পাটরাণী মনে যুক্তি করে।
প্রতিকূল যবন দুহাতে পাছে ধরে॥
যবন পরশে জাতি যুবতীর যায়।
তবে পশ্চিমউদয় না দিবেন ধর্ম্মরায়॥

শ্বশুর শাশুড়ী মোর না হবে ছাড়ান।
প্রাণনাথে নিশ্চয় ছাড়িবে ভগবান্॥
হেনকালে যবন ধরিতে আসে হাতে।
কহিতে লাগিল রাণী তাহার সাক্ষাতে॥
তুমি ধর্ম্ম বাপ হও আমি মেয়ে হই।
আমার পানে এস যদি ধর্ম্মের দোহাই॥
এত বলি যমধর নিল বাম করে।
রাম বলে তুলে মারে আপন উদরে॥
ঢলিয়া পড়িল রাণী ধরণী উপর।
বড়রাণী কলিঙ্গা গেলেন যমঘর॥
অপরূপ মরণ সবাই দেখে তায়।
রাম রাম সোঙরণ করিল রাম রায়॥
মোগল পাঠান সেখ কেউ দিওনা হাত।
খুব হিন্দুর মেয়ে খুব তেরী জাত॥
পাত্র বলে ভাগিনবউ গেলেন যমঘরে।
সরকারী করিয়ে রাখ ওস্তির পাথরে॥
এত শুনি বাজীবর করিল হ্রেষাণি।
তরাসে পলায় কত তোখর বাহিনী॥
কত শত বীর পড়ে চরণের ঘায়।
লেজ সাটে দশ বিশ যমের বাড়ী যায়॥
ছুটে গিয়া উপজিল গড়ের দুয়ার।
প্রাণ ত্যজে হ্রেষাণি করিয়া তিনবার॥
সাড়া শুনি কানড়া উঠিল ব্যস্ত হোয়ে।
বারিভরা ঝারি নিয়ে দাসী চলে ধেয়ে॥
ধুমসী দেখিল আসি বার হোয়ে তূর্ণ।
নিধন হোয়েছে ঘোড়া জিন তার শূন্য॥
কলিঙ্গা মহিষী পারা পড়েছে সমরে।
সমাচার দিতে যায় কানড়ার ঘরে॥
কান্দিয়া ধুমসী বলে শুন ঠাকুরাণি।
রণে হত হল চিত্রসেনের জননী॥
এত শুনে কানড়া হইল শোকাকুল।
অঙ্গ আছাড়িয়া কান্দে নাহি বান্ধে চুল॥
ইহা তরে দিয়া গেল দুধের ছাওয়াল।
মোর বুকে মেরে গেল নিদারুণ শাল॥

বিকল হইল রাণী প্রবোধ না মানে।
জোড়হাতে ধুমসী কহিছে বর্ত্তমানে॥
সতীন মরিলে হয় সোহাগে আগল।
তুমি সতীনের শোকে হতেছ পাগল॥
চিনিতে রোপিয়া নিম দুগ্ধের সিঞ্চনে।
জেতের স্বভাব তিক্ত না ছাড়ে কখনে॥
সাপিনী বাঘিনী সিংহী পোষ নাঞি মানে।
চন্দ্রকেতু রাজা মৈল মণি বিষ্ণমানে॥
সাপে কেটে মরে গেছে ধন্বন্তরি রোজা।
বাঘ পুষে মরে গেছে দক্ষিণের রাজা॥
যাউক সে সব কথা ছাড়হ হুতাশ।
জয়দুর্গা পূজ দেবি বিপদ যাউক নাশ॥
এত বলি কানড়ার মুখে দিল জল।
দেবী পূজা করিবারে আনে শতদল॥
অনাদি পদারবিন্দ ভরসা কেবল।
রামদাস বিরচিল অনাদি মঙ্গল॥

একমনে কানড়া চণ্ডীর করে পূজা।
কৈলাস ছাড়িয়া মা এলেন দশভুজা॥
অষ্টাঙ্গ লুটায়ে রাণী করে প্রণিপাত।
স্তব করে গলায় বসন জোড়হাত॥
শঙ্করঘরণি শিবে শঙ্করমোহিনি।
শুভদা সারদা সদা সমররঙ্গিনী॥
বিপদে পড়িয়া মাগো ডাকি বার বার।
তোমা বিনে মহাদেবি নাহি দেখি পার॥
এত শুনি মহামায়া কোলে নিল তুলে।
প্রবোধে মুছায় মুখ নেতের অঞ্চলে॥
কি লাগি কান্দহ বাছা কহ বিবরিয়া।
ব্রহ্মার অধিক তোরে করুণার ছায়া॥
কানড়া বলেন মাগো কর অবধান।
তুমি ত সকলি জান কেন কহ আন॥
পশ্চিমউদয় দিতে গেল ময়না অধিকারী।
গৌড় হোতে মামাশ্বশুর ঘেরিয়াছে পুরী॥

সাকা শুকো কাটা গেল ডোম তের জন।
বীর কালু কাটা গেল সত্যের কারণ॥
তবে রণে সেজে গেল চিত্রসেনের মা।
মনোদুঃখে মরিল বুকেতে মারি ঘা॥
চণ্ডিকা বলেন বাছা তোর ভয় নাই।
কোন ছার গৌড় কিবা করে বড়াই॥
অনেক দিবস কোথা রণ নাঞি পাই।
ঘুড়ী সাজাও মায়ে ঝিয়ে চল রণে যাই॥
উপলক্ষ বিনা আমি রণে যেতে নারি।
এত শুনি উল্লাসিত কানড়া কুমারী॥
আজ্ঞা হোল বারালে সাজিয়ে দিতে ঘোড়া।
বারাল মহলে বড় পড়ে গেল সাড়া॥
জিন কসে বান্ধে পাঁচ রঙ্গের থোপনা।
কত অপরূপ তায় অরুণ বসনা॥
সাবধানে বামদিকে রাখিল কলস।
তার উপর উরুমাল ঘাগর গণ্ডা দশ॥
রুণু রুণু ঝুণু ঝুণু বাজিছে মেখলা।
গলায় পরায় গজ মৌক্তিকের মালা॥
চলিতে চরণে বাজে চারি পায়ে মল।
বিনা মেঘে বিজরী করিছে ঝল মল॥
কানড়া করিল সাজ রাউতের বেশে।
মনে করে যাব মামা শ্বশুর উদ্দেশে॥
মাথায় বান্ধিল পাগ করিয়ে উঠানি।
দপ দপ জ্বলে যেন অজগর মণি॥
ক্ষীণ তনু অন্ধকারে দেখিতে না পাই।
গায়ে তুলে পরে রামা লক্ষের কাবাই॥
সোনারূপা তাহাতে ঝলকে মন্দ মন্দ।
রতন মণি পটুকা করিল কমরবন্ধ॥
পরিল ইজের খাসা নামে মেঘমালা।
দক্ষিণে তুলিয়া বান্ধে আশী মণের ফলা॥
ধুমসীর সাজন দেখিয়া ইন্দ্র কাঁপে।
কেহ বলে এ মাগী মানুষ হোল শাপে॥
না বলিতে ধুমসী রণেতে আগুসার।
ঘন ঘন রাউতে ডাকিছে মার মার॥

পড়িল ময়নার গড়ে সদা গতিভর।
হাতী ঘোড়া একাকার রাজার লস্কর॥
পাত্র বলে রাজসৈন্য দেখ দৃষ্টি দিয়া।
এবার ভাগিনা এল যুদ্ধের লাগিয়া॥
বড় স্ত্রী যে ভাগিনার গেছে যমদ্বারে।
তার পাকে এল সেন যুদ্ধ করিবারে॥
এত বলি মাহুদিয়ে পসারিল পা।
ভাগিনা বউকে বলিছে ভাগিনে বটে বা॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঢেলে দেয় ঘি।
হাত তুলে ডেকে বলে হরিপালের ঝি॥
মনে পড়ে নাই তোমার পূর্ব্বের বারতা।
কানড়া আমার নাম হরিপালের সুতা॥
হাতে সুতা বেন্ধে তোর রাজা হল বর।
সাধ ছিল আমাকে করাতে স্বয়ম্বর॥
সে সব পূর্ব্বের কথা মনে নাহি পড়ে।
বান্ধা ছিলে কুঁড়ো খেলে সিমুলের গড়ে॥
পাত্র বলে ভাগিনা বউ কুলে দিলি কালি।
মামাশ্বশুরের কুলে দিলি জলাঞ্জলি॥
একবোলে দুবোলে দুজনে বোলচাল।
দুইজনে মহাযুদ্ধ আগুন উথাল॥
পবনে করিল ভর কানড়ার ঘুড়ী।
দুহাতে ধরিয়া কাটে কানড়ার চেড়ী॥
একচোটে কেটে যায় দশ বিশ ঘোড়া।
অমনি রাউতে হানে গায়ে জামাযোড়া॥
সিংহনাদ সমান সঘনে ডাক ছাড়ে।
শরতের মেঘ যেন গরজে গম্ভীরে॥
মার মার ডাক ছাড়ে গৌড়ের ন্যাবড়।
তীরগুলির শবদে বহিল যেন ঝড়॥
বাণের উপরে বাণ আগুনের ছটা।
বিষম ধনুকগুলো বাঁশ টানে গোটা॥
তার আগু ঢালী যুঝে বত্রিশ কাহণ।
হান হান ডেকে আইল হাসান হুসন॥
ধাইতে ধরণী টলে ধুমসীর ভরে।
পদ্মপত্রের জল যেন টলমল করে॥

ধর ধর শবদ সে শুনিতে বিষম।
অকালে রুষিল যেন কালান্তক যম॥
বাজীর পিঠে বসি যুঝে কুমারী কানড়া।
ভুজঙ্গ রসনা সম হাতে ঢাল খাড়া॥
এক চোটে কেটে যায় কুঞ্জর মানব।
ফুটিল কমল কলি কনক কৌরব॥
বহিল রক্তের স্রোত তটিনীর ধারা।
হাতী ঘোড়া ভাসে তায় মীন কূর্ম্ম পারা॥
হেনকালে মহামায়া উরিল আসিয়া।
ডাকিনী যোগিনী দানা নাচে থৈয়া থৈয়া॥
ডান হাতে খড়্গ কারো বাঁ হাতে খর্পর।
বিপরীত ডাক ছাড়ে ডাগর ডাগর॥
তালগাছ সমান দানা লাফ দিয়া পড়ে।
দশ বিশ হাতী গিলে গলা নাঞি নড়ে॥
বিশেষ যোগিনীগুলো হাতী ধরে গিলে।
মৎস্য কুড়ায়ে যেন লয়ে যায় চিলে॥
কুরঙ্গ তুরঙ্গ কেহ করে ফেলাফেলি।
লাফ দিয়া কারে খায় কারে দেয় গালি॥
ঢালী পাগী রাউত সারিয়ে যায় গালে।
ছেলে যেন মুড়ি খায় অতি উষাকালে॥
দিকে দিকে দ্বিগুণ দক্ষিণে দানার ঘটা।
লাফ দিতে পড়ে যায় বাইশ হাত জটা॥
দেবতা মানবে রণ অতি ভয়ঙ্কর।
সহিতে না পারে রণ গৌড়ের পাতর॥
ভঙ্গ দিল বাহিনী তাড়িয়ে যায় দানা।
লম্ফ দিয়া পড়ে দশবিশ হাত খানা॥
গুড়ি গুড়ি বনেতে পালায় রাম রায়।
তাড়াতাড়ি ডাকিনী গিলিয়া ফেলে তায়॥
জলে ডুবে রহিল কেহ মড়ার মিশালে।
বাছিয়া বাছিয়া দানা ধরে ধরে গিলে॥
এলাহি ভাবিয়া মিয়া পলায় তখন।
বাজী ফেলে পলাইল হাসান হুসন॥
শিবকে ছাগল মেনে তাঁতী পলাইতে।
তাড়াতাড়ি ডাকিনী তুলিয়া দিল বেতে॥

এইরূপে মরে গেল যতেক বাহিনী।
মহাপাত্র পলাইতে না পায় সরণি॥
সম্মুখে ইক্ষুর বন গৌড়ের পাতর।
তরাসে লুকায় পাত্র তাহার ভিতর॥
ধাইয়া ধুমসী গিয়া অগ্নি দিল তায়।
শৃগাল গর্ত্তেতে পাত্র তরাসে লুকায়॥
দেবী প্রতিকূল তায় পুড়ে গোঁপদাড়ী।
ধেয়ে গিয়ে ধুমসী মারিলেক গড়ারী॥
লাফ দিয়া ধুমসী পাত্রের ধরে ঝুটি।
ধুপধাপ শবদে কিলের পরিপাটী॥
হেনকালে আগু হল কুমারী কানড়া।
মামাশ্বশুরে কাটিতে উঠায় ঢাল খাঁড়া॥
একচোট দেয় যদি যায় মাথাখান।
হেনকালে মহামায়া কহিল সন্ধান॥
শুন শুন কানড়া বচনে দাও মন।
মহাগুরু নিধন করহ কি কারণ॥
মহাগুরু মামাশ্বশুর বধ অনুচিত।
হেন ছার কর্ম্ম কর শেষে অবিহিত॥
মাথায় বসন নাই চুল যায় দেখা।
লাজ খেলি লাজের ঝি মাথায় দাও ঢাকা॥
বাদী মেরে বিবাদ করিবে কার সনে।
ভবানী করিল রক্ষা পাত্রের মরণে॥
এত বলি ভবানী বসিল তরুতলে।
কানড়া বাতাস করে নেতের অঞ্চলে॥
ধুমসী পাত্রের গলায় তুলে দিল বেড়ী।
আগু টানে জন দশ পাছু মারে চেড়ী॥
বচন বলিতে নিল গড়ের ভিতর।
ডাক দিয়া আনিল নাপিত বরাবর॥
পাত্রের মুড়ায় মাথা কালিনীর কূল।
গাধা খচরের মূতে ভিজাইল চুল॥
ডানি গালে চুণ দিল বামে গালে কালি।
কোথা ছিল গুড়ের মালা এনে দিল মালী॥
বালক বালিকাগুলো বলে নানা বোল।
ধেয়ে এসে গোয়ালা মাথায় ঢালে ঘোল॥

উঠিতে বসিতে কেহ মারে বেতের বাড়ী।
মাথার উপরে কেহ ভাঙ্গে ছুঁতো হাঁড়ী॥
বাম হাতে ঝাঁটামুড়ো কেহ মারে ফেলে।
মেয়েগুলো গালি দেয় 'দেশভাঙ্গা' বলে॥
নানা অপমান করে নগরে নগরে।
বান্দরে বানর যেন নাচায় ঘরে ঘরে॥
পরদল ধুমসী করিল দেশবই।
পলাইয়া যায় পাত্র মাত্র প্রাণ লই॥
উঠিয়া পড়িয়া পুন ফিরে ফিরে চায়।
দারুণ ধুমসী পাছে আবার গোড়ায়॥
ধাওয়াধাই উচানলে হইল সকাল।
হেনকালে ধেনু লয়ে গোষ্ঠেতে রাখাল॥
ঘর হোতে মহাপাত্র করে অনুমান।
এক মুটো চাউল মেগে বাঁচাইব প্রাণ॥
পাত্রকে দেখিয়া গরু ছুটিয়া পলায়।
দশ বিশ রাখালেতে ধরিয়া কিলায়॥
নগরে নগরে পাত্র পেয়ে অপমান।
পাছু রেখে ফেলে গেল দেশ বর্দ্ধমান॥
ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার।
দেখাদেখি উপনীত রমতি রাজার॥
পাত্র বলে দিনে দেখা করিব কেমনে।
ওতে আতে লুকাইয়া রহিল এক বনে॥
পরিতে বসন নাঞি মাথা হল নেড়া।
বসন বিহনে বেশ যেন লক্ষ্মীছাড়া॥
দশা খাট হলে পুরুষ এমনি দুঃখ পায়।
মহামত্ত বারণে বেঙের লাথি খায়॥
হেথা হনুমান আইল পাত্রের আবাসে।
বড় পুত্র কামদেবে কহে সবিশেষে॥
দৈবজ্ঞ দেখিয়া কাম দেয় সিংহাসন।
না বসিতে বলে দ্বিজ বড় অকল্যাণ॥
মঙ্গলবার আজি একাদশী তিথি।
পরিপূর্ণ সারাদিন আছয়ে রেবতী॥
তিন যাম সিদ্ধযোগ সটান মলিন।
নিবেদিলাম এই মাসের হইল বার দিন॥
কামদেব বিরুদ্ধ মিথুন ভাল দেখি।
তুরগ দশনা লেখা দশদিকে লিখি॥
বাস গুণে বাড়ীর পশ্চাতে ফেলে খড়ি।
সকল আছে ভাল বাপু বাড়ীর বড় ভেড়ি॥
বাড়ীর ঈশানকোণে ভূতের আশ্রয়।
এসে দেখা দিবে রাত্রি হলে দণ্ড ছয়॥
আপনার ঘর দুয়ার আপনার নারী।
নাম ধরে ডাকিবে অনেক মায়া করি॥
বলে গেলাম এই কথা সকলে থাক দড়।
পাটকেল পাথর করিয়ে রেখ জড়॥
চাল কড়ি অনেক দৈবজ্ঞ পাইল দান।
রাখালে বিদায়ে দিয়ে যান হনুমান॥
দিন গেল অস্ত যদি আইল অন্ধকার।
ধীরে ধীরে যায় পাত্র আপন আগার॥
আবছায় দুয়ারে দেখিল তার ঝি।
বাপে দেখি মাকে বলে হাদে ওটা কি॥
ছি ছি বলে তখন কামদেবের মা।
মামাশ্বশুর বট তুমি হোথা থাক বা॥
পাত্র বলে আমি তোর মামাশ্বশুর নই।
কামদেবের বাপ বটে তোর পতি হই॥
কে কার দোহাই শুনে অন্ধকার রাতে।
পাটকেল পাথর কত পড়ে চারিভিতে॥
বলিতে বিশেষ ধরে বামহাতে বাতি।
কোথা ছিল দাসী মাগী ঘাড়ে মারে লাথি॥
খাইয়া দাসীর লাথি গড়াগড়ি যায়।
দশাখাট পুরুষ এমনি দুঃখ পায়॥
বিপাকে পড়িয়া পাত্র উঠে ধাই দিল।
ধাওয়াধাই রাজার গৌড় চলে গেল॥
আমার বচন রাজা শুন মন দিয়া।
সর্ব্বনাশ হোল তোমার সৈন্যগণ লৈয়া॥
ঘরে লুকাইয়া আছে লাউসেন ভাগিনা।
মেয়ের বেশে কেটে ফেলে নয় লক্ষ সেনা॥
পশ্চিমউদয় নাহি দেয় লুকাইয়া আছে ঘরে।
যেমত অর্জ্জুন ছিল বিরাট নগরে॥

এত শুনি দুঃখী বড় গৌড়ের রাজন।
কানড়াকে লয়ে তবে শুনহ বচন ॥
কানড়া পাগল হোল সবাকার শোকে।
হাতে ধরে ভগবতী জল দেয় মুখে ॥
না কর ক্রন্দন বাছা শুন সাবধান।
কলিঙ্গার অগ্নিকর্ম্ম কর পিণ্ডদান ॥
তবে পশ্চিমউদয় দিবেন ভগবান্।
এত বলি ভগবতী হইল অন্তর্দ্ধান ॥
বড় রাণী কলিঙ্গাকে তুলে নিল ঘাটে।
অগ্নিকর্ম্ম কর্ত্তে যায় কালিনীর ঘাটে ॥
সখি দ্বিজ আনিল চিতার আয়োজন।
ধূপধুনা ঘৃত আর সুগন্ধি চন্দন ॥
কলিঙ্গার দেহখানি তুলিল চিতায়।
কানড়া কুমারী আদি অগ্নি দিল তায় ॥
নয়নে ভাসিল জল যেন সুরধুনী।
সতীনের সপিণ্ডন সারিল তবে রাণী ॥
মা মা বলিয়া যবে চিত্রসেন ডাকে।
নানা ছলে পরবোধে চুম্ব দেন মুখে ॥
আদর করিয়া রাণী তুলে নেন কাঁখে।
দুগ্ধের বালক নাকি চুম্বে কভু থাকে ॥
নিরবধি কান্দেন কানড়া চন্দ্রমুখী।
খেতে শুতে অন্তরে বাড়িল ধুকধুকি ॥
কানড়া কুমারী রৈল ময়না নগর।
হাকন্দে সেনেরে লয়ে শুনহ উত্তর ॥
আনন্দের সীমা নাই হাকন্দের ঘাটে।
বিধিমত ভক্তিতে গাজন সব খাটে ॥
নিয়ম ধরে বসে আছে সেথা রাণাহাড়ী।
ধর্ম্ম জয় বলে বেটা যায় গড়াগড়ি ॥
অর্ঘ্য দান করিছে দুর্লভ সদাগর।
জোড়হাতে বলিছে ধর্ম্মের বরাবর ॥
ওহে ধর্ম্ম ঠাকুর দিনের দিবাকর।
কপট তেজিয়ে দাও পশ্চিমউদয় বর ॥
এত বলি লাউসেন অর্ঘ্য দান দিল।
আচম্বিতে সেই অর্ঘ্য ভূমিতে পড়িল ॥
কলিঙ্গা মরেছে তার অশুচি কারণ।
অতএব অর্ঘ্য তার না নিল নারায়ণ ॥
লাউসেন কান্দেন মাসীর ধরে পায়।
অনাদ্যমঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥

সাত পাঁচ ভাবে সেন কুমারের চাক।
কি জানি ময়না রাজ্যে পড়িল বিপাক ॥
কলিঙ্গা কানড়া আর অমলা বিমলা।
এই চারি রাণী যেন নব শশিকলা ॥
কি জানি কলিঙ্গা গো অধর্ম্মে দিল মন।
সেই অপরাধে আমায় ছাড়িলা নারায়ণ ॥
মাতা পিতা বন্দী থুয়ে এলাম কারাগারে।
আমায় না দেখিয়া মা মৈল অনাহারে ॥
দেশে পারা ব্রহ্মচারী হয়েছে উপবাস।
পান মত্ত হয়ে কালু না কৈল তল্লাস ॥
নিশ্চয় বিপত্তি হল মাসী আমায় লয়ে।
হেনকালে সারি শুক বলে ডাক দিয়ে ॥
আমি খুড়া আমি জ্যেঠা সোদর সারথি।
আমি এনে দিব ময়নার কুশল ভারতী ॥
পক্ষীর বচন শুনি করে হায় হায়।
বিপত্তি দেখিয়া পাখী উড়িয়া পলায় ॥
অকালে পুষিলাম পক্ষ ঘৃত অন্ন দিয়া।
আমার বিপদ দেখি যায় পলাইয়া ॥
অনাদ্যের পদরেণু ভরসা কেবল।
রামদাসে দয়া কর ভকতবৎসল ॥

সারি শুক বলে রাজা কর অবধান।
নিশ্চয় আমারে রাজা কৈলে পশু জ্ঞান ॥
পশু পক্ষী বল রাজা পশু পক্ষী নই।
গোলকেতে ব্রাহ্মণের ছাওয়াল মোরা হই ॥
আমার পিতার নাম দ্বিজ হরিহর।
সত্যই জানিও মোরা দুই সহোদর ॥

একদিন পিতা মোর সঙ্গে করি নিল।
সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রপুরে ছিল ॥
পড়িবারে গেলাম মোরা শিষ্যের মিশালে।
গুরুকে প্রণাম না করিনু এককালে ॥
এই দোষে শুক মোরে দিল বড় গালি।
পক্ষ কুলে জন্ম লৈবে আজি কিংবা কালি ॥
অলঙ্ঘ্য গুরুর বাক্য না যায় খণ্ডন।
সেইখানে হইলাম বিহঙ্গ জনম ॥
অনেককাল ছিনু মোরা ইন্দ্রের ভুবনে।
খাইতে খেজুর আইলু ময়না দক্ষিণে ॥
হেটমুখে খাই মধু মুছে ফেলি চটা।
দারুণ আক্ষেটী মোর পক্ষে দিল আটা ॥
আখটির বন্ধনে ঠেকিলাম দুটী ভাই।
কাছাড়িয়া মারে, দিলাম ধর্ম্মের দোহাই ॥
ধর্ম্মের দোহাই দিতে হাতে কর‍্যা নিল।
বিক্রয় লাগিয়া আসি নগরে পশিল ॥
পক্ষ লবে পক্ষ লবে ডাকে ঘরে ঘরে।
নগরের ছাওয়াল এল পক্ষ কিনিবারে ॥
গুণের সাগর রাজা দেখিলে আপনি।
পঞ্চাশ কাহণ মূল্য করেছ তখনি ॥
খসাইয়ে দেহ রাজা হাতের অঙ্গুরী।
প্রত্যয় পাইতে চায় তোমার সুন্দরী ॥
বার বৎসরের পথ ময়না হাকন্দ।
সবে মাত্র বিলম্ব হইবে বার দণ্ড ॥
প্রতিজ্ঞা করিতে পারি ধর্ম্মের সভায়।
বার দণ্ডে এনে দিব বারতা তোমায় ॥
সেন বলে নারে অঙ্গুরী নাঞি দিব।
এক দণ্ড বিলম্বে লিখন পাঠাইব ॥
এত বলি সেন রাজা তালপত্র নিল।
কলিঙ্গার নামে পত্র লিখিতে বসিল ॥
শ্রীমতী কলিঙ্গা তোমায় আমার আশিস্।
ভাল মন্দ না পাইলাম তোমার উদ্দিশ ॥
তোমার কল্যাণে হয় আমার কল্যাণ।
ধন কড়ি ভাণ্ডার হইবে সাবধান ॥
গৌড় কারাগারে নিবে মায়ের তল্লাস।
দেশে যেন ব্রহ্মচারী না হয় উপবাস ॥
কালুকে ইনাম দিবে পঞ্চাশ মোহর।
পালনে রাখিবে ঘোড়া ওগুির পাথর ॥
পুত্রের সমান করো প্রজার পালন।
দুষ্ট জনে অবশ্য করিবে সুশাসন ॥
আর কি লিখিব প্রিয়ে দুঃখ সমাচার।
পশ্চিমউদয় নাই দিল ঠাকুর নৈরাকার ॥
বার দিন মাসের তারিখ দিল তায়।
আপনি বান্ধিল পত্র পক্ষের গলায় ॥
দুই পক্ষ সেন রাজা হাতে করে নিল।
যাও বলে শূন্যপথে উড়াইয়া দিল ॥
পাখা মেলি উড়ে পক্ষ উপর গগনে।
চিনিতে না পারে পক্ষ কত পড়ে মনে ॥
সেনার চাপানে ময়না হয়েছে ছারখার।
শুক বলে এই দেশ চিহ্ন নাঞি তার ॥
বৃহৎ দাড়িম্বগাছ লাউসেনের নাছে।
প্রত্যয় পাইয়া পক্ষ বসে সেই গাছে ॥
এই বটে ময়না বাপার বাড়ী ঘর।
দেখিয়া ভাঙ্গিল দিশা সোনার পিঞ্জর ॥
উড়ে গেছে পক্ষের গায়েতে পড়ে জল।
কোথা গো কলিঙ্গা মা ডাকে কল কল ॥
তা শুনিয়া মনে করে কানড়া যুবতী।
নাম ধরে কেবা ডাকে ঘোর দুপর রাতি ॥
বাহির হইল কানড়া সঙ্গেতে সখীগণ।
সারিশুক দুটী হাতে বসিল তখন ॥
করে বসি কমলবদন পানে চায়।
কানড়া সুন্দরী দেখে করে হায় হায় ॥
অকালে পুষিলাম পক্ষ ঘৃত অন্ন দিয়ে।
আমার পরাণনাথে কোথা আইলে থুয়ে ॥
জাহাজ ডুবেছে বুঝি দরিয়ার ভিতর।
তেকারণে জানা'তে আইলে বুঝি ঘর ॥
সারিশুক বলে মাতা না কর ক্রন্দন।
আমার গলেতে আছে বাপার লিখন ॥

হাকন্দেতে আছে বাপা আমা পানে চেয়ে।
তুমি কেন কান্দ মা সমাচার পেয়ে॥
পাঁচ দিন তোমরা পাথরে বাঁধ হিয়ে।
যাবৎ না আসে রাজা পশ্চিমউদয় দিয়ে॥
তাবৎ ধর্ম্মের নামে দেহ পুষ্পজল।
কলিকালে জানিবে ধর্ম্মের বড় বল॥
কহ পক্ষ রাজার বিলম্ব কতদিন।
কুলের কমলফুল হয়েছে মলিন॥
এত বলি কানড়া মুখেতে দেয় জল।
মসিপত্র যোগায় ধুমসী পরদল॥
স্বস্তি আদি লিখে যত পত্রের বিধান।
শ্রীযুত ময়নাপতি ইন্দ্র মঘবান্॥
মহাপদ চরণকমলে দণ্ডবত।
অভাগীরে ছাড়িল বার বচ্ছরের পথ॥
একাদশী গেলে নাথ পশ্চিমউদয় দিতে।
দ্বয়াদশী এল পাত্র ময়না লুটিতে॥
গৌড় হতে তোমার মামা লয়ে যত সেনা।
ছারখার কৈল তোমার দক্ষিণ ময়না॥
সাকাশুকো কাটা গেছে ডোম তের জন।
বীর কালু কাটা গেছে সত্যের কারণ॥
তবে রণে সেজে গেল চিত্রসেনের মা।
আপনার বুকে হানে কাটারীর ঘা॥
কালমুখী হেনে মৈল তোমার বড় রাণী।
দুগ্ধ বিনা বাছা মরে আমি অভাগিনী॥
আর কি লিখিব কান্ত দুঃখ সমাচার।
লঙ্কাকাণ্ড শুনেছ লঙ্কার ছারখার॥
বার দিন মাসের তারিখ দিল তায়।
রাজসুতা পাঁতি বান্ধে পক্ষীর গলায়॥
পাকা আম্র পনস খেজুর দিল খেতে।
ক্ষুধা দূর যাবে শুয়া ধায়াধাই যেতে॥
শুয়া বলে ধর্ম্মের নিয়ম এতদিন।
এগুলো খাইলে হবে তপস্যা মলিন॥
এত বলি গগনে উড়িল সারি শুক।
পশ্চিম গগনে যায় মনে পেয়ে দুখ॥

হাকন্দে আছেন সেন পক্ষপানে চেয়ে।
হেনকালে সারিশুক উতরিল গিয়ে॥
পক্ষ বলে মহারাজ কি বলিব আর।
পত্রপাঠ পাইবে সকল সমাচার॥
এত শুনি সেনরাজা পাঁতি এলাইল।
কলিঙ্গার মৃত্যু দেখি ঢলিয়া পড়িল॥
লাউসেন কান্দেন মাসীর ধরে পায়।
কেন মিছে পুজিলাম ঠাকুর ধর্ম্মরায়॥
ধর্ম্মপূজা করিতে অধর্ম্ম কিবা হল।
কোন্ অপরাধে আমার কলিঙ্গা মরিল॥
কলিঙ্গার রূপ গুণ কেমনে পাসরিব।
বল মাসি উপায় আমি আর নাঞি জীব।
মরে যাকু কলিঙ্গা তার নাই দায়।
চিত্রসেন বাছা আমার ধূলায় লোটায়॥
যেইখানে কলিঙ্গার মুণ্ডটি পড়িল।
হাড়িয়া চামর কত গড়াগড়ি গেল॥
যেইখানে পড়িল কলিঙ্গার ডান হাত।
সরস নবনী জিনি কমলের জাত॥
হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম পদ্ম সর্ব্ব গা।
বাঁধুলি শুবক জামা সাজে দুটী পা॥
তিলফুল জিনি নাসা তুলনা দিব কি।
বল মাসি উপায় আমি আর নাঞি জী'॥
এমন তনু কলিঙ্গা হইল ছারখার।
কলিঙ্গা বিহনে মাসি জী'বনাক আর॥
কোলে করে সামুলা তুলিল বোন পো।
নেতের অঞ্চলে মাসী মুছেদিল লো॥
শোকসিন্ধু কিছু নয় শুন বাপধন।
বনিতা সম্পদ সুখ নিশির স্বপন॥
তুমি কবি পণ্ডিত এমন বুদ্ধি কেনি।
বলবুদ্ধি হারাইলে ময়নার গুণমণি॥
সুরধুনী জামাতা জয়মণি নাম যার।
সর্পাঘাতে মরে গেছে যোল রাণী তার॥
যোল গুণবতী ছিল পরম সুন্দরী।
রূপে গুণে একজন ইন্দ্রের বিদ্যাধরী॥

তথাপি দারুণ শোক নাঞি তার মনে।
তোমার এত শোক কেন বনিতা স্মরণে॥
মা বাপ রাখিলে বন্দী তার নাহি দায়।
স্ত্রীর শোকে পাগল হয়েছ যুবরায়॥
ধর্ম্মকে জানায়ে মাগ পশ্চিমউদয় বর।
ধর্ম্মপদে মন দিয়ে শোক পরিহর॥
ধর্ম্ম বই গতি নাই ধর্ম্মে দাও মন।
স্নান করে এসে পূজ ধর্ম্মের চরণ॥
এত শুনি সেন রাজা হইল খেউর।
স্নান করে পূজে সেন গোবিন্দ ঠাকুর॥
সামুলা বলেন বাছা সাবধান চাই।
পঁচলক্ষ বৎসর সেবিলে বর পাই॥
দুমন করিলে এতে সর্ব্বনাশ হয়।
একমনে সেবা কর আনন্দ হৃদয়॥
সেন বলে কহিলে লোকের বিস্ময়মানে।
হাকন্দে ধর্ম্মকে মানাব সাত দিনে॥
সাতমাস গেল বয়ে বৎসর সম্মুখ।
তপস্যা করিয়া মাসি কত পাব দুখ॥
তপস্যা করিতে মাসি আর শক্তি নাই।
ঘটে বিসর্জ্জন দিয়া চল দেশে যাই॥
আপনি রহিব বন্দী রাজ কারাগারে।
মা বাপের ছাড়ান করিব গিয়া ঘরে॥
এত শুনি সামুলা কয় পূজার উপদেশ।
কুযশ ঘোষিবে রাজা কেন যাবে দেশ॥
জিজ্ঞাসিলে পূজার কথা বলে দিতে পারি।
কলিযুগে যাতে বশ অনাদ্য শ্রীহরি॥
অন্ত পূজা কর এনে কমলের ফুল।
তবে ঠাকুর ধর্ম্ম হবেন অনুকূল॥
লাউসেন বলে মাসি তখন না কহিলে।
লক্ষ ভার ফুল ফুটে সাটি দীঘির জলে॥
ইঙ্গিতে লইতাম তুলি পদ্ম শতভার।
এবে কোথা পাব মাসি সমুদ্রের পার॥
সামুলা কহেন বাছা সেহ ফুল নয়।
চারিবর্ণ কমল জগতে যারে কয়॥
পরাপর কমল ফুটে ব্রহ্মার মন্দিরে।
দ্বিতীয় কমল ফুটে মহাদেবের শিরে॥
তৃতীয় কমল ফুটে যমুনার জলে।
চতুর্থ কমল বাছা তুমি কলিকালে॥
তোর মাথা লোকে বলে কমলের ফুল।
তোর দুটী পায় বলে কনকের মূল॥
তোর দুটী হাত বলে মৃণালের লতা।
তোর বক্ষস্থল দেখি কমলের পাতা॥
মাথা কেটে ফেলে দাও তেকাটা উপর।
সেন বলে মাসি তবে গায় এল জ্বর॥
আপনি কাটিয়া দিব আপনার মাথা।
আমি যদি মরে যাব ধর্ম্ম পাব কথা॥
মাথা কেটে দিতে মোরে মাসী হোয়ে বলে।
মামার সনে যুক্তি বুঝি করেছে বিরলে॥
সামুলা বলেন দূর ময়নার ভূপতি।
তুই ব্যাটা হলি কেন সহজে দুর্ম্মতি॥
মানাতে নারিলি ধর্ম্ম একমন চিতে।
দু মন করিলি বেটা মাথা কেটে দিতে॥
যখন তোমার মাতা শালেভর দিল।
খানিদশ বাণের উপর হয়েছিল॥
চতুর্ভুজ চাম্পায় দেখিল রঞ্জাবতী।
আমি বলে দিলাম রে তেঁই পুত্রবতী॥
উত্তানপাদের বেটা ধ্রুব মহাশয়।
যাহার তপস্যার কথা ভাগবতে কয়॥
ধ্রুব বড় বৈষ্ণব বৈষ্ণবী তার মা।
বেটাকে বলিল বাপু হরি গুণ গা॥
অনাহারে তপস্যা করিল মধুবনে।
পাঁচ বছরের শিশু কৃষ্ণ পাইল কেনে॥
আন কথা নাহি বাপু হয়ে একমনে।
মাথা কেটে ফেলে দাও গোবিন্দ চরণে॥
সেন বলে মাসীমা তবে ঘরে যাও।
অভাগার সঙ্গে কেন তুমি দুঃখ পাও॥
যাও ভাই ঘরে যাও বাইতি হরিহর।
যাওরে ভকিতা তোমরা সবে যাও ঘর॥

যাও ভাই ঘরে যাও গোপাল পণ্ডিত।
নবখণ্ড হাকন্দেতে হইব তুরিত ॥
গৌড় যেয়ে কইও আমার বাপ মায়।
নবখণ্ডে মরিয়াছে তোমার তনয় ॥
বঞ্চিল বিধাতা যত মনে ছিল সাধ।
মাসী হোয়ে সেজে আইল মামার বিবাদ ॥
ভকিতা বলেন রাজা ঘরে নাহি যাব।
তুমি মরিবে মহাশয় আমরা মরিব ॥
কান্দিতে কান্দিতে বলে ইছারাণা হাড়ি।
প্রাণ গেলে মহাশয় নাহি যাব বাড়ী ॥
বেটুয়া কুকুর বলে আমিও সংহতি।
নয়নেতে হেরিব ঠাকুর যুগপতি ॥
তুমি নবখণ্ড হবে আমি তাড়াব মাছি।
তার পাকে এতকাল তোমার বাড়ী আছি ॥
এত শুনে উল্লাসিত ময়নার তপোধন।
জয় জয় শব্দ হইল ধর্ম্মের গাজন ॥
সামুলা জ্বালিল আসি মন ধুনাচুর।
সেনরাজা বসিলেন পূজিতে ঠাকুর ॥
আপনার অঙ্গ রাজা দেই উৎসর্গিয়া।
যেন ময়ূরধ্বজ দেন কৃষ্ণ ধেয়াইয়া ॥
কাতি হাতে বসিল ময়নার তপোধন।
একান্তে ধেয়ায় সেন ধর্ম্মের চরণ ॥
কাটিয়া গায়ের মাংস পোড়ায় আগুনে।
জাতিপুষ্প হয়ে পড়ে গোবিন্দ চরণে।
কাটিয়া গায়ের মাংস হল অস্থিসার।
তবু দয়া না করিল ঠাকুর নৈরাকার ॥
দয়ার ঠাকুর ধর্ম্ম দীনের বাপ মা।
অন্তিমে ভরসা এবে ওই রাঙ্গা পা ॥
এত বল্যা গলায় কাতি দিয়ে দিল একটান।
অবনীতে পড়ে মুণ্ড ডাকে ভগবান্ ॥
সামুলা রাখিল মুণ্ড তেকাটা উপর।
তবু মুণ্ড বলে দেহ পশ্চিমউদয় বর ॥
আল চাল কাঁচা দুগ্ধ সূর্য্য অর্ঘ্য দিয়া।
বারটী ভকিতা মৈল সন্ন্যাস করিয়া ॥

যোগেতে তেজিল প্রাণ কুলের ব্রাহ্মণ।
সামুলা মরিল কেটে হয়ে দুইখান ॥
ইছারাণা হাড়ি মরিল কোদালে করে ভর।
ঢাক ভেঙ্গে মরিল বাইতি হরিহর ॥
সারিশুয়া পুড়িয়া হইল ছাইচুর।
কেবলমাত্র জিয়ে রইল বেটুয়া কুকুর ॥
গো হত্যা ব্রাহ্মণ হত্যা স্ত্রী হত্যা হইল।
গগনে রবির রথ অমনি থেমে গেল ॥
আচম্বিতে রক্তবৃষ্টি বজ্রাঘাত হয়।
উল্কাপাত ভূমিকম্প হাহাকারময় ॥
শূন্যের বিমান কাঁপে শূন্যের উপর।
হনুমানে ডাকিয়ে বলেন মায়াধর ॥
চক্রাবর্ত্ত ফিরে কেন আমার বিমান।
কোন্ ভক্ত বিপদে বা হারায় পরাণ ॥
জানিয়া না জানে প্রভু মায়ার কারণ।
হনুমান করপুটে করে নিবেদন ॥
সাংজাত মরেছে প্রভু ময়নার তপোধন।
বারখণ্ড শেষ হ'ল বার্ম্মতি পূজন ॥
অবনী মণ্ডলে যদি পাবে পুষ্পজল।
ভক্ত মৈল এই দণ্ডে জিয়াইতে চল ॥
ঠাকুর বলেন রথ আন হনুমান।
যথা ভক্ত তথা আমি ইথে নাঞি আন ॥
বীর হনুমান করে রথের সাজন।
থরে থরে গাথনি পরেশ হীরা মণ ॥
সিন্দুর বরণ রথ হিঙ্গুলের ছটা।
চারিদিকে উরুমাল ঘাগর কত ছটা ॥
চামর পতাকা কত রথের নিশান।
রথ লয়ে হনুমান যোগান তখন ॥
আপনি চলিলেন হরি গোলোক ছাড়িয়া।
ব্রহ্মা আদি দেব চলে পাছু গোড়াইয়া ॥
দেবতা বলিল চল কৌতুক দেখিব।
অসুর বলেন চল পাপ খণ্ডাইব ॥
দেখিতে দেখিতে রথ গোলোক বাহির।
মন্দাকিনীর ঘাটেতে গেলেন যুদ্ধবীর ॥

হেনকালে চরণে পড়িল হনুমান।
ইবে সে কোথাকে বাপা করেছ পয়ান॥
এ রূপ দেখিলে পাপী আজি তরে যাবে।
তবে নাকি কলিযুগে আর পূজা হবে॥
চারিযুগ পূজা করে নিবেদন করি।
আমার বচনে তুমি হইও ব্রহ্মচারী॥
এত শুনি ঠাকুর হৈল ব্রহ্মচারী।
কুশ ডোর কোমরে হাতেতে কুশাঙ্গুরী॥
তিলকুশ সঙ্গেতে অঙ্গেতে বাঘছাল।
মুখে সদা হরিবোল হাতে অক্ষমাল॥
এইরূপে যাত্রা কৈল অনাদ্য ঠাকুর।
পথে পড়ে নিদ্রা যায় বাটুয়া কুকুর॥
ঠাকুর বলেন বেটা পথ ছেড়ে দে।
হাকন্দ নগর যাব আশীর্ব্বাদ লে॥
এদেশে তোমারে কেবা দিল অধিকার।
পথ আগুলিয়া দেহ কোন্ সমাচার॥
বেটু বলে কহ কহ তুমি কোন্ জন।
তোমার বচনে কেন ছেড়ে দিব গণ॥
এদেশে আমার ঘর ছিল অনেক দিন।
তপস্যা করিয়া আমি হয়েছি মলিন॥
অনেক দিবস আমি মথুরানিবাসী।
গয়া গঙ্গা মথুরা পৈরাগ হতে আসি॥
বলিতে কহিতে বেটু মুখ তুলি চায়।
কুকুরের তরাসে পেছুলেন ধর্ম্মরায়॥
ব্রহ্মচারী রূপ বেটু নয়নে দেখিল।
গোবিন্দের পায়ে পড়ি কান্দিতে লাগিল॥
আর কেহ নও তুমি অনাদ্য ঠাকুর।
প্রায় বুঝি আমাদের দুঃখ গেল দূর॥
এত শুনি হেসে হেসে বলেন ঠাকুর।
বিষ্ণুর ভকত তুমি কে বলে কুকুর॥
কুকুর হইয়া বেটু কিবা ভাগ্য করে'।
পূর্ব্ব তপস্যার ফলে চিনিলি আমারে॥
বেটু বলে ও কথায় প্রত্যয় নাই মনে।
চতুর্ভুজ রূপ আগে দেখিব নয়নে॥

যেই রূপে বসেছিলে অর্জ্জুনের কাছে।
সেই রূপ দেখিব মনেতে সাধ আছে॥
নতুবা যে রূপে নৈলে গোপীর বসন।
সেই রূপ দেখিব নন্দের নন্দন॥
বলিতে বলিতে বেটু গড়াগড়ি যায়।
দৃঢ়ভাবে ধরিল ধর্ম্মের দুটী পায়॥
ভকতের কথা শুনি দেব নারায়ণ।
স্বরূপ ধরিলা কিবা ভুবনমোহন॥
সজল জলদরুচি নবঘনশ্যাম।
বাম করে শোভে বাঁশী ত্রিভঙ্গ সুঠাম॥
সে রূপ দেখিয়ে বেটু কান্দিতে লাগিল।
আনন্দে নয়নে ধারা উথলি উঠিল॥
শিঙ্গা বেণু বেত বাড়ি সেই ত আপনি।
নূপুর অঙ্গদ বালা পলা নীলমণি॥
শিখিপাখা বিউনি বরুজ মালানিধি।
একই বালকে স্তব করিল দশ বিধি॥
ঠাকুর বলেন বেটু মেগে লহ বর।
আর কেন স্তব কর ধূলায় ধূসর॥
বেটু বলে মোরে যদি হলে বরদায়।
তুলসী করিয়া তুমি রাখ রাঙ্গা পায়॥
এত শুনে ঠাকুর হৈল হেঁটমাথা।
শ্বান যদি হতে চায় তুলসীর পাতা॥
তুলসী করিয়া যদি তোরে বর দিব।
দান যজ্ঞ তপস্যা সকল মিথ্যা হব॥
তোরে যদি বর দিব করিয়া তুলসী।
কদাচারী হবে আমার ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী॥
গঙ্গাজল তুলসী অপর যোল নাম।
এই তিনে হয় মোর অভেদ উপাম॥
যাহার বাড়ীতে থাকে তুলসীর গাছ।
তার বাড়ী গোলোক বৈকুণ্ঠ তার নাছ॥
স্থানের মার্জ্জনা করে যেবা দেয় বাতি।
শতেক পুরুষ তার গোলোকে বসতি॥
একভাবে তুলসী দণ্ডবত করে যে।
পুরটের বিমানে বৈকুণ্ঠে চলে সে॥

এত কথা শুনিলি বেটু এক কথা কই।
সত্যভামার পুরাণ শুনেছ দেশ বৈ ॥
সত্রাজিতের কন্যা সেই সত্যভামা ছিল।
পারিজাত হরণে গোবিন্দ দান দিল ॥
ফুল লয়ে নারদ আপন দেশে যায়।
কান্দিয়া রুক্মিণী বলে কি হবে উপায় ॥
রুক্মিণী বলেন মুনি আমি কি বলিব।
কৃষ্ণকে ফিরিয়ে দাও সুখে ধন দিব ॥
সায় দিয়া ত্বরায় ধরিল দেবগণ।
এক ডালায় রাখে ফুল আর ডালায় ধন ॥
নানা ধন আনিল যাহার নাঞি মূল।
কোন্ ধন আছে হে হরির সমতুল ॥
ছাপ্পান্নকোটি যদুবংশে যত ধন ছিল।
গোবিন্দের সমান জুখিতে নাই হোল ॥
যত ধন ছিল প্রভুর সরকারি পাটে।
গোবিন্দের সমানে জুখিতে নাই আঁটে ॥
হেনকালে উদ্ধব সে সমাচার পেয়ে।
রুক্মিণীর তরে মুনি বলে ডাক দিয়ে ॥
হেদেগো রুক্মিণী আমার বচন শুন।
ধনের গৌরব তোমরা করেছিলে কেন ॥
একদিন বসেছিলাম তুলসী কাননে।
তাতে আমি শুনেছিলাম প্রভুর বদনে ॥
সেই কথার পরীক্ষা লইব এই স্থানে।
একটী তুলসী পত্র আনহ যতনে ॥
হাতে করে লয় মুনি তুলসীর দাম।
শ্রীকৃষ্ণ কেশব বলি লিখে দুটী নাম ॥
ধন এড়ে দিল সেই তুলসীর পাত।
তুলসীর প্রমাণ হইল রাধানাথ ॥
এত বড় মহিমে লিখিছে মহামুনি।
মন দিয়া শুন বেটু তুলসী কাহিনী ॥
অন্য বর মাগ বেটু অন্য বর মাগ।
তুলসীর মহিমে মুকতি মহাভাগ ॥
বেটু বলে তবে আমার বরে কাজ নাই।
তুলসী হইতে কেন বঞ্চিলে গোসাঞি ॥

কেতকী চম্পক নয় মল্লিকা টগর।
এত শুনে হাসিতে লাগিল মায়াধর ॥
ঠাকুর বলে বেটু তোর ফুলে অভিলাষ।
আকন্দ হইয়া তুমি হইবে প্রকাশ ॥
আকন্দ হইল বেটু ধর্ম্মের মায়ায়।
এখন ফুলেতে সাক্ষী কুকুরের প্রায় ॥
আকন্দ ফুলের জন্ম বেটুয়া কুকুর।
আপন গাজনে যান গোবিন্দ ঠাকুর ॥
যেই খানে লাউসেন হয়েছে নব খণ্ড।
খর্পর জ্বলিবে যথা আগুন ধূনা দণ্ড ॥
সিন্দুর বরণে রুধির বয়ে যায়।
তা দেখিয়া ঠাকুর বলেন হায় হায় ॥
ওরে বাপু লাউসেন এমন বুদ্ধি কেনে।
আপনা কাটিতে আজ্ঞা দিল কোন্‌জনে ॥
দেবতা অসুর এহা সাধিবারে নারে।
হেন ছার কর্ম্ম কর মনুষ্য শরীরে ॥
কাটামুণ্ড ধন্য ধন্য বলে ঘনে ঘন।
কোলে করে আপনি তুলিলা নারায়ণ ॥
গলিয়া গিয়াছে দেহ অতি পচা গন্ধ।
ঠাকুর বলেন আমার সুধা মকরন্দ ॥
শুদ্ধ করে তনু তোলে হাকন্দের জলে।
কুশজল দিলেন আর বেদমন্ত্র বলে ॥
বেদ পাঠ অনুভাব কুশজল দান।
সেনের গায়ের মাংস ধরিল উজান ॥
পঞ্চপ্রাণ পঞ্চস্থান করিল অধিকার।
আপনি ঠাকুর কৈল জীবন সঞ্চার ॥
উঠিয়া বসিল রাজা চারিপানে চায়।
কারে না দেখিয়া ঠাকুর করে হায় হায় ॥
দেবতা এসেছে কিম্বা যক্ষ কি কিন্নর।
মায়া করে' কেবা এলে গাজন ভিতর ॥
মরেছিলাম এখানে জিয়ায়ে গেল কে।
যেই জন জিয়াইলে সেই বর দে ॥
নয় অভাগার হত্যা লও আরবার।
দয়া যদি না রহিল বৃথা জিয়ে আর ॥

এত বলে সেন রাজা হাতে নিল ক্ষুর।
ব্যস্ত হয়ে হাতে এসে ধরেন ঠাকুর॥
ম'রো নাক্রি বাপধন আমি ধর্ম্ম রাজা।
তোমা হ'তে কলিতে প্রকাশ হবে পুজা॥
সেন বলে তুমি যদি সত্য করতার।
কারাগার কর আমার মায়ের উদ্ধার॥
ঠাকুর বলেন বাপ দিলাম ঐ বর।
অস্তগিরি উদয়গিরি রাত্রের ভিতর॥
সেন বলে ও কথা প্রত্যয় নয় মনে।
আগে জিয়াইয়া দেও ভকিতে বার জনে॥
এত শুনে ঠাকুর হাসেন খল খল।
উঠ ভকিতে বলে ফেলে দিল জল॥
প্রাণ পেয়ে গা তুলিল ভকিতে বার জন।
জয় জয় শব্দে হোল ধর্ম্মের গাজন॥
সামুলা সেনের মাসী শঙ্খ বাজাইয়ে।
হরে বাইতি ঢাক বাজায় নাচিয়ে নাচিয়ে॥
চারি দিকে বসিল দেবতা সারি সারি।
মধ্যখানে আপনি বসিলা শ্রীহরি॥
দেবতা মনুষ্য জড় হই এক ঠাঁই।
সেন ভাবে মোর সম পুণ্যবান্ নাই॥
একে একে সকল দেবতা পানে চাই।
সমস্ত এসেছে কেবল সূর্য্য আসে নাই॥
পশ্চিমউদয় হবে নাই এহার লাগিয়ে।
সপ্তম পাতালে সূর্য্য গেছে পলাইয়ে॥
ঠাকুর বলেন শুন শুন বীর হনুমান।
সূর্য্য গেছে পাতালে তৎকাল ডেকে আন॥
ধাইল পাতালে হনু পবনের বল।
নিজরূপে তরণী করেছে ঝলমল॥
হেন কালে চরণে পড়িল হনুমান।
পশ্চিমউদয় দিতে সূর্য্য করহ পয়ান॥
সকল দেবতা আছে তব মুখ চেয়ে।
গোবিন্দ তোমাকে লইতে দিল পাঠাইয়ে॥
এত শুনি তরণী তবে হইল তরল তনু।
দূর হও দুরাশয় জারজাতা হনু॥
অকালে অবিধি কথা কভু শুনি নাই।
তের দণ্ড রাত্রে পশ্চিমউদয় হতে যাই॥
হনু বলে গোবিন্দ আজ্ঞায় গালি দেনু।
তোমার নাম ভানু হে আমার নাম হনু॥
যেকালেতে যুদ্ধ হল রাম আর রাবণ।
ঔষধ আনিতে গেলাম সে গন্ধমাদন॥
নিষেধ করিনু তখন না শুনিলে কানে।
লেজে তোমায় বেঁধেছিলাম পড়ে না কি মনে॥
এক বোলে দুই বোলে দুজনে গালাগালি।
লেজে বেঁধে সূর্য্যকে লইল কক্ষে তুলি॥
সূর্য্যকে বাঁধিয়ে লয়ে চলিল হনুমান।
দেবতা সভায় হেথা গণিল নিদান॥
ঠাকুর বলেন বাপু যাও নারদ মুনি।
তুমি নিজে যায়্যা আন সূর্য্যের আগুনি॥
কোন্দলিয়া গুরু মুনি কোন্দল না পায়।
বেণা গাছে বেঁধে ঝুঁটি গড়াগড়ি যায়॥
তা দেখিয়া দিবাকর ভাবে মনে মনে।
অসুরের হাতে দশা হইছে এমনে॥
কিল খেয়ে নারদ হোয়েছে অচেতন।
দয়া করে সূর্য্য তার এলায় বন্ধন॥
নারদ বলেন সূর্য্য কি কর্ম্ম করিলি।
তুই বেটা কেন আমার তপস্যা ভাঙ্গিলি॥
বেণা গাছে ঝুঁটি বেঁধে আমি স্তব করি।
এইখানে নিতি দেখি চতুর্ভুজ হরি॥
হেন স্তব লঙ্ঘন করিলে কি কারণ।
তোরে বেটা বিনাশিব রাখে কোন্‌জন॥
এত শুনে সূর্য্য হল পরাণে কাতর।
লঘু দোষে গুরুদণ্ড না কর আমার॥
সম্মুখে কান্দেন সূর্য্য এই কথা বলি।
অবশেষে তিন দেবতা হল কোলাকুলি॥
অবশেষে উপনীত যথা দেবগণ।
এস বলে আদরিল দেব নারায়ণ॥
এত বলে রথে তুলে বসাল তরণী।
বাজি নাই কাছি নাই ভাবেন আপনি॥

পাতালে বাসকী এসে রথের হল দড়া।
কোন কোন দেবতা রথের হোল ঘোড়া॥
দেবতা অসুরে রথ করে টানাটানি।
নারায়ণ কাছি ধরে চলেন আপনি॥
উপলক্ষ রথ উঠে গগন মণ্ডল।
সকল সংসার রৌদ্রে করে ঝলমল॥
সকলে দেখিল যদি রজনী পোহাইল।
ঘর দুয়ার মাজনে সবাই মন দিল॥
হাটুরে সাজিল হাটে পসরা লইয়া।
পণ্ডিত পুরাণ গায় সভায় বসিয়া॥
লাঙ্গল লইয়া মাঠে ধাইল কৃষাণ।
প্রথম বৈশাখ মাসে নূতন বুনে ধান॥
বৈশাখের খর রৌদ্র সপ্তমীর তিথি।
নারায়ণ উদয় দিলেন শনিবার রাতি॥
পঞ্চম পাতকী যত সংসারে আছিল।
পশ্চিমউদয় দেখে তারা স্বর্গে চলে গেল॥
ধেয়ে গিয়ে মায়ের কাছে কহেন কর্পূর।
বাহির হয়ে দেখ দয়া করেছে ঠাকুর॥
রঞ্জাবতী কর্ণসেন দেখে বন্দিশালে।
হাতে কড়ি পায়ে বেড়ি খসে সেই কালে॥
কানড়া কুমারী দেখে ময়না নগরে।
ময়নার প্রজা আদি ধর্ম্ম পূজা করে॥
আনন্দের সীমা নাঞি ময়নার প্রজা।
আজি কালি আসিবেন বাড়ীতে মহারাজা॥
চিত্রসেনে কানড়া কোলেতে করে লেই।
পশ্চিমউদয় তখন দেখাইয়ে দেই॥
রাজা গৌড়েশ্বর দেখে রাজ দরবারে।
অনেক ব্রাহ্মণে রাজা আনে গঙ্গাতীরে॥
সোনা বাঁধা খুর গাভী শত পরমাণ।
ব্রাহ্মণে ডাকিয়া রাজা করিলেন দান॥
রাজা দান ধ্যান করে পাত্র করে মানা।
পশ্চিমউদয় কোথা লাউসেন ভাগিনা॥

সুমেরু শিখরে নাকি রজকের ঘর।
তারা নাকি নিত্য কাচে দেবতার অম্বর॥
পোড়ায়েছে ক্ষার কেটে শুক্‌না ডাল পালা।
পর্ব্বতে আগুন জ্বেলেছে তায় হয়েছে আলা॥
মাহুদের বচন রাজা আর নাঞি শুনে।
হেমতুলা দান করে অনেক ব্রাহ্মণে॥
সেনেরে ডাকিয়ে হেথা কহে ধর্ম্মরায়।
বার দণ্ড উদয় হ'ল সূর্য্যের বিদায়॥
লাউসেন ডাকিল বাইতি হরিহরে।
গঙ্গাজল তুলসী দিলেন তার করে॥
সাক্ষাতে দেখিলে ধর্ম্ম দিলেন উদয়।
পাছে মোর ঠক মামা ইহা মিথ্যা কয়॥
তার পাকে গঙ্গাজল সাক্ষী রাখি আমি।
এ কথা মামার কাছে কবে গিয়া তুমি॥
বিদায় হয়ে বৈকুণ্ঠে গেলেন মায়াধর।
অন্ধকারে তখনি ঢাকিল অতঃপর॥
ফলশ্রুতি লিখিল কপিল মহাশয়।
কত পুণ্য গায়নে শুনিলে কিবা হয়॥
যে গাওবে যে শুনিবে তার জন্ম নাঞি।
এক মনে শুনিলে গোলোকে পাবে ঠাঁই॥
ব্রাহ্মণে শুনিলে হবে সেই বেদগুরু।
সবংশে শুনিলে হবে কলিতে কল্পতরু॥
ছাত্রগণ শুনিলে গুরুকে রাজ ভাব।
গুরুভক্তি করেন যত অনেক বিদ্যালাভ॥
রাজা শুনিলে বাড়ে রাজ অধিকার।
কায়স্থ শুনিলে হয় সম্পদ অপার॥
উদাসীন শুনিলে তাহার ভক্তি বাড়ে।
জন্মে জন্মে তার বিদ্যা ভক্তি নাঞি ছাড়ে॥
সধবা শুনিলে তার ধনপুত্রবতী।
বিধবা শুনিলে তার ধর্ম্মে হয় মতি॥
অতঃপর জাগরণ পালা হল সায়।
রামদাস গায় গীত গাওয়ালেন কালুরায়॥

ইতি জাগরণ পালা সমাপ্ত।

২৩শ ও ২৪শ কাণ্ড।

অষ্টমঙ্গলা ও স্বর্গারোহণ।

জয় জয় ধর্ম্মরায় আনন্দ ঠাকুর।
শরণ লইনু পদে দুঃখ কর দূর॥
তুমি দেব দয়াময় দীনের সম্বল।
অন্তিম কালেতে তোমার ভরসা কেবল॥
আবাহন ঘটে সেন বিসর্জ্জন দিয়ে।
দ্রব্যজাত সব নিল নৌকায় তুলিয়ে॥
সুবর্ণ কলসে পূরে হাকন্দের জল।
নায়ে গিয়ে আরোহিল ময়নার বীরদল॥
দণ্ডধারী কাণ্ডারী বসিল বিশাশয়।
রাজার চাকর তারা চিরকাল রয়॥
বাহ বাহ বলিয়ে ডিঙ্গায় হল ত্বরা।
ছুটিল বহিয়ে যেন গগনের তারা॥
গোদাবরী গোমুখী দুর্ম্মতি নর্ম্মদায়।
যোগেশ্বর ছাড়াইয়ে যমুনা গিয়ে পায়॥
বাহ বাহ বলে রাজা বাজাল বাজনা।
তিনমাসে ছাড়াইয়া এল হাটখানা॥
ঋষি পুরে শুনিল সিংহের বড় ভয়।
পাণ্ডবের দেশে এল সেন মহাশয়॥
নদী বাহে সদাই না রহে এক তিল।
সেন রাজা হল গিয়ে গৌউড়ে দাখিল॥
দেশে গিয়ে উত্তরিল ভৈরবীর ঘাটে।
বান্ধিল বহিত্র রাজা বাদ্য ভাণ্ড উঠে॥
দামামা দগড় বাজে ধাউস ঝাঁঝর।
সওদা করে' দেশে যেন এল সওদাগর॥
কাঁপিল গৌউড় রাজ্য বাদ্যরব শুনি।
কেহ বলে কোথা হতে আইল নৃপমণি॥

একবোলে দুবোলে রাজাকে সমাচার।
পশ্চিমউদয় দিয়ে এল রঞ্জার কুমার॥
মাথায় হাত দিয়া পাত্র করে হায় হায়।
ভাগিনা বাঁচিয়ে এল কি হবে উপায়॥
মনে করি ভাগিনা হাকন্দে গিয়া মৈল।
কলিযুগে কর্ণ বুঝি পরীক্ষিত হইল॥
মরিয়া না মরে ভাগিনা ধর্ম্মের সেবক।
মকরের জলে পারা জ্বলিল পাবক॥
বন্দী ঘরে একবার যদি দেখা পাই।
চোর বলে বান্ধিয়া আনিব দুটী ভাই॥
এই যুক্তি মনে ভাবে মাহুদে পাত্তর।
লাউসেন বিদায় করে নায়ের নফর॥
সাংজাত ভকিতে যত নায়ের নফরে।
সবাকারে তুষে রাজা বস্ত্র অলঙ্কারে॥
সামুলা আমিনী পাইল তসরের ভুণি।
আশীর্ব্বাদ করে যায় ধর্ম্মের আমিনী॥
হেমতুলা দান করে ব্রাহ্মণে দক্ষিণা।
ডিঙ্গা বেয়ে যায় তবে দক্ষিণ ময়না॥
সাংজাত ভকিতে যত হইল বিদায়।
লাউসেন চলিলেন দেখিতে বাপ মায়॥
বাজারে চলিল সেন আলো করে পথ।
লোক সব ধেয়েছে করিতে দণ্ডবত॥
কেহ বলে ইহাকে দেখিলে পুণ্য হয়।
কলিযুগে দেখাইল পশ্চিমউদয়॥
কর্পূর পাতর ছিল মায়ের সেবনে।
কতদূরে দেখিতে পায় দাদা এসে গণে॥

কর্পূর বলেন মাগো এস বাহির হয়ে।
দাদা পারা এল ঐ পশ্চিমউদয় দিয়ে ॥
তপস্যা করিয়ে দাদা হয়েছে মলিন।
বার হোয়ে দেখ মা তোমার শুভদিন ॥
এত দিনে কর্পূর বালা নাহি দেখে পথ।
রাম আইল ঘরে যেন আকুল ভরত ॥
নয়নে বহিছে ধারা যেন গঙ্গাজল।
দাদার বন্দিল যুগল চরণকমল ॥
দুটী ভাই দাণ্ডাইল দাদার বরাবরে।
লব কুশ জানকী কেবল শোভা করে ॥
বাহু পসারিয়া মাতা পুত্র নিল কোলে।
লক্ষবার চুম্ব দেন বদন কমলে ॥
কহ কহ বাপধন কুশল তোমার।
কিরূপ দেখিলে তুমি ঠাকুর কর্ত্তার ॥
বিবরিয়া সেন রাজা কহে সব মায়।
দোলা চেপে মাহুদিয়ে আইল তথায় ॥
কর্পূর মামাকে তখন দিল সিংহাসন।
আসনে বসিয়া কোপে জ্বলে হুতাশন ॥
পাত্র বলে সেন তুমি ছিলে লুকাইয়া।
কাটিলে রাজার সেনা কানড়া হইয়া ॥
পশ্চিমউদয় না দেও লুকায়ে ছিলে ঘরে।
যেমন অর্জ্জুন ছিল বিরাট নগরে ॥
মা বাপে করিয়ে চুরি পলাইবে তুমি।
কি বলে রাজার কাছে জবাব দিব আমি ॥
কপালের ভাগ্যে আমার দৈব ছিল সখা।
তেঞি আজি চোরের সহিত হল দেখা ॥
এত বলি ধরিয়া লইল দুটী ভাই।
বিষম চোরের কান্না জানা যায় নাই ॥
উভয় সঙ্কট হোল বলে রঞ্জাবতী।
লাউসেনে বলে বাপু স্থির কর মতি ॥
তোমার মামার অঙ্গে যদি তুল হাত।
তবে তোমায় নিশ্চয় ছাড়িবা জগন্নাথ ॥
পাত্রের পায়েতে ধরি করি নিবেদন।
দৈবকী ধরেছে যেন কংসের চরণ ॥

নানা মতে করে রঞ্জা কাকুতি মিনতি।
হেন অনুচিত দাদা ভাগিনার প্রতি ॥
জাহ্নবী পুরাণে ছিল রায় চন্দ্রহাস।
ভাগিনার চুলে ধরে তার সর্ব্বনাশ ॥
তুমি ভাগিনার চুলে কেমনে ধরিলে।
বিশাশয় পুরুষ দাদা নরকে ডুবালে ॥
বোনের ভারতী পাত্র নাই শুনে কানে।
দিগরে হুকুম দিয়ে আনিল লাউসেনে ॥
আগে পেয়ে কোটাল বান্ধিল পেছমোড়া।
ধরাধরি দিগরে পড়িয়ে গেল সাড়া ॥
বার দিয়ে বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর।
লাউসেন বেঁধে লয় তার বরাবর ॥
পাত্র বলে মহারাজা শুন মন দিয়া।
ভাগিনার কথা কব সভায় বসিয়া ॥
পুরাণে দুষ্টের কথা শুনেছ যেমন।
সেইরূপ ভাগিনা করিত এতক্ষণ ॥
মা বাপ করিতে চুরি এসেছে ভাগিনা।
আপনার হুকুমে কাটিল বন্দিখানা ॥
এত শুনে মহারাজা কহে লাউসেনে।
কি বলে তোমার মামা কহ এইক্ষণে ॥
এত শুনি লাউসেন হাত জুড়ি কয়।
আমার দুঃখের কথা শুন মহাশয় ॥
হাকন্দ যাইতে হোল তোমার আদেশ।
সাংজাত ভকিতে কত লইলাম বিশেষ ॥
বার বৎসর তপস্যা করিলাম উপবাস।
তবু কিছু না পাইনু ধর্ম্মের তল্লাস ॥
তবে মাথা কেটে দিনু ধর্ম্মের ধেয়ানে।
হাসিয়া কহেন পাত্র ভাল কথা মেনে ॥
যে কথা কহিলে ভাগিনে মনে নাঞি লই।
কাটা মুণ্ড কথা কয় কোথা শুনি নাঞি ॥
তা শুনিয়া সায় দিল যত সভাজন।
সবে বলে লাউসেন একথা কেমন ॥
তোমার গায়ে দেখিব নবখণ্ড চিনা।
তবে জানি উদয় দিল পাত্রের ভাগিনা ॥

এত শুনে সেনরাজা হল হেটমাথা।
ডেকে বলে দয়ার অবধি নাথ কোথা॥
ওহে কৃষ্ণ কোথা গেলে যশোদা দুলাল।
এবার আমার লজ্জা নিবার গোপাল॥
এত বলি ধর্ম্ম জপে মনে অনুরাগ।
আচম্বিতে গায়ে হোল নবখণ্ড দাগ॥
মুণ্ডচ্ছেদ হয়ে পড়ে দরবার ভিতর।
পশ্চিমউদয় প্রমাণ দেখ পাত্রবর॥
তবে মুণ্ড লাগে জোড়া কন্ধের উপর।
সাধু সাধু ধর্ম্ম জয় সভার ভিতর॥
সাদরে সেনেরে রাজা বসায় কোলেতে।
লাউসেনের গৌরব বাড়াল বিধিমতে॥
মহাপাত্র মনে বড় দুঃখিত অন্তর।
রাজাকে গঞ্জিয়া বলে মাহুদে পাতর॥
বিশেষ দক্ষিণ দেশে বটে ওই ধারা।
কথা বেচে খায় তারা মগধের পারা॥
ভেলকি ভোজের বাজি শিখিবে ভাগিনা।
নতুবা বসন পায় গজমুক্তা সোনা॥
তবে জানি ইহার সাক্ষী থাকে একজন।
সত্য মিথ্যা উদয় দিয়েছে নারায়ণ॥
এত শুনি সেনরাজা হাত জুড়ি কয়।
হরি বাইতি সাক্ষী আছে শুন মহাশয়॥
এত শুনে মাহুদিয়ে হোল হেটমাথা।
তবে ত ফুরায়ে যায় কন্দলের কথা॥
মনে ভাবে মহাপাত্র বাইতিরে ভুলাব।
ভয়ে কিম্বা লোভে তারে অধর্ম্ম বলাব॥
এই যুক্তি মনে করে মাহুদে পাতর।
আর বার কহিছে রাজার বরাবর॥
থাক এর বিচার পরেতে হবে ভাই।
আজ্ঞা কর রমতীর খাজনা কর্ত্তে যাই॥
আদেশ পাইয়া পাত্র আরোহিল দোলা।
বাইতির বাড়ীতে গেল মহারাজার শালা॥
মহাপাত্রে দেখিয়া বাইতি করিল জোহার।
পাত্র বলে কহ হরি কুশল তো তোমার॥

পশ্চিমউদয় দিতে গিয়াছিলে তুমি।
ঐ কথা শুনিয়া ধেয়ে এলাম আমি॥
যখন তোমায় জিজ্ঞাসিবে রাজা মহাশয়।
তুমি বলিবে হয় নাই পশ্চিমউদয়॥
এই লও অঙ্গুরী রতনের হার।
ঐ কথা দরবারে কহিবে একবার॥
এত বলে চলে পাত্র বিদায় হইয়া।
উপনীত হল তবে দরবারে গিয়া॥
রাজার সাক্ষাতে পাত্র হাত জুড়ি কয়।
ভাগিনার বিচার করহ মহাশয়॥
রাজা বলে শুনরে কোটাল ইন্দ্রজাল।
কার নাম হরি বাইতি ডাকরে তৎকাল॥
আজ্ঞা পেয়ে দিগের ধাইল বায়ুভরে।
দড়বড়ি পৌছিল হরি বাইতির ঘরে॥
রাজার তলপ বেটা চল এই বেলা।
উচিত পাইবি শাস্তি করিস্ যদি হেলা॥
হরি বলে একদণ্ড বিলম্ব কর ভায়া।
জল ভরিতে গেল ওই আমাদের জায়া॥
জল ভরে বাইতি বউ অতি দড়বড়ি।
পথের ঘাটে পড়ে তার শ্বশুর শাশুড়ী॥
পুত্র হয়ে মিথ্যা কবে তথির কারণে।
সপ্তম পুরুষ পড়ে ধরণীর গণে॥
আপন বধূর তরে বলে ডাক দিয়া।
কেন মিথ্যা কহিবে মা কিসের লাগিয়া॥
পেয়েছ রাজার ধন দাও ফিরে লয়ে।
বাড়ী গিয়া বাছারে তুমি বলো বুঝাইয়ে॥
এত শুনি বাইতি বউ করিল গমন।
ঘরে গিয়া ধরে আগে কান্তের চরণ॥
কেন মিথ্যা কবে তুমি কিসের লাগিয়া।
লয়েছ রাজার ধন দাও ফিরাইয়া॥
তোমার মাবাপ কান্দে পড়ে' ভূমিতলে।
এত শুনি বাইতি বেটা অগ্নি হেন জ্বলে॥
ঠিক দুপুর বেলা গেলি জল ভরিবারে।
ভূত প্রেত পিশাচ দেখেছিস্ পুকুরে॥

বলিতে কহিতে বাইতি দ্বিগুণ উথলে।
বনিতার চুল দড় বেন্ধে তবে ফেলে ॥
বনিতাকে বেন্ধে রেখে করিল গমন।
রাজ দরবারে গিয়া দিল দরশন ॥
পাত্র বলে হরিদাস এসো এসো হেথা।
কি দেখেছ হাকন্দের কহতো বারতা ॥
সেন বলে কেন মামা করিলে ইঙ্গিত।
কিছু নয় এর পাছে আছে বিপরীত ॥
রসিক সুজন রাজা সব তত্ত্ব জানে।
গঙ্গাজল তুলসী আনিল সেইখানে ॥
হাতে লয়ে যতনে তুলসী গঙ্গাজল।
যেইরূপ দেখেছ হরি সেইরূপ বল ॥
যদি মিথ্যা কহিবে পাইবে প্রতিফল।
নরকে পচিবে পুনঃ যাবে রসাতল ॥
বসুমতী বলে আমি সবার ভার বই।
মিথ্যাবাদীর ভার আমি কভু নাঞি সই ॥
যুধিষ্ঠির মিথ্যা দিল গোবিন্দ চরণে।
কাল দেখা দিল তার গোলোক দক্ষিণে ॥
এত শুনে হরি বাইতি মিথ্যা বলতে চায়।
সরস্বতী এসে তার বসিল জিহ্বায় ॥
বৈশাখের ছয় দিন সপ্তমীর তিথি।
গোবিন্দ উদয় দিলেন শনিবার রাতি ॥
এত শুনে মহারাজা সাধুবাদ দিল।
জামা জোড়া ইলেম তখনি কত হল ॥
ঘোড়া চেপে হরি বাইতি চলে যায় বাড়ী।
আড়ে আড়ে চায় মাহুদে মুচড়ায় দাড়ি ॥
টাকা খেয়ে বাইতি বেটা ঠকালে আমাকে।
লাউসেন আগে থাকু মারিব শালাকে ॥
এই যুক্তি মনে ভাবে মাউদে পাতর।
আরবার কহিছে রাজার বরাবর ॥
চোরের উৎপাত বড় হয়েছে নগরে।
ভাণ্ডার লুটিয়া নিল কাল রাত দুপুরে ॥
এত শুনে মহারাজা কম্পিত অন্তর।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কাঁপে কলেবর ॥

রাজা বলে ডাক দেখি সহর কোটাল।
পাত্র বলে জান নাঞি কোটালের ঠাকুরাল ॥
রাত্রিদিন বেটা পড়ে থাকে খাটে।
শুনি নাকি চার রাঁড়ী তার ভাঙ ঘুটে ॥
ডাকাত সিঁদেলের সঙ্গে করেছে মিতালি।
চুরি করে সঙ্গে বেটা নাম কোতোয়ালি ॥
রাজার হুকুমে হাজির কোটাল ইন্দ্রজাল।
ঢাল তরোয়াল পিঠে যেন জমকাল ॥
পাত্র বলে কোটালরে কোথা গিয়াছিলে।
রাজার ভাণ্ডারের টাকা কার বাড়ী দিলে ॥
কোটাল বলিল ওগো নিবেদন মোর।
বাপকে প্রত্যয় নাঞি যদি হয় চোর ॥
গিয়াছে রাজার টাকা আমি এনে দিব।
স্বর্গপুরে থাকেতো ইন্দ্রের ঠাঞি যাব ॥
আজ্ঞা কর দিন চারি হবে বিলম্বন।
যা হয় উচিত দণ্ড পাইব তখন ॥
লিখে পড়ে দিয়ে দূত হইল বিদায়।
মহাপাত্র ডেকে কানে কহিল তাহায় ॥
পাইবি রাজার টাকা হরে বাইতির ঘরে।
ইহার সন্ধান আমি বলে দিনু তোরে ॥
একে সে কোটাল জাতি পাত্রের আশ্বাস।
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ ॥
বেড় বেড় বলে ধায় কোটালের ঠাট।
বাইতির ঘরে যেন বসে গেল হাট ॥
লায়ের কাছী আনিয়ে কোমরে দিল ডোর।
কেহ বলে আই মাগো বাইতি বেটা চোর ॥
কাল এল হরে বাইতি পশ্চিমউদয় দিয়ে।
কেমন করে রাজাদের টাকা নিল গিয়ে ॥
হরের গলায় দিল লোহার শিকল।
ঘর দুয়ার সকল করিল পয়মাল ॥
রাজার ভাণ্ডারের টাকা দাখিল করিল।
রামরস খাইতে কোটাল কিছু পাইল ॥
হরিদাসে নিয়ে গেল দরবার ভিতর।
হেনকালে হেসে বলে মাহুদে পাতর ॥

পাত্র বলে রাজসভা দেখ দৃষ্টি দিয়ে।
লাউসেনের সাক্ষী এল এই দেখ ধেয়ে॥
মিথ্যা কয়ে লাউসেনে করেছে খালাস।
তার সাক্ষী মহাজনের গলে দেখ ফাঁস॥
হরিদাস বলে বটে নিবেদন মোর।
পরীক্ষা করিবে রাজা যদি হই চোর॥
পাত্র বলে মহারাজা ভুলো নাঞি তুমি।
চোরের পরীক্ষা রাজা সব জানি আমি॥
চোর হলে বিস্তর সাধিয়ে রাখে ছলা।
অগ্নিভারা জানে ঐ হাতচোর শালা॥
আমি জানি বিস্তর তোমার আগুমূল।
চোরের পরীক্ষা রাজা কেবল ত্রিশূল॥
পাত্রভেদী রাজা আর নারীভেদী নর।
পাত্রভেদী ভূপতি তুলিল গৌড়েশ্বর॥
উভে আশী হাত কাষ্ঠ উভা করে থুইল।
হরিদাস বলে হরি এই দশা হৈল॥
দেশ ভেঙ্গে ধেয়ে আইল যত সব লোক।
হরিদাস কান্দেন মনেতে পেয়ে শোক॥
হরিদাস স্তব করে ভেবে ধর্ম্মরায়।
দোলায় চেপে মহাপাত্র আইল তথায়॥
কোটালের তরে পাত্র কহিছে গঞ্জিয়ে।
এত কেন বিলম্ব বাপের থুতি খেয়ে॥
আকাশে হইয়া গেল দুপ্রহর বেলা।
চোরের থাইলে থুতি কোটালিয়া শালা॥
এত শুনে কোটালের কাঁপে কলেবর।
হরিদাসে তুলে দেয় ত্রিশূল উপর॥
'রক্ষ হরি' বলে ডাকে বাইতিনন্দন।
কোলে করে রথেতে তুলিল নারায়ণ॥
হরিদাস স্বর্গে গেল লইয়া শরীর।
কেহ বলে এই ত দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির॥
বাইতিবেটার পুণ্য নয় কাষ্ঠের এটা গুণ।
পাত্র বলে শুন এর পূর্ব্ববিবরণ॥
পূর্ব্বকালে এই কাষ্ঠ দেব অংশে ছিল।
তেঞি বেটা পাতকী পরশে স্বর্গে গেল॥

সেন বলে বুদ্ধে বিশারদ হও মামা।
এক কথা কই আমি দোষ কর ক্ষমা॥
দেব অংশে কাষ্ঠ যদি মামা ইহা জান!
তবে মামা সংসারেতে দুঃখ পাও কেন॥
আর কেন দুঃখ পাও সংসার বহিয়া।
মামা তুমি স্বর্গে যাও ত্রিশূলে চাপিয়া॥
পাত্র বলে নারে বাপু আমি নাঞি যাব।
বড় বেটা কামদেবে এখনি পাঠাব॥
পাত্রের হুকুমে দূত তেমনি ধাইল।
কামদেব পাঠ পড়ে ধরিয়ে আনিল॥
পাত্র বলে যাও বাছা উপদেশ কই।
তোর তরে রথ লয়ে বসেছেন গোসাঞি॥
হরিদাস স্বর্গে যায় সঙ্গে যাও তুমি।*
লাউসেন রহে তেঞি রহিলাম আমি॥
কামদেব বলে পিতা করি নিবেদন।
ত্রিশূলে চাপিলে হবে আমার মরণ॥
হরিদাসের পারা আমি পুণ্য নাই করি।
পাত্র বলে মিথ্যা কথা দেখিয়াছে হরি॥
তবু দুষ্ট মানুষের দয়া নাই মনে।
ত্রিশূলে চাপায়ে দিতে বলে ঘনে ঘনে॥
ধরাধরি ত্রিশূলেতে দিল চাপাইয়া।
হনুমান্ বলে তবে ঠাকুরে ডাকিয়া॥
মহাপাপী আসে রথে দিই দূর করে।
মারিল বজ্জরলাথি কামদেব মরে॥
পাত্র বলে এই বেটা মহাপাপী ছিল।
মেজো বেটা জয়মনিকে† ত্রিশূলে তুলে দিল॥
হনুমান্ পদাঘাতে দিল যমালয়ে।
আর তিন বেটারে আনিল দূতে গিয়ে॥

* মূল পুথির শেষ কয়েক পাতা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এবং বহু অনুসন্ধানে তাহা আর কোথায়ও না পাওয়ায় গায়নের মৌখিক গান সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করা হইল।

† জৈমিনি।

একবারে তিন জনারে ত্রিশূলে তুলে দিল।
হনুমান্ পদাঘাতে যমালয়ে নিল॥
পাঁচ বেটা মরে গেল ভাবে মনে মনে।
ছ মাসের শিশু আনিতে পাঠায় তখনে॥
পাত্রের পাইয়া পান দিগের সব ধায়।
ধরাধরি করি শিশু আনিল তথায়॥
দুগ্ধ বিহনে বাছা কান্দিয়া ব্যাকুল।
অকালে শুকাল যেন কমলের ফুল॥
ভগীরথ যেমন কৈল বংশের উদ্ধার।
পাত্র বলে করিবে মোর কনিষ্ঠ কুমার॥
এত বলি আপনি ত্রিশূলে তুলে দিল।
হনুমান্ পদাঘাতে যমালয়ে নিল॥
ছ বেটা মরিয়া গেল পর্ব্বতের চূড়া।
রঞ্জাকে দিতেন গালি আপনি আঁটকুড়ো॥
ভাল করিলে মন্দ ফল না দিবে গোসাঞি।
পরের মন্দ করিলে আপনার ভাল নাই॥
হেন কালে রঞ্জাবতী সমাচার পেয়ে।
সেনের গলায় আসি ধরিল কান্দিয়ে॥
ওরে বাছা লাউসেন কি কর্ম্ম করিলি।
বাপের বংশের মোর বাতি নিভাইলি॥
যার সঙ্গে কোন্দল তাহারে না থুইলি।
অজ্ঞান পশুর তুল্য শিশুরে বধিলি॥
এত শুনি সেন রাজা ঈষৎ হাসিয়া।
ছ'মাসের শিশুটীরে দেন জিয়াইয়া॥
প্রাণ পেয়ে মৃত শিশু হাসে খল খল।
দেখিয়া বিস্ময় মানে সভাস্থ সকল॥
তা দেখিয়া মহাপাত্র অনুতপ্ত হৈয়া।
ভাগিনার গলে আসি ধরিল কান্দিয়া॥
ক্ষম অপরাধ ভাগিনা ক্ষম অপরাধ।
কৃপা করে দাও আমায় অভয় প্রসাদ॥
সেন বলে কেন মামা এখন এমন।
তবে কেন পোড়াইলে ময়না ভুবন॥
যেমন কর্ম্ম করিলে ফল ভুঞ্জহ তাহার।
পুড়িয়া যাউক অঙ্গ দেখুক সংসার॥

এই বাক্য বলিতে ময়নার সদাগর।
তখনি গলিয়া পড়ে মাহুদে পাতর॥
সর্ব্বাঙ্গ গলিয়া পাত্রের পড়িছে রসানি।
ভেয়ের দুর্গতি দেখে কান্দে রঞ্জারাণী॥
ওরে বাপু লাউসেন আশীর্ব্বাদ লাও।
তোমার মামার দিব্য অঙ্গ করে দাও॥
এত শুনি সেনরাজা ঈষৎ হাসিয়া।
পরিবার বসন রাজা দিল আজাড়িয়া॥
সেই বস্ত্র মাহুদিয়া পরশিল গায়।
আছিল যতেক ব্যাধি ছাড়িয়া পলায়॥
মুখে না লইল বস্ত্র বাসীর কারণ।
সংসারেতে মহাব্যাধি বাড়িল এখন॥
মাহুদে পাতর যদি বস্ত্র মুখে দিত।
তবে কেন মহাব্যাধি সংসারে রহিত॥
পাত্র বলে যাও বাপু দেশে যাও তুমি।
ধর্ম্মী হলে তুমি রে অধর্ম্মী হলাম আমি।
মা বাপ লইয়া সেন চাপাল দোলায়।
আপনি লাউসেন গিয়া চাপিল ঘোড়ায়॥
অন্য এক ঘোড়া চাপি চলিল কর্পূর।
অযোধ্যায় যায় যেন শ্রীরাম ঠাকুর॥
দশ দিনে ময়না দাখিল গিয়ে হল।
ময়নার প্রজা বলে রাত্রি পোহাইল॥
আনন্দসাগরে ভাসে ময়নার প্রজা।
কেহ বলে বাটীতে আইল রাম রাজা॥
লক্ষপতি প্রজা সব হয়েছে কাঙ্গাল।
অন্নের বিহনে সার কেবল কঙ্কাল॥
প্রজার দারিদ্র্য দুঃখ হেরি সেনরায়।
হেটমুখে মনে মনে ধর্ম্মকে ধেয়ায়॥
ভক্তের ভাবনা বুঝি দেব নারায়ণ।
অমৃতকুণ্ডের মেঘ ডাকিল তখন॥
অমৃতকুণ্ডের মেঘ মন্দ বরিষণ।
যত জন মরেছিল পাইল জীবন॥
শকুনী গৃধিনী খেলে কারে খেলে দানা।
গুন্তির প্রমাণ জিল নবলক্ষ সেনা॥

প্রাণ পেয়ে গা তুলিল ডোম তের জনে।
কলিঙ্গা সুন্দরী বেঁচে উঠিল শ্মশানে॥
সাকা শুকো প্রাণ পায় কালু বীরবর।
প্রাণ পেয়ে গা তুলিল ওগুর পাথর॥
পূর্ব্ব প্রায় হইল সব দক্ষিণ-ময়না।
নানা ধনে পরিপূর্ণ বিচিত্র সাজনা॥
ধর্ম্মের কৃপায় কারো নাই রোগ শোক।
সর্ব্বধর্ম্ম ক্ষমাশীল সুখী সর্ব্ব লোক॥
এইরূপে কিছু কাল লাউসেন রায়।
রাজত্ব করেন সুখে ধর্ম্মের কৃপায়॥
কলির আগত দেখি দেব মায়াধর।
হনুমানে ডাকিয়া কহেন অতঃপর॥
ঠাকুর বলেন যাও বীর হনুমান।
কলি এল লাউসেনে রথে করি আন॥
এত শুনি রথ লয়ে পবননন্দন।
সেনের সাক্ষাতে গিয়া দিল দরশন॥
গুরু দেখে দুটী ভাই করে প্রণিপাত।
দাঁড়ায়ে রহিল দোঁহে যুড়ি দুটী হাত॥
হনু বলে শুন বাপু ময়নার তপোধন।
তোমার তরে রথ পাঠালেন নারায়ণ॥
সেন বলে কহ গুরু কলির ধর্ম্ম কি।
হনুমান্ বলে শুন এই বলে দি॥
দান করি ফল হাতে লহ গঙ্গাজল।
একমনে পূজ ধর্ম্মের চরণকমল॥
কলিচরিত্রের গীত গান হনুমান।
রামদাস বলে কর নায়কের কল্যাণ॥
শুন রাজা লাউসেন কলির ভারতী।
পরীক্ষিত পতনেতে কলির উৎপত্তি॥
হরিবে সাগর গঙ্গা না রহিবে চিন।
অকুলীন কুলীন কুলীন হবে হীন॥
নগর সাগর হবে সাগর হবে ডাঙ্গা।
কলিযুগে অপরূপ ব্রাহ্মণের সাঙ্গা॥
কায়স্থ ব্রাহ্মণে ঘর হবে একত্তর।
বিয়ালী তেজিয়ে হবে সেঙ্গালীর ঘর॥
ব্রাহ্মণে বেচিবে মাংস চাউল লবণ ঘি।
কহ সেন কলিতে নিস্তার আছে কি॥
আশদ কাটিয়া লোক রুইবে শেওড়া।
কায়স্থ ব্রাহ্মণ তুলে বসাবে শুঁড়িপাড়া॥
কলিযুগে নৃপতি হইবে দুরধর্ষ।
অবিচারে পৃথিবী হরিয়া লবে শস্য॥
কলিযুগে বাসব হরিয়া লবে জল।
কলিযুগে বৃক্ষ আদি হবে মন্দফল॥
পরধনে তস্কর দিবসে দিবে ডাকা।
খল জনে মজাইবে পুণ্যবানের টাকা॥
ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করে দুয়ারে দিবে কাঁটা।
বউ হয়ে শাশুড়ীকে মারিবেক ঝাঁটা॥
পুণ্যের শরীরে এসে পরশিবে পাপ।
কলিযুগে দুহিতা সম্ভাষ করিবেক বাপ॥
ভাই ভগিনীতে লোক পরশিবে অঙ্গ।
শুন রাজা লাউসেন কলির যত রঙ্গ॥
সাত বছরের নারী হবে রজস্বলা।
একভাগ বিয়ালী হবে তিন ভাগ পালা॥
এত শুনি কর্পূর কর্ণেতে দিল হাত।
কর্পূর বলেন দাদা একটা উৎপাত॥
বিদায় হয়ে যাই চল লাউসেন ভাই।
মা বাপের চরণে বিদায় হয়ে যাই॥
এত বলি দুটী ভাই করিল গমন।
পিতার নিকটে গিয়া দিল দরশন॥
লাউসেন বলে পিতা করি নিবেদন।
তোমার তরে রথ পাঠালেন নারায়ণ॥
কর্ণসেন বলে রে বৈকুণ্ঠ যাব আমি।
এ সব ধন সম্পদ কাকে দিবে তুমি॥
সেন বলে বিষয় মায়া হইল তোমারে।
এই দেশে রাজা হবে জন্মজন্মান্তরে॥
বাপকে প্রবোধ দিয়া করিল গমন।
মায়ের নিকটে গিয়া দিল দরশন॥
সেন বলে ওগো মাতা শুন মন দিয়া।
গোবিন্দ পাঠালেন রথ তোমার লাগিয়া॥

রঞ্জা বলে মোর স্বর্গ স্বামীর চরণে।
পতি বিনা গতি নাই যাব কার সনে॥
সেন বলে তোমাকে পূর্ব্বেতে আছে বর।
দেহ পালটিয়া যাবে ইন্দ্রের নগর॥
পূর্ব্বেতে তোমার নাম ছিল জাম্ববতী।
পূজার কারণে নাম হল রঞ্জাবতী॥
এত বলি মা বাপেরে পরবোধ দিয়া।
কৃষ্ণ যেন যান নন্দ যশোদা ছাড়িয়া॥
প্রণাম করিয়া দোঁহে হইল বাহির।
রঞ্জাবতী কর্ণসেনের পাষাণ শরীর॥
চারি পাটরাণী তুলে রথের উপর।
শারি শুক পক্ষী নিল পিঞ্জর ভিতর॥
বারটী ভকিতে এসে হল উপনীত।
রথেতে তুলিল রাজা হয়ে আনন্দিত॥
সামুলা আমিনী চাপে রথের উপর।
ঘোড়া ঘুড়ী রথে সেন তুলিল সত্বর॥
কালুকে বলিল কালু রথে চাপ গিয়া।
গোবিন্দ পাঠান রথ তোমার লাগিয়া॥
কালু বলে তোমার সঙ্গেতে যাব আমি।
মদ মাংস তথায় গিয়া খেতে দিবে তুমি॥
সেন বলে ওরে কালু কৈলি সর্ব্বনাশ।
ঝাপড় হইয়া তুমি হওগে প্রকাশ॥
ঝাপড় হইয়া থাক বৃক্ষের উপরে।
ডোম তোমায় পূজিবে পাইয়া শনিবারে॥
লখেকে বলিল লক্ষে রথে চাপ গিয়া।
গোবিন্দ পাঠান রথ তোমার লাগিয়া॥
লক্ষে বলে মোর স্বর্গ স্বামীর চরণে।
পতি বিনা গতি নাই যাব কার সনে॥
সেন বলে তোমাকে পূর্ব্বের আছে বর।
ষষ্ঠী হয়ে থাক বটমূলের উপর॥
যে কালেতে জরাসন্ধ পালন করেছিলে।
সেই কালে জরা রাক্ষসী নাম থুইলে॥
তে কারণে তোমাকে পূর্ব্বের আছে বর।
ষষ্ঠী হয়ে থাক তুমি সংসার ভিতর॥

এত বলি বিদায় চাহেন সওদাগর।
ভাঙ্গিয়া পড়িল লোক ময়না সহর॥
আকুল হইয়া কান্দে ময়নার প্রজা।
কেহ বলে কোথাকে চলিলে রামরাজা॥
প্রজাকে ব্যাকুল দেখি লাউসেন রায়।
রথ হইত চিত্রসেনে ভূমিতে নামায়॥
চিত্রসেনে রাজা করি রথে গেলেন দেশে।
রাম যেন রাজা করি রাখিল লবকুশে॥
দশ অবতার গীত গান হনুমান।
রামদাস বলে কর নায়েকের কল্যাণ॥

নাহি ছিল জল স্থল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
নাহি গিরি মেউর মন্দার।
মনরূপে মহামতি শূন্যেতে করিয়া স্থিতি
একাকী ভ্রমেন নিরাকার॥
ফিরেন পরম শূন্যে স্বস্তি নাহিক মনে
উলূক জন্মিল নাসিকায়।
ক্ষুধায় কাতর পাখী ভগবান্ ভক্ত দেখি
মুখের অমৃত দিল তায়॥
কিছু বা উলূক খাইল বিশ্বতে জন্মিল জল
জলেতে হইল একাকার।
রহিতে না পেয়ে স্থল ধর্ম্ম হলেন বিকল
মীনরূপে হলেন অবতার॥
কুম্ভ বাসকী আদি হইলেন গুণনিধি
বরাহ হইল শেষকালে।
হিরণ্যাক্ষ মহাকায় যুদ্ধ করিবারে যায়
তারে বধ করিলা পাতালে॥
দৈত্যরাজ মহাশূর জিনিতে ইন্দ্রের পুর
দেবপুরে গণিল প্রমাদ।
নরসিংহ রূপ ধরি দৈত্য বিদারিয়া মারি
প্রহ্লাদে করিলেন প্রসাদ॥
সুথর্ব্ব বামন বেশে যাইলে বলির দেশে
ত্রিপাদ ধরণী লৈতে চায়।

ক্ষিতি জুড়ে পদ একে আর পদ ব্রহ্মলোকে,
তৃতীয় পা বলির মাথায় ॥
তবে নারায়ণ হরি রামরূপে অবতরি
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন।
দারুণ দৈবের পাকে বনবাস দিল তাকে
সত্য লাগি রাম গেল বন ॥
রামের হরিল সীতা সুগ্রীব তাহার মিতা
জাঙ্গাল বান্ধিল সিন্ধুজলে।
বধ করি দশাননে রাজ্য দিল বিভীষণে
সীতারে আনিল চতুর্দ্দোলে ॥
অযোধ্যায় রাম রাজা আনন্দে যতেক প্রজা
লিখিল বাল্মীকি মহামুনি।
উগ্রসেনের সুতা গোবিন্দের তেঁহো মাতা
নাম তাঁর দেবকী ঠাকুরাণী ॥
অষ্টম গর্ভেতে হরি দেবকী উদরে ধরি
কৃষ্ণপক্ষ ভাদ্রপদ মাসে।
ধরাভার নিবারিতে হরি আইল অবনীতে
তাহা শুন কহি অনায়াসে ॥
পূতনা বধিয়ে হরি শকট ভঞ্জন করি
বধ কৈল যমল অর্জ্জুনে।
শ্রীদাম সুদাম দাম কৃষ্ণ সহ বলরাম
ধেনু লয়ে চলিল বাথানে ॥
অঘাসুর বকাসুর তৃণাবর্ত্ত মহাসুর
কেশীবধ করিল গোপালে।
জগতে হইয়ে কান গোপীর সাধিলে দান
অবশেষে ঝাঁপ দিলে জলে।
কালিয় মর্দ্দন করি গোকুলে আইলে হরি
অক্রুর যোগায় আনি রথ।
অক্রুরের রথে হরি চলিলেন মধুপুরী
গোপীকার সিদ্ধ মনোরথ ॥
কুবলয় হস্তী ছিল তারে হরি বধ কৈল
বধ কৈল মুষ্টিক চানূর।
দুরাশয় কংস ছিল শত্রু ভাবে মুক্ত হল
হরি রহিলেন মধুপুর ॥
দশ অবতার কথা ভারত পুরাণ গাথা
ইতিহাস করিল যাহার।
পরাশর মহামতি তেজে যেন প্রজাপতি
ব্যাসদেব তনয় তাহার ॥
ব্যাস নারায়ণ হরি তাহারে প্রণাম করি
চারি বেদ বদনে যাহার।
দশ অবতার সায় কবি রামদাস গায়
হরি বল জন্ম নাহি আর ॥

প্রথমে করিল পূজা দ্বিজ হরিহর।
এক লক্ষ বাতি জলে গাজন ভিতর ॥
তার পর পূজিল মুনি উর্ব্বশী।
এক লক্ষ গাজনে রাখিল সন্ন্যাসী ॥
তবে সদাশিব প্রভু সদা ডোম হয়ে।
মেঘ রাউলে জন্ম নিল গিয়ে ॥
দুর্গা হল ডোমনী আর শিব হল ডোম।
মেঘ রাউলে পূজা করিল ধরম ॥
তবে পূজা দিয়াছিল বল্লুকা গাজন।
যেই যজ্ঞে গঙ্গা এল করিতে রন্ধন ॥
তবে রাজা মোহিনী মান্ধাতা পূজেছিল।
যার ধনে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ হল ॥
ধর্ম্মপুত্র আছিল পাণ্ডব যুধিষ্ঠির।
স্বর্গ চলে গেল রাজা লইয়া শরীর ॥
মহারাজা হরিশ্চন্দ্র হয়ে দুরাচার।
ভাঙ্গিয়া ধর্ম্মের ভিটা করিল ছারখার ॥
পুত্র কামা করে রাজা ফিরে বনে বনে।
বার বৎসর ছিল গিয়া বল্লুকা গাজনে ॥
ধর্ম্মের কৃপায় তার লুয়ে পুত্র হল।
পুত্র বলিদান দিয়া ফিরিয়া পাইল ॥
তবে পূজা করিলেন গৌউড় গাজন।
যে গাজনে হইল ঝড় বৃষ্টি বরিষণ ॥
একাদশ যুগেতে একাদশ পূজেছিল।
তোমা হতে বারমতি পরিপূর্ণ হল ॥

এস দানপতি লহ হাতে গঙ্গাজল।
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা আর বার ফল॥
হনুমানের হাতে রাজা দিয়া পঞ্চ ফল।
রথে গিয়া চাপিল ময়নার বীরদল॥
দেখিতে দেখিতে রথ উঠিল আকাশ।
সুমেরু ছাড়ায়ে মেরু অনাদির দাস॥
মন্দাকিনীর জলে রাজা স্নান আচরিয়া।
পাইল দেবের দেহ মনুষ্য তেয়াগিয়া॥
প্রথমে বিদায় হল ভণিতে বার জন।
তারা সব রৈল গিয়া বিষ্ণুর ভবন॥
ঘোড়া ঘুড়ী রৈল সূর্য্যরথের উপর।
আপনি ডাকিয়া তারে দেন মায়াধর॥
চারি পাটরাণী গেল ইন্দ্রের মন্দিরে।
শচী পুরন্দর এসে ডেকে নিল তারে॥
শারী শুক পক্ষী ছিল পিঞ্জর ভিতর।
ত্যজিয়া পক্ষীর মূর্ত্তি দ্বিজের কোঙর॥
দ্বিজ হরিহর দেখে আনন্দ হৃদয়।
নিজালয়ে লয়ে গেল আপন তনয়॥
সামুলা আমিনী যায় ব্রহ্মার মন্দিরে।
সাবিত্রী আসিয়া ডেকে লয়ে যান তারে॥
চারি যুগ আছিল সে সাবিত্রীর দাসী।
পূজার কারণ নাম লাউসেনের মাসী॥
যার যেই অধিকার সবাই বিদায়।
ঘন ঘন কর্পূর গোবিন্দ পানে চায়॥
কর্পূর মিশাল হল প্রভুর বদনে।
যেইখানে উৎপত্তি মিশাল সেইখানে॥
সিংহাসনে সেন রাজা ঢালিলেন গা।
আপনি গোবিন্দ করেন চামরের বা॥
লাউসেন রহিলেন গিয়া স্বর্গপুরে।
বারমতি সঙ্গীত সাঙ্গ হল এত দূরে॥
এইখানে বারমতি হৈল সমাপ্ত।
রামদাস গাইলেন ধর্ম্মমুখক্ত॥
যে গাহিলাম যে রহিল ঘুমে বিস্মরিল।
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম যদি বা ভুলিল॥
অপরাধ লবে নাই রাজরাজেশ্বর।
এই নিবেদন করি তোমা বরাবর॥
যে গাওয়াল যে শুনিল প্রভু ধর্ম্মরায়।
করুন কল্যাণ তার নিবেদিনু পায়॥
ধনে পুত্রে লক্ষীলাভ হউক তাহার।
অন্তকালে হয়ে থাকু ভবসিন্ধু পার॥
এইখানে অষ্টমঙ্গলা হল সায়।
হরিধ্বনি কর সবে হইনু বিদায়॥

ইতি অনাদিমঙ্গলনাম শ্রীধর্ম্মপুরাণ সমাপ্ত॥

পরিশিষ্ট

সুভাষিতাবলী

পয়ার	পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ
অতি দর্পে হত হ'ল লঙ্কার রাবণ। হিরণ্যকশিপু মৈল রাজা দুর্যোধন॥	৯৯।১
আকন্দের বদলে মাকন্দ হ'ল হারা॥	২১১।১
একে কাটা ঘাও তায় জাম্বীরের রস॥	১৬১।২
কত কাল বসে খাব পিতার অর্জ্জন॥	৮১।১
কতক্ষণ রয় মিথ্যা চাতুরির কথা॥	১১২।১
কুপুত্র যে জন, খায় বাপ মায়ের উপায়॥	৮১।১
কোন্ ছার জীবন যৌবন বালির বাঁধ। রাহু গরাসিলে হে মলিন হয় চাঁদ॥	১১৬।১
ঘর ভেদি মরে গেছে লঙ্কার রাবণ॥	২২১।১
ঘুমাইলে লোক হয় জিয়ন্তেতে মরা।	১৪২।১
চাকর কুকুর তুলা এক ভেদ নাঞি। দরবারে দেখিলে রাজা চাকরের বড়াই॥	১৭৪।২
চাকর কুকুর তুলা এক ভেদ নাই। সভামধ্যে দেখ রাজা চাকরের বড়াই॥	১৬৬।২
চান্দ বসে আকাশে যোজন লক্ষ দূর। দেখ না চাতক কেন চেঁচায় বিধুর॥ অর্থালঙ্কার। কৌতুকে কুমুদ ফুটে কৌমুদী পাইয়া। সেইরূপ সতত তুষিবে পাতি দিয়া॥	২৭।২
চিনিতে রোপিয়া নিম দুগ্ধের সিঞ্চনে। জেতের স্বভাব তিক্ত না ছাড়ে কখনে॥ সাপিনী বাঘিনী সিংহী পোষ নাঞি মানে।	২২৪।২
[পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে।]	
জান না অধম জনে উচ্চ সমাদর। কুক্কুরে আদরে উঠে মাথার উপর॥	১৮।২
পুত্রশোক তুল্য ব্যথা না আছে ধরায়॥	১৮।১
পূর্ণিমার চাঁদে গোসাঞি কোন্ দোষে কালী॥	২১১।১
বনিতা সম্পদ সুখ নিশির স্বপন॥	২৩০।২
বিধাতার কলম বাবা রদ হবে নাই॥	১৬০।১
বিধি বাম যাহারে তাহার সদা দুখ॥	৩০।১
বুড়া হলে বল বুদ্ধি যায় রসাতল। সময়ে পীযূষ হয় সাপের গরল॥	১৭৭।২
বৃদ্ধ ভাতার যুবতী মাগ কেমনে হবে ঘর॥	১৯১।১
বেরুলে গজের দন্ত না যায় ভিতর।	১৩৭।১
মণ্ডল হইয়া বাদ ভূপতির সনে পতঙ্গ পতন যেন যজ্ঞের আগুনে॥ ভুজঙ্গ হইয়ে নাকি জিনিবে গরুড়ে। জিনিবে পতঙ্গ হয়ে মাতঙ্গ প্রচুরে॥ কর্কট হইয়া নাকি জিনিবে শৃগাল। ইন্দুর হইয়া কোথা জিনেছে বিড়াল॥ সাপুর কি হ'রে লয় ফণি-মাথার মণি। অসম্ভব কথা কেন বল নারায়ণি॥	১৬।১-২
যখন দৈব ধরে যারে কার বাপে রাখি। নল নিল জনক দৈইমন্তী রাণী সাক্ষী॥	১৮৫।১
জানিলাম জামাতা ভাগিনাগুলা পর॥	১৪৬।২
দশা খাট হলে পুরুষ এমনি দুঃখ পায়। মহামত্ত বারণে বেঙের লাথি খায়॥	২২৭।১
দুখ সুখ যত বল সহোদর ভাই। কখন বা দুঃখে আছে কভু সুখ পাই॥	১৫০।২
দুগ্ধের বালক নাকি দুগ্ধে কভু থাকে।	২২৮।১
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিকে রক্ষে কয়েছেন ব্যাস।	৩২।২
ধিক্ থাকুক যে জন পরের আশা করে। নদীকূল থাকতে কেন ঘরে বসে মরে॥ পরধন অন্নগত অসার জীবন। পরের আশা করে তার জীবন্তে মরণ॥	২০৭।২
নলিনীদলের জল জীবন চঞ্চল। জলেতে বিম্বোক যেন করে টলমল॥	৪২।২
[নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্॥]	
পতঙ্গ হইয়া বাদ মাতঙ্গের সনে।	২২১।১
পাত্রভেদী রাজা আর নারীর ভেদী নর।	১৩৩।১, ১৬২।১
পাত্রভেদী রাজা আর নারীভেদী নর।	১২৫।২
পাথর ফেলিলে যায় এক পক্ষে তল। ঘোড়ার চাপানে হল এক হাঁটু জল॥	২০৮।২

অলঙ্কারগর্ভ বাক্যাবলী

সাধারণ শব্দসূচী

শব্দ — পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

শব্দ	পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

উঘারিয়া=উদ্‌ঘাটিত করিয়া, প্রকাশ করিয়া। ২২২।১

উচালন—গ্রামের নাম। ২৮।১, ৫৯।২, ৬২।১, ৮১।২, ৮৮।১, ১৪৭।১, ১৬৫।২, ১৭১।১

উচাটন=চঞ্চল, উদাস। ৩৮।২

উড়নি=উর্দ্ধাঙ্গের আচ্ছাদনস্বরূপ চাদর। ২১২।২

উড়পাকে (উড্ডীন লক্ষে) ২১৫।১

উড়ি=অকৃষ্ট ধান্য। ৪৫।২ উড়িধান, ১১৯।২

উড়ের গড়—স্থানের নাম। ৬০।২, ২০৪।১

উতরলি (উত্তরলিত, উচ্ছল তরল বস্তুর ন্যায় চঞ্চল) ২০৯।১, ১৪৯।২

উতরে দিল=নামাইয়া দিল, (আপনার অঙ্গের পোষাক) ত্যাগ করিয়া দান করিল। ১৯৪।১

উত্তরে=পরবর্ত্তী কথা ১৫৫।২

উত্তর=পরবর্ত্তী কথা, কাহিনীর অবশিষ্ট অংশ। ১৬৩।২, ১৬৯।২, ১৮২।১, ১৯৪।১, ২০১।২

উথলে=উত্তেজিত হইয়া উঠে।

তাপ প্রাপ্ত তরল বস্তুর সহিত উপমা।

'বলিতে কহিতে বীর দ্বিগুণ উথলে।' ১৪৩।১

উপমা দেখাব কত জন, উপমা=উদাহরণ ২৪।১

উপসিন্ধু—

'সিন্ধু উপসিন্ধু তার দুইটি কোঙর।' ১৪৪।২

উপাড়ে, (উৎপাটন, উপ্পাড়ন নামধাতু)—উৎপাটিত করে। ৬৮।১

উভ, উদ্ভূত, উর্দ্ধগত, উচ্চ ৩৪।১, ৭০।১, ৯৬।২, ২০৪।২, ২১৫।২

উভ উভ বীরদাপে ১৩২।১

উভরড়ে=উর্দ্ধ বেগে, প্রবল বেগে। ১০৮।১, ১৪৩।১, ১৫১।১

উভরায়=উর্দ্ধ রবে, উচ্চস্বরে। ৬৪।১

উর=অবতরণ কর, আগমন কর, আসিয়া অধিষ্ঠান কর। উরিবে ১।১

উরিলেন বাসলী=বজ্রেশ্বরী অবতীর্ণা হইলেন। ১৬১।১

উরে (উরসি, বক্ষে) ১৩০।১

উলে (অবতরণ করে) ১৪৯।২, ১৫০।১

উরুমাল ১৮৭।২

ধনুক শর রেখে বীর ধরে খাঁড়া ঢাল।

ঝুণু ঝুণু ডেকেছে যতেক উরুমাল ॥ ১৮৭।২

উরুমাল ঝাঁঝর ঘণ্টা বেয়াল্লিশ বাজনা।

কেহ বলে পূর্ণ হ'ল ব্রহ্মার বাসনা ॥ ২১০।১

সাবধানে বামদিকে রাখিল কলস।

তার উপর উরুমাল ঘাঘর গণ্ডাদশ ॥ ২২৫।১

সিন্দূর বরণ রথ হিঙ্গুলের ছটা।

চারিদিকে উরুমাল ঘাঘর কত ঘটা ॥ ২৩২।২

উলূক—লুইচন্দ্রের বাঁটুলে আহত। ৩৩।২

উল্কাপাতসম=অতিদ্রুতগতিসম্পন্ন। ২১২।২

উল্লম্ফন—আখড়ায় শিক্ষা। ৬৭।১

উসৎপুরে সুক্ষদত্ত, কোথায় ? ৩২।১

উসাবর—অজয়তীরবর্ত্তী গ্রামের নাম। ১৫।১

উনকোটি=অসংখ্য। ৬।২, ৫৭।২

উরুলে=অতি অগভীর, যে জলে হাঁটু ডুবে না। ১৪০।২, ১৮৩।১

এই কাল=অবিলম্বে। ১৩৩।১

এই পান লও—১২৭।১, ১৩০।২

পান, পুষ্প ও সুপারি সহ, কন্যাভার অর্পণ করা হইত।

একখান (এক টুকরা) ১৫০।১

একদৃষ্টে (করণে তৃতীয়া, 'দৃষ্টা') ১২৪।১

একলক্ষ ফলা, ১২০র মধ্যে একলক্ষ ভাঙ্গা হইল ? ১৭৫।২

একেক (সন্ধি) ৬৯।২

এক সম্বচ্ছর (পূর্ণ এক বৎসর) ১৪৫।১

একাকার ময় ১৮৪।১

একিদাহারা=স্থৈর্য্যহীন, ধৈর্য্যহীন। ৯৩।২

একোজনার ১৭।১—একো=প্রত্যেক। ৫৮।২, ৬৯।২, ১১৮।১, ১৫০।২

এয়োগণ=সধবাগণ (এয়ো=অবিধবা)। ২৬।২

এয়োজাত, সধবাসমূহ। ৩০।২

এয়োতি=সধবার লক্ষণ (অবিধবাত্ব)। ৩২।২, ১৭১।২

এওৎ—ঐ। ২২৩।১

এলাহ (আলুলায়িত কর, বন্ধনমোচন কর) ১৭৪।১

এলাহি=ঈশ্বর। ২২৬।১

এহার=ইহার ১১০।২

(ঘোড়া) ওণ্ডির পাথর। ১৬৬।২, ১৭৩।১, ২২৪।১

ওঁতে (একান্তে, আড়ালে) ১৪৩।১

ওর=সীমা ১১৬।২

শব্দ — পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

ওসারিল=বিস্তার করিল। ৮৮।২, ১৭৭।১, ২২২।১

ঔষধ=বশীকরণের ঔষধ। প্রাচীন কুসংস্কার ৮১।২

ঔষধ বলিয়া দিব (ঔষধ নির্দ্দেশ করিব) ১৩৮।২

কউসে ৭।১

'পীরের কউসে মোর হাজার সালাম।'

কজ্জল হেটে ১৪১।১

কাজল হেটে=সন্ন্যাসী। ১৪০।২

"কাজলহেটে হৈল তবে কালু মহাবীর।"

"পথে চলে বীর কালু কেবল কজ্জল হেটে।"

কড়ে রাঁড়ি (অল্প বয়সে বিধবা) ২১৮।১

কড়ে রাঁড়ী ১৯৩।২

কড়ে=গ্রন্থি। ১৮৫।১

কড়ি=ধন ৯৪।১

"ফিরে ঘরে যাই চল প্রাণ বড় কড়ি।"

কঠোর=কৃচ্ছ্র সাধন, তপস্যা ৩০।২, ৪৬।২, ৫৪।১

কঠোর তপ=কৃচ্ছ্র সাধন, আ-সিদ্ধিলাভ আত্মনির্যাতন পণ। ৩২।২, ৩৩।১, ৪৬।১, ৪৬।২

কণ্ঠমালা=কণ্ঠহার। ১০৮।২

কদম্ব গেঁড়ুয়া, কদম্বগোলক, গেন্দুক, গেন্দুয়া, গেঁড়ুয়া। ৬৮।১

কদাচিৎ=কচিৎ, কখনও, প্রায় না। (সংস্কৃত)। ১৮৫।১, ২০৩।১

কদর্থিত বাণী=রূঢ়কথা, রুষ্ট কথা। ২০৩।১

(তার মহাধান গেছে) কদলীব দেশে ১১৩।২

কদলীর দেশ=নারীর দেশ, এ দেশে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। নাথ সিদ্ধা মৎস্যেন্দ্রনাথ (মচ্ছিন্দর নাথ) এই দেশের রাণীর মনোহরণ পূর্ব্বক ভোগে মত্ত হইয়াছিলেন।

পিতামহ কনকসেন। ১১০।২

কন্দর। ২০৮।২

কমঠ সিফাই (কচ্ছপ সৈন্য) ১৩৪।২

কমলপুর=গ্রামের নাম। ১৪৭।১

কামালপুর=গ্রামের নাম। ২০৪।১

কমলের ফুল=যোগশাস্ত্রের কমল। ২৩১।১

কমলা=গ্রামের নাম। ১৪৭।১

কয়স=অশ্বসজ্জায় ব্যবহৃত আভরণবিশেষ। ১৩৪।২

করতার=প্রভু, ধর্ম্মঠাকুর। ৭।২, ৩৭।২, ৪১।২, ১১১।১, ১২১।২, ১৮৭।১, ১৯৫।১

করতা=কর্ত্তা, স্রষ্টা। ১২১।২

করতাল=খঞ্জরী। ১৮৪।১

করাত=সূত্রধরের অস্ত্রবিশেষ, কাষ্ঠচ্ছেদনযন্ত্র। ১২৪।২

কর্জ্জে (ঋণে)। ১৮৫।২

কর্জ্জনা (ভৌগোলিক নাম)। ৫৯।২, ৬০।২, ৮৮।১, ১০৪।১

কাজলা (=কর্জ্জনা ?) ১৫২।২

কর্ণদত্ত পিতা ১২৩।১

কর্ণসেন ২০।২

পিতা কর্ণসেন ১১০।২

কর্ণে দিল হাত, পাপকথা শ্রবণের পাপ মোচনার্থ ১০৭।২

কর্পূর ভবিষ্যদ্বক্তা ৮৮।২

কর্পূরধবল, ২৫।২, ২৮।২, ৭৪।১, ১৩৩।১, ১৩৫।১, ১৪৩।১, ১৪৪।১, ২২৩।২

কর্ম্মী=শ্রমিক। ৭৬।১, ৭৬।২, ৭৭।১

কর্ম্মকার=শ্রমিক। ৭৭।১, ৭৬।২

কামিলা=শ্রমজীবী, ৭৬।১

কামিলা—১০৪।১

কলধৌত বুকে (অশ্রুধৌত বক্ষে) ১৩৬।১

কলম (লেখনী) ১০৩।১

কলা=কদ্রুকন্যার নাম। ১০।২

কলা=বাক্‌ছল, বচনকৌশল। ১২২।২

কলা=রণকৌশল। ২১৬।২

কলাধর=ইন্দ্রপুত্র। ৮৮।২

কলিচূণ=quick lime, ২০২।২

কলিরাম ('বটিরাম' তুল্য মহাপুরুষ) ২০৫।১

কল্যাণী মালতী=বিনা আহ্বানে উপদেশদাত্রী প্রতিবেশিনীদ্বয়। ৮১।২

কলিজে ৯৯।১

কলিঙ্গা ১৭৯।১

কলিঞ্জে ১৫৪।২

কল্পতরু=স্থানের নাম। ১৪৭।১

কল্লোলে=সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় ঘোর শব্দে। রণভেরীর শব্দ এখানে সমুদ্রকল্লোলের সহিত উপমিত। ২০।২

কশুনি=শোষণ। ১৮৩।২

শব্দ — পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

থাকেন এবং কামাখ্যার নিকট নদীজল রক্তবর্ণ ধারণ করে।

জোরাজুরি (বল প্রয়োগ) ২০৩।১

জোহার=নিবেদন, report, জ্ঞাপন ৮১।২, ৮২।১, ১৩৫।১, ১৫২।১, ১২৮।২, ১৬৬।১, ১৭৩।১, ২০৫।২

জৌরঙ্গ, জৌরাং—গালা বা আঁটা রূপে ব্যবহৃত বস্তু। জৌ=যতু, গালা। রঙ্গ=রাং, রঙ। ১৭৮।১

ঝাট—ঝটিতি, সত্বর, ১০৯।২, ১৮৩।১

ঝাঁপিয়ে কাচুলি=কাঁচুলি আচ্ছাদন করিয়া— ১০৪।১

ঝালর—৪৭।২

ঝিলি—গুড় ও ছোলাভাজা দিয়া প্রস্তুত গ্রাম্য মিষ্টান্ন-বিশেষ। ১৬০।২

ঝুঁটি ১৪৩।১

ঝোড় ঝঙ্কর। ৬৩।১

ঝোরে=উপত্যকায়, তরাই প্রদেশে, ১৩৫।১

ঝোরে ঝারে ১৩৫।১

টসা=বিন্দু বিন্দু নিঃসৃত, ৯৬।২

টাঙ্গোন ঘোড়া ৫৯।২

টাঙ্গোনিয়া ৭৯।২

টাঙ্গোনিয়া ঘোড়া ১৯৪।১

টাঙ্গনিয়া তাজি ১৬৭।২

টাটাটাটি—পীড়াপীড়ি, ধস্তাধস্তি ১৪২।২

টান—আঁটসাঁটি ২১৭।১

করিয়া টাননি (কর্ষিয়া) ১৭৩।১

টালনি—ঢালু, বাঁকা ১৮৫।১

টেকোর বাঁটন—কেশহীন স্থানে কৃত্রিম কেশ (শণ) বিন্যাস। ১১৫।২

টেড়ি—কেশবিন্যাস ১৪২।২

টেনা=ছিন্ন বস্ত্র ১৭৬।১

ঠাট=সেনা ২১।১

ঠাট=চাতুরী ৯২।১

ঠাট=কলা ১১৩।১

রাজার ঠাট উড়াইব তুলা—তুলার মত উড়াইয়া দিব। ২১।২

ঠেটাপনা=ধৃষ্টতা, স্থানীয় ভাষা ৭২।১

ঠেঙ্গা=যষ্টি ১৯।২

ঠেঁটা=খলস্বভাবা ৫৮।২

ডুমুনী ২০৮।১

ডেড়ি=ক্ষতি, লোকসান ২২৭।২

ডেরি ৪।১

ডোমচিল—অশুভ, শঙ্খচিল শুভ শকুন, ২০৪।২

ডোম তের জনা ২০৯।১

ঢাকার বেপারী, ঢাকায় বাণিজ্য করিতে গিয়াছে। ১০৭।১

বাণিজ্য উপলক্ষে ঢাকা প্রবাস। ১৪৭।১

ঢামালি=তামাসা, রসিকতা। অসমীয়া ভাষায় 'রঙ ঢেমালি' সুপ্রতিষ্ঠিত। ২৫।১

ঢাল ১৩৪।১, ১৭৩।১

ঢেঁটাপনা=ধৃষ্টতা ১০৮।২

ঢেমন=কুলটা, ভ্রষ্টা, ১০৪।১, ১১৩।১, ২০৪।১

ঢোল ১৮৪।১

তক্ষণি=অবিলম্বে, তৎক্ষণাৎ, ২০৬।১, ২০৮।১

তঞ্চক (প্রবঞ্চক) ১৯৫।১

তড়=তট, জলশূন্যতা ১৪০।২, ১৮৩।২

তড়ে পার=বিনা নায়ে পার, অল্প জলে হাঁটিয়া পার গমন। ১৪৭।১, ১৫৩।১, ২০৪।১

ততক্ষণে=অবিলম্বে ১৩৭।২

তৎক্ষণ=তৎক্ষণাৎ, অবিলম্বে ২০১।২

তৎকাল=যথাকালে ২৫।২

তৎকাল=অবিলম্বে ৮২।১, ১১০।১, ১৭৬।১, ১৯১।২

তৎকালে=অবিলম্বে ১৭২।১

তৎপর (তদ্গতচিত্ত) ১৭১।১

তথাস্তু=তাহাই হউক। সংস্কৃত বাক্য। ২৮।২, ১১৭।২

তদন্তর=তদনন্তর, তার পর ২৯।২

তবাশীষে—সন্ধি ২৯।২

তরকচ=ধনুক, তূণীর ১৩৪।১

তরকচের সর=ধনুকের বাণ, তূণীরের শর। ২১৯।২

তরণী=সূর্যা ১০৮।২

তরণী (সূর্যা) ১৩০।১

তরণী অনুকূল=নৌকা নিরাপদ ২১।১

তরস্ত (ত্রস্ত, তাড়াতাড়ি) ২১৫।২

তরাসে তরল=ত্রস্ত চঞ্চল, ত্রাসহেতু কম্পমান, ৪৫।১, ৫০।২

তরাসে তরল তনু=ভয়ে কম্পিত দেহ। অনুপ্রাস। ২১।২

শব্দ — পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

মউলা—৬৮।২
মকর খাড়ু=রজতনির্ম্মিত চরণ-বলয়। ৬৫।১
মকসল=মফস্বল। তুলনীয়—'ডুকুর' বেলা। ১৫৬।২
মঘবান্=ইন্দ্র। ১৭৩।১, ১৮৭।২
মঙ্গলা বাজার—৮৮।১
মঞ্চ—৪৮।২
মঞ্চসেবা—৪৮।২
মটমটি—৮৪।১
মণি—১১৭।১, ১৮৪।১
মণিপুর—১৭৫।১
মণিরাম—১৪৮।২
মণিরামকমলে—৮২।২
মত্ত মাতাল—২১০।২
মদমাত্তালে—২১০।২
মদেতে উন্মত্ত হাতী ১৩১।২

মদমত্ত বা মদোন্মত্ত, হস্তী মদ খাইয়া উন্মত্ত হয় না, মদস্রাব বা মদবারিধারাই তাহার মত্ততার কারণ। এখানে সংস্কৃত রাজ্য হইতে আনিয়া হাতীকে বাঙ্গালারাজ্যের মদ খাওয়ান হইয়াছে।

মধু=সুরা। ১৩১।২, ২০৯।১, ২০৯।২, ২১০।১
মধু-পিঠে=মধু ও পিষ্টক। ২১০।১
মধু আন সাত গাড়ী। ২০৯।১
মন কথা নাঞ্রি=গুপ্ত কথা কিছুই নাই। ৯৩।২, ৯৪।১, ১৪১।১, ১৭২।২
মনকথা নাই—১৩৬।১, ১৮২।১
মনজাই=মনোযায়ী, মনোমত। ১৪৩।২
মনান্তর ৩৮।২
মনাসিব=উচিত। ১৮।২, ৯৭।২
মমুমালা ৮।২
মনোবেদ=মনোবেধ, ৪৮।১
মন্দার=সমুদ্রে লুক্কায়িত পর্ব্বত। ১৩৫।১
মন্দিরা=১৮৪।১
মন্দিরের ১।১
মন্বন্তর ১৭০।১
ময়না—৮২।২
ময়না নগর—১৭২।২
ময়না মধুপুর—১৫০।২, ১৫১।২, ২০২।২

শব্দ — পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

ময়ূর ৩।২
ময়ূরধ্বজ ২৩২।২
ময়ূর ভট্ট ৩।২
ময়ূরপাখা ৫৫।২
মরকত ১৭৯।২
মরিজাতা (মর্য্যাদা) ১৫৯।২, ১৬০।১
মরুত্ত রাজা ১৯৫।১
মলয়াবন—বাগানের নাম। ৭৬।১
মলা ৫।১
মল্ল নারেঙ্‌ধল—সে কালের রামমূর্ত্তি। ৬৬।১, ১৩০।২
মশান, মসান=হত্যাস্থান। [শ্মশান—শবসৎকার-স্থান।] ১২৮।২, ১২৯।১
মসাপুর ১৭৫।১
মসিপাত্র=দোয়াত, ১৩৩।১
মসীপাত্র কলম=দোয়াত কলম। ১৭২।১
মহল—২৪।১
মহলা—৮৩।২
মহাপাত্র ২০৮।২
মহাফলা ৮৬।১
মহাসত্ত ১৮৮।১
মহামাঈ ১৯২।২
মহামায়া ৭।২
মহিম=যুদ্ধ, ৭৫।১, ১৩২।১, ১৩৩।১, ১৪৩।২, ১৭৭।১
মহিমা=মাহাত্ম্য, মহিম=যুদ্ধ ১৩৩
মহীরাবণের কথা ২০৬।১
মাউত ১৬২।২, ১৬৩।১
মাউদিয়া ২২।১
মাথাল=মহাকাল ফল। ১৩৯।১
মাচা=মঞ্চ। ১৭৬।২
মাজি ৯৩।১
মাণিক অঙ্গুরি ১৮০।২
মাটিখানার গুণ—দেশের ব্যবহার ১১৬।১
মাতঙ্গ ১৪১।১
মাথা খাও—সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। ৮৭।২
মাথা খাবে—১৫১।১
মাদল ১৪২।১, ১৮৪।১
মাদুলি, মাদুলী—তাবিজ। ৭২।২, ১১৫।১

শব্দ — পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

রুধির নয়নে ভাসে—রক্তবর্ণ চক্ষুসহ প্রকাশ পাইতেছেন। রাজা ক্রোধে রক্তচক্ষু। ১৫৫।২

রূপসেন—পাত্রের ভাগিনেয়। ২০৩।২

রূপামণি পাটি ১৩৪।১

রূপিল=আরোপিল। ৭০।২

রেক, রেখ=রেখা, রশ্মি। ৭।১

রেয়েটি পাথর—এক প্রকার লাল পাথর। ৮৫।২

রেইটি পাথর ১০০।২

রেইটী পাথর ২০৮।২

রেউটি পাষাণ ২১২।২

রেয়েটি পাষাণ ১০৪।১

রোহিণী—বারুয়ের মেয়ে। ১০৪।২

লখে ২১২।১

লক্ষিয়ে ডুমনী। ১৮৫।২, ১৮৬।২

লক্ষ্মিয়া ডুমনী ২০৮।১

লক্ষ্মীয়া ডুমুনী ২১০।২

লক্ষ্মিয়ে—২১২।১

লক্ষের=লক্ষ্মী ডুমনীর। ৭৯।১

লক্ষ্মের ঘোর—২০৮।১

লক্ষ্মা—২০৪।২

লক্ষের কাঁচলি=লক্ষ টাকা মূল্যের কাঁচলি। ১০৫।২

লক্ষের কাঁচুলী=লক্ষ মুদ্রা মূল্যের ব্লাউজ্। ১৫৮।১

লক্ষের কাবাই=লক্ষ মুদ্রা মূল্যের বর্ম্ম বা পোষাক। ১৫৮।১, ২২৫।১

লতা—বারুয়ের মেয়ে। ১০৪।২

ললিতা—বারুয়ের মেয়ে। ১০৪।২

লবণ—কৃতজ্ঞতার ঋণ। ২২০।১

লবণের গুণে—কৃতজ্ঞতার বশে। ২১৭।১

লস্কর=সেনা। ২১৮।২

লাউ দত্ত ১২৩।১, ১৩১।১,

লাউ দত্ত নাম তার কর্ণ দত্ত পিতা ১৩১।১

লাউসেন ৬৫।১, ৬৬।১, ৬৭।১, ৭১।১, ৭৫।১, ৭৫।২, ১০২।১, ১০৬।২, ১০৮।২, ১১০।১, ১১০।২, ইত্যাদি

লাও=লও। স্থানীয় উচ্চারণ। ১৬০।১, ১৮৭।১

লাগাম ১৬৭।২

লাচে=নাচে, রথাদ্বারে। [লচ্ছা দুআর, লাচ দুআর, নাছ দুআর]। ২২৩।২

লাজ (খই) ১৪৫।২

লাঠারি=লাঠিখেলা। ৬৭।১

লায়ের জল=লাহা বা লাল রঙের জল। ১৮৯।২

লুইচন্দ্র ৩৩।১, ৩৩।২

লুইসের, ৪০।১

লুকি=লুক্কায়িত। ১৬২।২

লুগ্রি—লুগ্রিচন্দ্র, লুগ্রে, লুগ্রেচন্দ্র—৩৬।১, ৩৭।১, ৩৭।২, লুগ্রিশ, লুহিস=রোহিতাশ্ব, লোহিদাস, রুহিদাস, লুহিদাস। ৩৬।১, ৩৮।১

লুয়ে—৩৩।১, ৩৩।২, ৩৭।১

লুহি—৩৬।১

লেউ=লওয়া হউক। ১১৮।২

লেই=লয়। ১৭৯।২

লে=গ্রহণ কর্। স্থানীয় উচ্চারণ।

লেয়=লয়। ১৫৯।১

লেখাজোখা=হিসাব। ৫৮।২

লেঠা ১৮।১

লো=অশ্রু। ৩৮।১, ১১০।২, ১১৭।২, ১৪৮।১

লোখে=লক্ষ্মী ডুমনী।১৫১।২

লোখের তরে=লক্ষ্মীর জন্য। ২০৫।১

লোচনী—বারুয়ের মেয়ে। ১০৪।২

লোটন=খোঁপা, সংবৃত কুন্তল। ১০৪।১, ১১৫।২,

লোভাইল=লুব্ধ হইল। ৯১।১

লোর=অশ্রু। ৫।১, ১২৪।২

লোহ—অশ্রু ও রক্ত উভয় অর্থে ব্যবহৃত। ২৩।১

লোহার—লৌহকার, জাতিবিশেষ, লুহার। ১৪।২

লোহাটা বজ্জর=বজ্র তুলা শক্ত লোহাটা, অতিমানুষিক শক্তিসম্পন্ন কুস্তীগীর লোহাটা। বামনাকার স্বনামপ্রসিদ্ধ মল্ল। ১৭।১, ২০।১, ২১।২, ৭৪।১, ১৭৪।১, ১৭৬।১, ১৭৭।১, ১৭৭।২, ১৮১।১

লোহাটা—২০।১, ৭৪।১, ১৭৬।১, ১৭৭।১, ১৭৭।২

লোয়াটা বজ্জর—২২।১

লোহা=লোহাটা ১৭৬।২

শঙ্করচিল=শঙ্খচিল, শুভ্রবর্ণ, সুলক্ষণ, ৬২।২, ১৮১।১

শঙ্কচিল—১৯১।২